বাংলার সাধনায়

নিগমানন্দ

শ্রীনারায়ণী দেবী

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
9/142
BANARAS.

Book to be returned by date mentioned below or reissue arranged, otherwise a fine of 10 (ten) nP. daily shall have to be paid

5.11.74		
25-11-77		

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

698 9/142 MB.1.2

4/59

LIBRARY
No. 698
Shri Shri ... ...ayee Ashram
BANARAS

9/142

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলার সাধনায়

নিগমানন্দ

LIBRARY
No....698... 9/142
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS.

শ্রীনারায়ণী দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশন :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২, ঠাকুরবাটী স্ট্রিট
শ্রীরামপুর : হুগলী

মুদ্রণ :
শ্রীসন্তোষকুমার পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।১, হায়াৎ খান লেন
কলিকাতা-৯

গ্রন্থন :
জয়গুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৭, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-লেখন :
শিল্পী শ্রীনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
ভাটপাড়া : ২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীশ্রীঝুলনপূর্ণিমা—১৩৭৪

প্রাপ্তিস্থান :
মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

দক্ষিণা :
দশ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর নিগমানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/142

তন্নো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

নিদানকথা	...	...	[ক]
পরিচিতি	...	...	[চ]
গ্রাম-বাংলা	...	...	১
যোগেন্দ্রমোহিনী	...	...	৭১
সুধাংশুবালা	...	...	১৫৫
বামাখেপা	...	...	২২৩
সচ্চিদানন্দ	...	...	২৪৫
সুমেরদাস	...	...	২৬৭
ত্রিবেণীসঙ্গম	...	...	২৮৯
সিদ্ধিযোগ	...	...	৩১৭
পরিশেষ	...	...	৩৬৯
ঋণস্বীকার	...	...	৩৯৩
উপাদান-পঞ্জী	...	...	৩৯৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 698.
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS

নিদানকথা

উপনিষদের একটি বাণীর প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি—

য়মেবৈষা বৃণুতে তেন লভ্যা
তস্মৈ ত্বেষা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।

—এই অন্তশ্চারিণী যাঁকে বরণ করেন, তিনিই তাঁকে পান, কেবল তাঁর কাছেই তিনি বিবৃত করেন তাঁর আপন তনুকে।

কেমন করে, সেকথা বেদে আছে—

উত ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।

—আবার ক্বচিৎ কারও কাছে তাঁর তনুখানি তিনি মেলে ধরেছেন, সুবসনা জায়া যেমন ধরে পতির কাছে উতলা হয়ে।

গুহ্যাতিগুহ্য এই নিগম-রহস্যের দার্শনিক সূত্র হল :

পুরুষ লোকোত্তরে বিদেহ। প্রকৃতি তখন তাঁতে নিমেষিতা। এই বিদেহ পুরুষকে উন্মেষদশায় দেহী করেন তাঁরই স্বীয়া প্রকৃতি। তিনি তখন পুরুষের চতুর্বিংশতিতত্ত্বময় দেহের জননী। কিন্তু তাঁর জননীভাবের প্রাক্তন হল জায়াভাব—লোকোত্তর পুরুষের মধ্যে তাঁর সামরস্যের সান্দ্রতা। এই সান্দ্রতাকে মহাপ্রকৃতি ফুটিয়ে তুলতে চান মর্ত্য আধারেও—পুরুষেরই প্রেষণায়। তাই, যে বরেণ্য পৌরুষেয়বিগ্রহকে 'দিবে দিবে' তিনি পোষণ করেন, পুষ্টির অন্তে তাঁরই কাছে আবার আপন তনুকে বিবৃত করেন ওইভাবে।

তখন 'মর্ত্যেনা সয়োনির্ অমর্ত্যঃ' পুরুষের অনুভব :

আবাম্ অর্ধবৃগলাবিব স্বঃ, তেনায়ম্ আকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব।

—আমরা দুটিতে যেন ছোলার একটি খোসার মধ্যে দুটি দলের মত, তাইতে আমার এই আকাশ স্ত্রীতে পূর্ণ হয়েই আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষের উজান বওয়ার সময় প্রকৃতির এই মধুরা রতির কথা বলতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য আবার বললেন—

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবম্ এবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।

—(শেষ দশায়) যেমন প্রিয়া স্ত্রীর দ্বারা সম্যক্ নিবিড়তায় আলিঙ্গিত হয়ে পুরুষ না জানে বাহির না জানে অন্তর, তেমনি করেই এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা সম্যক্ নিবিড়ভাবে আলিঙ্গিত হয়ে না জানে বাহির না জানে অন্তর।

এই 'প্রাজ্ঞ আত্মা'ই বুদ্ধের প্রজ্ঞাপারমিতা, তন্ত্রের তারা বা নীল-সরস্বতী, মধ্যযুগের বাঙালী সিদ্ধাচার্যদের সেই অস্পৃশ্যা শবরী, যাঁর সঙ্গে

শবর ভুজঙ্গ, ণইরামণি (নৈরাত্মরূপিণী) দারী, পেক্খারাতি পোহাইলী।

বৌদ্ধের প্রজ্ঞাপারমিতা স্ত্রীদেবী, এটা আকস্মিক নয়।

কিন্তু এই লীলার এখানেই শেষ নয়। যখন প্রেমরাত্রি পোহায়—সবার পোহায় না—সিদ্ধ আবার ফিরে আসেন মর্ত্য জগতে। তখন উপদ্রষ্টার দৃষ্টিতে পরিণম্যমানা প্রকৃতি তাঁর তনয়া। মহাপ্রকৃতিই 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তা জগৎসু', কিন্তু তারা 'সকলাঃ'—কলায়-কলায় চন্দ্রাবলী, নিত্যা ষোড়শী কেউ নয়।

এইবার ওই সকলাকে পূর্ণকলা করবার গুরু-দায় তাঁর। বেদের ভাষায় তিনি তখন

স্বায়াং দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ।

—দেবতা তাঁর আপন দুহিতায় নিজের সমর্থ তেজকে নিহিত করলেন।

শতপথব্রাহ্মণে এইটি প্রজাপতির দুহিতৃগমন, যে-দুহিতা 'রোহিণী' কিনা ঊর্ধ্বাভিসারিণী প্রকৃতি। পুরাণে গিরি-জাই এমনি করে হন গিরি-জায়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুহিতা হল জায়া—পুরুষের 'নন্দিনী দয়িতা'। এবং অবশেষে বিশ্বের জননী।

এমনি করে পুরুষ-প্রকৃতির প্রেমলীলার একটি চক্রাবর্তন পূর্ণ হয়। সিদ্ধপুরুষ তখন বলে ওঠেন—

জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌ব হাঁড়ি, বোঝরে মন ঠারে-ঠোরে॥

সন্ধাভাষায় বলা মরমীয়াদের এইসব যৌনাতিচারের কথা অপ্রাকৃত বীরধর্মের মূলে :

জো এথু বুঝই, সো এথু বুধ।

নির্বাণরসিক সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ছাড়া যার রহস্য কেউ বুঝবে না।

এই প্রেমচক্রের যিনি চক্রবর্তী, শৈবদর্শনে তাঁর সংজ্ঞা 'বিজ্ঞান-ভৈরব মহামাহেশ্বর'। তাঁর মধ্যে বাংলার সাধনার তিনটি উপাদান প্রজ্ঞা শক্তি আর প্রেম এক যৌগিক বিগলনে এক হয়ে যায়। তিনি তখন একাধারে শাক্ত শৈব এবং প্রেমিক।

গিরিজায়ার মুখ থেকে যে-নিগম এল গিরীশের হৃদয়ে, এই তার রহস্য।

এবং এ-ই হল শ্রীনিগমানন্দের জীবন-বেদ।

বেদার্থ উপবৃংহিত হয় পুরাণে—নিত্যের ছন্দে। দেশ-কাল-পাত্রের মাধ্যমে তা-ই আবার ইতিহাসে রূপ ধরে। সে-ইতিহাস যেমন ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস, তেমনি আবার জাতির সংস্কৃতির ইতিহাস। দুটিকে পৃথক করা যায় না। আর সাধন-জীবনে সে-ইতিহাস প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের একটা বিনুনি। তার মধ্যে অপ্রাকৃতের চাপে প্রাকৃত বারবার ভেঙে পড়ে। সেই ভাঙনের মধ্যেই থাকে সৃষ্টির বীজ। এই ভাঙা-গড়ার খেলায় সচেতনভাবে যোগ দিয়ে সৃষ্টিকে এগিয়ে নেবার অধিকার যাঁতে বর্তায়, তিনি আধিকারিক পুরুষ। শ্রীনিগমানন্দের জীবন এই লক্ষণাক্রান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপ্রাকৃত দিকটার কথাই বলব, কেননা ওই হল প্রাকৃত জীবন-নাট্যের সূত্রধার।

তিনটি লোকোত্তর দর্শন শ্রীনিগমানন্দের জীবনরহস্যের কুঞ্চিকা।

'স্তম্ভিত নলিনের চোখের সামনে সেই আলোর মধ্যে ফুটে উঠল ছোট্ট একটি সুন্দরী মেয়ে।' নলিন তখন সাত বছরের ছেলে।

এ-ই 'গৌরী'র পূর্বরাগ—বিদ্যুতের বিদ্যুতিতে স্বয়ংবৃতের দৃষ্টিতে তাঁর স্ফুরণ। দেবী তখন 'কৌমারী'।

তারপর

'সুধাংশুবালা যাঁর ছায়ামাত্র, তারা-পীঠে তিনিই এসে ধরা দিলেন চরাচর আলো করে। "যখন ইচ্ছা দেখা পাব তোমার?" "পাবে", প্রসাদসুমুখী নিত্যা ষোড়শী তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন অনায়াসে।'

এ-ই 'উমা'র প্রেম—যে-প্রেম নির্ঝরিত হল 'মায়ের কৃপা'য়। দেবী অলক্ষ্যে তখন 'নিগমার্থগোচরকরী'।

তারও পর, স্বধাবৎ পৌরুষের আগুনে অপরা প্রকৃতির সব সংস্কার পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখন

'সম্মুখে তরল জ্যোতির আভাস ফুটছে ক্রমে। কি ও? এ কি? মহারাষ্ট্রীয়া মহিলার ভঙ্গিতে বারাণসী-চেলপরিহিতা রত্নালঙ্কার-ভূষিতা কে এই মহিমময়ী? "কে আপনি?" পরিব্রাজকের প্রশ্নে দর্পিত মধুর হাস্যে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন সম্মুখবর্তিনী, "আমি কাশীপুরাধিশ্বরী অন্নপূর্ণা।" স্পষ্ট দেখলেন, নির্গুণ সগুণে-সাকারে ফুটে উঠেছেন।'

এই 'শঙ্করী'র মহিমা—যে-মহিমায় গুরুভারের ঋদ্ধতা। দেবী তখন 'ওঙ্কারবীজাক্ষরী'।

এই অন্নপূর্ণা। শঙ্করপ্রাণবল্লভা। একমাত্র আদিশঙ্কর যাঁর মহিমা গেয়েছেন শার্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দের লহরে লহরে:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরী উমা শঙ্করী…কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী…
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী…শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী…চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী…

বেদে এই অন্নপূর্ণা ঋষি অথর্বার 'মাতা ভূমিঃ'—যিনি 'হিরণ্যবক্ষা অদিতিঃ পরমে ব্যোমন্' ঃ মৃন্ময়ী পৃথিবীর চিন্ময়ী প্রতিমা। পুরাণে-তন্ত্রে তিনি বর্ষণস্নাতা গজলক্ষ্মী কমলা, দশমহাবিদ্যার শেষবিদ্যা। যোগে তিনিই বেদোক্ত সার্পরাজ্ঞী কুণ্ডলিনী।

দর্শনের এই ত্রিপুটীর সর্বশেষে,

'একদিন আশ্চর্য দর্শন হল। ইষ্টস্বরূপাকে প্রথম দেখলেন অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকুমারী। তারপর সেই বিগ্রহ পরিবর্তিত হল ষোড়শী প্রণয়িনীমূর্তিতে—ফুটে উঠলেন কিশোরীবধূ সুধাংশুবালা। ষোড়শী ক্রমে সপ্তদশী হল, হল অষ্টাদশী যুবতী। দেখতে না দেখতে সেই যুবতী প্রকাশিতা হলেন জননী যোগেন্দ্রমোহিনীরূপে। জননী এসে মধুরে আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। পুরুষোত্তমের তুর্যাতীত ভাব হৃদয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে নিগমানন্দ সেই অবস্থাতে সমাহিত হলেন। তাঁর জীবনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দান সম্পন্ন হল সেদিন।'

অনির্বাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচিতি

লোকোত্তর মহাপুরুষ শ্রীনিগমানন্দের জীবন-রহস্য বা জীবন-দর্শন আলোচনায় নব নব রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। বুদ্ধির বৈশারদ্যে এবং আদিগুরুর কৃপাসম্পাতে সহস্রদলকমলসদৃশ প্রস্ফুটিত আধিকারিক পুরুষ শ্রীনিগমানন্দের জীবন-রহস্য সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী সাধকের নিকটই ধরা দেয়। ভারতের সাধক নিগমানন্দের কয়েকটি জীবনী ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সব জীবনী যুক্তিনিষ্ঠ বিদগ্ধ সমাজকে তেমন তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে নাই। কোকিলামুখ সারস্বত-মঠে সদ্‌গুরু নিগমানন্দ মহাপুরুষের জীবনীপ্রণয়ন-সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন আমাদের স্মৃতিতে আজও তাহা উজ্জ্বল হইয়া আছে। শ্রীমণিভূষণ বাগচি-প্রণীত "ভারতের সাধনা—বিজয়কৃষ্ণ" পুস্তকখানা হাতে লইয়া তিনি আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ,"জীবনী যদি লিখতে হয় তবে এই ভাবেই। জন্মতারিখ, জন্মভূমি, পিতৃ-মাতৃপরিচয় ইত্যাদি বহিরঙ্গ ব্যাপার। মহাপুরুষের আসল জীবন—সাধন-জীবন।" শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাণীকে স্মরণ করিয়াই ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে 'আধিকারিক পুরুষ শ্রীনিগমানন্দ' পুস্তকখানা সম্পাদন করি। উক্ত পুস্তকের 'পরিচায়িকা'তে অনির্বাণ লিখিয়াছেন—'আধিকারিক পুরুষ শ্রীনিগমানন্দ অভিনব পদ্ধতিতে লেখা একখানি চরিত-গ্রন্থ। গ্রন্থকার তথ্যের সঙ্কলনের চাইতে তত্ত্বের বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়েছেন। এটি বীতরাগবিষয়চিত্তের অনুধ্যানের অনুকূল হয়েছে।' মদীয় আচার্য, নিগম-কৃপাধন্য শ্রীমৎ অনির্বাণজীর মন্তব্য পাঠ করিয়া সেই দিনই মনে হইয়াছিল, তত্ত্ব এবং তথ্যের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী কাহার দ্বারা লিখিত হইবে? অবশ্য মঠেই একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম 'আমার জীবনী লিখবে শক্তি। শিশির বসুর লেখা জীবনী সঠিক জীবনী হয় নাই, তবে তা'হতে তোমরা জীবনীর উপাদান পাবে।' একনিষ্ঠ গুরুভক্ত শক্তিদা (সিদ্ধানন্দজী) গুরুতর কর্মের চাপে আজ পর্যন্ত সেই গুরুদায়িত্ব পালনে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। আমার অটুট বিশ্বাস, সদ্‌গুরুর বাণী অব্যর্থ। যথাকালে ভক্তের দ্বারা সদ্‌গুরুর জীবনী লিখিত হইবেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতঃপর জীবনী লেখার সুযোগ্য পাত্র, বৈয়াসকী চেতনার উত্তরাধিকারী শ্রীমৎ অনির্বাণজীর কথা বারংবার মনে হইয়াছে। কিন্তু নিগম-রহস্য আবিষ্কারে 'বেদ-মীমাংসা' রচনায় তিনি অভিনিবিষ্ট; সুতরাং বিবৃতি-মূলক জীবনী রচনায় তাঁহার সময় কোথায়? পরিশেষে নিগম-স্নেহ-নন্দিতা লীলার কথা মনে হইল। তাহাকে বলিলাম, পুনঃ পুনঃ উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিনব জীবনী-প্রণয়ন-কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে। উপযুক্ত সময়ে ইহার সুফল ফলিল। শ্রীমতী নারায়ণী (লীলা) 'বাংলার সাধনায় নিগমানন্দ' গ্রন্থ প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিল। ক্রান্তদর্শী মনীষী শ্রীমৎ অনির্বাণ তাহার সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুতি দিয়া কার্যে ব্রতী হইলেন। যুক্তি এবং অনুভবসিদ্ধ দৃষ্টি দ্বারা তিনি নারায়ণীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনী সম্পাদনে সক্রিয় সাহায্য করিতে লাগিলেন। নারায়ণীর প্রতিভা, গ্রহণসামর্থ্য এবং ভূরিদাতা আচার্য শ্রীমৎ অনির্বাণজীর অকৃপণ সম্প্রদানে রচিত হইল 'বাংলার সাধনায় নিগমানন্দ'।

এই প্রসঙ্গে লেখিকার সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করি। অতি শৈশবে শ্রীমতী নারায়ণীর জনক শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরীধামে তাহাকে গুরুপাদপদ্মে উৎসর্গ করেন। তিনি অদ্যাবধি জীবিত কিন্তু শাস্ত্রমতে কন্যার নিকট মৃত—কারণ নারায়ণীকে নীলাচল কুটিরে রাখিয়াই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম নিরঞ্জনানন্দ সরস্বতী। আমাদের ঠাকুর পিতার অধিক বাৎসল্যে তাঁহার এই শিষ্যকন্যাটিকে মানুষ করেন। আমরা তাহাকে 'লীলা' বলিয়া ডাকি। দুটি নামই ঠাকুরমহারাজের দেওয়া। আমাদের লীলা পার্থিব বিদ্যায় এম-এ ডিগ্রী-ধারিণী এবং পারমার্থিক বিদ্যাতেও সম্পন্না। বিজ্ঞানভৈরব মহামাহেশ্বর পদবীতে আরূঢ় সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষের উপযুক্ত মানসকন্যাই বটে। 'বাংলার সাধনায় নিগমানন্দ'কে সে ক্রমবিকাশের পথে যে ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহাতে তাহার দক্ষতা, বিচারশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টির নিখুঁত পরিচয় মিলে।

অতঃপর শ্রীমৎ অনির্বাণজীর কথা। বিচিত্র নামে তিনি পরিচিত। শ্রীবরদা ব্রহ্মচারী, নির্বাণানন্দ, নির্বাণচৈতন্য, সত্যকাম, ঋষিদা, অনির্বাণ, বড়দা—সব নামই একই ব্যক্তির কিম্বা নৈর্ব্যক্তিক সত্তার। আধিকারিক পুরুষ শ্রীনিগমানন্দের যোগ্যতম, প্রাণপ্রিয় সন্ন্যাসীশিষ্য তিনি। প্রাচ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং পাশ্চাত্য বিদ্যায়, অপরা এবং পরাবিদ্যায় তাঁহার সমান যোগ্যতা এবং অধিকার। নিদর্শন—বেদ-মীমাংসা গ্রন্থ, শ্রীঅরবিন্দের Life Divine এর সার্থক অনুবাদ। আরও কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এখনো লিখিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বিদ্যাবিকিরণের দীপ্তিতে এখনো তিনি বেদের ভাষায়—'অক্ষীয়মাণম্ উৎসশতধারম্'। গুহ্যাতিগুহ্য নিগম-রহস্যের সূত্র-প্রণেতা শ্রীমৎ অনির্বাণজী নিগম-প্রসাদ বা কৃপাধন্য। আগম-নিগম-রহস্য অনির্বাণ-চেতনাতেই বিকশিত হয়। উজান-ধারায় চেতনার ক্রম-সূক্ষ্ম বিন্দুপর্বে উপনীত হইয়া আবার যিনি সেই আবেশের সংস্কার লইয়া জাগ্রত চেতনায় অবাধে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, আরোহ-অবরোহক্রমে যিনি সুনিপুণ, তিনিই প্রকৃত রহস্যবেত্তা। নিগম-রহস্যের 'নিদানকথা' অনির্বাণ-চেতনা-মুখে যেরূপ অনবদ্য অভিনব ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে, সারস্বত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা পরমানন্দ এবং গৌরবের বিষয়! ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়ের আচার্যরূপে তাঁহাকে প্রাণের অভিনন্দন জানাইতেছি।

সর্বশেষে শিবগুরু শ্রীনিগমানন্দের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। বাংলার সাধনায় নিগমানন্দের অবদান অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মহা-তেজস্বী, ওজস্বী সমর্থ সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ। বিদ্যা এবং শক্তি-সংক্রমণ বা শক্তিপাতে সুদক্ষ তিনি। সাধন-পথে তাঁহার সমন্বয়ী দৃষ্টি অতুলনীয়। তান্ত্রিকী এবং বৈদিকী উভয় শ্রুতিতে ছিলেন তিনি পারদর্শী। তান্ত্রিক সিদ্ধিতে চক্রেশ্বর নিগমানন্দের যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসন, বেদান্তের অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনাতেও তেমনি তিনি ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ। লোকোত্তর এবং লোকাতত, আর্য এবং আর্যেতর সর্ব্ববিধ সাধন-প্রণালীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁহার। জাতিগঠনের মূল ভিত্তি ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের মাহাত্ম্য ঘোষণায় অভিনব পথপ্রদর্শকও তিনি। সাধনেচ্ছু সাধকের পক্ষে যেমন আদর্শ তিনি, সাধন-ভজনবিহীনের নিকটও অভয়প্রদাতা তিনি। ব্রহ্মজ্ঞানে শুধু সন্ন্যাসীদেরই একাধিপত্য স্বীকার না করিয়া, আদর্শ গৃহস্থকেও সেই অধিকার তিনি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি সর্বভূতের সুহৃদ্। ভারতীয় সনাতন সাধন-পদ্ধতির পুনরুজ্জীবনকারীরূপে জনমানসে তাঁহার আসন চির-সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলার ধর্ম্মগুরুদের মধ্যে তিনি একটি স্বতন্ত্র আসনের অধিকারী। শৈব চেতনায় এবং বৈষ্ণব চেতনায় যুগপৎ তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত—একাধারে তিনি সাধক—সিদ্ধ—সহজ মানুষ এবং জীবন-রসিক মহাজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামরস্যজনিত নিগূঢ় আনন্দের সন্ধান সকলকেই তিনি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। নামের বৈশিষ্ট্য, সাধনার বৈশিষ্ট্য, উপদেশবৈশিষ্ট্য—প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। অনুমান-নির্ভর সত্যের কথা নহে, প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্যের ঝঙ্কারই তাঁহার জীবনী ও বাণীতে শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতে কি, বাংলার সাধনায় প্রাণসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন তিনি। জীবন-পথের দিশারী, অকূলের কাণ্ডারী, আশা-ভরসাস্থল, অল্পপ্রাণ কলির জীবের জন্য মৃতসঞ্জীবনী সুধার আবিষ্কারক, স্বরকল্পে নিপুণ, মানব-দরদী মহাপ্রাণ নিগমানন্দকে বাঙালী কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। মানব-উজ্জীবনকারক সদ্‌গুরু নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হউক। বাঙালীর প্রাণে আবার সর্ববিধ উন্নতির জোয়ার খেলুক। বাংলার সাধনায় কি অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন শ্রীনিগমানন্দ, তাহা আজ বাঙালী জাতির তথা সমগ্র ভারতের অনুধাবনের বিষয় হউক।

দক্ষিণ বাংলা সারস্বত আশ্রম
হালিসহর : ২৪ পরগণা
২২শে শ্রাবণ, ১৩৭৪

নিগমকৃপাধন্য
সত্যানন্দ

LIBRARY
No. . . ..
Shri Shr. ... ...mayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থ বরদ বঙ্গে ॥

*

জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাংখ্যকার
এই বাংলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরকহার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ-শাতন করি
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি।

*

বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে।

*

কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।

*

মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি ধীরে
মুক্ত হইব দেবঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে ॥"

—সত্যেন্দ্রনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

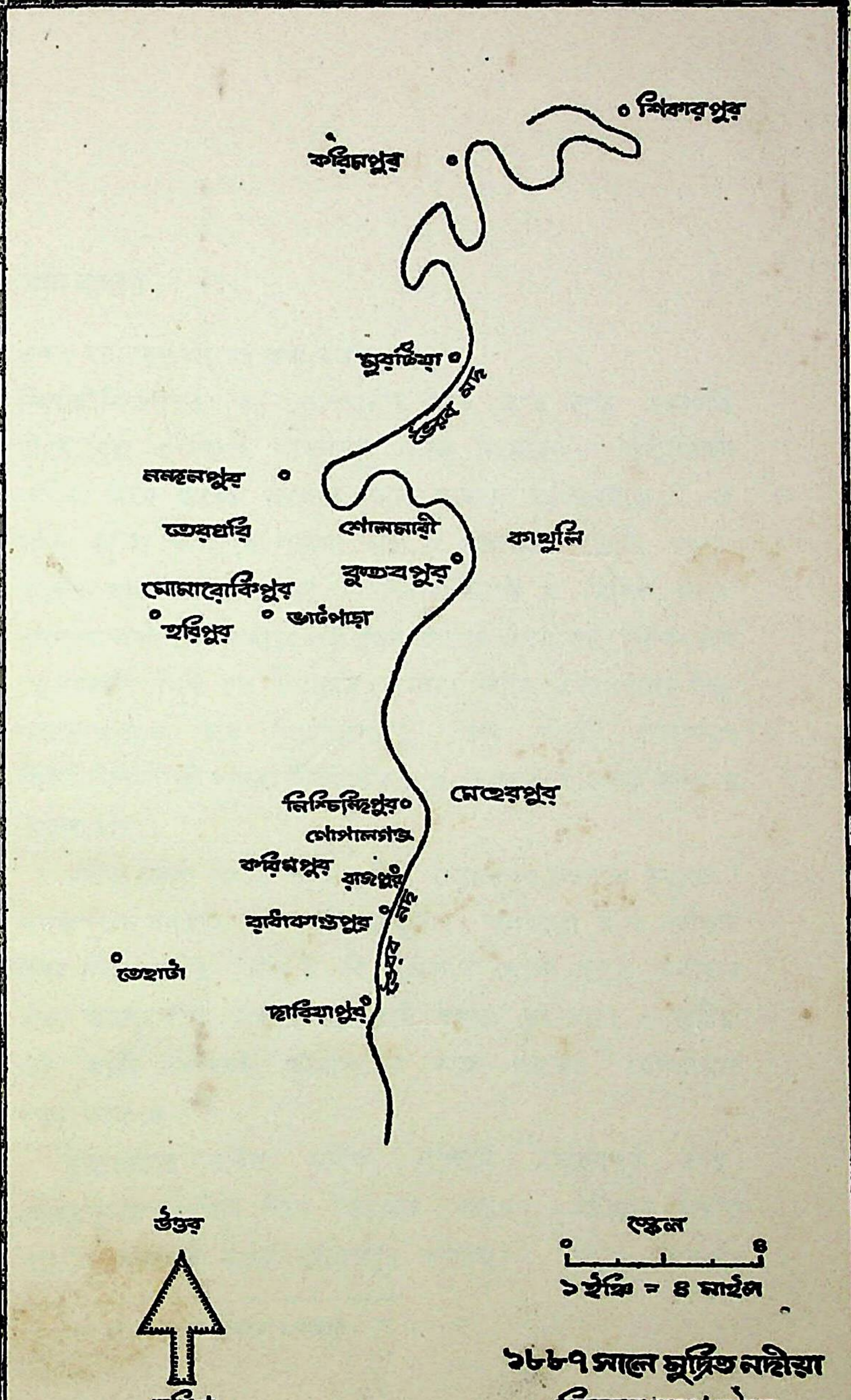

১৮৮৭ সালে মুদ্রিত নদীয়া
জিলার ম্যাপ হইতে

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সৌজন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রাম-বাংলা

একশ বছরেরও আগের কথা বলছি।

সিপাহীবিদ্রোহের পর কোম্পানীর হাত হতে তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া এ-দেশের শাসনভার নিজে নিয়েছেন। সুশাসকের ভূমিকা নিয়ে ইংরেজ সরকার ঢেলে সাজছে ভারতবর্ষকে। এই সময় নদীয়া যশোহর পাবনা ইত্যাদি বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে নীলের হাঙ্গামা দেখা দেয়। পিটার গ্র্যাণ্ট ও সিসিল বিডন বাংলার রাজ্যপাল হিসাবে এই তুজন ইংরেজ শাসকের বিচক্ষণতায় সে-হাঙ্গামা বেশী দূর গড়ায়নি। নানা ভাবে এঁরা দেশের কিছু কল্যাণসাধনও করে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও রেলপথ-প্রতিষ্ঠাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

নদীয়া জেলা বলতে তখন কুষ্টিয়া মেহেরপুর কৃষ্ণনগর চুয়াডাঙা শান্তিপুর ও বনগ্রাম এই ছয়টি মহকুমা। কলকাতা হতে নদীয়ার উত্তর সীমা কুষ্টিয়া পর্যন্ত ই. বি. রেলপথ খোলা হল। নদীয়ার মধ্যে কাঁচড়াপাড়া চাকদহ রানাঘাট বগুলা চুয়াডাঙা ও কুষ্টিয়া এই কয়টি স্টেশনই গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ রক্ষা করত।*

চুয়াডাঙার বাইশ মাইল পশ্চিমে মেহেরপুর গ্রাম। মেহেরপুরের পশ্চিম দিয়ে ভৈরবনদ বইছে। নদীয়ার অন্যান্য প্রাচীন অঞ্চলের মধ্যে মেহেরপুর অন্যতম। আমরা যখনকার

* 'নদীয়া কাহিনী'—কুমুদনাথ মল্লিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলছি তখনও আশেপাশের অন্য সব গ্রামের মধ্যে মেহেরপুর বর্ধিষ্ণু। ওখানে মিউনিসিপ্যালিটি ডাকঘর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সবই হয়েছে। ভৈরবনদের পূর্ব ও পশ্চিমতীরে যত গ্রাম ছিল সেকালে—মেহেরপুরের মাধ্যমেই উনিশ শতকের সভ্যতার সঙ্গে তাদের যা-কিছু পরিচয়।

মেহেরপুরেরও প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে রাধাকান্তপুর গ্রাম। নিকটবর্তী রেল স্টেশন সেখান থেকে তাহলে চব্বিশ-পঁচিশ মাইল পড়ত। আর সেটা মোটরের যুগ ছিল না। নৌকা গরুর গাড়ি নাহয় পাল্কী ছিল যানবাহন। তাই রাধাকান্তপুরকে শহর থেকে অনেক দূরে সেকালের গ্রাম-বাংলার এক প্রতিনিধি বলতে পারি অনায়াসে। সারা মেহেরপুর মহকুমাই তখন বড় শহর বলতে কৃষ্ণনগর বুঝত। কলকাতা তাদের কাছে দূর্ অস্ত্।

রাধাকান্তপুরে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন সেসময়। তাঁর পিতামহ আনন্দরাম ও পিতা রামতনু চক্রবর্তীর নাম পাওয়া যায়। হয়তো রাধাকান্তপুরে তাঁদের তিনপুরুষের বাস। কিন্তু আদিবাস কোথায় ছিল এই চক্রবর্তীদের তা আজ আর কেউ বলতে পারেন না। মেহেরপুর অতি প্রাচীন গ্রাম আগেই বলেছি। ওখানকার মুখোপাধ্যায়বংশ বাংলার ব্রাহ্মণ-কুলপঞ্জীতে স্থান পেয়েছেন। মুখোপাধ্যায় ও মল্লিক-বংশ মেহেরপুরের নামজাদা জমিদারগোষ্ঠী। এঁদের আশ্রয়ে এক সময় মেহেরপুরে প্রায় ৪০০ ঘর ব্রাহ্মণ বাস করতেন। নীলকর সাহেব জেম্‌স্ হিলের শত্রুতা এবং গৃহবিবাদে ওই দুই জমিদার-বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা বুঝে এইসব ব্রাহ্মণপরিবার হয়তো আশেপাশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন। রাধাকান্তপুরের চক্রবর্তীদের এই সময় মেহেরপুর ছেড়ে ওখানে এসে বসবাস করা কিছু বিচিত্র নয়। আদিবাস দূরবর্তী কোন অঞ্চলে হলে বংশে তার প্রবাদ থাকত নিশ্চয়ই। আজও তাঁদের দৌহিত্রবংশ বর্তমান। তাঁরা নিজেদের এই অঞ্চলের মানুষ বলেই জানতেন।

ত্রৈলোক্যনাথের অবস্থা ভাল ছিল। মস্ত তেজারতী কারবার অনেক জমিজমা তাঁর। কিন্তু একটিও ছেলে ছিল না চক্রবর্তী-মশাইয়ের, ছিল চারটি মেয়ে। বড়মেয়েটি ছোটবেলাতেই মারা যায়। যোগেন্দ্রমোহিনী কৃষ্ণমোহিনী ও গোবিন্দমোহিনী এই তিন মেয়ে আর স্ত্রী আনন্দময়ীকে নিয়েই ত্রৈলোক্যনাথের সংসার। শহরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হলেও গ্রামে তখন অষ্টমে গৌরীদানের প্রথা উঠে যায়নি। ত্রৈলোক্যনাথও মেয়েদের সাত-আট বছর বয়স হতেই ভাল ঘর-বর দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তাঁর পয়সার অভাব ছিল না, কাজেই মনের মত জামাই পাওয়াটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। ছোট মেয়ে গোবিন্দমোহিনীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার অল্পদিন পরেই ত্রৈলোক্যনাথ মারা যান।

আনন্দময়ী দেব্যা ছিলেন রাশভারী মহিলা। স্বামী অবর্তমানে ভেঙে পড়লেন না শোক-তাপে। জমিজমা তেজারতী নিজেই দেখাশোনা করতে লাগলেন। ছেলে নাই? তা নাই-বা থাকল। যোগ্যপাত্রে বিয়ে দিয়েছেন তিন মেয়ের—জামাইরা সহায় হবে তাঁর, দৌহিত্ররা ভোগ করবে বিষয়-সম্পত্তি। তবে তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবেন কি দুঃখে?

ছোট জামাইয়ের উপরেই খুব ভরসা ছিল আনন্দময়ীর। তিনি ছিলেন পুলিশ সাব্-ইন্স্পেক্টর। তখনকার দিনে লোকে হাকিমকেও আশীর্বাদ করত 'বাবা তুমি দারোগা হও।' জামাই তাঁর সেই দারোগা। তাহলে আর আনন্দময়ীর ভাবনা কি? ছোট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেয়েকে বেশীর ভাগ সময় নিজের কাছেই রাখতেন তিনি। তিন জামাইয়ের মধ্যে ছোটর অবস্থাও সবচেয়ে ভাল ছিল। প্রচুর পয়সা-কড়ি তাঁদের। শাশুড়ীর পক্ষপাতে উৎসাহিত হয়ে ছোট জামাই রাধাকান্তপুরে শ্বশুরের ভিটাতেই দোতালা কোঠা-বাড়ি তৈরি করাতে আরম্ভ করলেন। উপরে নীচে নয়খানা বড়-বড় ঘর, মস্ত আঙিনা সামনে পিছনে। আম-কাঁঠালের বাগান নিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসতবাড়ি পত্তন করেছিলেন দারোগা-বাবু। কিন্তু 'মানুষ গড়ে দেবতা ভাঙেন'। পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ির সব কাজ শেষ করার আগেই সংসার ছেড়ে যেতে হল তাঁকে। গোবিন্দমোহিনীর তখন মাত্র ১৮।১৯ বছর বয়স। সন্তান হয়নি একটিও।

ছোট জামাইয়ের মৃত্যু আনন্দময়ীর পক্ষে অভাবনীয় আঘাত। এরপর কৃষ্ণমোহিনীও একদিন হাতের নোয়া খুলে সিঁদুর মুছে ফিরে এলেন মায়ের কাছে। তিনিও নিঃসন্তান।

বুক ভেঙে নিশ্বাস পড়ে আনন্দময়ীর। তবু তাঁকেই শক্ত হাতে হাল ধরতে হয়। অল্পবয়সী এই সুন্দরী বিধবাদুটিকে তিনি ছাড়া আর দেখবে কে? টাকা-পয়সার জোরই সংসারে বড়—যত শোকই লাগুক জমিজমা সব বজায় রাখতে হবে। স্বামীর সংসারে চিরদিন সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটিয়েছেন। অভাব কাকে বলে জানতে দেননি মেয়েদের। আজ তিনজন বিধবা-ই নাহয় হয়েছেন। তাবলে 'হাঘরে' হবেন কেন?

বাঘিনীর বিক্রমে আনন্দময়ী বাড়িঘর বিষয়সম্পত্তি আগলান। কড়াশাসনে প্রজা আর খাতককে জব্দ রাখেন। তিন বিধবার ঐশ্বর্য দেখে চোখ টাটায় অনেকের তাতে সন্দেহ নাই। আনন্দময়ী নির্বিকার। 'এত আপনাদের খাবে কে? কার জন্য এসব?' কেউ এধরনের প্রশ্ন করলে উত্তর তো তৈরীই আছে—'কেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

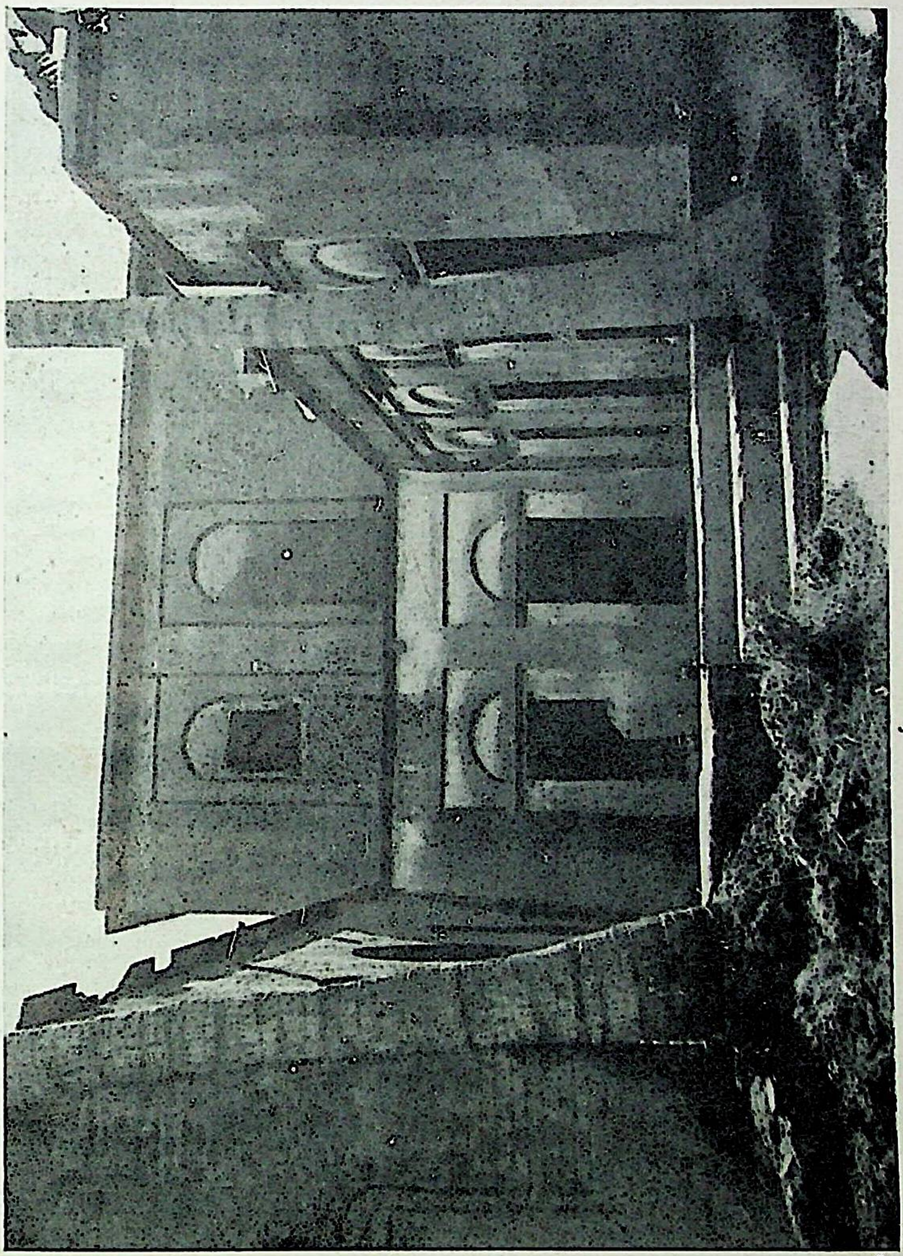

ঠাকুরের মাতুলালয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাণিকের ছেলেরা ভোগ করবে। ওর কি এখনই ছেলেপুলে হওয়ার বয়স গেছে নাকি?'

মেজ মেয়ে যোগেন্দ্রমোহিনীর ডাকনাম ছিল মাণিকসুন্দরী।

মেহেরপুরের ছয়-সাত মাইল উত্তরে কুতবপুর। ছোট্ট হলেও গ্রামখানা প্রাচীন আমলের। এখানিও ভৈরবনদের তীরে। ওর ঠিক ওপারে কাথুলি, নীলকর সাহেবদের মস্ত আড্ডা। নীলকুঠির বিরাট অট্টালিকা কুখ্যাত নীলকরওয়ালাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। ১৮৬০ সালের পর থেকে জুলুমবাজি ক্রমে বন্ধ হয়েছে ওদের। তার আগে কুতবপুরবাসীরাও কম দুঃখ ভোগেনি নীল বোনা নিয়ে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে 'গুপে গুণ্ডা' নামে প্রসিদ্ধ নীলকর সাহেবের সেই শয়তান কর্মচারী নাকি মেহেরপুরেরই মহেশ মুখোপাধ্যায়।

কুতবপুর গ্রামের আয়তন আড়াই মাইল মত হবে। এ-অঞ্চলে তাঁতী শাঁখারী কামার কুমার জেলে ইত্যাদি নিম্নবর্ণের হিন্দুই বেশী ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দু বলতে ভট্টাচার্য-পরিবারেরই বিশেষরকম নাম-ডাক। বর্তমানে এঁদের যে-বংশতালিকা পাওয়া যায় তাতে আদিপুরুষের নাম শালগ্রাম ভট্টাচার্য, পদবী চট্টোপাধ্যায়, চাটুতি গাঁই, সুরাই মেল * চিকুরের (শ্রীকর?) সন্তান। আদিবাস বর্ধমান। এখনও নাকি সেখানে এই বংশের ব্রাহ্মণরা আছেন।

শালগ্রাম ভট্টাচার্যের দুই ছেলে কাশীনাথ ও জগমোহন কোনও অজ্ঞাত কারণে বর্ধমান হতে বাস উঠিয়ে কুতবপুর গ্রামের এক মাইল দূরে রামদাসপুরে (চলতি নাম ভিটের মাঠ) প্রথম বসবাস

* মেল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেউ বলছেন খড়দহ কেউ বা সুরাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরম্ভ করেন। কুতবপুরের অন্যান্য কিছু লোকও তখন ওখানে থাকত। পর-পর কয়েক বছর অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তারপর কাশীনাথেরা কুতবপুরে এসে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন।* এঁদের পুত্র-পৌত্ররাই কুতবপুরের ভট্টাচার্য-পরিবার। এই পরিবারের ভুবনমোহনের সঙ্গেই ত্রৈলোক্যনাথ মেজমেয়ে যোগেন্দ্রমোহিনীর বিয়ে দিয়েছিলেন।

ভুবনমোহনের কোন সহোদর ভাই জীবিত ছিলেন না। কিন্তু যুধিষ্ঠির ভট্টাচার্য শরৎ ভট্টাচার্য রামচন্দ্র রাধিকানাথ যতুনাথ বিধুভূষণ ইত্যাদি প্রায় দশ-বার জন জ্ঞাতিভাই ছিলেন। সেকালের রীতি অনুযায়ী সকলে মিলে ছোট একটি ব্রাহ্মণপল্লী গড়ে তুলেছিলেন। এঁর আঙিনা দিয়ে ওঁর বাড়ি যাওয়া যায়। ওঁর ঘরের পাশেই তাঁর খিড়কি—এইভাবে ঘর বেঁধে তাঁরা বাস করতেন।

এ-পরিবারের চট্টোপাধ্যায় পদবী অন্তত চার পুরুষ আগেই ভট্টাচার্যে পরিবর্তিত হয়েছিল। সাধারণত যজন-যাজনশীল ব্রাহ্মণকে ভট্টাচার্য বলে। কিন্তু কুতবপুরের ভট্টাচার্যরা বলতেন তাঁদের বংশে একসময় অনেক অধ্যাপক ও পণ্ডিত জন্মেছিলেন বলেই তাঁদের ভট্টাচার্য খ্যাতি। কথাটার সত্যতা যাচাই করার মত উপাদান কিছু মেলেনি। তবে পুরুষানুক্রমিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফলে অনেক পরিবারে সহজাত যেসব বৈদগ্ধ্য দেখা দেয়, তার কিছু-কিছু ভট্টাচার্যবংশে প্রকাশ পেয়েছিল। পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন করে শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন—

'যুধিষ্ঠির ভট্টাচার্যের সঙ্গীতে দক্ষতা ছিল। তিনি মুখে-মুখে কবিতা ও গান রচনা করতে পারতেন। আমার বাবাও খুব ভাল অভিনয় করতে পারতেন। কীর্তনে তাঁর নাম ছিল।'

---

* শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত তথ্য। ইনি ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠ পৌত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও দু-একজন সাক্ষ্য দিয়েছেন যে গান-বাজনার হাত অভিনয়প্রতিভা ও সাহিত্যচর্চার শক্তিটা ভট্টাচার্যবংশের রক্তেই ছিল যেন।†

আমরা যেসময়ের কথা বলছি ভট্টাচার্যপরিবারের মূল উপজীব্য তখন চাষ-আবাদে জমিজমার স্বত্বভোগ। সকলের অবস্থাই মোটামুটি সচ্ছল ছিল। কারও-কারও বেশ ভাল অবস্থা।

বংশের মধ্যে ভুবনমোহন ছিলেন সুপুরুষ। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ ভট্টাচার্যমশাইকে দেখলেই লোকের সম্ভ্রম হত। ব্রাহ্মণোচিত সহজ একটা আভিজাত্য ছিল তাঁর চলনে-বলনে, যাকে বলা যেতে পারে আর্যচ্ছন্দ। এবং সে-আভিজাত্য কেবল আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতেও ছিল।

'ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরের দুঃখ আপনার ন্যায় বিবেচনা করিতেন। তিনি অনেকের চাকুরির জামিন হইয়া কয়েকবার বিপন্ন হইয়াছেন ও অর্থদণ্ড দিয়াছেন। তবুও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। এজন্য আত্মীয়-স্বজন কত তিরস্কার করিত। কিন্তু তিনি কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।'*

অথচ সাংসারিক বিচারে তিনি পরিবার-প্রতিপালনে অক্ষম বা বিষয়বুদ্ধিহীন ছিলেন না। দ্বারভাঙা মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি সরকারে ভাল কাজ করতেন তিনি। ত্রৈলোক্যনাথ দেখে-শুনে সুপাত্রেই কন্যাদান করেছিলেন।

যোগেন্দ্রমোহিনীর হল পর-পর দুই মেয়ে—বসন্তকুমারী আর কুসুমকুমারী বা কুসুমকামিনী। রাধাকান্তপুরে তিন বিধবা নিজেদের মধ্যেই হা-হুতাশ করেন—তবে কি আপনার করে একটি সোনার

†৺শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার—নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু।
শ্রীরাধারমণ ভট্টাচার্য—ওই বন্ধুপুত্র।
* ১৩১৫-১৬ সালের আর্যদর্পণে প্রকাশিত "স্বামী নিগমানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাঁদ কোলে পাবেন না তাঁরা? লোকের কাছে মুখে জোর করে মাণিকের ছেলেপুলে হবার কথা বললেও আনন্দময়ী মনে-মনে ভয় পান বৈ-কি। বাড়িতে দুর্গোৎসব তাঁদের আগে থাকতেই হত—বিধবা হওয়ার পর থেকে রথ দোল রাসেও মহাসমারোহে উৎসব হয়। ব্রত-নিয়ম ধর্মকর্মও কম করতেন না। এবার মাণিক-সুন্দরীকেও দলে টেনে নিলেন মা-বোনেরা। পুত্রকামনায় বার-ব্রত উপবাস শুরু করলেন তিনি। একটি ছেলের জন্য ভুবনমোহনও কম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন না। বংশরক্ষা না হওয়াটা সেকালে রীতিমত চিন্তার বিষয় ছিল। ছেলের হাতের আগুন পাব না, শ্রাদ্ধ করবে না আত্মজ—গৃহস্থের এ যে এক মহা দুর্ভাগ্য!

কুতবপুর অঞ্চলে পুত্রকামনায় কার্তিকব্রত করাটা খুব চলতি ছিল। কোন বার-ব্রতেই ফল না পেয়ে যোগেন্দ্রমোহিনী শেষে কার্তিকব্রত আরম্ভ করলেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পর-পর দুই মেয়ে হওয়া গৃহিণীরই যেন লজ্জা একটা। তার উপর মেয়ে দুটি হওয়ার আগেই সংসার দেখাশোনার অসুবিধা হয় বলে ভুবনমোহন বিদেশের ভাল চাকরি ছেড়ে গ্রামে এসে বসেছেন। তাঁর সংসারে তখন তিনিই একমাত্র অভিভাবক। বাপ-মা আগেই গেছেন, সহোদরও নাই। ভট্টাচার্যমশাই ওই অঞ্চলেরই এক মহাজনী সেরেস্তায় কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে প্রয়োজন-মত যজন-যাজনও করতেন। রোজগার মন্দ হত না। তবু আগের চেয়ে আয় কমে গেছে এ ঠিক। সেই অবস্থায় দুই মেয়ে হওয়াটা ভাবনার কথা। ভুবনমোহনের আত্মসম্মানবোধ আবার একটু বেশী। যত অভাবই হ'ক শ্বশুরবাড়ির দ্বারস্থ তিনি হবেন না। তবে উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর ছেলেরা যদি রাধাকান্তপুরের সব-কিছুর মালিক হয় সে আলাদা কথা। মাণিকসুন্দরী দুদিকের কথাই জানতেন। মা-বোন আন্তরিক চাইছেন তাঁর একটি ছেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'ক। সে হবে তাঁদের অবলম্বন। ভট্টাচার্যমশাইও ছেলে হলে শেষ বয়সে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম পাবেন। বংশরক্ষার কথা তো আছেই।

রাধারমণ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একটা অদ্ভুত খবর পেয়েছি আমরা। ভুবনমোহনের এক জ্ঞাতিবোন তাঁদের প্রতিবেশিনী ছিলেন। অতি বৃদ্ধা এই ভদ্রমহিলা নাকি গল্প করেছিলেন, একবার আশ্বিন মাসে ভুবনমোহন রাধাকান্তপুর হতে মেহেরপুর যাচ্ছিলেন। হয়তো আসন্ন দুর্গোৎসবের প্রয়োজনেই শ্বশুরালয়ে এসেছিলেন তিনি। তখন কাজে-কর্মে আনন্দময়ী দেব্যা এঁরই শরণাপন্ন হতে বাধ্য। সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। ভৈরবনদের তীর ধরে দ্রুতপায়ে চলেছেন ভুবনমোহন। হঠাৎ দিগন্ত আলো করে তাঁর অদূরে একটি তারা খসে পড়ল ভৈরবের জলে। এত কাছে পড়ল উল্কাটা যে অতর্কিতে সেই উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে অবশের মত দাঁড়িয়ে পড়লেন ভট্টাচার্যমশাই। এর কিছুদিন পরেই জানা গেল মাণিকসুন্দরী অন্তঃসত্ত্বা।

আমরা বাংলা সন ১২৮৬-৮৭ সালের কথা বলছি এখন।
ঊনিশ শতকের শেষপাদে বাংলায় সমাজের অবস্থাটা কেমন দাঁড়িয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে' আমরা তার একটা প্রামাণিক চিত্র পাই। রামমোহন মারা গেছেন ১৮৩৩ সালে। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটে নবযুগের সূচনা দেখা দিয়েছিল বাংলায় একথা সকলেই বলবেন। আধুনিকশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, প্রচলিত হিন্দুধর্মের কুসংস্কারকে অস্বীকার করে বুদ্ধির আলোয় ধর্মাধর্ম বিচারের প্রয়াস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, বিদেশী শাসকের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ—নবযুগের এই প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যেন নিজের জীবন দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন রামমোহন। রাজপুরুষদের সহায়তায় ও নিজ চরিত্রগৌরবে রামমোহন দৃঢ়বলে অর্গল মোচন করলেন মধ্যযুগের। মুক্ত দ্বারপথে সাগরপারের খোলা হাওয়া এসে লাগল সমাজের গায়ে।

যে-কোন জিনিসেরই ভাল মন্দ দুটি দিক থাকে। রামমোহন যা এনেছিলেন তাঁর মন্দ দিকটা আমরা ডিরোজিও মাইকেল মধুসূদন এবং তথাকথিত ইঙ্গবঙ্গ-সমাজে ফুটে উঠতে দেখলাম। এঁরা স্রোতে ভেসে গিয়েছেন যেন—স্বজাতি স্বধর্ম সব ভুলে একূল-ওকূল দুই-ই হারিয়েছেন। সে-যুগের কবিশ্রেষ্ঠ মধুসূদন পরে নিজেই ধিক্কার দিয়েছেন নিজেদের—

পরধনলোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়-মনঃ
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি।

তবে পরধর্মাবলম্বী হয়েও দেশের হিতচেষ্টা করেছেন এমন মানুষ যে ইঙ্গবঙ্গ-সমাজে ছিল না তা বলা চলবে না। রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লালবিহারী দে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহেশচন্দ্র ঘোষ তার উদাহরণ।

রামমোহনের উত্তরপুরুষদের মধ্যে মধুসূদনের মত দুকূলহারাদের যদি চরমপন্থী বলি, ব্রাহ্মসমাজকে বলব মধ্যপন্থী। রামমোহনের ব্রহ্মসভা ঠিক পরবর্তী কালের ব্রাহ্মসমাজ ছিল না। কিন্তু তিনি একবার লিখেছিলেন, 'আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখনও হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কয় ছত্রের মধ্যে বিপ্লবের বীজটি লুকানো রয়েছে। হিন্দুধর্ম নয়, সমাজকে আঘাত করতে চেয়েছিলেন রামমোহন। ডিরোজিওর শিষ্যরা হিন্দুধর্ম ও সমাজ দুটিকেই গুঁড়িয়ে দিতে চাইলেন। আর ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মকে স্বীকার করেও হিন্দুসমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হল।

সেকালে ডিরোজিওগোষ্ঠীর পরিচালিত পত্রিকায় একজন ছাত্র লিখেছিলেন—

'If there is anything that we hate from the bottom of our heart it is Hinduism.

—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

আর ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী একদা লিখল—

'ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল এবং আমারদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল! মিশনারীদিগের দৌরাত্ম্য এ পর্য্যন্ত সহ্য হইয়াছিল কিন্তু এইক্ষণে সহ্যের সীমা বহির্ভূত হইতেছে।'

দুইদলের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সহজেই ধরা যায় এথেকে। সেই সঙ্গে এও বোঝা যায় যে সমাজসংস্কার নিয়েই হিন্দুর সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের যা-কিছু মতদ্বৈধ। এঁরা ধর্মসভাজাতীয় কোন নাম না দিয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের নাম দিয়েছিলেন ব্রাহ্ম 'সমাজ'। তার মধ্যে হয়তো ওই সামাজিক সংঘর্ষের ইঙ্গিতই ছিল। যা-ই হ'ক, মূলে ধর্মসংক্রান্ত বিরোধ না থাকায় ব্রাহ্মরা যে পরিণামে হিন্দু-সমাজের অংশ হয়ে পড়বেন এ বোধহয় তখনই অনুমান করা যেত। তার কারণ, এইসময় বাংলাদেশের সমাজকে নিজ চরিত্রবলে শিক্ষায়-দীক্ষায় যাঁরা ভেঙে গড়ছিলেন তাঁরা অনেকেই খৃষ্টান কি ব্রাহ্ম কোন সমাজের তকমাই গায়ে আঁটেননি। হিন্দুসমাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন থেকেই তাঁরা আজীবন দেশ ও সমাজের কল্যাণসাধন করতে চেয়েছেন। নিজে ব্রাহ্ম হয়েও শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রদ্ধাভরে এঁদের নাম উল্লেখ করে গেছেন। রামগোপাল ঘোষ রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্যারীচাঁদ মিত্র রাধানাথ শিকদার এবং প্রথম যৌবনে রামতনু লাহিড়ীও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন না। অথচ এঁরা প্রত্যেকে সত্যাশ্রয়ী হয়ে হিন্দুসমাজের অগণিত অনাচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লড়াই করে গেছেন। রাজা রামমোহন যা করতে চেয়েছিলেন তার ভাল দিকটা এই সব সচ্চরিত্র হিন্দুর আচরণে প্রকাশ পেয়েছিল। কাজেই হিন্দুসমাজ ধীরে-ধীরে কিন্তু নিশ্চিত গতিতে বদলে যাচ্ছিল, এ অনায়াসে বলা যায়।

লাহিড়ীমশাইকে সাধারণ লোকে কি চোখে দেখত, শিবনাথ শাস্ত্রী তার একটা প্রমাণ রেখে গেছেন। একবার কৃষ্ণনগরের পথে কয়েকজন গ্রাম্য লোককে তিনি জিজ্ঞাসা করেন 'লাহিড়ীমশাই কেমন মানুষ বল তো!' তারা শাস্ত্রীকে চিনত না। উত্তর দিল, 'তিনি দেবতা।' শাস্ত্রী বললেন 'সে কি হে! পৈতে-ফেলা লোক, হাঁস-মুরগী খান। দেবতা কেমন?' তারা বলল, 'আপনি বুঝি এখানকার লোক নন? তাই এমন কথা বলছেন। ওসব করা অন্যের পক্ষে দোষ, ওঁর পক্ষে নয়। তিনি যা করেন তা-ই শোভা পায়।' আমরা এই উত্তরটিতে হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ রূপান্তরের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই।

হিন্দুধর্মাবলম্বী অথচ সমাজশাসনে বদ্ধপরিকর নবযুগের এই পুরোধাদের মধ্যে আজও সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একজন লেখক বলেছেন 'এ যুগের মনু বিদ্যাসাগর।' কথাটা অত্যুক্তি নয়। ১৮৫৫ সাল হতে ১৮৭৩—এই আঠার বৎসর ধরে নবযুগে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক্ নির্ণয় করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র। ধর্মে তিনি অজ্ঞেয়বাদী। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পরোক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাস্তিক বলে গাল দিয়েছিলেন একবার। অথচ হৃদয়ের ঔদার্যে মানবধর্মকে ঈশ্বরচন্দ্র যে-মর্যাদা দিয়েছিলেন, এদেশে আজও তা গল্পকথা হয়ে আছে। 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে' বলে সাধারণ বাঙালীসমাজ ঠাট্টা করে তাঁকে নিয়ে ছড়া বেঁধেছে। কিন্তু দয়ার সাগর বলে শ্রদ্ধা না করেও পারেনি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছোটবেলায় শুনেছিলেন বিদ্যাসাগরমশাই নাকি অমৃতলাল মিত্রের পাত থেকে রুইমাছের মুড়ো কেড়ে খেয়েছিলেন। 'আমারও পরকাল আছে নাকি?' বলে হাসতেন বিদ্যাসাগর। সাংখ্য-বেদান্তের সমালোচনা করে লিখতেন 'সংস্কৃতে এগুলি যখন পড়াতেই হবে তখন তার প্রতিষেধক হিসাবে ছাত্রদের ভাল-ভাল ইংরেজী দর্শনশাস্ত্রের বই পড়ানো দরকার।' এদিক থেকে তিনি ব্রাহ্মদের চেয়ে অনেক বেশী বিপ্লবী। প্রায় ডিরোজিও-শিষ্যদের সগোত্র। কিন্তু কেউ কোনদিন তাঁকে সুরা স্পর্শ করতে দেখেনি। আজীবন তিনি উপবীত ধারণ করেছেন। সন্ধ্যা-গায়ত্রী ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে কখনও শুনিনি। চিঠিপত্রে পাঠ লিখেছেন শ্রীদুর্গা শরণম্ কি শ্রীহরিঃ শরণম্। তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হয়েও জীবনে কোনদিন ধুতিচাদর তালতলার চটি ছাড়েননি। ধর্ম বা সমাজ বর্জন না করায় তাঁর এই সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ চরিত্র হিন্দুসমাজের যে-রূপান্তর ঘটিয়েছিল, আমাদের মনে হয় সে-যুগের সংস্কারকরা কেউ তা ঘটাতে পারেননি। এদিক থেকে বিদ্যাসাগর প্রকৃতই রামমোহনের উত্তর-পুরুষ। রামমোহনকে ব্রাহ্ম বলেছেন পরবর্তী কালের ব্রাহ্মসমাজীরা। তিনি কিন্তু চিরদিন হিন্দু বলেই নিজের পরিচয় দিতেন।

রামমোহনকে বিদ্যাসাগর কি চোখে দেখতেন তার একটা দৃষ্টান্ত আমরা সেকালের সঞ্জীবনী পত্রিকার কল্যাণে পেয়েছি। বিধবাবিবাহে যাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমর্থক ছিলেন রাম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহন রায়ের ছোট ছেলে রমাপ্রসাদও তাঁদের একজন। কিন্তু প্রথম বিধবাবিবাহকালে সমাজের ভয়ে রমাপ্রসাদ সেই বিবাহ-সভায় যেতে রাজী হননি। বিদ্যাসাগর নিজে এসেছিলেন রমাপ্রসাদকে বিবাহসভায় যাওয়ার কথা বলতে। তিনি যখন বললেন, 'আমি ভিতরে-ভিতরে তো আছিই, সাহায্যও করব। বিয়ের সভায় আর নাই-বা গেলাম'—তখন বিদ্যাসাগর যেন ঘোর বিরাগে কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে পড়লেন। তারপর দেওয়ালে টাঙানো রামমোহনের ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'ওটা ফেলে দাও।' বলে দ্রুতপায়ে চলে গেলেন।

সত্যসন্ধ রামমোহনকে ঈশ্বরচন্দ্রই চিনেছিলেন।

নবযুগের প্রবর্তক রামমোহন লোকান্তরিত হওয়ার পর বাংলার শিক্ষিতসমাজে যে-আন্দোলন দেখা দিল তাকে ত্রিস্রোতা বলা যায়। এক ধারার স্মরণীয় পুরুষ মধুসূদন—এঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট পথহারা। দ্বিতীয় ধারা হল উদ্যমী সংস্কারকদের—রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দলের দিক্‌পাল। এছাড়া তৃতীয় একটি ধারাও ছিল যার প্রতিভূ ভূদেব মুখোপাধ্যায়মশাই। এঁদের স্থিতধী দেশহিতৈষী বলতে পারি। শহরের বাইরে যে বৃহত্তর বঙ্গসমাজ হিন্দুসংস্কারের বশীভূত, এঁরা তার কথা যতটা ভাবতেন বা তাকে যেমন চিনতেন, সংস্কারকদল তা চিনতেন কি না সন্দেহ।

সে-যুগের নরচন্দ্রমা ঈশ্বরচন্দ্র এই দুইদলের মধ্যবর্তী পুরুষ। তাঁর মধ্যে দুটি ধারারই সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ফলে হিন্দুধর্মেরই বলবৃদ্ধি ঘটে কালে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের বিশাল স্রোতে হারিয়ে গেল। আর হিন্দুর পুরাতন সমাজব্যবস্থা অনেকটাই ভেঙে পড়ল এও ঠিক।

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বইখানাতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বাংলার সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বগুলি আলোচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

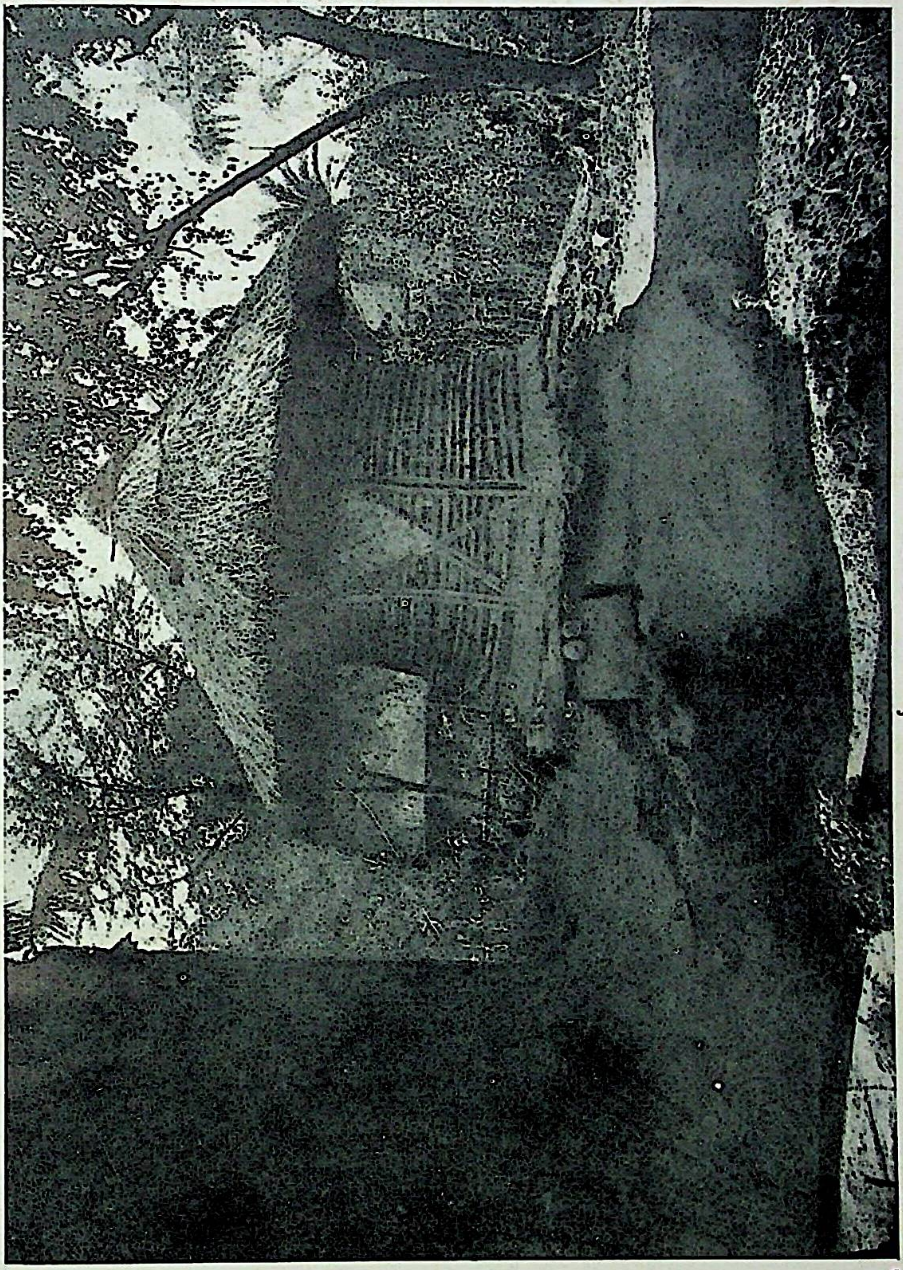

ঠাকুরের জন্মস্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছেন। তাঁর বইয়ের একটি অধ্যায়ের নাম 'ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবের হ্রাস ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা, ১৮৭০-৭৯।'

১৮৭৯ কিংবা '৮০ সালেই ভুবনমোহনের বড় ছেলে নলিনী-কান্তের জন্ম হয়।*

'আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া' বলে একটা কথা আছে। মাণিকের ছেলেটি আনন্দময়ী আর তাঁর দুই মেয়ের কাছে সেই আকাশের চাঁদ। তার জাতকর্ম নামকরণ চূড়াকরণ সব হল রাধাকান্তপুরে। নিতান্তই ভট্টাচার্যমশাইয়ের প্রথম বংশধর বলে অন্নপ্রাশনটি কেবল কুতবপুরে হয়েছিল। প্রতিটি অনুষ্ঠানে দুহাতে খরচ করেছেন মাসীরা। আঁতুড় ঘরেই ফর্সা ফুটফুটে নলিনকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন কৃষ্ণমোহিনী। বড় মাসীর কোলে-কোলে ফিরছে ছেলে। 'ওকে আমি মানুষ করব দিদি'—যোগেন্দ্রমোহিনীকে বলে রেখেছেন তিনি।

কিন্তু বড্ড ছোট নলিন। আর যোগেন্দ্রমোহিনীরও তো সংসার আছে। বাপের বাড়িতে তাঁর বরাবর থাকা সম্ভব নয়। তাই একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন চোখ মুছতে-মুছতে আনন্দময়ীরা মা-ছেলেকে কুতবপুরে পাঠিয়ে দিলেন। তখন থেকেই কথা হয়ে থাকে, পড়াশোনার বয়স হলেই নলিন মামাবাড়িতে থাকবে। তার সব খরচ মাসীদের। আর উৎসবে-পরবে তো তাকে আনাবেনই মাসীরা।

*

* প্রচলিত মতে ১২৮৬ সালে (১৮৭৯) নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় জন্মেছিলেন। সেদিন নাকি বৃহস্পতিবার শ্রাবণী পূর্ণিমা ছিল। পুরাতন পাঁজিতে দেখা গেল ১২৮৬ সালের শ্রাবণী পূর্ণিমা পড়েছিল শনিবারে। জন্মবার যে বৃহস্পতিবার ছিল এবং নলিনীকান্ত রাত্রি দুটায় জন্মেছিলেন এ নিয়ে তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। তাহলে সালটা ১২৮৭ অর্থাৎ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হবে। '৮৭ সালে শুক্রবারে ঝুলনপূর্ণিমা ছিল। কিন্তু পূর্বদিন রাত্রে (বৃহস্পতিবার) পূর্ণিমা সঞ্চার হওয়ায় বার তিথি সবই মেলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রীমশাই বলছেন, 'পাঁচটি মানুষ, কেশবচন্দ্র সেন দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও মহেন্দ্রলাল সরকার এই কালের মধ্যে বঙ্গবাসীর চিত্তকে বিশেষরূপ অধিকার করিয়াছিলেন।' উনিশ শতকের শেষার্ধের কথাই বলছেন তিনি।

কিন্তু বঙ্গবাসীর চিত্ত বলতে শিবনাথ শাস্ত্রী নব্যশিক্ষিত বাঙালীর কথাই বুঝেছেন, বলেছেন শহরকেন্দ্রিক যে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছিল তার কথা। এর বাইরে কি বাংলা দেশ ছিল না? বীরভূমের বামাখেপাও ওই কালের মানুষ। শহরের মানুষ কি তাঁকে চিনত? অথচ তাঁর মত মহাজনেরা গ্রামের মানুষকে তথাকথিত জননেতাদের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবিত করেছেন। শহরের বাইরেও বাংলাদেশে ছিল, আজও আছে। সেকালের বাংলাকে চিনতে হলে শহরের খবর যেমন রাখতে হবে তেমনি গ্রামেরও নাড়ীর খবর নেওয়া চাই। তা নাহলে বাংলার প্রকৃত পরিচয় মিলবে না। শহরে যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়েছে, গ্রামে তখন ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা মুখে মুখে ফিরেছে—

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
এ বি শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।
আর কিছুদিন থাকরে ভাই পাবেই পাবে দেখতে পাবে
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥

শহরে বিধবাবিবাহ হয়েছে বলেই যে গ্রামের মানুষ তাতে প্রভাবিত হয়েছে এ মনে করা ভুল। তারা দাশু রায়ের পালাগান শুনে হেসে গড়িয়েছে—

আমাদিগে দিতে নাগর—
এলেন গুণের সাগর বিদ্যাসাগর।
বিধবা পার কত্তে তরীর গুণ ধরেছেন গুণনিধি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলার শত-শত গ্রামে উনিশ শতকের ভাবসংঘাত কতটুকু এসে পৌঁছেছিল? একেবারে পৌঁছায়নি তা বলা যাবে না। রেলপথের মাধ্যমে শহরের খবর প্রতিদিন গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে, মহকুমা শহর বা সদরে ইংরাজি বিদ্যালয় হয়েছে। কাজেই গ্রামে নবযুগের ছোঁয়াচ লাগা অনিবার্য। ছোঁয়াচ যে লেগেছিল তা আমরা রামতনু লাহিড়ীর মত পাকাপোক্ত ব্রাহ্ম বা বিদ্যাসাগরের মত ধর্মনিরপেক্ষ লোকের প্রতিও দেশবাসীর শ্রদ্ধা দেখেই ধরতে পারি। তার ফলে দেশ জুড়ে তখন নিঃশব্দে একটা হিসাব-নিকাশের পালা চলছে, কি নেব আর কি ছাড়ব।

১৮৮১ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হল। এ যেন ঠিক প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের মুখোমুখি হওয়া—যুগসন্ধি পর্ব। শাস্ত্রী যে পাঁচজনের নাম করেছেন তাঁরা বঙ্গসমাজের বহিরঙ্গ। বাংলার অন্তরতম চরিত্রের পরিচয় পাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গ্রামের মানুষ। সেকালের শত সংস্কারে জড়িত সমাজ প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর দৈনন্দিন আচরণে।

'আজ ১লা, অগস্ত্য—কলকাতায় যাচ্ছ? কে জানে বাপু!'

—কথামৃত ২।১।১

'কামারবাড়ির দালে কামারে-কামারে গন্ধ। মণি মল্লিকের বাগানে ব্যান্নুন রান্না খেলুম। কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না হ'ল।' ২।১৬।১

'অমুক বাবুদের গুরুপত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে তারা বল্লে যে ওর ছেলেকে গুরু করা যাক। আমি বল্লুম সে কি গো? ওলকে ছেড়ে ওলের মুখী নেবে? নষ্ট হ'ল ত কি? তুমি তাঁকে ইষ্ট বলে জেন। "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়"।' ২।১৩।৪

'তাকের উপর খাবার নিতে গিছিলাম। খাবারে হাত দিয়েছি এমন সময় টিকটিকি পড়েছে—আর অমনি ছেড়ে দিইছি। হাঁ গো,

—২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও-সব মানতে হয়। এই দেখ না রাখালের অসুখ। আমারও হাত-পা কামড়াচ্ছে। হল কি জান? আমি সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি! হাঁ গো, লক্ষণ দেখতে হয়।' ৩।৩।৩

'তোমার মেয়েদের আর গান শিখিও না। আপনা-আপনি গায় সে এক। যার-তার কাছে গাইলে লজ্জা ভেঙে যাবে। লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।' ৪।৩৩।১

কিন্তু এ তাঁর একদেশ মাত্র। এই সংস্কারবদ্ধ (?) মানুষটিই আবার আল্লামন্ত্র জপেছেন গির্জায় গিয়ে উপাসনা শুনেছেন। সত্যলাভের পিপাসায় 'জাতপাত' সংস্কার তাঁর কোথায় ভেসে গেছে। তাঁর মুখ দিয়েই কথা কয়ে উঠেছেন সনাতন ভারতাত্মা—'ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি মারামারি কাটাকাটি এ সব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্ছে। আন্তরিক হলেই ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ করবে।' ২।১৩।৩

'আমি একদিন দেখলাম এক চৈতন্য—অভেদ। প্রথমে দেখালে অনেক মানুষ জীব-জন্তু রয়েছে—তার ভিতর বাবুরা আছে ইংরেজ মুসলমান আমি নিজে মুদ্দফরাস কুকুর। আবার একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক শানকি তাতে ভাত রয়েছে। সেই শানকির ভাত সববাইয়ের মুখে একটু-একটু দিয়ে গেল। আমি একটু আস্বাদ করলাম।* * * বিষ্ঠা মূত্র অন্ন ব্যঞ্জন—ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটি আগুনের শিখার মত সব আস্বাদ করলে। সব এক—অভেদ।' ৩।৫।২

তিনি বলতেন 'শূকরমাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে সে লোক ধন্য। আর হবিষ্য করে যদি কামিনীকাঞ্চনে মন থাকে তাহলে সে ধিক্।' যেন তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই ভারতভাগ্য-বিধাতা তাঁর কাছে পাঠালেন নরেন্দ্রনাথকে। খাঁটি নব্য বঙ্গের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতীক তিনি। আধুনিক শিক্ষায় ধুরন্ধর, মতে ব্রাহ্ম। না মানেন খাদ্যাখাদ্য বিচার, না মানেন হাঁচি-টিকটিকি। আশ্চর্য ঔদার্যে রামকৃষ্ণ তাঁকে গ্রহণ করলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে।

নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দ হওয়া, সে যেন নব্য বঙ্গের সনাতন হিন্দুধর্মকে স্বীকার করা মনে-প্রাণে। একদিন দেখলাম কালীঘাটে 'দণ্ডি' কাটছেন তিনি। অমরনাথে যাচ্ছেন কঠিন ব্রত-নিয়ম মেনে। 'তোদের শংকর একটি গোঁড়া দক্ষিণী বামুন, তাই বলেগেলেন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যের বেদাধিকার নাই'—বলে ঠাট্টা করলেও স্বামীজি ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ডেকে যথাবিধি পূজাপাঠ করাতেন। ওদিকে খাদ্যাখাদ্য বিচার ছিল না। কিন্তু গঙ্গাজলের মহিমায় অখণ্ড বিশ্বাস।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিলনে বাংলায় বিরাট এক অধ্যাত্ম বিপ্লবের সূচনা হল। এই দুটি পুরুষের সমগ্র জীবন অনুধ্যান করলে বাংলার মানস রাজ্যের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। শুধু শহুরে বাঙালী কি শুধু পাড়াগেঁয়ে বাঙালীর সমাজচিত্রে এই বাংলাকে আমরা পাব না।

রামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দ যখন প্রথম দেখলেন আমাদের নলিনীকান্ত তখন বছর দুয়েকের ছেলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩১২ সালে মেহেরপুরনিবাসী দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পল্লী-বৈচিত্র্য নামে একখানা বই বার হয়েছিল। এ তাঁর বাল্যস্মৃতি। ওদিককার গ্রাম কেমন ছিল তার সুন্দর বর্ণনা পাই বইখানায়।

'ধনীর অট্টালিকা একটিও নাই, অধিকাংশই দরিদ্রের পর্ণকুটির, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের চৌরী। আটচালা ঘরও দুই-চারিখানি আছে। মধ্যে মধ্যে দুই-একটা গোলা-বাড়ি।

'অনেক গৃহস্থের বাড়ি মাটির দেওয়ালে পরিবেষ্টিত। কিন্তু গোবরের চাপড়িতে এই সকল দেওয়াল একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। বাড়ির পাশ দিয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথ। সেই রাস্তার একপাশে বাঁশঝাড়, জঙ্গলপরিবৃত গর্ত। উনানের ছাই ও বাঁশের পাতায় গর্ত পরিপূর্ণপ্রায়; সরু পথের অপর দিকে জামালকোটার গাছে ঘেরা বেড়া। বেড়ার ধারে ধারে দুই-পাঁচটা দীর্ঘ সজিনা গাছ।'

কোথাও বা—'দুই পাশে বন, মধ্যে সংকীর্ণ গ্রাম্য পথ…… পথের দুধারে আশশ্যাওড়া কালকাসিন্দের গাছ. লাল ভেরেণ্ডার জঙ্গল, চিতে ও জামালকোটার বেড়া দেওয়া গৃহস্থের বাগান, একপাশে একঝাড় বাঁশ, একদিকে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ।'

পঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন দেখি কুতবপুরও এমনি ছিল। রাধাকান্তপুরও তাই। তফাতের মধ্যে সেখানে চক্রবর্তীমশাইদের দোতালা কোঠাবাড়ি ছিল—যা কিনা ও-অঞ্চলে দুর্লভদর্শন।

এই গ্রামের পথে-ঘাটে খেলে বেড়ায় নলিন। নিজের দুই দিদি ছাড়াও জ্ঞাতি-সম্পর্কে অনেক ভাই-বোন ছিল তার। ইন্দুভূষণ রমণীমোহন রামশরণ হরিদাসী গৌরাঙ্গিণী সরোজিনী কৃষ্ণদাসী* আরও কতজন। এরা তার খেলার সাথী। চোর-চোর

* বংশতালিকায় এঁদের নাম আছে। দু'একজন ছাড়া সকলেই এঁরা গতায়ু। সুতরাং এঁরা নলিনীকান্তের চেয়ে অনেক ছোট না পিঠাপিঠি ছিলেন ঠিকমত জানা আজ আর সম্ভব নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমীর-কুমীর লুকোচুরি কানামাছি—এ তো আছেই। একটু যারা বয়সে বড় তারা খেলছে হা-ডু-ডু চামচু দাণ্ডাগুলি। সদলবলে চোখ বড় বড় করে চেয়ে দেখছে নলিন, শিখে নিচ্ছে খেলার কায়দা-কানুন। দাঁড়াও না, আমরাও খেলব ওসব।

ভট্টাচার্যগোষ্ঠীতে নলিনই বলতে গেলে সবার বড়। দু'চার জন যদি এক-আধ বছরের বড় হয়ও, সর্দারিতে কেউ বড় নয় নলিনের চেয়ে। আজগবি গল্প বলে আর নিত্যি নতুন খেলা বার করে সেই বয়সেই সবার উপরে মোড়লি করায় ওস্তাদ সে। সন্ধ্যায় যখন সূর্যাস্তের রাঙা আলো ঘন বাঁশঝাড় আর সজনে আশশ্যাওড়ার মাথায় আলতা ছিটিয়ে মিলিয়ে যায় তখন ভাই-বোনদের নিয়ে বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দল বেঁধে বসে জটলা করে নলিন।

শরৎকাকার এক ছেলে আর রামকাকার মেয়ে হরিদাসী নলিনদাদার সবচেয়ে অনুগত। বিশেষ করে শরৎকাকার ছেলেটি যেন লক্ষ্মণ ভাই। দাদা যা বলে তাতেই সে রাজী। দাদারও পক্ষপাত একটু বেশী ওদের ওপরে। তাই নিয়ে সারাদিনই অন্যদের সঙ্গে ঝগড়া। সন্ধ্যায় চারদিকে যখন শাঁখের আওয়াজ শোনা যায় বাড়িতে-বাড়িতে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে তখন একেকখানি হরিলুটের বাতাসা নিয়ে তুলসীতলায় একবার মাথা ঠুকে ভাল ছেলে হয়ে বসে ছোটরা। এখন আর মারামারি নয় ঝগড়া নয়। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পরামর্শ চলে কার বাড়িতে কোন গাছে কি পেকেছে এবং আগামী কাল কি উপায়ে তা চুরি করা যাবে। খুব নীচু গলায় এ-পরামর্শ চলে। কারণ হাত-পা ধুয়ে শুদ্ধ কাপড় পরে ভুবনমোহন চণ্ডীমণ্ডপে বসে আহ্নিক করছেন। এদিকে-ওদিকে কাকারাও আছেন। সান্ধ্যকৃত্যের সময় ছোটরা গোলমাল করলে যে-যার মায়ের কাছে কড়া রকম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কানমলা খাবে জানা কথা। ওরা তাই শান্তশিষ্ট হয়ে বসে ফিসফিসিয়ে চুরির ফন্দী আঁটে।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়। চণ্ডীমণ্ডপে মঙ্গলঘটের পাশে জ্বালা প্রদীপখানি ম্লান হয়ে নিবে যায়। গোয়ালঘরে সাঁজাল জ্বালা হয়েছে অনেকের বাড়িতে। ধুঁয়ায় অন্ধকার চারিদিক। লতায়-পাতায় জোনাকি জ্বলছে। দূরে মাঠে-মাঠে শিয়ালের ডাক শোনা যায়। গৃহস্থ-বাড়ির আনাচ-কানাচেও ঘুরছে ওরা। রান্নাঘর একটু খালি পেলেই এসে ঢুকছে। শিয়ালের হুক্কা হুয়া-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডাকছে গ্রামের কুকুর গুলি। বাতাসে সরসর শব্দ উঠেছে নারকেল গাছের মাথায়, বাঁশবনে। হারিকেন হাতে গ্রামের খুড়া জেঠা ঠাকুরদারা একে একে এসে জমছেন চণ্ডীমণ্ডপে। অনেকের হাতেই ডাবা হুঁকা। কারও হাতে বা নস্যির খোল। ভট্টাচার্যদের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যা বেলায় জড়ো হওয়া গ্রামের মাতব্বরদের চিরদিনের অভ্যাস। ততক্ষণে ঘরে-ঘরে ছোটদের ডাক পড়েছে—'ওরে ডুবি ও ইন্দু ও নলিন খাবি আয়।' সন্ধ্যাবাতি জ্বালা হলেই ছোটদের খাইয়ে দিয়ে ঘুম পাড়ানো হত তখন।

নলিন বড় দুরন্ত, সহজে ঘুমাতে চায় না। দুই দিদি আর দূর সম্পর্কের এক ঠাকুমা বাড়ির বুড়ি ঝি খেতু পিসী হিমসিম খেয়ে যান ওকে ঘরে ধরে রাখতে। ভূতের গল্প চলে। কিংবা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বলেন ঠাকুমা পিসিমা, ছবি দেখান ছেঁড়া বটতলার রামায়ণ মহাভারত খুলে। তবে চণ্ডীমণ্ডপে যেদিন গান বাজনা হয় সেদিন আর দুষ্টামি করে না নলিন। কাকাদের কেউ গান ধরেছেন—

সিদ্ধেশ্বরি সিদ্ধিদাত্রি জগদীশ্বরি জগদ্ধাত্রি
সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়কর্ত্রি ত্রিতাপহন্ত্রি কালিকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভট্টাচার্যবংশ পুরুষানুক্রমে শাক্ত। বংশে প্রবাদ ছিল পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কেউ-কেউ মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। একসময় নাকি পঞ্চ ম-কারে সাধনারও চলন ছিল। দেবী রুষ্টা হয়ে এ-বংশের পূজা আর গ্রহণ করবেন না বলায় ভুবনমোহনের পিতামহের আমল হতে সাত্ত্বিকভাবে পূজার্চনা হয়। ভুবনমোহন নিজে ধর্মভীরু নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন। তাঁদের চণ্ডীমণ্ডপে মঙ্গলঘটে ভগবতীর নিত্য পূজা হত। তিনি নাকি অনেকবার পূজা ও ধ্যান-কালে উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করেছেন ওই ঘটবেদীতে।

*

শব শিব 'পরে নৃত্য কর রণে
হইয়াছ মত্ত সোমরস পানে
শেষের সে দিনে ভুল না এ দীনে
গিরিরাজবর-বালিকে ॥

শুনতে-শুনতে ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসে নলিনের।

খৃস্টধর্মের সুসমাচার কাকে বলে কোনকালে তা শুনেছে বলে কুতবপুর কি রাধাকান্তপুরের মনে পড়ে না। ব্রাহ্মধর্ম তাদের কাছে দুদিনের হুজুগ। রাঢ়বঙ্গের আমোদর নদের ধারে কামারপুকুরের মত ভৈরবতীরে নদীয়ার এসব গ্রামও তাদের হাজার বছরের পুরানো সংস্কার আর প্রথা নিয়ে শান্তমনে দিন কাটাত।

ম্যালেরিয়া একাত্তুরে ঝড় আর পর পর কয়েক বছরের বন্যায় নদীয়ার গ্রামাঞ্চলের শোচনীয় দুর্দশা হয়েছিল। লোকক্ষয়ের ফলে গ্রামের শ্রীহানি অনিবার্য। স্বাস্থ্যও আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়েছিল। দারিদ্র্য তো ভারতবর্ষেরই বৈশিষ্ট্য শুধু নদীয়ার নয়। তবু আজকের চেয়ে সেকালের মানুষের অসুখ-বিসুখ কম ছিল। ওই অঞ্চলের এক লেখক বলে গেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কাঁচা তেঁতুল গাছভরা কুল ইলিশমাছ ও কলায়ের ডাল প্রচুর ছিল। কিন্তু কুইনাইন ছিল না। কেহ ম্যালেরিয়ার নামও জানিত না। সেকালে কদাচিৎ কাহারও জ্বর হইলে ধাউত গরম হইয়াছে বলিয়া রোগী বেশী করিয়া সরিষার তেল মাখিয়া নদীতে গোটাকত ডুব দিয়া আসিত। তাহার পর বাসি মাছের ঝোল ও গোঁড়া লেবু দিয়া এক পেট পান্ত ভাত খাইয়া জ্বর তাড়াইত। কেহ বা মিছরীর সরবৎ ও ডাব খাইয়া "শৈত্যক" করিত। যদি নিতান্ত বাড়াবাড়ি দেখিত ত কবিরাজ ডাকাইত। কবিরাজ মহাশয় নগদ আটগণ্ডা পয়সা দর্শনী লইয়া লৌহান্তক চূর্ণ বাহির করিয়া তাহাই সেবনের ব্যবস্থা দিতেন।'

নদীয়া জেলায় ম্যালেরিয়ার উপদ্রব থাকলেও সে-সময় রাধা-কান্তপুর কুতবপুর অনেকটা এই ধরনের স্বাস্থ্যসম্পদেরই অধিকারী ছিল। ঋতুহরিতকীর ব্যবহারটা ভদ্রসমাজে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। তাতে শরীরও থাকত ভাল। ওঝা ডেকে ভূত ঝাড়ানো নানারকম তুকতাক আর ব্রত-নিয়ম, এই ছিল শারীরিক ও মানসিক রোগনিরাময়ের বিধি। এতেই বারমাস সুস্থ থেকে মেয়েরা অন্নদামঙ্গলের পদ্মমুখীর মত—

নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য-মাসে॥

আর ছেলেরা প্রায়ই একাহারী হলেও সেই একবারে আহার করতেন এখনকার দশজনের মত।

বৈশাখমাস-ভোর গ্রামের চণ্ডীতলায় নামকীর্তন হত কুতবপুরে। ভুবনমোহন, যুধিষ্ঠির ভট্টাচার্যের মত সুকণ্ঠ গায়করা প্রতি সন্ধ্যায় তাতে যোগ দেন। ভাই-বোনের দল ছাড়াও পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে নলিনের। যদু ভূপতি কৃষ্ণবন্ধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিধিরামদের নিয়ে নলিন গিয়ে দাঁড়ায় নাম শুনতে। হয়তো ভাল লাগে না। বন্ধুদের টেনে নিয়ে গিয়ে কারও বাড়ির আঙিনায় বসে নেবুর পাতা তেল চিনি লঙ্কা দিয়ে মাখা কাঁচা আম 'বসান' দেয় সবাই মিলে। নামকীর্তনের শেষে গানও হয়, হাসির হুল্লোড়ের মধ্যেও নলিনদের কানে ভেসে আসে দাশু রায়ের পদ—

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।
আমার দেহ হবে নন্দের পুরী
(আর) স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী মনধেনুরে বশ করি
তিষ্ঠ মম হৃদিগোষ্ঠে কৃষ্ণ মম এই মিনতি॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীতে বিখ্যাত জামাইষষ্ঠী। সেদিন গ্রামের ঘরে-ঘরে উৎসবের আয়োজন—পাঁচ তরকারী ঘিভাত ভাজা বড়া তুই তিনরকম ডাল ভাল মাছ মুড়িঘণ্ট গুড় অম্বল দৈ পায়স কোন উপকরণই বাদ পড়ে না। মিষ্টির মধ্যে বাজারে পাওয়া যেত ছাপা, গোল্লা আর রসগোল্লা। বাড়িতেই নারকেল ছানা ক্ষীরের কত রকম মিষ্টি তৈরি করতেন মেয়েরা। বাবা আসার আগেই নলিন এসে গেছে মামাবাড়িতে—মাসীমারা লোক পাঠিয়ে আনিয়েছেন। জামাইকে ধুতি চাদর ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়ে আপ্যায়ন করাটা প্রথা। আসলে আনন্দময়ী কৃষ্ণমোহিনী আর গোবিন্দমোহিনীর প্রাণ পড়ে আছে নলিনের কাছে। ওকে নতুন জামা কাপড়ে সাজিয়ে তু' হাত ভরে লাড়ু, মিঠাই খাইয়ে বুকে চেপে ধরে আশ মেটে না তাঁদের। একদিনের জন্য এনে মন ওঠে না। তিনদিন ধরে রাখতে চান নলিনকে। 'এত পিঠা পায়েস কার জন্য করলাম বাবা? থাক আর তু'দিন'—বড় মাসী আড়ালে ছেলেকে ভজাতে চান। তুষ্ট হাসি হেসে নলিন ঘাড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাড়ে, সে মায়ের কাছে যাবে। মন কেমন করছে ছেলের, থাকবে না। সক্ষোভে হেসে দিদিমা বলেন, 'আর ক'দিন পরে এই আমাদের কোলেই থাকতে হবে দাদা! ভাগীদার আসছে তোমার।'

দশহরায় গঙ্গাস্নান। দেশবিদেশ হতে লোকে তখন নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করতে যেত। নদীয়া যে গঙ্গাময়ী মহাতীর্থ গঙ্গামৃত্তিকা হতেই তার উদ্ভব! মহাপ্রভুর জন্মভূমি গঙ্গা-জালাঙ্গী-সঙ্গমেই স্নানের ভিড় হত বেশী। তারপরই শুক্লাপূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। মেহেরপুরের মুরটিয়াতে স্নানযাত্রার মেলা। ভট্টাচার্য-মশাই না নিয়ে গেলেও মাসীমারা সহায় — নলিন তাঁদের কোলে কাঁখে চড়ে মহানন্দে মেলা দেখে বেড়ায়। সেই সনাতন ভারতবর্ষের সনাতন মেলা। লোকের ভিড়ে পথ চলা দায়, তারই মধ্যে মণিহারী দোকান বাসনের দোকান ময়রাপটী জুতাপটী দু'চারখানা বটতলার বইয়ের দোকান। আরেক দিকে বেদেদের সাপ-নাচানো ভাল্লুক-নাচানো বানর ও ছাগলের খেলা— ভোজবাজী। ছোটদের ভিড় নাগরদোলার কাছেই বেশী।

হিন্দুর 'বারমাসে তেরপার্বণ' কথাটা আজ প্রবাদের মত হয়ে গেছে। পার্বণ হয়তো আছে—তের কেন চারগুণ হয়ে বাহান্ন পরব ধরলেও বেশী হবে না। কিন্তু শহরের অগণিত আমোদপ্রমোদে বঞ্চিত গ্রামবাসীর কাছে এই সব পার্বণের যে-ব্যঞ্জনা ছিল আমরা তা কোথায় পাব?

কুতবপুর রাধাকান্তপুর বলে নয়, সারা নদীয়া জেলাতেই মুসলমানের বাস যথেষ্ট। অথচ হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ কাকে বলে তা তখনও অজানা; গ্রামের জমিদারী সেরেস্তায় মুসলমান গোমস্তা, ঘাটে-মাঠে মুসলমান মাঝি আর চাষী। হিন্দুর দোল-দুর্গোৎসবে তারা হাসিমুখে যোগ দিত—মেলায় ভিড় করত হিন্দুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেয়েও হয়তো বেশী। আবার হিন্দুরাও মহরমে লাঠিখেলা নাগরী খেলায় সমানে যোগ দিত। ইত্তুজ্জোহা ইদলফেতরে দাঙ্গাহাঙ্গামা উভয়পক্ষের স্বপ্নের অগোচর। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় নদীয়া জেলার মাটিয়ারীতে পক্ষকালব্যাপী এক মেলা হত। মুসলমানদের যতগুলি দরগা বা পীরের আস্তানা আছে নদীয়ায় তার মধ্যে এইটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এখানকার পীর মল্লিকগস নামে পরিচিত—কথাটার অর্থ ফকিরের বাদশা (মলি-অল-গস্)। অন্নদামঙ্গলে সুপ্রসিদ্ধ ভবানন্দ মজুমদার যখন এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন তখন এই পীর তার ভাই করিম ও দুটি শিষ্য (একজন ধোপা অন্যটি নাপিত) নিয়ে এখানে আসেন। দুই ভাই-ই ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ পীরের দরগা রক্ষার জন্য অনেক 'পীরোত্তর' দিয়েছিলেন। মেলার প্রথম তিন দিন ৮।১০ হাজার লোক হত এখানে। রথের কোন মেলায় নদীয়ার কোন অঞ্চলে এত সমারোহ হয় না। হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতি যদি বদ্ধমূল না হত নদীয়ায়, তবে কি নদীয়ার রাজকবি সত্যপীরের পাঁচালী লিখতে গিয়ে বলতে পারতেন—

দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান।
ফকির-শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি'
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান॥

* * *

ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্ষিপ্র বিষ্ণু নামে এক বিপ্র
সেইখানে উত্তরিল আসি॥
দীন দেখি দ্বিজবরে সত্যপীর কন তারে
প্রকাশ করিতে অবতার।
যে সত্য জনার গির সির্নি বেদে দর পীর
পুলকে প্রসাদ খাও তার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিজ বলে হরি বিনে পুঁজি নাই অন্য জনে
কি বলে ফকির দুরাচারী।
ফকিরের অঙ্গে চায় অদ্ভুত দেখিতে পায়
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ॥

*

হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের নামও কেউ বোধ হয় শোনেনি তখন। কিন্তু ফকিরের অঙ্গেও নারায়ণ-লক্ষণ দেখা যেতে পারে, যিনি সত্যনারায়ণ তিনিই সত্যপীর এ-সত্য সভা করে বোঝাতে হত না হিন্দু-মুসলমানকে। ভরদ্বাজগোত্রের মুখুটি ভারতচন্দ্র পনের বছর বয়সে ওই পাঁচালি রচনা করেছিলেন কি করে? সমাজে কোথাও এ নিয়ে একটু দ্বিধা থাকলে 'যবনে করিতে বলবান' কথাটা ব্রাহ্মণসন্তান লিখতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ওই বয়সে সব রকম অভিমানই তো প্রবল থাকার কথা। আর সত্যপীরকে হিন্দু যেমন মানত মুসলমানও যে তেমনি হিন্দুধর্মের সারসত্য অনুভব করত নদীয়ার বাউলরাই হল তার দৃষ্টান্ত। করোয়া কিস্তি হাতে এই বাউলরা সত্যপীরের মতই সনাতন সত্যের বিগ্রহ। তারা হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়। নদীয়া জেলাই বাউলদের উৎপত্তিস্থল অনেকেই এ-কথা বলেন।* তার একটা কারণ কর্তাভজা ও সহজে বাউলদের মূল আখড়া নদীয়া জেলাতেই। চৈতন্যচরিতামৃততে অদ্বৈত গোস্বামীর মুখে আমরা বাউল শব্দটির উল্লেখ শুনি। সাহিত্যে বাউল শব্দ পাওয়া বোধ হয় ওই প্রথম?

আষাঢ় মাস থেকে একটানা উৎসব হিন্দুদের। নদীয়াতেও ঝুলন জন্মাষ্টমী দুর্গোৎসব কালীপূজা রাস দোল চড়কে ধূমধামের অন্ত নাই। গ্রামাঞ্চলে এইসব উৎসব উপলক্ষ্যে কত রকম মেলা বসে। নামকরা উৎসব ছাড়াও মেহেরপুর অঞ্চলে কার্তিকের লড়াই

* নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক। ১৩১৭ সালে প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবান্ন পোষলা পৌষসংক্রান্তি উত্তরায়ণ-মেলা শ্রীপঞ্চমী আর শীতল ষষ্ঠী ছিল সুপ্রচলিত পার্বণ। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরে গ্রামের এই হিন্দুসমাজের কোলে নলিন বড় হয়ে ওঠে আস্তে-আস্তে।

দুর্গোৎসবে তো মামাবাড়িতেই একমাস ধরে সমারোহ ব্যাপার। কাজকর্মের জন্য ভুবনমোহন ও যোগেন্দ্রমোহিনীকেই প্রায় সংসার তুলে সেখানে যেতে হয়। নলিন তো যাবেই। কোজাগরীতে ভট্টাচার্যমশাইকে বাড়ি-বাড়ি লক্ষ্মীপূজা করতে হয়, মিঠাই মুড়কি ফলমূল খেয়ে অরুচি ধরে সকলের। ভূতচতুর্দশীর সকাল থেকে চোদ্দশাকের জন্য ছুটাছুটি। কলমী হেলেঞ্চা নটে পালং কচু ছোলা মটর সরষে সুষনি বেথুয়া এ সব ছাড়াও আর চার রকম শাক চাই যে! আবার সন্ধ্যায় দিদিদের গড়ে দেওয়া মাটির প্রদীপ চোদ্দ জায়গায় সাজিয়ে দিয়ে আসা আনন্দ করে—দেওয়ালীতে ভাই-বোনদের নিয়ে বাড়ি ভরে আলো দেওয়া। নলিনের নিজের একটি ভাই হয়েছে ততদিনে। তবে দাদার পিছু পিছু যাওয়ার বয়স তখনও তার হয়নি।

ভাইফোঁটায় বোনরা ফোঁটা দিচ্ছে ভাইকে, পান মশলা আর মিষ্টিতে ভর্তি ছুখানি করে রেকাবি ধরে দিচ্ছে দাদা কি ভাইয়ের হাতে। নলিনের বোনের অভাব নাই—সংখ্যায় আরও দু'তিনটি বেড়েছে এই তিন-চার বছরে। তিলপিটুলী পোরের ভাজা লাল আলুর অম্বল সুক্তুনি পালংশাকের ঘণ্ট ফুলবড়ির চচ্চড়ি নলেনগুড়ের পায়স পিসীমা ঠাকুমারা নিরামিষ রাঁধছেন। নলিন মাছের বেজায় ভক্ত—মায়েরা তাই চার-পাঁচরকম মাছের পদ রাঁধিয়েছেন দিদিদের দিয়ে। ওদের বিয়ের বয়স হয়ে এল, রান্না শিখবে না?

তারপরই এল কার্তিকের লড়াই। গ্রামের যত বাড়িতে যত কার্তিক আছে বিকালে তাদের পথে বার করে মস্ত শোভাযাত্রা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারই নাম কার্তিকের লড়াই। কার্তিকপূজায় বড় জমিদারবাড়িতে ঢপকীর্ত্তন কি পুতুলনাচও হয়। সেদিন ঢপের মূল বিষয় কুমার-সম্ভব। কখন কথকতা করে কখন ছড়া কেটে কখনও গান গেয়ে ঢপওয়ালা বা ঢপওয়ালী শোনায় কার্তিকের জন্মকথা। পুরাণ-আখ্যায়িকাই তার মূল। পুতুলনাচে নানারকম মজার দৃশ্য ছাড়াও কমলে কামিনী রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য দেখায়। ছেলেরা রাত ভোর করে দেয় পুতুলনাচ দেখে।

অগ্রহায়ণে বিশেষ কোন পূজা না-ই থাক পরব আছে। গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজে নবান্ন বড় সামান্য ব্যাপার নয়। শশা আখ শাক আলু 'সাঁকার কুণ্ডু' আলু কলা মূলো নারকেল চাকা চাকা করে কেটে ঘরে তৈরী নতুন আতপ চালের সঙ্গে কাঁচা দুধ নতুন খেজুরে গুড় দিয়ে মাখা হবে। গৃহদেবতাকে এই নবান্ন উৎসর্গ করার পর ছোট ছেলেমেয়েদের মস্ত কাজ সকলকে নবান্নের ভাগ দেওয়া। ছাতের উপর দেওয়া হবে কাক-শালিকদের। ঢেঁকিঘরে ইঁদুরের গর্তটি বাদ যাবে না। দিতে হবে ভৈরব নদের মাছগুলিকেও। গোয়ালের গরু-বাছুর তো খাবেই। আবার বাঁশবনে কি আশশ্যাওড়ার জঙ্গলে রেখে আসা হবে শিয়ালের ভাগ। তারপর সবাই মিলে কাড়াকাড়ি করে নবান্ন খাওয়া, তার সঙ্গে আছে কাঁচাগোল্লা গুড়ে মোণ্ডা।

পৌষমাসে সেকালে একটা আনন্দোৎসব ছিল পোষলা—শীতের নতুন তরকারী খেজুরগুড় ইত্যাদি নিয়ে বনভোজন। আর পৌষের শেষ দিনে প্রসিদ্ধ পৌষ সংক্রান্তি। গ্রামের চাষী কৈবর্ত বাগদীদেরও সেদিন আনন্দোৎসব। সকাল থেকে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে নলিন দেখে চাষীমজুরের ছোট ছোট ছেলেরা নতুন ধুতিচাদরে সেজে সখের ভিক্ষা সেধে বেড়াচ্ছে বাড়ি বাড়ি। একজনের হাতে একটা ধামা আর অন্য সকলের হাতে এক এক গাছা কঞ্চি—পাকা লঙ্কা সুতা দিয়ে তার গায়ে বেঁধে সাজানো হয়েছে সেটি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরি বোল হরি বোল
সোনা রায়ের ভার এল বাড়ির ভিতর।
বল ভাই শিবো
এক কাঠা চাল আর ন'টা বড়ি নিবো॥

তাদের আনন্দ দেখে নলিনদেরও সাধ হয় অমনি করে ভিক্ষায় বেরোতে। কিন্তু মায়েরা দেবে না বাবারা বকবে। অগত্যা ওরা ভিক্ষাই এনে দেয় ছুটে ছুটে। আবার কম দেওয়ার জো নাই—মায়েরাই বলেন কাঠা ভরে-ভরে চাল দিতে।

একটু বেলা বেশী হলে এল মুসলমান চাষীরা, মাথায় টুপি গলায় রুমাল বাঁধা। ঢোল কাঁসি বাজিয়ে নেচে নেচে সুর করে গাইছে—

'ওরে ও কবির ঘোষ, চিনতে না পারিলে মাণিকপীর ;'

মাণিকপীরের নানারকম মজার গান আছে। বাড়ির ছেলেরা ফরমাস করে সে-সব গান শুনে হেসে খুন হয়—

ওরে চালে আছে চালকুমড়া গাছে ধরে বেল
এত জিনিস থাকতে আল্লা সরষের মধ্যে তেল।

কিংবা

আল্লা আল্লা কর কিবা আল্লা নাই রে ঘরে
টোকা মাথায় দিয়ে আল্লা বাগুন চুরি করে।

এদের শুধু চাল দিলে হবে না ডাল বড়ি বেগুন যে যা পারে তা-ও দিতে হবে। কেউবা দু' একটা পয়সাও দেন। মুসলমান চাষী মজুরদের এই দিনই পোষলা। তারা ভিক্ষার পয়সায় 'তিলুয়া' কিনে দর্গায় সির্নি দিয়ে পাঁচবাড়িতে পাওয়া চাল ডাল বেগুন আলুর সঙ্গে নিজেরাও কিছু কিনে-কেটে মহানন্দে মাঠে-মাঠে বনভোজন করল।

সকাল বেলায় গুড়ের 'বাইনে' ঘুরে এসেছে ছোট ছেলেরা। টাটকা খেজুর গুড় চেখেছে আর বাড়ির ফরমাস মত 'সরাগুড়' এনেছে। দাম দেবেন বাবা-কাকারা। বাড়িতে সেদিন মা-মাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাকী-পিসীদের কত যে কাজ! রাধাকান্তপুরে ঢেঁকিঘর ছিল, ছিল মস্তবড় গোলা।—'আতাল' পাতা হবে ঢেঁকিতে, তবে পাড় পড়বে। তার পর আছে 'বাউড়ি' বাঁধা। ধানচালের কারবার যাদের বাড়িতে বেশী তাদের সেদিন লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখতে হয় হাঁড়িকুড়ি গামলা সরায় পোয়াল বেঁধে। সেই সঙ্গে বাড়ি ভরে আলপনা দেওয়া।

দুপুরে চাল দুধ ভাজা তিলের গুঁড়া আর খেজুরে গুড় দিয়ে তিল-জাউ রান্না হয় প্রায় সব বাড়িতেই। নলিন মাসীদের কাছে 'চিপুর জামাইয়ে'র গল্প শুনেছে সেই বয়সেই। বোকা জামাই দিনের বেলা জাউ খায়নি। ভেবেছে বুঝি খুদের জাউ। গরীবের ঘরে ও তো নিত্য আছে। কিন্তু পাতে পড়া এক ফোঁটা তিলজাউ খেয়ে সে পাগল একেবারে। রাত্রে চুরি করে তিলজাউ খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল বেচারি। তিলজাউ যদি-বা কোন বাড়িতে বাদ পড়ে 'মুঠে' আর সিদ্ধপুলি হবেই। জলে সিদ্ধ করেও ও-দুটি পিঠা হয়, খরচ কম। সঙ্গতিপন্ন হলে দুধে সিদ্ধ করে। রাধাকান্তপুরে মামা-বাড়িতে নলিন সেদিন মুগসামালি চিড়ার পুলি আলুর পুলি আঁদোসা গোকুলপিঠে সরুচাকলি খেয়ে শেষ করতে পারে না।

দিনের বেলা মা-পিসীমারা খাইয়ে দিয়েছেন তিলজাউ মুঠে সিদ্ধপুলি। সন্ধ্যায় মামাবাড়িতে নিমন্ত্রণ। কনকনে হাওয়া বইছে পৌষের। মাসীরা সরায় পিঠের গোলা দিয়ে 'মুচি' দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পিঠে ভাজা দেখতে দেখতে নলিনও হয়তো হাততালি দিয়ে ছড়া কাটছে—

'উননে পিঠে ফোলে।
"কাণ্টায়" শিয়াল ফোলে॥'

শেষরাত্রে পৌষ-আগলানোর ঘটা। প্রতি বাড়িতে আলো জ্বলছে আর সমস্বরে মেয়ে-বৌ-ছেলেপুলেরা সুর ধরেছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এস পৌষ যেও না
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ যেও না।
লেপকাঁথায় থাক পৌষ যেও না
পোয়াল গাদায় থাক পৌষ যেও না ॥

১লা মাঘ ত্রিহট্টের উত্তরায়ণ মেলা নদীয়ার আরেক বড় মেলা। স্থানীয় লোকে বলত উৎরুনির মেলা। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সবাই যোগ দিত সে মেলায়। খড়ে নদীর ধারে ছোট্ট তেহাটা গ্রাম মেহেরপুর থেকে বেশী দূরে নয়। সেদিন জাগ্রত দেবতা কৃষ্ণরায়ের মন্দিরে লোকের মানসা শোধের ধুম পড়ে যায়। যার বাড়ির যেটি ভাল ফল এসে জমে সেখানে—মনে হয় বুঝি কৃষিপ্রদর্শনী। নলিনের চার-পাঁচ বছর বয়স না হতেই হয়তো এ মেলায় সে ঘুরে গেছে। মুরটিয়ার মেলার চেয়েও এতে মানুষ আসে বেশী। আসে বাউলের দল নেড়ানেড়ি—হাতের একতারা বাজিয়ে কেউ গায় দেহতত্ত্ব—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম পাখার পায়।
মন তুই রৈলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে
লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখী কোনখানে পালায় ॥

মেহেরপুর অঞ্চলে লালনের গান খুব চলিত ছিল। অনেকের বিশ্বাস লালন ফকির নদীয়ারই মানুষ। তেমনি চল্‌তি রাধাকৃষ্ণের গান। 'একরঙা' মোড়া 'গাবগুবাগুব' বাজিয়ে বাবাজী মাথা নাড়ছেন সোৎসাহে, আর নাকে রসকলি কাটা বষ্টুমী খঞ্জনী বাজিয়ে চড়া সুরে গাইছেন—

—৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সজল জলদাঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে
হেরিলে হরে জ্ঞান মন-প্রাণ পড়ে পদতলে ॥

শ্রীপঞ্চমী শীতলাষষ্ঠীর পর এই বাবাজীদেরই মচ্ছবের কাল। নবদ্বীপে ধূলোট কৃষ্ণনগরে বারো দোল কাঁচড়াপাড়ার কাছে ঘোষ-পাড়ায় দোলমেলা বাংলায় প্রসিদ্ধ। নদীয়া জুড়ে যে হরিধ্বনি আর কৃষ্ণকীর্ত্তন শুরু হত তা বোধহয় থামত চড়কের গুরুগম্ভীর ঢাকের বাজনা আর 'বল শিবো মহাদেবো দেব' ধ্বনিতে। চড়কের মেলা বাণফোঁড়া আর গাজনের সং দেখে গ্রাম-বাংলা হাসিমুখে নতুন বছরকে অভ্যর্থনা জানাত।

ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব হ্রাস হল না বৃদ্ধি পেল সে-খবর এই গ্রামের মানুষেরা কোনদিন রাখত কি না কে জানে!

LIBRARY
No............
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব ছেলের মত নলিনেরও একবার শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীকে অঞ্জলি দিয়ে হাতেখড়ি হয়েছিল। পূজার হাঙ্গামা কিছু নাই। একখানা পিঁড়ির উপর বাড়ির কর্তার জমাখরচের খাতাগুলি সেইসঙ্গে ছেলেপুলেদের শ্লেট কথামালা বালি কাগজে বাঁধা হস্তাক্ষরের খাতা শিশুশিক্ষা বাল্যশিক্ষা সীতার বনবাস ফার্স্টবুক কবিকঙ্কণ চণ্ডী পিসীমার কাশীদাসী মহাভারত সাজিয়ে দিলেই সরস্বতীর অধিষ্ঠান হয়ে গেল। তার সামনে ঝিউনির কালিভরা মাটির দোয়াতের বদলে নতুন কেনা দোয়াতে দুধ-গঙ্গাজল ঢালা। খাকের কলম আমের মুকুল যবের শিষ আর গাঁদাফুলে দোয়াতের মুখ বন্ধ, বইগুলিও ঢাকা পড়েছে। ভট্টাচার্যমশাই নিজেই পুরোহিত—ভাইদের নিয়ে বাড়ির বড় ছেলে নলিন একখানা শুদ্ধ কাপড় পরে 'দোবজা' গলায় দিয়ে বাবার বলা মন্ত্র আওড়িয়ে তিনবার অঞ্জলি দিল। হয়ে গেল সরস্বতীপূজা। এবার কুল খাও যত পার। আরও ভাল যদি তেল নুন মরিচ ও সলপো পাতা মিশিয়ে 'কুল সলপো' হয়। নিজে ওসব করে না নলিন।—দিদিদের কি আর কাউকে হুকুম-হাকাম করে জোগাড় করতে পারে তো খায়। মামাবাড়িতে মাসীরা বিধিমতে 'কুল সলপো' খাওয়ান পরিপাটি করে। কুতবপুরে থাকলে সবসময় সেটি হয় না বলে নলিন কুলসলপো খায়ও না। কষ্ট করা তার ধাতে নাই। জন্মাবধি আদর পেয়েই এসেছে।

কিন্তু ছেলের পড়াশোনার ধরন দেখে প্রমাদ গণেন ভুবনমোহন। অক্ষর পরিচয় হতেই তিন-চারখানা বর্ণপরিচয় শেষ হয়ে গেল। বাড়ীর বড় ছেলে বলে সবার কাছেই একটু প্রশ্রয় পায় নলিন। বিরাট ভট্টাচার্যপরিবারে নলিনের ঠাকুমা পিসী জেঠিমার অন্ত নাই—তাছাড়া কাকী তো অগুনতি। বংশের দুলাল নলিন এদের কোলে-কাঁখেই মানুষ হয়েছে। আদর করা ছাড়া কেউ কখনও তাকে ধমক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে কথা বলেন না। মা-মাসীর আদর তো আছেই। তার ফল যা হয়। ভট্টাচার্যমশাই পাঠশালায় দিলেন ছেলেকে। সমবয়সী-দের সঙ্গে পাঠশালায় যাওয়াটা প্রথম প্রথম মন্দ লাগল না নলিনের। কিন্তু কয়েক দিন পরেই গোলমাল বাধল একটা।

সে-সময় পাঠশালায় আগে খড়ি দিয়ে দাগা বুলিয়ে বর্ণপরিচয় করানো হত। তারপর তালপাতায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্তাক্ষর লেখানো শতকিয়া ইত্যাদি নামতা শেখানো। তেরিজ জমা খরচ শুভঙ্করী কাঠাকালি বিঘাকালির পর্ব সেরে শেষ বালি কাগজে চিঠিপত্র লিখতে শিখলেই পাঠশালার বিদ্যায় ধুরন্ধর হওয়া গেল। গুরুমশাইরা সাধারণত হাতের লেখা আর অঙ্ক এই দুটি জিনিসের উপরেই জোর দিতেন বেশী। কুতবপুরের পাঠশালায় নলিনের পাঠশালাপর্বও শেষ হল না। তার আগেই সম্পর্কচ্ছেদ হল গুরু-মশাইয়ের সঙ্গে।

গুরুমশাইকে প্রত্যেক অভিভাবক মাসিক কিছু দিতেন। পালপার্বণে সিধা বরাদ্দ ছিল অনেক বাড়িতে। এ ছাড়াও উপরি চাইতেন তিনি। যে-ছেলে লুকিয়ে চুরিয়ে তাঁকে যত ভেট দিতে পারবে সে তত ভাল। এই নিয়েই গোল বাধল। অন্যদের দেখা-দেখি নলিনও মাকে লুকিয়ে এটা ওটা এনে দিতে চেষ্টা করে গুরুমশাইকে। না দিলে শাস্তির ভয়। হাতছড়ি, নাড়ুগোপাল, ত্রিভঙ্গ হওয়া এসব তো সাধারণ ব্যাপার। ১৮৩৪ সালের গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে পাঠশালার যে-চোদ্দরকম শাস্তির বিবরণ আছে তা শুনলেও ভয় হয়। এই ভয়ে ভয়ে থাকা অকারণে চোখরাঙানি আর ধমক খাওয়ার সঙ্গে নলিনের পরিচয় ছিল না। দুদিনেই পাঠশালা বিষ হয়ে গেল তার। শেষে একদিন প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে সে,— না আমি রোজ-রোজ মিথ্যা কথা বলতে পারব না মায়ের কাছে। চুরি করতেও পারব না। পণ্ডিতমশাইয়ের বেত খেয়ে কাঁদতে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঁদতে মায়ের কাছে নালিশ করে নলিন। ওকে দুখানা করে কেটে ফেলবে সে রাগের চোটে এমন সংকল্পও করে বসে। এরপর নলিনকে পাঠশালায় পাঠানো দুঃসাধ্য হল। পাঠশালায় যাওয়ার নাম করে সঙ্গীসাথী জুটিয়ে মাঠে-ঘাটে খেলা করতে শুরু করল সে। শাসন করতে গেলেই বলে, আমি মামাবাড়ি চলে যাব।

'ওকে দারিয়াপুর স্কুলে ভর্ত্তি করে দাও'—ভট্টাচার্যমশাই স্ত্রীকে বোঝান এসে। 'এখানে থাকলে পড়াশোনা হবে না নলিনের। দুদিন ছাড়া মামাবাড়ি যাচ্ছে—সেখানে দশ-পনর দিন কাটিয়ে আসছে। এ-রকম করলে কিছুতে মন বসবে নাকি? একেই চঞ্চল, আরও চঞ্চলতা বাড়বে।'

মাসীদের কাছে থেকেই নলিনকে পড়াশোনা করতে হবে এ জানা কথা। কারণ, মেহেরপুরের বড় ইস্কুল রাধাকান্তপুর হতে কাছে পড়ে। দারিয়াপুরের মধ্যবাংলা স্কুলও রাধাকান্তপুর হতে মাইল দুয়েক হবে হয়তো। কিন্তু কুতবপুর হতে প্রায় বার তের মাইল। ছেলে এখনও ছোট, আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে না—এই মমতায় যোগেন্দ্রমোহিনী কাছ-ছাড়া করেননি নলিনকে। এবার পড়াশোনার বয়স হল, আর এখানে রাখা চলে না। সুতরাং পাঁচ-ছয় বছর বয়স হতেই দিদিমা আর মাসীদের অনেক দিনের সাধ মিটিয়ে নলিন বেশীর ভাগ সময় রাধাকান্তপুরেই থাকতে লাগল। মাকে ছেড়ে যেতে ওইটুকু ছেলের কি কষ্ট হয়নি একটুও?

বাঙালীর মেয়ে হলেও যোগেন্দ্রমোহিনী ঠিক আর পাঁচটি মেয়ের মত ছিলেন না। তাঁর স্বভাবে একটি ঋজুতা ছিল যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ মেয়ের মধ্যে খুব সুলভ নয়। দেঁতো হাসি আর ছেঁদো কথায় লোকের মন ভোলানোটা তাঁর আসত না। যা উচিত বলে মনে হত তা তিনি অকপট আন্তরিকতায় করে যেতেন। সহজ বুদ্ধি এবং সাহসও ছিল অনেকের চেয়ে বেশী।

একদিন সন্ধ্যাবেলা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়ার জন্য আঙিনায় নেমেছেন। মনে হল পায়ের নীচে ঠাণ্ডা নরম মতন কি একটা পড়ল। জিনিসটা বুঝি স্প্রিং-এর মত একটু নড়ে উঠেছিল। মুহূর্তের এক ভগ্নাংশে যোগেন্দ্রমোহিনী অনুমান করেন ওটা সাপ। সঙ্গে-সঙ্গে যেখানে পা পড়েছিল সেইখানেই শক্ত হয়ে চেপে দাঁড়িয়ে ছেলেদের ডাক দিলেন। আলো হাতে ছুটে এল যে যেখানে ছিল। এসে ব্যাপার দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সবাই। যোগেন্দ্রমোহিনীর অনুমান নির্ভুল। তিনি ধরে নিয়েছিলেন আমায় যখন ছোবল দেয়নি তখন সাপের মাথাটাই পড়েছে আমার পায়ের নীচে। অন্য কোথাও পা পড়লে সঙ্গে-সঙ্গে ও আমায় ছোবল দিত। সত্যই তাই। প্রাণপণে পা চেপে ওর মাথাটা মাটিতে ঠেসে ধরে রেখেছেন যোগেন্দ্র-মোহিনী। সাপও তাঁর পা পেঁচিয়ে পাক দিচ্ছে মরিয়া হয়ে। তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যোগেন্দ্রমোহিনী ভয়বিমূঢ় পরিজনদের নির্দেশ দেন 'দাঁড়িয়ে দেখছ কি? কাটারি কি ছুরি এনে কেটে ফেল।' বড় ছেলে সবার আগে একটা বঁটি এনে সাপটা তাড়াতাড়ি কাটতে গিয়েছিল। তাকে সরিয়ে দিয়ে ভুবনমোহনের জ্ঞাতিভাই বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ধারাল কাটারি দিয়ে তিন-চার খণ্ড করে ফেললেন সাপটাকে। এবার সাবধানে পা তুলে নিয়ে চকিতে সরে গেলেন যোগেন্দ্রমোহিনী। সাপটা বিষধর গোখুরা, ঢোঁড়া নয়। কয়েক পা গিয়েই মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন তিনি। এতক্ষণ কেবল মনের জোরে খাড়া হয়ে ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দারুণ উত্তেজনা আর সাপের কঠিন পেষণে যোগেন্দ্রমোহিনীর স্নায়ুতন্ত্র অবশ হয়ে গিয়েছিল।

ঘটনাটি নলিনীকান্তের মনে দাগ কেটেছিল।

ভুবনমোহন ছিলেন রাশভারী জিদী প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু যোগেন্দ্রমোহিনী শক্ত শিকলে বেঁধেছিলেন ওই স্বাধীনচেতা পুরুষটিকে। গ্রামে তখনও স্ত্রীস্বাধীনতা কল্পনাতীত ছিল। মেয়েদের দাসীবাঁদী মনে করার মত তথাকথিত পৌরুষ একশবছর আগে প্রায় সব পুরুষেরই থাকত। ভুবনমোহন তার ব্যতিক্রম ছিলেন এমন নয়। স্ত্রী বলেই স্বামীসোহাগিনী হব সাধারণত এমন সৌভাগ্য তখন মেয়েদের হত না। যোগেন্দ্রমোহিনীকেও স্বামী বশ করার জন্য তপস্যা করতে হয়েছিল। সে-তপস্যা আর কিছুই নয়, মহাভারতে কৃষ্ণা যা শিখিয়েছিলেন সত্যভামাকে, নারীর সেই মহাস্ত্র নিরলস সেবা। 'যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ঃ।' যোগেন্দ্রমোহিনী মনোবৃত্ত্যনুসারিণী ভার্যা হয়েই স্বামীর হৃদয়হরণ করে গৃহিণী-পদের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন নিজের সংসারে। সে-সংসারও এমনকিছু ছোট ছিল না। নাই-বা থাকল আপন শ্বশুর শাশুড়ী দেওর ননদ জা—জ্ঞাতি কুটুম্বগোষ্ঠী ছিলেন না আশেপাশে? একই ভিটায় ঘর বেঁধে বাস করছেন বিরাট ভট্টাচার্যবংশ। আচার-অনুষ্ঠান ক্রিয়া-কর্ম পাল-পার্বণে সবার সঙ্গে নিবিড় যোগ ভুবনমোহন-পরিবারের। সেকালের পল্লীসমাজে ওই সব জ্ঞাতিসম্পর্কের শ্বশুর-শাশুড়ী-দেওর-ননদ-জায়েদের খরদৃষ্টির সামনে থেকেও 'মাণিকবৌ' সুনাম কিনেছিলেন। এ যে কতবড় কৃতিত্ব সে-সমাজকে কাছে থেকে না দেখেছেন যাঁরা তাঁরা কোন মতেই তা বুঝবেন না।

নিজেদের সংসারে একদিক দিয়ে ভট্টাচার্যদম্পতির মনের মিল ছিল। দুজনেই ছিলেন পরদুঃখকাতর স্নেহপ্রবণ প্রকৃতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার তাঁদের সচ্ছল। হাতের মুঠি শক্ত করে এ-সচ্ছলতা গৃহিণী একা ভোগ করতেন না। অভাব জানালে তাঁর হুয়ার থেকে সহজে কেউ ফিরত না। এটি ভুবনমোহনের অননুমোদিত ছিল না। অথচ হৃদয়াবেগে গলে গিয়ে হঠকারিতাও করতেন না যোগেন্দ্রমোহিনী। সংসারের হাল ধরতে জানতেন। সবাই ভয় করত তাঁকে, আবার বড় রকম কোন একটা দোষও ধরতে পারত না।

আসলে যোগেন্দ্রমোহিনী অসাধারণ বুদ্ধিমতী। নিজের ওজন বুঝে চলতে জানতেন সর্বাবস্থায়। স্বামীর আদরিণী হয়েও গৃহকর্তাকে লঙ্ঘন করতেন না কথায়-কাজে। কৌশলে কার্যোদ্ধার করতেন। পরিজন-সম্পর্কেও ওই নীতি। যা পেয়েছেন তা কেমন করে ধরে রাখতে হয় সে-বিদ্যায় অশিক্ষিত পটুত্ব তাঁর। কাজেই নলিন জ্ঞান হওয়া অবধি দেখেছে তাদের মা-ই ঘরের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। বাবা কখনও মায়ের কথা ঠেলেন না। ভট্টাচার্যমশাইকে গ্রামের সবাই একটু ভয় করে চলে। মা কিন্তু ভয় করেন না। বাবাও সবসময় খুশী, মায়ের উপরে কখনও রাগ করেন না।

পিতামাতার প্রীতিসমৃদ্ধ দাম্পত্যজীবন ছেলে-মেয়েদের মনেও আনন্দের বীজ বুনে দেয়। ভট্টাচার্যপরিবার বড় সুখী। এই পরিবেশে সতেজ চারা গাছটির মত নলিনীকান্ত বড় হয়ে উঠেছিলেন। প্রাণশক্তির বেগে চঞ্চল দুর্বিনীত ছেলে একটি।

একটু বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নলিনের দুরন্ত স্বভাবে মা ভাবনায় পড়েন। ছেলে লঘু-গুরু মানে না। মুখে-মুখে জবাব দেয় কথার। একটুতেই রেগে আগুন হয়ে ওঠে। আর, রাগলে ছেলের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। মা-ও তেজস্বিনী। স্নেহান্ধ মা নন যোগেন্দ্রমোহিনী যে ছেলে যা করবে তা-ই ভাল বলে মেনে নেবেন। মা-ছেলেতে নিত্য খিটিমিটি বাধতে লাগল এই নিয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীকে বশ করলে কি হবে! ছেলেকে বাগ মানানো অসাধ্য বোধ হয় যোগেন্দ্রমোহিনীর।

আসলে শৈশবেই ঈর্ষা জেগেছে নলিনের মনে। আরেকটি ভাই এসেছে মায়ের কোলে। তখনও তিনবছর হয়েছে কি হয়নি তার। বড় মাসী বুভুক্ষিত স্নেহে কোলে-পিঠে করে মানুষ করতে চান নলিনকে। দিদিমার তো বড় নাতি চোখের মণি। সব সময় বলেন 'নলিন আমার ভারি পয়মন্ত। ও আসার পর থেকে কোন কাজে লোকসান হয়নি আমার। যাতে হাত দিয়েছি তাতেই সুফল পেয়েছি।' হলে কি হবে? নলিনের যে প্রাণ কাঁদে মায়ের হারানো কোল ফিরে পাওয়ার জন্য। অথচ মুখে সেকথা মানতে মাথা কাটা যায়। ওই বয়সেই অভিমান প্রবল তার। এই চাপা রাগের ফল মায়ের সঙ্গে অবিরাম সংঘাত।

আর কেবল কি ছোট ভাইয়েরা? মায়ের ভালবাসায় ভাগীদার যে বাবাও! সকলেরই যত্ন করেন মা। কিন্তু ভট্টাচার্যমশাইয়ের বেলায় তাঁর যে একাগ্র উন্মুখীনতা প্রকাশ পায় এমন যেন আর হয় না কারও বেলায়। মায়ের নিপুণ স্বামীসেবা কবে থেকে চোখে ঠেকেছে, নলিন নিজেও তা জানে না। চেয়ে-চেয়ে দেখে কেমন একটা কাঁটা বেঁধে তার শিশুমনে। ঈর্ষা হয় বাপের উপর। মায়ের কাছে নিজের এ-ভাব কিন্তু সাবধানে গোপন করেছে সে। নিজেই কেমন বুঝতে পারত এমন হওয়াটা অন্যায়। তবুও হয় যে! কেমন ব্যথা বাজে মনে, উদাস হয়ে যায় চিত্ত। নলিনকে মা কি যত্ন কম করে? না খেয়ে খাওয়ায়, না ঘুমিয়ে ঘুম পাড়ায়। পারতপক্ষে বড় ছেলের কোনও আবদার ফেরাতেন না যোগেন্দ্রমোহিনী। ও যে তাঁর কত আরাধনার নিধি। তবু মন ওঠে না ছেলের। মা কেন আমার—শুধু আমারই হল না? ওই তো তারাপদকে খাইয়ে দিচ্ছে আদর করে—বুকে চেপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরেছে দুর্গাপদকে। কই? আমার কথা কি মনে পড়ছে এখনও? এখনই বাবা ফিরবেন, সব ভুলে তাঁর কাজই করবে মা। অবুঝ যন্ত্রণায় ছটফট করে নলিনের মন। দিনরাত মাকে জ্বালিয়ে মারে, দুষ্টামি করে। তবু মায়ের ধৈর্যচ্যুতি দেখে না। এই অদোষদর্শী ভালবাসা আরও যেন ব্যাকুল করে তোলে নলিনকে। কোন সাগরশোষী তৃষ্ণায় জ্বলে মরে দিনরাত। মা আমার জন্য কাঁদবে ভাববে—এই কল্পনাতেই হাসিমুখে মাকে ছেড়ে রাধাকান্তপুর থাকতে রাজী হয়ে গেল ছেলে। অথচ অন্তর্যামী জানেন মন তার পড়ে রইল মায়ের কাছে।

'তাই তাই তাই মামাবাড়ি যাই।
মামাবাড়ি বড় মজা
কিল চড় নাই॥'

নলিনের অবশ্য বাপের বাড়িতেও কিল চড় খেতে হয়নি। তবু মামাবাড়ির সমাদর অ—নে—ক বেশী। তার প্রধান কারণ আর্থিক সচ্ছলতা এ-সংসারে কুতবপুরের সংসারের চেয়ে বেশী ছিল। ছোটবেলায় শোনা কথা স্মরণ করে ভট্টাচার্যবাড়ির একজন লিখছেন, 'রাধাকান্তপুরে নলিনীকান্ত মানুষ হয়েছিলেন like a prince।' রাজনন্দনের মত সমাদর পাওয়াটা অত্যুক্তি হলেও দিদিমারা যে নলিনকে বড়মানুষের ছেলের মত রাখতেন এতে ভুল নাই। গ্রামের জীবনযাত্রা শহরের চেয়ে অনাড়ম্বর। তাই শহরের আহার-বিহার-পরিচ্ছদ না পেলেও অন্য ছেলেদের তুলনায় নলিনের জামাকাপড়ের পারিপাট্য আর খাওয়াদাওয়ার আয়োজন ঢের উঁচুদরের ছিল।

মামাবাড়ি থেকে একশ গজের মধ্যেই এক কায়স্থবাড়ি। সে বাড়ির ছেলে সতীশ (সরকার) নলিনের চেয়ে বছর কয়েকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড়ই হবে। মামাবাড়িতে এসেই তার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব হয়ে গেল। পরিচয় আগেই ছিল, মামাবাড়ি আসা নলিনের এই প্রথম নয়। তবে স্থায়িভাবে থাকতে আসাটা নতুন। তাই বন্ধুত্বও নতুন করে হল। সতীশ ওই গ্রামের ছেলে। সে আবার নিজের বন্ধুদের নলিনের বন্ধু করে দেয়, বড় আশু ছোট আশু বহুবল্লভ নিবারণ রামকৃষ্ণ। বন্ধুদের সঙ্গে আর কিছুদিন ওখানকার পাঠশালায় পড়ল নলিন। আনন্দঠাকুরাণীর যেমন দশাসই চেহারা তেমনি ডাক-হাঁক। তাই হয়তো এখানকার পাঠশালে অঘটন কিছু ঘটল না। 'সর্দার পড়ো' নামতা ঘোষায়—

মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা সের প্রতি ধর॥

সমস্বরে ধুয়া ধরে চেঁচিয়ে ওঠে সবাই। তার মধ্যে হি হি করে হেসে উঠছে অনেকে, কেউ-বা 'শেলেটে' আঁকছে সর্দার-'পড়ো'কে।

কড়া প্রতি দুই তিল শুভঙ্কর ভণে।
মণকষা কর শিশু আনন্দিত মনে॥

পাঠশালা ভাঙলে দল বেঁধে হুড়মুড় করে বেরোয় ছেলেরা। তাদের সঙ্গে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলেছে নলিন—'উলুখড়ের মত পাতলা, বাতাসে হেলে পড়ে যেন। তেমনি সোনালী রং।'* আর কোনও ভাই-বোন নলিনের মত রং পায়নি ভট্‌চার্যবাড়িতে। আনন্দময়ী বলতেন, 'নলিন ওর বাপের রং পেয়েছে। ভুবন যখন বিয়ে করতে এসেছিল তারও অমনি সোনার মত ছিল গায়ের রং।'

মাজদিয়ার শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (?) সঙ্গে বড় মেয়ে বসন্তকুমারীর বিয়ে ঠিক করলেন ভুবনমোহন। মামাবাড়ি থেকে মায়ের

---

*৺সতীশচন্দ্র সরকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে এল নলিন। ক'দিনেই যেন পর হয়ে গেছে ছেলে। ব্যগ্র বাৎসল্যে প্রবাসী বড় ছেলেকে যোগেন্দ্রমোহিনী দু'হাত বাড়িয়ে বুকে নিতে চান। ছিটকে সরে যায় ছেলে—কেবল পাড়ার ছেলে জুটিয়ে টেনে খেলা করে দিনরাত। মা যেন থেকেও নাই এমনি ভাব। অথচ ওটা নিতান্তই ভান। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মায়ের হাব-ভাব লক্ষ্য করে ছেলে। তাকে দূরে রেখে মা কি মন থেকেও দূর করে দিয়েছে, না তার আদর বেড়েছে আরও? কখনও মনে হয় আদর বেড়েছে। কখনও বা সংশয়ের মেঘে ঢেকে যায় মন। অকারণে ভাত ছিটিয়ে উঠে যায় ছেলে। 'এই দিয়ে খাওয়া যায় নাকি?' বলে রান্নার দোষ ধরে। নলিনের দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে ওঠেন যোগেন্দ্রমোহিনী। এ-ছেলের মতিগতি বোঝা ভার। এই বয়সেই তাঁকে ছেড়ে আছে ভেবে যতই ওকে আদর দেখান ততই যেন ও খেপে ওঠে।

চলে যাওয়ার সময় নলিনেরও মন ভার হয়ে যায়। কেন মাকে জ্বালাতন করলাম এত, ভেবে ঠিক করতে পারে না। ছেলের গোপন মনস্তাপ মা বুঝতে পারেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'ইস্কুলে ভর্তি হবে তো এবার? মন দিয়ে পড়াশোনা কর কেমন? শনি-রবিবার আমার কাছে চলে আসবি ছুটি হলে। লোক পাঠিয়ে দেব।'

একবার এই রকম নলিন কুতুবপুরে এসে আছে। উপলক্ষ্য কি কে জানে? হয়তো ছোড়দি কুসুমের বিয়ে কিংবা জ্ঞাতি-ভাইদের কারও পৈতা। বছর সাতেক বয়স হবে তখন। সন্ধ্যায় মা বললেন, চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাটা দেখিয়ে আয় তো নলিন! প্রদীপ দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের কাছে এসে নলিনের মনে হল ওখানে যেন আলো দেখা যাচ্ছে। তবে কি আগেই আর কেউ একটা দীপ রেখে গেছে? বাবা গেছেন গ্রামান্তরে—কাকারা কেউ সেদিন চণ্ডীমণ্ডপে আসেননি তখনও। চারিদিকে আসন্ন রাত্রির ছায়া ঘন হয়ে আসছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

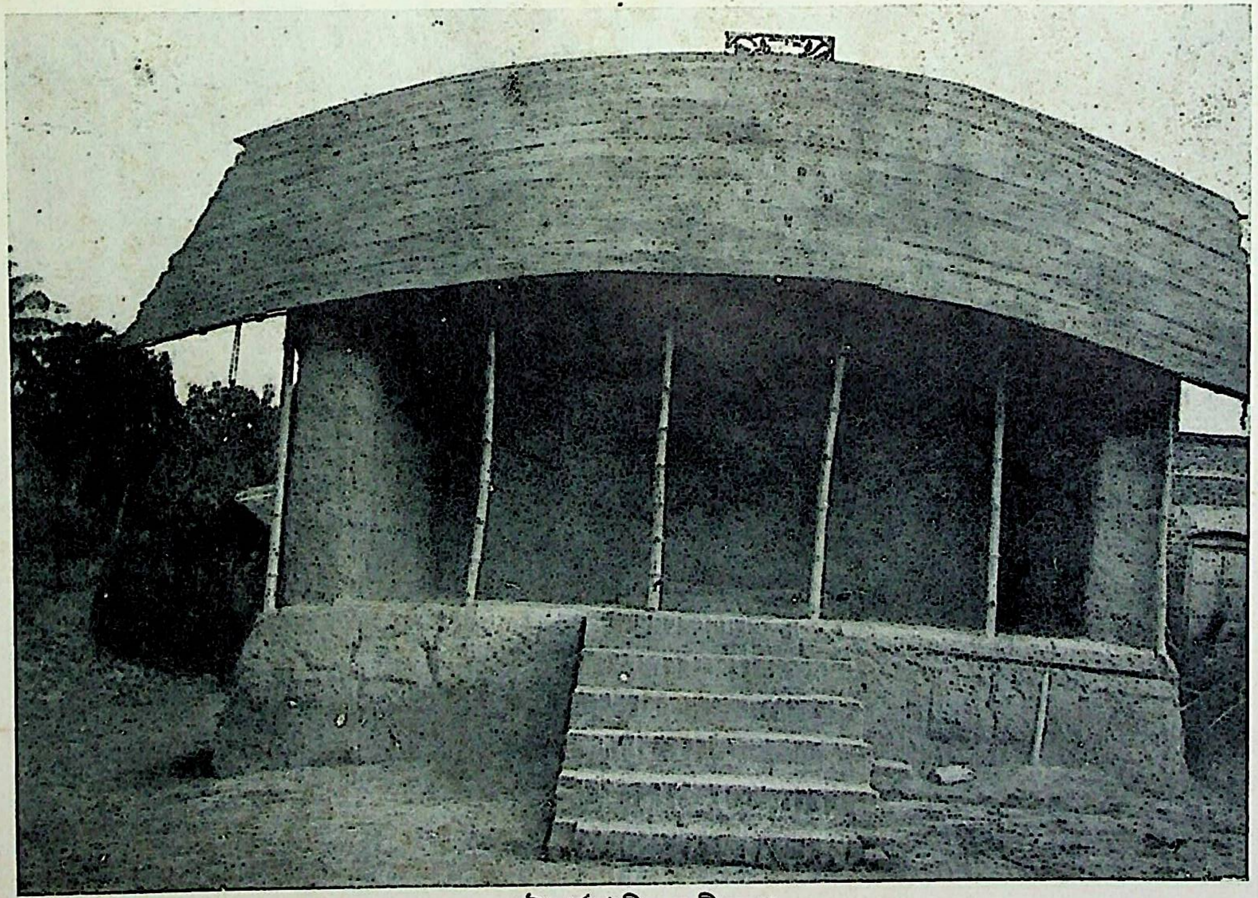

ভট্টাচার্যবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় পা দিয়েই নলিন দেখে মঙ্গলঘট বসানো আছে যেখানে সেইখানেই দপ করে আগুন জ্বলে উঠল যেন। কেন কি হল ভাববার আগেই নিমিষে ঘটে গেল ব্যাপারটা। স্তম্ভিত নলিনের চোখের সামনে সেই আলোর মধ্যে ফুটে উঠল ছোট্ট একটি সুন্দরী মেয়ে।

হাতের প্রদীপ ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালায় নলিন। 'মা ওমা মাগো!' কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি এসে ছেলেকে ধরলেন মাণিকসুন্দরী 'কি হল রে? কাঁপছিস কেন এমন? কোথায় ভয় পেলি নলিন?' প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে যা দেখেছিল মাকে সেকথা বলতেই মা হাসিমুখে বললেন 'দূর বোকা, ভূত হবে কেন? চণ্ডীমণ্ডপে মায়ের ঘট স্থাপনা করা আছে। সেখানে কি ভূতপ্রেত আসতে পারে? তুই আজ মা ভগবতীকেই দেখেছিস। আমার ভাগ্যধর ছেলে তুমি।' অবিশ্বাসভরে ঘাড় নাড়ে ছেলে—'নাগো ভূত একটা। ভগবতী না হাতী!' মা বুঝিয়ে বলেন, 'ছি বলতে নেই অমন করে। আমি যেমন তোর মা তিনিও তোর মা। তিনিই আসল মা নলিন, তোর আমার সকলের মা। এ মা মরে যাবে একদিন কিন্তু ওই মা চিরদিন থাকবে তোর সঙ্গে-সঙ্গে। তুই ভয় না পেলে মা হয়তো কথাও বলতেন।'

গৃহিণীর কাছে ঘটনাটা শুনে ভুবনমোহন কিন্তু তাঁর মত খুশী হতে পারলেন না। তাঁর মনে পড়ল দু'তিন পুরুষ আগে থেকে এ বংশে একটা প্রবাদ চলে আসছে ভট্টাচার্যপরিবারের একটি ছেলেকে নিয়ে তাঁদের কুলদেবী এ-গ্রাম ত্যাগ করবেন। ভুবনমোহনের দুশ্চিন্তা হয় এ-প্রবাদ নলিনকে দিয়েই ফলবে না-কি? পূজার্চনাকালে দু'একটা অলৌকিক দর্শন তাঁরও হয়েছে। কিন্তু এ তো সে-রকম নয়। ধ্যানধারণা ছাড়াই ওইটুকু ছেলেকে দেবী দেখা দিলেন কেন? আর ওকে তিনি নিয়ে যাবেন এ-ই যদি হয় তো তার অর্থ কি ওর অকালমৃত্যু? অথবা সন্ন্যাস?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুবনমোহন তখনকার দিনের বিখ্যাত যোগী ভাস্করানন্দের কৃপা পেয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের নামও কানে এসেছিল। কাজেকর্মে বড় শহর কৃষ্ণনগরে যেতে হত ভট্টাচার্যমশাইকে। কলকাতার উল্লেখযোগ্য সব খবরই কৃষ্ণনগরে আসত অনতিবিলম্বে। কেশব সেনের শ্রদ্ধার পাত্র পরমহংসদেবের কথাটাও এমনি করে ওখানে আসা বিচিত্র নয়।

পরমহংসদেবের তখন ক্যান্‌সার, শ্যামপুকুরে এনে রাখা হয়েছে তাঁকে। ছেলেকে নিয়ে তাঁর ওখানে গিয়েছিলেন ভট্টাচার্যমশাই, ভাস্করানন্দ কলকাতায় এলে তাঁর কাছে যেতেও ছাড়েননি। আরও দু'চারজন সাধুর নাম শুনে এখানে-ওখানেও ছুটোছুটি করলেন নলিনকে নিয়ে। কে কি বলেছিলেন আজ আর তা জানার উপায় নাই। তবে প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা যে নাই সাধুদের কাছে ঘুরে ঘুরে এইটুকু নাকি ভুবনমোহন জেনেছিলেন। এর পর রইল ভাল করে কোষ্ঠীবিচার করানো। কাশিমবাজারে রাজসরকারে এক সময় কাজ করতেন ভুবনমোহন। রাণী স্বর্ণময়ীর সভাপণ্ডিত প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্যামাচরণকে দিয়েই নলিনের কোষ্ঠীটা দেখালেন তিনি। না, ছেলে তাঁদের অল্পায়ু নয়, রাশিচক্রসংস্থান খুব উঁচু। তবে নলিনীকান্তের সন্ন্যাসযোগ আছে। তা থাক, ভট্টাচার্যমশাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কুষ্ঠিতে আছে ভাল বিয়ে হবে ছেলের। বিয়ে-থা করে সংসারী হয়ে কোনদিন যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়—সে দেখা যাবে। বৌ-ছেলে ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাওয়াটা খুব সহজ হবে না বলেই ভুবনমোহনের ধারণা ছিল। আর তারও তো ঢের দেরি। এখন থেকেই ভেবে কি হবে ?

ভট্টাচার্যমশাই নিশ্চিন্ত হলেও যোগেন্দ্রমোহিনীর মনে কিন্তু একটা কাঁটা বিঁধে রইল। উঠতে-বসতে মনের মধ্যে চাপা অস্বস্তি, নলিন সন্ন্যাসী হয়ে যাবে ঘরে থাকবে না। তার আগে নিজে মরতে পারতেন যদি !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধাকান্তপুরে এসে সব রকমেই নলিন মনের আনন্দে থাকে। ছোটখাট পাল-পার্বণ তো আছেই আর দুর্গাপূজার পর থেকে আনন্দোৎসবের আয়োজন চলতে থাকে একটার পর একটা। কাছেই মেহেরপুর—দিদিমার কাছে আবদার করে সেখানে গিয়ে কালীপূজার ধূমধাম দেখে আসা। তার পর আজ ঢপকীর্ত্তন কাল কার্তিকপূজায় পুতুলনাচ কিংবা শ্রীপঞ্চমীতে যাত্রা এসব প্রায়ই আছে।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে পুতুল নাচছে ঘুরছে নানা ভঙ্গিতে —পিছনে নাচের তালে দলের লোক নূপুর বাজাচ্ছে, ঠিক যেন পুতুলের পায়েই নূপুর বাজছে। আর কি সব আশ্চর্য দৃশ্য। বন্ধুদের নিয়ে নলিন অবাক হয়ে দেখে যায়—কালিদহে কমলে কামিনী দেখছে শ্রীমন্ত সওদাগর। ওই সূর্পণখার নাক-কান কেটে নিলেন লক্ষ্মণ। —ভরত-মিলন হবে হনুমান চলেছেন অযোধ্যায় সংবাদ দিতে, পথে দেখা হল গুহক চণ্ডালের সঙ্গে। তারপরই মহাভারতের পারিজাতহরণ কি অভিমন্যুবধের দৃশ্য। পুরো কাহিনীটা দেখায় না বলে মনে কৌতূহল থেকে যায়। বাড়ি এসে বটতলার রামায়ণ মহাভারত নিয়ে টানা-টানি করে পড়তে বসে যায় শুধু গল্পটা জানবে বলে। শ্রীমন্ত সওদাগরের গল্প কিসে আছে বড় মাসীকে জিজ্ঞাসা করে।

যাত্রা দেখতে গিয়ে অনেক সময় এ-কৌতূহল মিটে যায়। সে-সময় রামযাত্রা ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। তারপরই মহাভারতের নানা আখ্যান আর চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী।

জগৎ দেখরে চেয়ে যাচ্ছি বেয়ে সাধের তরণী।
তরীর উপর শ্যামকলেবর রাম রঘুমণি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উনিশ শতকের শেষ ভাগে নাট্যকার হিসাবে রাজকৃষ্ণ রায়ের বেশ নাম ছিল।* তাঁর কিছু কিছু ভাল গান সারা দেশে ছড়িয়ে যায়। এই রামযাত্রার গানখানাও তাঁর—

(যিনি) ভবের জলে অবহেলে করেন জীবে পার
আজকে তারে নিচ্ছি পারে হয়ে কর্ণধার ॥
পারের কড়ি ধরে নিব চরণ দুখানি ॥

ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে যাত্রার গান শোনে নলিন। সব বোঝে না হয়তো। তবু যা বোঝে তাতেই কে জানে কেন জল আসতে চায় চোখে—

সখা রে, ব্রজ ছেড়ে যাবে বল কি কারণে।
খেতে যে ফল লাগবে ভাল দিব বল কার বদনে ॥

মথুরাগমনোদ্যত রাখালরাজকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সরল গোপ-বালকরা, কারও চোখ ছলছল করছে, কারও-বা চোখে হাত চাপা দেওয়া। 'অক্রুরসংবাদে'র মধ্যে এই দৃশ্যটার অর্থ বুঝতে নলিনদের কষ্ট হয় না। প্রাণের বন্ধু জন্মের মত ছেড়ে যাচ্ছে—রাজা হয়েছে বলে আজ আর গোপ-গয়লাদের কাছে থাকবে না সে। কিন্তু অবুঝ রাখালরা বোঝে না, হাতে ধরে আটকে রাখতে যায়। শ্রীকৃষ্ণ থাকলেন না 'কাল আসব' বলে চলে গেলেন। কই এলেন আর?

তরণীসেনবধ নাটকখানাও সেকালের খুব জনপ্রিয় নাটক। রাজকৃষ্ণ রায় ও মতিলাল রায়ের মত নামকরা নাট্যকার এবং

---

*উনিশ শতকের মধ্যভাগে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য মনোমোহন বসু কবিগান যাত্রা পাঁচালী কথকতার সঙ্গে মধুসূদন-দীনবন্ধুর আধুনিক নাটক-রচনার রীতি মিলিয়ে এক নতুন ধরনের নাট্যরীতি প্রবর্তন করেন। তিনি সে-সময় প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকদের মধ্যে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী কালে যাত্রা-পালায় ভোলানাথ মুখুয্যে ব্রজমোহন রায় মতিলাল রায় এবং নাটক রচনায় রাজকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র তাঁকেই অনেকটা অনুসরণ করেন। এর মধ্যে রাজকৃষ্ণের কিছু মৌলিকতা আছে। ' আমরা যাকে গৈরিশী ছন্দ বলি কেউ কেউ বলেন রাজকৃষ্ণই সেই ভাঙা অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাত্রা-পালা-রচয়িতা ছাড়াও মহেশচন্দ্র দাশ অক্ষয়কুমার দেব কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি কত লেখক যে ওই এক তরণীসেন-বধ নাটক লিখেছিলেন তার তালিকা দিতে গেলে বিপদ। রাধাকান্তপুরের ছেলেরাও তরণীসেনবধ দেখে আসে। সরমার গানটা ওই বয়সেই নলিনের কণ্ঠস্থ হয়ে গেল—

ছাড়ব না তোমারে রাম
দাও দাও আমায় তরণী।

চোখ জ্বালা করে ওঠে বোবা কান্নায়। তরণীসেনকে ফিরে চাইছেন সরমা। রামচন্দ্র কি বাঁচিয়ে দেবেন ওর ছেলেকে? রুদ্ধশ্বাসে শুনে যায় নলিন। না, সরমা তো ছেলেকে চাইলেন না।

এ ভব পার হব বলে তরণী ভাসালাম জলে
আমি পার হব হে বৈতরণী।
শুনেছি হে পতির মুখে রাম তোমার পদ-তরণী॥

তরণীসেনকে নয় রাম, আমি চাইছি তোমার পদ-তরণী। ভাঙা অমিত্রাক্ষরে যে সংলাপ বলে যান সরমা, তা থেকে ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হয় না। ভক্তোত্তম বিভীষণের সহধর্মিণী সরমা। পুত্রহন্তা রামকে শত্রু মনে করতে পারেন না তরণীসেন-জননী। প্রভু সে তো তোমারই সন্তান—আমার কে? আমি ছিলাম ন্যস্তধনের রক্ষয়িত্রী। আজ তোমার ভক্তকে তোমার পায়ে দিয়ে দায়মুক্ত হলাম। কেবল এক ভিক্ষা, তরণীসেনকে এতদিন লালন করেছি এই দাবিতে আজ আমি তোমার কৃপাভিখারিণী। আমি ভক্তিহীনা সাধন-ভজন কিছুই জানি না ঠাকুর! কেবল জানি তুমি ভক্তকে ভালবাস। তোমার পরমভক্ত তরণীসেনকে ভালবেসেছিলাম আমি। এইটুকুর জোরে তোমার পাদপদ্মে ভক্তি ভিক্ষা চাইছে সরমা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তানহারা মায়ের শোক তাকে আত্মঘাতী না করে আত্মহারা ভগবদ্ভক্তিতে উদ্দীপিত করে—সরমার এই চরিত্রটির জন্যই হয়তো সেকালে তরণীসেনবধ নাটক গ্রামবাসীদের এত মুগ্ধ করত।

গ্রামাঞ্চল মাত্রেই তখন কবিগান ঢপ আখড়াই কীর্ত্তন তর্জা পাঁচালী কথকতার আদর ছিল। নদীয়া জেলা আবার বিশেষ করে গানের দেশ। প্রায় পাঁচশ বছর আগে এই নদে জেলা হতেই নতুন করে ভগবদুপাসনার একটি পদ্ধতি চালু হয়—ভজন-কীর্তন। আমরা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথাই বলছি। নিজে নামকীর্তন করে এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের দিয়ে লীলাকীর্তন করিয়ে সারা বাংলাদেশকে ভজনগানে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, শিখিয়েছিলেন সুরের আগুনে উদ্দীপ্ত হতে। গান কি তার আগেও বাংলায় ছিল না? আমরা তা বলছি না। ছিল, কিন্তু ভক্তাবতার নবদ্বীপচন্দ্র যে-ভাবে গানের সুরে প্রাণে ভক্তির বীজ বুনে দেওয়াটা সর্বজনীন শুধু নয় সর্বজনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তাঁর আগে এমন আর কেউ পারেনি।

ঈশ্বর গুপ্তের মত অনেকেই বলেছেন শুধু সাধকসঙ্গীত কিংবা কীর্ত্তনাঙ্গ গান ছাড়াও আখড়াই গান বলতে যা বোঝায় নদীয়াই তার উৎপত্তিস্থল। বিদ্যাসুন্দরের পুরানো পালায় তো আছেই—'নদে শান্তিপুর হতে খেড়ু আনাইব।' কবিগান তর্জা হতে নিধুর টপ্পা মধুকানের ঢপ কালীমির্জার মালসীগান পর্যন্ত প্রায় সবই ওই আখড়াই গানের রূপান্তর। বাংলার বাউল-সম্প্রদায়ের আদি ঘাঁটি যদি নদীয়া জেলায় হয় তাহলে ওই লোকসঙ্গীতটিও নদীয়ার সম্পদ। এক কথায় বলতে গেলে নবদ্বীপ শুধু বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সঙ্গীতবিদ্যালয়ও ছিল।

নলিনীকান্ত সেই নদীয়ার ছেলে। পুঁথির পাঠ নেওয়ার আগেই কিন্তু গানের সুরে পাঠ নেওয়া শুরু হয়েছিল তার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারে বলি কেবা শোনে কে করে প্রত্যয়।
এই দেহেতে মানুষ আছেন সত্য চিদানন্দময়॥

কবে কোন্ মেলায় কি মাঠে-ঘাটে বাউলের এ-গান শুনেছিল নলিন তার মনেও পড়ে না। অথচ গানটি 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে' প্রবেশ করেছিল। ওই দু'ছত্র আর ভোলেনি।

গ্রাম-বাংলার চারিদিকেই তখন ভাঙনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। অর্থে-সামর্থ্যে-শিক্ষায় বাংলার পল্লীসমাজ যে কি ঘোর দুরবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ছিল ক্রমে-ক্রমে, তার একটা ভয়াবহ ছবি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রেখে গেছেন তাঁর নানা উপন্যাসে। উনিশশতকের মাঝামাঝি থেকেই গ্রামের সমাজ সবরকমে হীনবল হয়ে যেতে থাকে। বড় হয়ে নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর নিজের গ্রামের সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

'আমার যে গ্রামে জন্ম হয়, তথায় ভদ্রলোকের বাস নাই; যে দু'দশঘর ব্রাহ্মণ আছে তাহারা প্রকৃত জ্ঞানের আলোক দেখে নাই অথচ পাশ্চাত্যশিক্ষাদীপ্তও নহে—অন্ধবিশ্বাসী। কেবল বিরাট তর্কজাল, জাতীয় দলাদলি, গ্রামে না যাইয়া "পিঁড়েয় বসিয়া পেঁড়োর সমাচার" প্রভৃতি গ্রাম্য বিজ্ঞতার বড়াই লইয়া কালযাপন করে। সন্ধ্যা-আহ্নিক তপ-জপ পূজাদির প্রকৃত মর্ম জানে না ও উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। সে গ্রামে নহে, প্রায় পৌনে ষোল আনা গ্রামেই এইরূপ দেখা যায়। এইজন্যই ক্রমে লোকের ধর্মে-কর্মে অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে।'

—যোগীগুরু

যে বেদ-বেদান্ত ভারতধর্মের প্রাণ, যুক্তিনিষ্ঠ যে পরম উদারতা সনাতন হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, আমাদের সমাজে বা দৈনন্দিন জীবনে তার পরিচয় অল্পই মেলে—এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। অভিজাত বৈদিক ভাবনার কথা বলতে গিয়েই নিজের গ্রাম ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজের কটু সমালোচনা করেছিলেন নলিনীকান্ত। কিন্তু সে-সময় তাঁর খেয়াল ছিল না যে বালক নলিনকে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলির সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিল ওই গ্রামেরই বৈরাগী বষ্টুমী ভিখারী ফকিরের দল।

ভবে সেই প্রেম কর সাধনা।

* *

পরকে দেখে ভুলনা রে পরকে দিও না রে মন
মরীচিকায় পাবে না জল তায় কেবল হবে জ্বালাতন ॥
ভজ মন মথুরানাথে অশান্তি না রবে তাতে
জীবনে মরণে তোমার শমনের ভয় রবে না ॥

ভিক্ষা নিয়ে মন্দিরা বাজাতে বাজাতে বৈরাগী হয়তো চলে গেল। কিন্তু পাঠশালাগমনোদ্যত নলিনের মনে সে যে তার অজ্ঞাতে কী ভাবনার বীজ বুনে দিয়ে গেল সেদিন নলিন নিজেও তা বোঝেনি।

বাউল-বষ্টুমরা কেবল গুরু-গম্ভীর তত্ত্বই পরিবেশন করত না পাঁচজনকে গানের ছলে হাসাতেও জানত—

আমার ভাঙা ঘরে সুখ হল না করব কি ?
বিছানায় ছারপোকার বাসা
কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা
ইঁদুরেতে কীর্তন করে বাতা ভরা টিকটিকি ॥

গাব্‌গুবাগুব বাজিয়ে নেচে নেচে এ-গান গাওয়া দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে ছেলের দল। ভাঙা ঘরের ওই ভয়াবহ বর্ণনার সঙ্গে নিজের হাসিমুখ আর খুশির নাচ মিলিয়ে বাউল যে সাদামাঠা কয়েকটা তুলির আঁচড়ে সাংখ্যের উদাসীন পুরুষের বীর্যসমৃদ্ধ প্রসন্নতার ছবিটি ধরে দিল—সে-কথা বোঝার বয়স ছেলের পালে কারও হয়নি। 'আরেকটা গাও আরেকটা'—ভিক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে ফরমাস করে তারা। —পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে দাড়ি নেড়ে আবারও হাসিমুখে গানে টান দেয় বাউল—

লুটে যে ঢাকা শহর—
লুটে যে ঢাকা শহর দিল্লী লাহোর টাকা মোহর নিয়ে এলে।
খেলে না পয়সা সিকি বল দিখি তার কিছু কি সঙ্গে নিলে॥

বন্ধুদের সঙ্গে তখনকার মত 'হি হি' করে হেসে সারা হলেও নদীর চরে পাতলা পলি পড়ার মত এসব গানের ভাবনা সুকুমার মনে একটা ছাপ ফেলত বৈ কি! আর দিনের পর দিন শুনতে শুনতে ক্রমে কচি মনে দানা বাঁধত অস্ফুট একটা ধর্মবোধ। কেবল নলিনের নয়, সেকালে সব ছেলেরই।—পতনোন্মুখ হলেও সমাজ-গঠনে এইটুকুই তখনও পর্যন্ত পল্লী-বাংলার দান ছিল।

সেদিন কেমন ভাবলি না মন
যেদিন জীবন যাবে রে।
কর যত ধন উপার্জন সে ধন কে তোর খাবে রে॥
তৃণশয্যা ভগ্ন বাসে পড়ে থাকবি পরের বশে
রঙ্গরসে পালং-পোষে কে আর হেসে শোবে রে॥
জ্ঞানশূন্য আত্মহারা পড়ে থাকবি বলবে মড়া
(ওরে) জপেতে হও আত্মহারা যদি যমের হাত এড়াবি রে॥
নীলাম্বর আর বলবে কত যে-মুখে খাও পঞ্চামৃত
সেই মুখেতে দারাসুত আগুন জেলে দেবে রে॥

তর্ক উঠবে এমন কত হাজার হাজার তত্ত্বমূলক গানই না পল্লীসমাজের আকাশে-বাতাসে ছড়ানো ছিল। তবু বেণী ঘোষাল গোবিন্দ গাঙ্গুলী ভৈরব আচার্য ধর্মদাস (পল্লীসমাজ) গোলোক চাটুয্যে (বামুনের মেয়ে)—এরাই তো সে-সমাজে বেশী। কথাটা অস্বীকার করার উপায় নাই। আধ্যাত্মিকতা আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা শতকরা নিরানব্বই জনই অমানুষ—উনিশ শতকের শেষাশেষি বিবেকানন্দকেও এ-প্রশ্নের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর খুঁজতে হয়েছিল। এখানে সে-আলোচনার অবসর মিলবে না। আমরা শুধু বলতে চাইছি মন যাদের জাগ্রত সেকালের পল্লীসমাজ তাদের মনে নগরবাসীর কাছে অরুচিকর * ওই সব যাত্রা-পালা কবিগান বাউল তর্জা ঢপ ইত্যাদির মাধ্যমেই ভাবনার খোরাক যুগিয়ে দিত।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥
ওঁ

নলিনের উপনয়ন। কুতবপুর থেকে সপরিবারে ভট্টাচার্যমশাই এসেছেন রাধাকান্তপুরে। আনন্দময়ী সমারোহকাণ্ড করেছেন একেবারে। তাঁর 'অন্ধের নড়ি' কত আদরের দৌহিত্র—সেই নলিনের পৈতে। গ্রামশুদ্ধ নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে—যে যত পারে খাবে আর ছাঁদা বাঁধবে। অনুষ্ঠানস্থলের অল্পদূরে এসে দাঁড়িয়েছে নলিনের বন্ধুরা—সতীশ নিবারণ বহুবল্লভ বড় আশু ছোট আশু। নেড়া মাথা, হাতে দণ্ড ব্রহ্মচারী নলিন মুচকি হাসছে ওদের দিকে চেয়ে। পুরোহিতের আদেশে মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়েই মাসী পিসী খুড়ি দিদিমার কথায় কান না দিয়ে তাড়াতাড়ি সাত পা চলে গিয়ে খিল-খিল করে হেসে সারা সাত-আট বছরের নলিন। তার সমবয়সী ভাই-বোন সখা-সাথীরাও হাসছে ওর দুষ্টামি দেখে। ভুবনমোহন বকছেন—'যেটি নিষেধ করবে সেটি

* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিসঙ্গীত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এ-প্রবন্ধে তিনি সেকালের অধিকাংশ গ্রাম্যসঙ্গীতকেই সঙ্গীতের বর্বরাবস্থা বলেছেন। অনুপ্রাস-যমকের ছটা-ঘটাকেও ছেড়ে কথা বলেননি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওর করা চাই জান-ই তো? ভিক্ষা নিয়ে আস্তে আস্তে যাবি ওকে এইটা বলাই ভুল হয়েছে তোমাদের।'

দেশাচারে বলে ব্রহ্মচারী সাত-পা যাবার আগেই তার মা একবার তাকে বাধা দেবেন। তা নাহলে ওই ব্রহ্মচারী কালে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। কাজের বাড়ি—তখন এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নাই কারও। যে যার দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন একটু পরেই। কেবল যোগেন্দ্রমোহিনীর মনটা ভার হয়ে থাকে। নলিনের কুষ্ঠিতে আছে ও সন্ন্যাসী হবে। আবার আজকেও একটা দুর্নিমিত্ত দেখলেন। কে জানে কি আছে কপালে ভেবে মা নিশ্বাস ফেলেন। ঠিক করেন কাজকর্ম মিটুক। এবার নলিনের বাবার সঙ্গে পরামর্শ করবেন কি করা যায়।

নলিনের ওদিকে ফুর্তির সীমা নাই। একে তো উপনয়ন উপলক্ষ্যে উৎসবের কেন্দ্র সে-ই এ এক আনন্দ। নতুন কাপড় চাদর আংটি টাকাকড়ি—প্রাপ্তির অন্ত নাই তার। তিনদিন নির্জনে থাকা বা এক সন্ধ্যা 'হবিষ্যি' করাটাও কষ্টকর নয় তার কাছে। বটতলার রামায়ণ মহাভারত ছাড়া তার অনুরোধে দিদিমা একখানা চণ্ডীমঙ্গল আর অন্নদামঙ্গল যোগাড় করে দিয়েছেন। ঘরে বসে ওইগুলো নেড়ে চেড়ে কোথা দিয়ে যে সময় চলে গেল! কমলে-কামিনী বা সুশীলা-শ্রীপতি নাম দিয়ে ধনপতি সওদাগর ও খুল্লনার কাহিনীটি তখন বাংলার গ্রামে-গ্রামে যাত্রা হত। মনসামঙ্গলের চেয়ে চণ্ডীমঙ্গলের এ-পালাটি কম জনপ্রিয় ছিল না। নলিনও দু'তিনবার নানা উপলক্ষ্যে ও-পালা দেখেছে। তার খুব ভাল লেগেছে শ্রীমন্ত সওদাগরকে—মশানে তাকে যখন ধরে নিয়ে এল জহ্লাদ তখন সে শেষবারের মত মহামায়ীকে ডাকল প্রাণভরে। একটা পালায় শ্রীমন্তের এই গানখানা এত ভাল লেগেছে নলিনের যে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে অনেকগুলো লাইন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাক্ যাক্ লয়ে যাক্ এ প্রাণ হরি শমনে
যে পায় হরিপদে স্থান হরিপদে ত্রাণ
দেয় প্রাণ সে তো হরির মনে।

* * *

বৃষকেতুর ছিন্নমুণ্ড পড়ে ভূমিতলে
উচ্চৈঃস্বরে ডেকেছিল 'কোথা কৃষ্ণ' বলে (সে তো ভোলে নাই
—হরি বলতে)
তেমনি আমার এ প্রাণ যবে মশানে লুটাবে
(আমি) দুর্গা দুর্গা যেন বলি সঘনে ॥

নিজের মনেই গুন্‌গুন্ করে সুর ভাঁজে নলিন। কি সুন্দর সুরটা! আসরে অনেকের মুখে শুনল এটা মতিরায়ের সুর। এবার যেখানেই আসুক না মতিরায়ের দল—যেতেই হবে। এখন তো বড় হয়েছে সে, দিদিমাদের বারণ মানবে না। দ্রুতহাতে মহাভারতের পাতা উল্টায় নলিন—বৃষকেতুর গল্পটা কোথায়? গানে শুনে অবধি কৌতূহল হয়েছে পড়তে হবে গল্পটা। চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীমন্তের গল্পটাও পড়ে নিতে হবে।

'বামুন' হয়ে কি মজাই না হয়েছে! পথে বার হলেই বুড়ো-বুড়িরাও 'দান' দিতে আসছে, 'প্রেণাম' জানাচ্ছে। অব্রাহ্মণ সবার কাছেই যেন নলিনের মর্যাদা বেড়ে গেছে অনেক। সারাদিনের হাসি-খেলার মধ্যে এ জিনিসটা থেকে-থেকে একটু নাড়া দিচ্ছে তার মনে। 'বামুন' হওয়াটা কি তাহলে? সে তো বামুনের ছেলেই ছিল, জন্মাবধি শুনে আসছে তারা 'ভশ্চাজ্জি বামুন।' তবে পৈতার সঙ্গে-সঙ্গে আর নতুন কি হল? প্রশ্নটার ঠিক সদুত্তর কেউ দিতে পারেনি। ত্রিসন্ধ্যা সে ঠাকুরকে ডাকবে পৈতা হলে—একমাত্র এটুকু ছাড়া তার তো নতুন কিছুই হয়নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।
ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

পুরুতমশাই এ-সবের একটা মানে বলে দিয়েছেন বটে তবে তা নলিনের এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কি যেন একটা সুর আছে সংস্কৃত মন্ত্রের। আওড়াতে ভাল লাগে—'ওঁ তৎ সৎ ওঁ—দিবীব চক্ষুরাততম্'।

নলিন নিজের মনে ওর অর্থ বুঝে নিয়েছে একটা গান থেকে। কাকাদের কেউ কিংবা বাবার মুখেই হয়তো শুনেছে গানটা—

"চন্দ্রাতপতুল্য গগনমণ্ডল
দীপালোকে যেন করে ঝলমল
তার মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধাবিন্দু
সুধাসিন্ধু নাম তাহাতে লিখেছ।
স্থাবরে ভূধরে সর্ব চরাচরে
সর্বব্যাপী নাম লিখেছ স্বাক্ষরে
লেখা দেখে তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ ॥"*

উপনয়নের পর নলিন যে থেকে-থেকে আনমনা হয়ে কি ভাবে—যখন-তখন রামায়ণ-মহাভারত বা স্তবমালা কি পূজাপদ্ধতি টেনে নিয়ে দেখতে বসে, যোগেন্দ্রমোহিনীর ওটা ভাল লাগে না। একদিন আবার দেখলেন চোখে জল ছেলের। সেই দিনই পুঁথিপত্তর সরিয়ে বকাবকি করে নলিনকে পড়ার বই পড়তে বললেন। মায়ের কাণ্ড দেখে ছেলে তো অবাক্! কি হল রে বাপু? মা মুখে মিষ্টিকথা বেশী না বলুক কি মাত্রাছাড়া আদর না দেখাক তার সম্বন্ধে যে মায়ের একটা দুর্বলতা আছে

*এ-গানের লেখক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় নদীয়া জেলার মেটিরী গ্রামের মানুষ ছিলেন। ১৩০৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজকাল নলিন সেটা বুঝতে পারে। তাতে তার বেপরোয়া জিদ আরও বেড়েছে। মা যেটা নিষেধ করে সেটা আগে করা চাই। তখনই বেরিয়ে গিয়ে কোন বন্ধুর বাড়ি থেকে আবার কিছু ধর্মগ্রন্থ নিয়ে গভীর মনোযোগে সে পড়তে বসে গেল। মা বুঝি ভেবেছে ছেলে সাধু হয়ে যাবে এবার? মরুক ভেবে, বেশ হয়েছে।

ছেলের তাড়াতাড়ি সাত-পা চলে যাওয়ার কথাটা বলে মাণিক-বৌ আশংকা প্রকাশ করছিলেন ভুবনমোহনের কাছে। কথাটা নলিনের কানে এসেছে।

*

দারিয়াপুর ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্তি হয়েছে নলিন—সতীশও। মামাবাড়ি হতে স্কুল দেড় মাইল ছু'মাইল হবে। কত 'আইরি' বন আম-কাঁঠালের বাগান আর মাঠ ভেঙে যেতে হয় ছেলেদের। কিন্তু দল বেঁধে গল্প করতে করতে যাওয়ার আনন্দে পথটা ওদের পায়ে লাগে না। আম-জামের দিনে ঢিল ছুঁড়ে ফল খাওয়া আছে, শীতকাল হলে খেজুর-রস চুরি করে খাওয়ার মতলব! তাছাড়া কোথায় ফুটি কোন চালে শশা কোনখানে ডাঁশা পেয়ারা ফলসা কুল বৈঁচি, যেতে যেতে তারও সন্ধান নেওয়া চাই। নলিন নিজে গাছে উঠতে পারে না তেমন। বন্ধুদের কেউ কি সঙ্গী-সাথীদের যে যখন গাছে ওঠে ও 'তক্কে তক্কে' থাকে কি করে তার কাছ থেকে আদায় করবে পেয়ারা কুল জাম জামরুলের ভাগ। চেয়ে তো নেবে না, নেবে ছিনিয়ে। না দিলে হাজারো উৎপাত, বই টেনে ছিঁড়তে যায়, গায়ে ধুলা দেয়, আচমকা চাঁটি মারে মাথায়। তেড়ে গেলেই 'হি হি' করে হেসে গলার পৈতে হাতে জড়িয়ে পায়ে ধরতে আসে। দুষ্টামি করতেও যেমন, পায়ে হাত দিতেও তেমনি ওস্তাদ। জানা কথা পৈতা হাতে জড়িয়ে পায়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

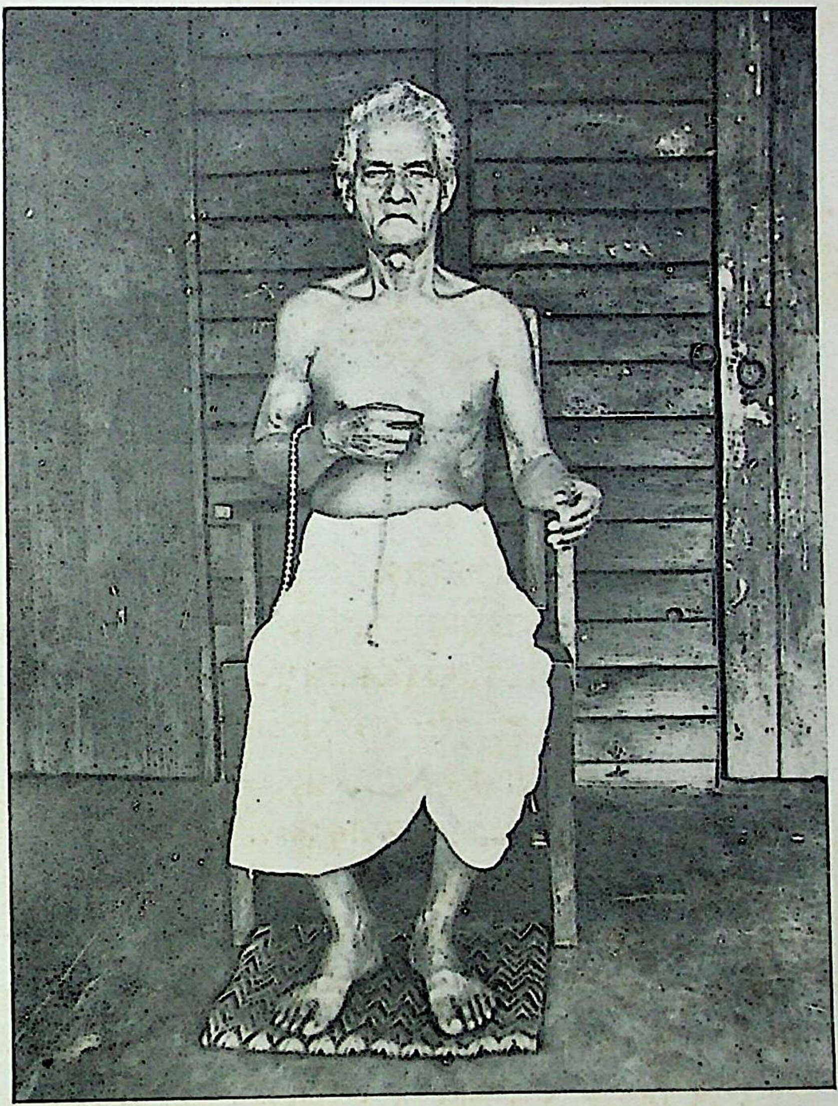

ঠাকুরের বাল্যবন্ধু সতীশ সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরতে এলে পালাতে হবে। 'বামুনের পৈতে' পায়ে ঠেকিয়ে কে নরকে যাবে? ছোটবেলা থেকেই ছেলেরা বাড়িতে এ-শিক্ষা পেয়েছে যে ব্রাহ্মণ এবং তার পৈতা দুটিই তাদের অত্যন্ত সম্মানের জিনিস। একে নলিন পায়ে হাত দিতে এলেই তাদের 'ছি ছি' বলে তাড়াতাড়ি ওরই পায়ের ধূলা নেওয়ার কথা, তায় আবার পৈতাজড়ানো হাতে পায়ে হাত? দলে অন্য কোন ব্রাহ্মণের ছেলে নাই যে তাকে দিয়ে সায়েস্তা করা যাবে নলিনকে। অগত্যা ওকে ফলের ভাগ দিতেই হয় আর দুষ্টামিগুলোও মেনে নিতে হয়। সতীশ আবার অন্যদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গল্প করে—শুধু কি ছোটদের, বড়দেরও নলিন অমনি করে কাবু করে ফেলে। পাড়াসম্পর্কে মাসী পিসী খুড়ী কি জেঠা-কাকাদের বাড়িতে গিয়ে উৎপাত করবে আর ধরতে এলেই পায়ে পড়তে যাওয়া! ফর্সা ছিপছিপে নলিনের দুষ্টুহাসি দেখে নিজেদের ক্ষোভ ভুলে হেসে উঠে সাথীরা। বড়দের কেউ জব্দ করতে পেরেছে শুনলেই খুশী লাগে ওদের—তা সে যে উপায়েই হ'ক না কেন।

সতীশ সব সময় নলিনের পক্ষে—তাই নলিনেরও বন্ধুদের মধ্যে ওর দিকেই টান বেশী। আজকাল বেশীর ভাগ সময় সে সতীশের ওখানেই কাটায়। ওদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে একসঙ্গে পড়ে একসঙ্গে বেড়ায় গল্প করে। আবার দুপুরে কি সন্ধ্যায় হয়তো সতীশের হাতে মাথা রেখে ওর সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে ওর খাটে। যে-পৈতা দেখিয়ে অত কাবু করে পাঁচজনকে, সে-পৈতার উপর নিজের যদি এক ফোঁটাও নজর থাকত। যখন-তখন পৈতা পড়ে যায় নলিনের। সতীশের খাটে তো সব সময় গড়াগড়ি যাচ্ছে ওর পৈতা। সতীশ আবার লুকিয়ে দিয়ে আসে ওকে। আনন্দময়ী দেখতে পেলে বকে অনর্থ করবেন—মাসীরাই বা বলবেন কি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধাকান্তপুরে এসে মাকে ভোলার জন্যই পড়াশোনায় কিছুটা মন দিয়েছিল নলিন। মায়ের কোল হারানোর ব্যথাটা কেউ যেন না বুঝতে পারে এই সতর্কতায় মনকে আরও হাজারো জিনিসে ছড়িয়ে দিয়েছে। যাত্রা-কথকতা-গান অবসর সময়ে, আর পড়ার সময় মন দিয়ে পড়া। এর মধ্যে মায়ের কথা ভাববার ফাঁক সে রাখেনি। পড়তে গিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল নলিনের মনে।

তখন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা দিয়ে পাঠক্রম শুরু হত। বিদ্যাসাগরমশাইয়ের তিনভাগ বর্ণপরিচয়ও অবশ্যপাঠ্য করতেন কেউ কেউ। তারপরই বিদ্যাসাগরের বোধোদয়।

'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।' থাক, ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নাই। কিন্তু 'স্বপ্নসকল অমূলক চিন্তা মাত্র'—বিদ্যাসাগরের এই কথাটা নলিনকে ভাবিয়ে তুলল।* অনেক রকম কল্পনা কি ভাবনা মাথায় আসে সারা দিনে তা ঠিক। রাত্রে সেইগুলোই দেখি স্বপ্নে? কিন্তু যা কখনও চিন্তা করি না, ধারণার অতীত যা, সেরকম কিছু যদি স্বপ্নে দেখি সেটা কি? সেই বয়সেই নলিনীকান্ত প্রায় একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। ঘুমালেই শুনত কে যেন ডাকছে তাকে। ডাক শুনে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াত। যে ডেকেছে তাকে দেখতে পায় না অথচ মনে জানে সে আছে—স্বপ্নে এমনি একটা ভাব। সে এগিয়ে চলে—নলিনীকান্ত চলে তার পিছুপিছু। যেতে-যেতে একটা জায়গায় এসে পড়ে সেখানে মেঘেঢাকা জ্যোৎস্নার মত আবছা আলো চারিদিকে। সম্মুখে বিরাট দীঘি—দীঘির বুকে বড় একটা পদ্ম ফুটে আছে। যে ডেকেছিল এবার সে যেন গিয়ে দাঁড়াল পদ্মটির উপরে। নলিনীকান্ত যেন অদৃশ্য সুতায় বাঁধা আছে তার সঙ্গে। পদ্মটি তাকে নিয়ে উপরে উঠতে লাগল—নলিনীকান্তও সেই সঙ্গে কেমন করে যেন উঠে যাচ্ছে। অনেক উঁচুতে

* জ্ঞানীগুরু—বিভূতিযোগ অধ্যায়, পাদটীকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঠার পর হঠাৎ স্থতাটা কে ছিঁড়ে দিল। স্থতাছেঁড়া ঘুড়ির মত ঘুরতে ঘুরতে পড়ে যাচ্ছে নলিন—নীচে নীচে, আরও নীচে। ঘুম ভেঙে যেত এই সময়। বিদ্যাসাগরমশাইয়ের মন্তব্য দিয়ে ব্যাখ্যা করলে কি বোঝা যাবে? এ-ও অমূলক চিন্তা? না, মনের চিন্তা নিশ্চয়ই নয়। কারণ এমন উদ্ভট চিন্তা নলিনের মাথায় আসেনি কোনদিন। তবে, নলিন ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত করে স্বপ্নটার কোন মানে নাই তা ঠিক। স্বপ্ন মাত্রেই বাজে। বিদ্যাসাগর আসলে তা-ই বলতে চেয়েছেন।

ছাত্রসমাজের ভাগ্যক্রমে এই সময় যাঁরা বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখতেন তাঁরা কেউ বিদ্যাব্যবসায়ী নন—শিক্ষাব্রতী। বিদ্যাসাগর তো ছিলেনই। তাছাড়া রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অক্ষয়কুমার দত্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—সেকালে এঁদের লেখা নানা বই-ই নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। বিদ্যাসাগরমশাই নিজে ছিলেন নদীয়া হুগলী বর্ধমান ও মেদিনীপুরের স্কুল ইনস্‌পেক্টর। কাজেই এঁদের লেখা ছাড়াও আর যেসব বই বিদ্যালয়ের পাঠ্য হত তা-ও সারগর্ভ নিশ্চয়। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যপাঠ ও মনোমোহন বসুর পদ্যমালা এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতক সেকালের নামকরা স্কুলপাঠ্য বই। রেঃ কৃষ্ণমোহনের লেখাও পাঠ্য হত। ব্যাকরণের বেলায় রাজা রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণখানি এত সুন্দর ছিল যে ওই জন্য বোধহয় বিদ্যাসাগর নিজে কোন শিশুপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ লেখেননি। মোটকথা, ঊনিশ শতকের শেষপাদে শিক্ষা-ব্যবস্থার যে-ছবি পাওয়া যায় তাতে এ-ধারণা হওয়া অসঙ্গত নয় যে ছেলেরা যেটুকু শিক্ষা পেত তার মধ্যে ফাঁকি ছিল না। শিক্ষার বনিয়াদ যাতে বেশ পাকা হয় শিক্ষাব্রতীরা সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রীতিমত খেটে যত্ন করে পাঠ্যপুস্তক লিখতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতদূর জানা যায় মধ্যবাংলা বিদ্যালয়ে সে সময় বাংলা অঙ্ক ভূগোল ইতিহাস স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যাকরণ ইত্যাদির পাঠ দেওয়া হত। ইংরাজী হাতের লেখা ও ডিকটেশানের ব্যবস্থা ছিল, বাংলা শ্রুতলিপিরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। মাতৃভাষার উপর বিধিমত জোর দেওয়া হত—ছেলেদের যাতে অল্প বয়সেই বাংলায় দখল হয় সেইদিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া হত। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের লেখাই ছেলেদের মনে প্রভাব বিস্তার করত বেশী। অন্ততঃ নলিনের বেলায় তাই হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তখন বাংলাদেশে প্রায় উপ-কথার চরিত্র—পরোপকারী সত্যনিষ্ঠ অত্যন্ত দয়াবান মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নামে কত গল্প যে লোকের মুখে মুখে ফিরত! হয়তো সেইজন্যই তাঁর বোধোদয়ের প্রতিটি কথাই নলিনের অভ্রান্ত মনে হয়েছিল। আখ্যানমঞ্জরীর প্রত্যেকটি আখ্যান ছিল মনোরম। কথামালা শকুন্তলা সীতার বনবাস চরিতাবলী ছিল প্রিয় বই। অবশ্য বিদ্যাসাগরের রচনার গুণেও হয়তো তাঁর লেখা ছেলেদের ভাল লাগত। তার পরেই অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর চারুপাঠ নলিনের মনে যেন একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিল। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনই অক্ষয় দত্তের কৃতিত্ব। তাঁর মনের গড়ন ছিল মোহমুক্ত সত্যানুসন্ধিৎসুর। ছোটদের মন নাড়া খেয়ে জেগে উঠত তাঁর রচনাগুণে। নলিনকেও তিনি অনেক কিছু ভাবতে শেখালেন।*

নদীয়া জেলার পল্লী অঞ্চলের যে-ছবি আমরা পাচ্ছি, তাতে এটুকু বুঝতে বাকি থাকে না যে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে-যুগে গ্রামের ছেলেমেয়েরা বেদ-পুরাণ মুনি-ঋষি দেবতা-ভগবান সাধন-ভজন ইত্যাদির একটা আঁচ পেত। সমাজের পাল-পার্বণ আমোদ-প্রমোদ আচার-আচরণ সব মিলিয়ে তাদের জাতিধর্মের মূল কাঠামোটা কি

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উদেশামৃত—১২ই আষাঢ় ১৩৩৯ সাল দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা তারা ধরতে পারত এবং নাড়ীর টানে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে তাকে ভালবাসতেও আরম্ভ করত। কিন্তু বয়স হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেদের বেলায় অন্ততঃ সে-ভালবাসায় ভাটা পড়া বিচিত্র ছিল না। এইটি উনিশ শতকের জীবন-সমস্যা—দ্বিমুখী ভাবনার আবর্তে পাক খেয়ে ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া। স্কুল-কলেজে ঢোকার সময় হতেই এ-দোটানা শুরু হত। বলতে গেলে আজও আমরা এর হাত থেকে নিস্তার পাইনি।

যখনকার কথা বলছি তখন বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলার শিক্ষাজগতের দিগ্‌দর্শক। মনে রাখতে হবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই দুজনকেই পরোক্ষে 'নাস্তিক' বলে গাল দিয়েছিলেন। দুই জনেরই আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে দৃষ্টি ছিল নিরাসক্ত। বৈজ্ঞানিকের মনোভাব নিয়ে সবকিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ আর নীতিধর্মের অনুশীলনে মনুষ্যত্ব অর্জন—এ-ই তাঁরা বুঝতেন। বিদ্যাসাগরের কথা আমরা আগেই বলেছি। অক্ষয় দত্তের মনোভাব সবচেয়ে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বইখানাতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে আক্ষেপোক্তি করতে গিয়ে এই বইখানারই উল্লেখ করে বলেছিলেন—'আমি খুঁজছি ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজছেন বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ কি। আকাশ-পাতাল প্রভেদ।' জর্জ কুম্বের 'কন্‌ষ্টিটিউশান অব ম্যান' অবলম্বনে লেখা ওই বইখানায় অক্ষয় দত্ত ঈশ্বরের কথা বাদ দিয়ে নিরীশ্বরবাদীর মত কেবল জীব ও জগতের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে গেছেন। তাঁর প্রবল যুক্তি ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির জোর এত বেশী ছিল যে মহর্ষির মত বৈদিক ধর্মানুরাগীকেও তিনি মানিয়ে ছেড়েছিলেন বেদান্তধর্ম ও বেদ অভ্রান্ত নয়।*

* শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেকালে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের লেখা দিয়ে বিদ্যারম্ভ করত না এমন ছেলে খুব কম ছিল। আর তার ফলে নিজেদের অজানতে মনে তাদের একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। সে-প্রতিক্রিয়া আজন্ম-লালিত নানা বিশ্বাসের বিপরীত। সকলে এই প্রতিক্রিয়াটা ধরতে পারত না নিশ্চয়ই। অপরিণত মনে সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই হয় নেপথ্যে। অবশেষে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একটি সুস্পষ্ট অহং—আমরা তাই নিয়েই দিন কাটিয়ে দিই। নলিনের মন কিন্তু সজাগ ভাবেই প্রতিক্রিয়াটা ধরে ফেলল।

যাত্রা গান কথকতা দিয়ে নলিনের যে-শিক্ষা শুরু হয়েছিল, কৌতূহলবশে রামায়ণ মহাভারত নেড়ে চেড়ে সে-শিক্ষা নলিন আরও একটু ঝালিয়ে নিতে যেত। কিন্তু তার ফলে মনে কতগুলো খটকা লেগেছিল তার। এই যে লিখছে ঋষির আশ্রমে সাপ-ব্যাঙ এক সঙ্গে থাকে—এ আবার কখনও হয়? ঋষ্যশৃঙ্গ হরিণীর পেটে জন্মাচ্ছেন, দ্রোণাচার্য অগস্ত্য কলসীতে—সে আবার কি? আর ভীষ্মবধ? জয়দ্রথবধ? শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে এগুলো করালেন? জয়দ্রথটা পাজী হতভাগা, ওকে যেভাবে খুশি মারুন দোষ নাই। কিন্তু দেবব্রত ভীষ্মকে কি অমন করে মারতে আছে?*

ভীষ্মের উপর নলিনের একটু পক্ষপাত ছিল। তার কারণ ভীষ্মের শরশয্যা বা ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু নামে পালাটার খুব চলন ছিল তখন। নবদ্বীপের প্রখ্যাত অধিকারী মতি রায়ের ওই পালার নকলে অনেকেই ওটা গ্রামে-গ্রামে যাত্রাভিনয় করত। ভীষ্ম যে 'কুরুকুলচূড়া' 'সত্যপরায়ণ' 'জিতেন্দ্রিয়' 'মহারথী' এবং 'গুণধাম'—শুনে শুনে তা নলিনের প্রাণে বসে গিয়েছিল। তাঁর কেন এভাবে মরণ হবে?

* শ্রুতিস্মৃতি, নিঃ কথামৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীষ্মের পতনের পর (মতি রায়ের যাত্রার দলে) ভীষ্মজননী আলুথালু-বেশে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে করুণ মধুর স্বরে একখানা গান করে সকলকে কাঁদিয়ে ছাড়ত। গানখানা মতি রায়ের নামকরা অনেকগুলি গানের অন্যতম —

মরি রে মরি প্রাণকুমার আমার
এ-দশা তোর কে করিল ?
এই বিশ্বমাঝে কোন্ পাষণ্ড
আমার ভীষ্মজননী নাম ঘুচাল।
জানি রে তোর ইচ্ছা-মরণ
তবে এ-দশা তোর কিসের কারণ
ওরে জীবনধন।
অভাগিনীর অঞ্চলের নিধি
কোন্ দস্যুতে হরে নিল ?

এ-গান শুনে চোখের জল না ফেলেছে এমন শ্রোতা নাকি খুব কমই ছিল। দীনেন্দ্র রায় নিজে এই পালা এবং এই গানটির উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভব এই গানটা শুনেই নলিনের মনে হত লোকে যাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছে, পাষণ্ড ও দস্যু তিনিই— কারণ বেচারী অর্জুন তাঁর বুদ্ধিতেই সামনে শিখণ্ডীকে দাঁড় করিয়ে ভীষ্মকে হত্যা করল।

শাস্ত্র-পুরাণের এইসব জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য নলিন বাবা-কাকা মা-দিদিমাদের প্রশ্ন করত সময়-সময়। উত্তরগুলি তার খুব প্রাঞ্জল মনে হত না। 'মুনি-ঋষিরা যে দেবতা রে—তাঁদের তপস্যায় সব হয়।' 'শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান—তিনি সব পারেন, তাঁর কিছুতেই দোষ নাই।' বলা বাহুল্য ছোট ছেলে অত উঁচু দরের উত্তরে ভোলে না। তার কাঁচা মন কার্য-কারণের মোটা যুক্তিটাই সহজে ধরতে পারে। নলিনও খুশী হত না ওসব উত্তরে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারত না। ভাল করে সব বোঝবার আগেই যে গানের যাদুতে হরিভক্তির দীক্ষা পেয়েছে তার শিশুমন—

ফেলে আমায় একা বন্ধুহীন দেশে
দীনবন্ধু হরি কোথায় রইলে বসে
আমি তোমার উদ্দেশে যাব কোন্ দেশে
(আমায়) কে বলিবে পথের পরিচয় ॥

* *

পড়েছি বিপাকে আপন কর্ম্মপাকে
তুমি বিনা আর কে খণ্ডাবে তাকে
মরমবেদনা নিবেদি তোমাকে
তুষানলে জ্বলে এ-হৃদয় ॥
হরি, তুমি হে অপার করুণাপারাবার
আমি মূঢ়মতি অতি দুরাচার
কৃষ্ণকান্ত বলে কে আছে আমার
এই ভবে আমি নিরাশ্রয় ॥

এই দীনবন্ধু হরি 'নন্দকুলচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' বলে যার জন্য আকুল হয়েছে ব্রজবাসী, সে একজন 'পাষণ্ড' 'দস্যু' তাই-বা হয় কি করে? যে কৃষ্ণ সেই আবার রাম। গুহক-চণ্ডালের কি দাবি তাঁর উপরে—

বলে গেলি না বলেরে ভাই ভেবেছিলাম আমি চিতে।
দীনকে বুঝি ভুলে গেছ দিন পেয়ে রে রামা মিতে ॥

না, রামচন্দ্র ভোলেননি তাঁর গুহক-মিতাকে। চৌদ্দ বছর পরে অযোধ্যায় ফেরার সময় সবার আগে মিতাকে সংবাদ দিয়েছিলেন 'আমি আসছি।' তাই তো গুহকও প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসে রামা-মিতাকে –

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতত নবঘন-রূপ জাগিছে আমার অন্তরে
গগনে হেরিলে নব-ঘন ঘন-ঘন নয়ন ঝরে
ভালবাসিরে মিতে তোরে পরাণ সহিতে ॥

শুনতে-শুনতে নলিনও কখন ভালবেসে ফেলেছিল এইসব 'রূপকথার রাজপুত্তুর'দের। মনের প্রশ্নগুলি চাপা পড়েছিল সেই ভালবাসায়। কিন্তু দারিয়াপুর স্কুলে এসে অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাগুণে তার সুপ্ত অনুসন্ধিৎসা খোঁচা খেয়ে জেগে উঠল। ইতিহাস ভূগোল পদার্থবিদ্যা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পাঠ নিতে গিয়ে মনে হল এতদিন যা শুনেছি বুঝেছি তাছাড়া আরও কিছু জানার আছে।

'ইদানীং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে তদ্দারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়।

'আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি যে স্বদেশের মঙ্গলচেষ্টা করা যে মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে—অনুৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞা, দ্বেষ কলহ বিচ্ছেদ আমারদিগের মহাশত্রু হইয়াছে।'

এই ছিল অক্ষয় দত্তের লেখার নমুনা। দেশের গুণাবলী নিয়ে 'আহা আহা' করার চেয়ে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে পাঠককে দেশহিতৈষণায় উদ্‌বুদ্ধ করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু এর একটা কুফলও যে ফলত সেটা হয়তো দত্তমশাইয়ের হিসাবে আসেনি। ছোটদের মনে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা না জেগে একটা বিতৃষ্ণা ও বিরাগের অঙ্কুরোদ্গমই সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুফল। এদেশের বেশীর ভাগ লোক যে মূর্খ, বাংলা ভাষায় যে ভাল বই নাই, ভারতবর্ষের লোক যে মনুষ্যত্ববর্জিত—উপরের প্যারাগ্রাফ দুটি পড়লে এমনি একটা ধারণা সহজেই মনে বসে যায়। ছোটদের মনে এ-ধারণা জন্মানো মারাত্মক এইজন্য যে ওর সত্যাসত্য যাচাই করার সাধ্য তাদের থাকে না। তারা কেবল অবশে খানিকটা প্রভাবান্বিত হয়। নলিনের মনেও এমনি প্রভাব পড়ল। শুধু তা-ই নয়, আধুনিক শিক্ষার রাজ্যে ঢুকে সে আবিষ্কার করল তার পাঠ্যপুস্তকের কথা খুব মিছে নয়! আমাদের দেশের লোক সত্যই অনেক কিছু জানে না—কেবল 'আষাঢ়ে গপ্পি' নিয়ে তাদের কারবার।

যেমন ধরা যাক সূর্যোদয়ের ব্যাপারটা। এতকাল কথকতার আসরে পুরাণপাঠের সময় সে শুনেছে 'সুজ্জু ঠাকুর' উদয়গিরি থেকে রথে চড়ে আকাশ পার হয়ে যান। বাসুকির মাথা নড়লে ভূমিকম্প হয়, রাহুগ্রাসে গ্রহণ লাগে।* কই, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তো বলে না একথা? তবে কি মুনি-ঋষিরা এসব জানতেন না? 'ভবিষ্যতে এদেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।' তা-ই বটে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে যারা তাদেরই যা জ্ঞানবুদ্ধি আছে। গাঁয়ের লোকগুলো আকাট মুখ্যু, যত মান্ধাতার আমলের আজগবী সংস্কার নিয়ে মোড়লি করছে একেকজন। কিন্তু অভিমানে কেমন আঘাত লাগে নলিনীকান্তের। এরা নাহয় কিচ্ছু জানে না। আমাদের পূর্বপুরুষরাও আরণ্যক ছিলেন? এই রকম অর্ধসভ্য বর্বর? তাঁদের তপ-জপ পূজাহ্নিকগুলি—পৈতা হওয়ার সময় যার কিছু

---

*ভারতচন্দ্র লিখছেন—

ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু সূর্য্য চন্দ্র পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম নাড়িছে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নমুনা পেয়েছে ওসবের কোন মানে নাই? ভাবতে একটুও ভাল লাগে না নলিনীকান্তের। তার চেয়ে অনেক ভাল লাগে কবিতার সরল ছন্দ—

জয় ভগবান সর্ব্বশক্তিমান জয় জয় ভবপতি।
করি প্রণিপাত এই কর নাথ তোমাতেই থাকে মতি॥
অখিল সংসার রচনা তোমার যেদিকে ফিরাই আঁখি।
অতি অপরূপ হেরি তব রূপ বিমোহিত হয়ে থাকি॥

*

ওহে ভবধব কি করিব স্তব মানস-তিমির হর।
অজ্ঞান নাশিয়া তত্ত্বজ্ঞান দিয়া আমারে কৃতার্থ কর॥

—কিংবা—

ফুটিয়াছে সরোবরে কমলনিকর।
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য শোভা মনোহর॥
গুন গুন গুন রবে কত মধুকরে।
কেমন পুলকে তারা মধু পান করে॥
কিন্তু এরা হারাইবে এদিন যখন।
আসিবে না অলি আর করিতে গুঞ্জন॥
আশায় বঞ্চিত হলে আসিবে না আর।
আর না করিবে এই মধুর ঝঙ্কার॥
সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে হায় হায় কেহ কারও নয়॥
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি।
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি॥

ভাল করে তলিয়ে সব বোঝার আগেই জীবনের আদর্শ নিয়ে নলিনের মনে সূক্ষ্ম একটা টানা-প'ড়েন শুরু হয়ে গেল। পাল্লা তখনও একদিকেই ঝুঁকে আছে খানিকটা, কিন্তু তার দোলন দেখে মনে হয় যে-কোন মুহূর্তে অন্যদিকেও হেলে পড়তে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মামাবাড়ি থেকে বন্ধুদের সঙ্গে দূরের এক গ্রামে গিয়ে মতি রায়ের যাত্রা দেখে এসেছে নলিনীকান্ত। পালার নাম কর্ণবধ।

'সে সময়ে মতি রায়ের যাত্রার নামে ভারি একটা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছিল। মতি রায়ের পালায় মতি রায়ের সুরে মতি রায়ের বক্তৃতায় কেমন একটা মাদকতা ছিল তাহা কি পুরুষ কি রমণী সকলের কর্ণেই মধুবর্ষণ করিত।'

—দীনেন্দ্রকুমার রায়

নলিনেরও নেশা ধরে গেল দেখে। কর্ণের গানটা খানিক-খানিক মুখস্থ হয়ে গেল আসরে বসেই—

যাও যাও দিয়ে যাও ও পদরজো অনুজে।
কর আশিস পামরে পড়িলে সমরে কৃষ্ণ যেন দেখা দেন ভানুজে ॥

*　　　*

পিছে অর্জুনপবন লেগে আছে
বায়ুতে মেঘ উড়ায় পাছে।
শেষে বাজেরি আঘাত বুকেতে বাজে—মেঘে বজ্র জল সকলি সাজে ॥

পার্থসারথিকে কর্ণ মেঘের সঙ্গে তুলনা করছেন—মেঘ মাথায় বাজও হানে, আবার ধারাবর্ষণে জ্বালা জুড়িয়ে অন্ন-পানিও যোগায়। ভগবান সম্বন্ধে অতি সরল একটু দার্শনিকতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগেন্দ্রমোহিনী

ছুটিতে বাড়ি আসলেই ভুবনমোহন আর যোগেন্দ্রমোহিনী লক্ষ্য করতেন যাত্রা দেখার ঝোঁক বড্ড বেড়েছে নলিনের। যেখানে যা হবে শোনা চাই-ই। উত্তমপুরে নলিনের এক পিসীর বাড়ি। সেই গ্রামের উপর দিয়ে যেতে হবে দূরের এক গ্রামে—সেখানে ভাল একটা যাত্রার দল এসেছে। কুতবপুরে এসে এ-বায়না করতেই বাপ-মা দুজনেই নাকচ করে দিলেন নলিনের আবদার। শেষরাত্রে উঠে সাত-আট মাইল পথ হেঁটে যাত্রা দেখতে যাওয়া কি?

কিন্তু এ-যাত্রাটা নতুন। মহাভারত রামায়ণ আর চণ্ডীমঙ্গলের পালা-ই এযাবৎ শুনেছে নলিন, হরগৌরীবিষয়ক পালা দু-একবারের বেশী শোনেনি।* ওই একবার দুবার শুনেই কিন্তু বড় ভাল লেগেছে ও-পালা। শ্যামাসঙ্গীতের রেশ তো নিত্যই কানে আসে তার—

কে বলে তারিণী তোমায় কালবরণী
নিরুপমা রূপ শ্যামা ভুবনমোহিনী।
না হলে কি শিব এমন করিত পরম যতন
সতত রেখেছে বক্ষে চরণ দু'খানি॥

বাড়িতে কেবল নয়, দুর্গাপূজা কালীপূজায় গানের আসরে এমন কত গানই ভেসে এসেছে কানে। কিন্তু কে জানত শিবের সতী কেন এমন হরমনোরমা? শিবনিন্দায় সতী দেহত্যাগ করেছিলেন দেখে অবধি নলিন যেন কিছুটা বুঝতে পারে ওই গানটার অর্থ।

---

* সুকুমার সেন ও আশুতোষ ভট্টাচার্য উনিশ শতকের যাত্রা-নাটকের যে-নির্ঘণ্ট দিয়েছেন তা দেখলেই কথাটার সত্যাসত্য বোঝা যাবে। শিবায়ন অবলম্বনে যাত্রা খুব বেশী লেখা হত না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজার আদুরে মেয়ে মা প্রসূতির চোখের তারা হয়েও ভাঙড় ভোলাকে মালা দিয়েছিলেন সতী! বেহালার ছড়ের টান ছাপিয়ে সতীর খেদোক্তি উদাস করে দেয় নলিনের মন—

ভাই ভাবি গো মনে বিনা নিমন্ত্রণে
কেমন করে যজ্ঞে যাই বল না।
তোমরা সবে যাবে সমাদর পাবে
আমি গেলে পিতা কথা কবে না॥
একে হই আমি ভিখারীর রমণী
(তায়) বিধাতা করেছে জনমদুখিনী
শিব-অপমানে আমি অপমানী
পতিনিন্দা আমার প্রাণে সহে না॥

শিবের বাধা না মেনে দশমহাবিদ্যা রূপ দেখিয়ে সতী চলে গেলেন দক্ষালয়ে। অন্নদামঙ্গল থেকে কাহিনীটা পরে ভাল করে নলিন পড়ে নিয়েছে। পাঁচালীর আখ্যান গানের সুরে স্পষ্ট হয়েছে আরও।

নন্দি গিরিনন্দিনী ত্রিনয়নের নয়নতারা
তারাহারা হয়ে আমি হয়ে আছি রে তারাহারা॥
যেদিন তিনদিন বলে গেছে রে সে দীনতারা।
সেইদিন অমনি আমি দেখেছি রে দিনে তারা,
তারাশোকে বহিছে আমার তারাকারা ধারা॥

দাশরথি রায়ের লেখা এ-গানটা নলিন বোধহয় জীবনে ভুলতে পারবে না। সতী যেমন শিবনিন্দা সইতে না পেরে প্রাণ দিলেন শিবও তেমনি সতীকে হারিয়ে পাগল। আগমনী আর বিজয়ার গানের অনেক কথাই বেশ সহজ হয়ে যায় ওই যাত্রা দেখে। তাই বুঝি গিরিরাণী তিনদিনের বেশী রাখতে পারেন না তাঁর উমাকে! গ্রামান্তরে ওই রকম সতীবিয়োগ কি শিবের বিবাহ না হরবিলাপ কি যেন হবে। না গিয়ে থাকা যায় কখনও?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বাড়ি এসে ভাল ছেলের মত নলিন বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে। আসলে ওটা ঘুমের ভান। শেষ রাত্রে বন্ধুদের কেউ এসে জানলায় টোকা দিলেই নিঃশব্দে দোর খুলে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত সত্যি তা-ই করল সে। ঘরের খিল খুলে ফতুয়াটি হাতে দলে ভিড়ে পড়ল। তবে কিনা রাতটা প্রায় মধ্যরাত্রি, সময় আন্দাজ করতে পারেনি কেউ।

তারপর সে এক কাণ্ড। ভৈরবের ধার ধরে যেতে-যেতে কোন শ্মশানে কি বিভীষিকা দেখে আঁতকে উঠে নলিন অজ্ঞান হয়ে গেল। হাঁটতে গিয়ে সে অনেকটা পিছিয়ে পড়ে একলাই চলছিল কিছুক্ষণ, তার মধ্যে এই ব্যাপার। সঙ্গীসাথীরা অনেক কষ্টে উত্তমপুরের পিসীমার কাছে পৌঁছে দিল তাকে। যাত্রা দেখা মাথায় উঠল— নলিনের তখনও জ্ঞানই হয়নি। পিসীমার ওখান থেকে বাড়ি। সেযাত্রা প্রায় তিনমাস কুতবপুরে থেকে তবে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।

মা-ছেলের সম্বন্ধটা আরও ঘোরাল হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। নলিনের পর আরও তিনটি ছেলে হয়েছে যোগেন্দ্রমোহিনীর। কিন্তু বড়টির মত উৎপাত করতে জানে না কেউ। আর তেমনি ঝাঁঝাল কথা ছেলের—ওদেশের ভাষায় 'বাক্যিযন্ত্রণা'। মা হয়তো কোনদিন রাগ করে বললেন 'তুই কি আমায় জ্বালানোর জন্যই এসেছিস নাকি? অস্থির হয়ে গেলাম তোর যন্ত্রণায়। কি, চাস কী?' জবাব তৈরী আছে ছেলের মুখে 'কেন, যখন ছেলে-ছেলে করে পাগল হয়েছিলে তখন মনে হয়নি ছেলে এসে জ্বালাবে? এই যে শুনি আমি তোমার কত তপস্যার ফল। এখন যন্ত্রণায় অস্থির হলে চলবে কেন?' 'তা আমি না হয় তোকে তপস্যা করেই পেয়েছি'—হাসি চেপে মা বলেন 'তাবলে তুই আমায় মা বলে মানবি না? যেটা নিষেধ করব তা-ই করবি, যা করতে বলব যখন ঠিক সেইটাতে তোর আপত্তি? মাথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চড়ে নাচবি নাকি? জানিস মায়ের ঋণ শোধ হয় না?' ঘাড় বাঁকিয়ে ঠোঁট ওলটায় ছেলে 'আমি কি তোমায় মা হওয়ার জন্য পায়ে ধরে সেধেছিলাম? তোমার ছেলে কোলে করে মা সাজবার সখ হয়েছিল তাই মা হয়েছ। হওয়ার পরই মুখে নুন টিপে দিতে পারনি? তাহলে মাথায় চড়ে নাচতাম না! নিজের মতলবে ছেলে মানুষ করে বলে আমার ঋণ শোধ কর। বা রে মজা!'*

কথায়-কথায় না খেয়ে থাকে নলিন। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নাই, রাতদিন টো টো করে ইচ্ছামত ঘোরে। জেদী ছেলেকে সাধতে নিষেধ করেন ভুবনমোহন। বলেন, সেধ না খিদে পেলে নিজেই চেয়ে খাবে। তাঁর অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না যোগেন্দ্রমোহিনী—খেতে ডাকেন না ছেলেকে। কিন্তু নিজেও থাকেন উপবাসী। মনে জানেন, তাঁর অভিমানী ছেলে কখনই চেয়ে খাবে না—যত খিদেই পাক না কেন। মায়ের অনুমান মিথ্যা নয়—অবহেলা অনাদরে জব্দ হওয়ার ছেলে নয় নলিনীকান্ত। সে বোঝে সমাদর, আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসা। মা-ও তার জন্য না খেয়ে আছে দেখে ছেলের মাথা ঠাণ্ডা হয়। তবু মুখে হার মানবে না—কেবল মায়ের আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করবে। তখন সময় বুঝে নরম-গরম দুকথা বলে উপোসী ছেলেকে মা খাওয়াতে বসেন। এমনি প্রায়ই চলে। 'নলিনকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি। কি করি বল দেখি? কথায় ওকে আঁটতে পারে না কেউ, তেমনি বদ্‌রাগী একগুঁয়ে।' এর বেশী যোগেন্দ্রমোহিনী কিছু নালিশ করতে পারেন না ভুবনমোহনের কাছে। যদি রেগে গিয়ে মার-ধর করেন ভট্টাচার্যমশাই। গায়ে হাত তুললে কি রক্ষা আছে আর! জন্মের মত হয়তো নলিন পালাবে বাড়ি থেকে। যাবে আর কোথায়? রাধাকান্তপুরেই গিয়ে উঠবে—সহজে হয়তো আসতে চাইবে না এখানে। তাঁর

* স্বামী যোগানন্দজীর দিনলিপি অবলম্বনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা-বোনদের অতিরিক্ত আদরেই ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে একথা মনে এলেও মুখে আনতে পারেন না যোগেন্দ্রমোহিনী। তিন বিধবার আর কে আছে নলিন ছাড়া ?

ছেলের যে কি হয়েছে মা তা ধরতে পারেননি—পারার কথাও নয়। মাকে নিয়ে শৈশবের সেই ঈর্ষা একবিন্দু কমেনি নলিনী-কান্তের। বরং বয়স হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আরও বেড়েছে। সবসময় একটা চাপা আক্রোশ ধুঁইয়ে ওঠে মনে। মাকে একলা দখল করতে পারতাম যদি তবে হয়তো তৃপ্তি হত আমার—কেবলই তার এমনি মনে হয়। নিজেই বোঝে এ-খেয়াল মেটবার নয় কখনও। এমন কি কাউকে বলারও নয়, এ তার গোপন কথা। নিজের এই প্রচণ্ড ক্ষোভকে শমিত করার একটা পথই দেখে নলিন—মাকে ছেঁটে বাদ দেওয়া জীবন থেকে। মা যদি একা আমার না হয় তাহলে মা দিয়ে আমার দরকার নাই। ভাগের কারবারে নলিনের চলবে না। আরেক মজা, বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভাইদের চেয়ে বাবাকে তার বেশী শত্রু মনে হয় যেন। মা আমার চেয়েও বাবার বেশী আপন—এই বোধ ভিতরে-ভিতরে নলিনকে বিদ্রোহী করে তোলে। সংকল্প করে এবার রাধাকান্তপুরে গেলে আর আসছি না সহজে। এমন সময় একদিন একটা কাণ্ড হল। এক লহমায় বাল্যকাল ঘুচে গিয়ে কৈশোরে উত্তীর্ণ হল নলিনীকান্ত।

বেলা তুপুর—নির্জন হয়ে গেছে চারদিক। নিজেদের শোওয়ার ঘরে ভুবনমোহনকে তামাক সেজে এনে দিয়েছেন যোগেন্দ্রমোহিনী। ছেলেরা সব এসময় ঘুমাচ্ছে। কোনদিকে কেউ নাই ভেবে গৃহকর্তা সাদরে সম্ভাষণ করছেন সহধর্মিণীকে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মাণিক-বউএর মুখশ্রী ভারি সুন্দর ছিল—গঠন ছিল অনবদ্য। সহর্ষ ব্রীড়ায় স্বামীর সোহাগ উপভোগ করছেন তিনি—রাঙামুখে মৃতু হেসে প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন বিশ্রম্ভালাপের। দৈবের চক্রান্ত—ঠিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনই ঘরের সামনে এসে পড়েছে নলিনীকান্ত। বাবা-মা কারও খেয়াল নাই ছেলে দেখে গেল তাঁদের। একবার চেয়ে দৃশ্যটা দেখেই চকিতে সে সরে গেল। কিন্তু পলকের দেখা ওই দাম্পত্য-লীলার ছবি যেন আগুন ধরিয়ে দিল তার বুকে। অব্যক্ত হাহাকারে মনে হল কেউ নাই আমার, আপন বলে আঁকড়ে ধরার মত একজনও নাই কোথাও। পর হতেও পর বলে মনে হল মাকে। চাই না, ওকে চাই না আমি—ভিতর থেকে গুমরিয়ে ওঠে এই প্রতিবাদ। সেইসঙ্গে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা একটা, আমার—একান্তই আমার কেউ কি আছে কোথাও? যাকে জানব কায়মনোবাক্যে আমা-অন্ত-প্রাণ?

ছেলের মুখ দেখে তার ভাবান্তর বুঝতে পারেন মা। কি আবার হল ভেবে পান না। আদর করে কাছে টেনে আনতে যান—নলিন ছিটকে সরে যায়। মা তো জানেন না কি বিপ্লব ঘটেছে নলিনের মনে! তিনি আর মা নন ওর। তিনি ভুবনমোহনের জায়া—চিরন্তনী এক নারীমাত্র। তাঁকে মা বলে আর ভাবতে পারছে না তার ছেলে। নিমেষের দেখায় কারও মনে যে এমন সম্বন্ধবিপর্যয় ঘটতে পারে যোগেন্দ্রমোহিনীর তা ধারণার অগোচর। তিনি কেবলই খুঁজে বেড়ান নতুন করে কি নিয়ে মন ভার হল তাঁর অভিমানী ছেলের। একা বসে শুকনোমুখে ছেলে কি ভাবছে দেখলেই আকুল হয়ে কাছে এসে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সাত-সতের প্রশ্ন করেন। ছেলে আড়ষ্ট হয়ে থাকে ভয়ে লজ্জায়। কি করে সে মাকে বলবে, 'তোমায় আর আমার মা বলে জড়িয়ে ধরতে পারব না আমি। তুমি যার তারই কাছে যাও। তোমায় দেখলেই সেদিনের দৃশ্য মনে পড়ে যায়। তোমার ও-আদর মেকী ঠেকে আমার।'

মনের দ্বন্দ্বে নলিনীকান্ত অস্থির হয়ে পড়ে। মাকে এড়ানো কঠিন, কিছু একটা সন্দেহ হয়েছে তাঁর। যতক্ষণ না খুঁজে বার করতে পারবেন কিসে মন খারাপ হল নলিনের ততক্ষণ রেহাই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবলই গা ঘেঁষে বসবেন বেশী করে জানা কথা। সে যে আর তাঁর খোকা নয়, ছেলেভুলানো আদর যে অসহ্য লাগছে এই-বা মুখের উপর সে বলবে কেমন করে? আর আমারই-বা এ কি হল, আকাশ-পাতাল হাতড়িয়ে মরে নলিনীকান্ত। সেদিন এক মুহূর্তে যেন ভূমিকম্পে ওলট-পালট হয়ে গেল ভিতরটা। কেন মাকে আর মা মনে হয় না তার? অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে যেমন সঙ্কোচ বোধ হয় মার সম্বন্ধেও তেমনি একটা ভাব হয়েছে। মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে তাকাতেও কেমন লজ্জা হয়। কি এসব? মাকে এ-রকম অন্য মেয়ে ভাবায় কি পাপ হচ্ছে নলিনের? হিন্দুসংস্কারে পাপ-পুণ্য-বোধ তো শিশুমনেই সঞ্চারিত হয় এ-দেশে। ভয়ে দিশাহারা নলিনের যেন কান্না পায় সময়-সময়। কেন মাকে আগের মত ভাবতে পারছি না? ছোটবেলার মত অসঙ্কোচে মা মা বলে ডাকতে পারছি না কেন? এ আমার কি হল কে বলে দেবে?

রাধাকান্তপুর থেকে তার খোঁজ নিতে দুদিন ছাড়াই লোক আসে। দিদিমা মাসীমারা পথ চেয়ে আছেন জেনেও আজ নয় কাল বলে নলিন তাদের ফিরিয়েছে। অসুখ হয়ে বহুদিন পরে মাকে বড় কাছে পেয়েছিল, ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না কুতবপুর। এবার কিন্তু নিজেই উদ্যোগী হয়ে যাওয়ার আয়োজন করে। এখানে এ-ভাবে থাকা কঠিন হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। পালিয়ে বাঁচতে চায় রাধাকান্তপুরে গিয়ে।

ছেলেকে বাধা দেওয়ার উপায় নাই। পড়াশোনার ক্ষতি করে ও আমার আঁচল ধরে বসে থাকুক—এমন অবুঝ নন যোগেন্দ্রমোহিনী। কিন্তু নলিন যে কি একটা অনুযোগ নিয়েই এবার ছেড়ে চলল তাঁকে এ-ভাবনা মায়ের মনকে পীড়িত করে। ছেলে তাঁকে ভালবাসে তিনি নিঃসংশয়ে জানেন। কি অপরাধে সে আজ তাঁকে পর করে দিতে চাইছে ঠিক করতে না পেরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগেন্দ্রমোহিনী আড়ালে চোখ মোছেন। এ-ছেলে চিরদিন জ্বালাচ্ছে তাঁকে, জ্বালাবেও।

তাঁর মনোবেদনা বুঝে নলিনীকান্তের কেমন একটা তৃপ্তি হয়। প্রতিহিংসারই তির্যক ভঙ্গি এটা। তার মনের ভাবখানা হল, আমায় নিয়ে তোমার কি দরকার? তোমার ছেলেরা রইল কোল জুড়ে—তাছাড়া বাবাই আছেন!

নলিনীকান্ত সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তাঁর ওই ক্ষোভ ওই ঈর্ষা-দ্বেষ পুরুষসিংহের চিরন্তন তৃষ্ণা—

কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া।
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল
এরি তরে এত তৃষা এ কাহার মায়া॥

এই চিত্ত-বিক্ষোভই নলিনীকান্তের পৌরুষের বীজ। প্রথম কৈশোরে মাকে ঘিরেই জীবন-জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হল তার, জটিলতা দেখা দিল মনে।

*

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে
শুন মোর কথা ধনি, নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি
নাহি দয়া তব প্রতি
তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি সৃজিলা তোমারে!

কী চমৎকার লেখেন মধুসূদন! অথচ ইস্কুলে নলিনীরা মাষ্টারমশাইয়ের কাছে শুনেছে বাংলা লিখতে জানতেন না মাইকেল। পৃথিবীকে লিখতেন প্রথিবী, ঘৃত লিখতে গিয়েও ঘ-এ রফলা ঈ-কার দিয়েছিলেন একবার। তাই নিয়ে হিন্দুস্কুলের ছাত্রদের কী হাসাহাসি! কিন্তু সরস্বতীর বরপুত্র তিনি, বাংলা লিখতে যখন আরম্ভ করলেন তখন ভারতচন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গেলেন যেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিমাদ্রিসদৃশ আমি বনবৃক্ষকুলস্বামী
মেঘলোকে ওঠে শির আকাশ ভেদিয়া ॥
কালাগ্নির মত তপ্ত তপনতাপন
আমি কি লো ডরাই কখন ?

কবিতাটা চেঁচিয়ে পড়েই হাত-পা নেড়ে মাথা চাড়া দিয়ে একটুখানি অভিনয় করে দেখায় নলিন—'হিমাদ্রিসদৃশ আমি বন-বৃক্ষকুল-স্বামী, মেঘলোকে ওঠে শির আকাশ ভেদিয়া'—হুঁ, আর তুমি ?—

মলয় বহিলে হায় নতশিরা তুমি তায়
মধুকরভরে তুমি পড় লো হেলিয়া ॥

*

ধন্য মোর জনম সংসারে !
কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুখী
নিন্দ বিধাতায় তুমি নিন্দ বিধুমুখি !

এই কবিতাটি দিয়েই মধুসূদনের সঙ্গে নলিনের প্রথম পরিচয়। তার নাট্য-রসপিপাসু মন যেন নতুন রস পেল এ-কবিতায়। ভারতচন্দ্র সেকালের মহাকবি, মধুসূদন নবযুগের। অন্নদামঙ্গল ছোট থেকে পড়তে শুনেছে নলিন। নিজেও পড়ে-পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছে কত ছত্র—

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই মহাকবির মধ্যে কে ছোট কে বড় বলা শক্ত নলিনের পক্ষে। ভাষার ধ্বনিঝঙ্কার কি বাক্‌পারিপাট্যের তুলনা করতে সে জানে না। কিন্তু ছোট থেকে ভাল-ভাল গান শুনে সহজ রুচিতেই একটা ছন্দোবোধ জন্মেছে। উপরের কয়ছত্রে যে আশ্চর্য বীররসের ব্যঞ্জনা আছে তার মন সহজেই তাতে মেতে ওঠে। কিন্তু মধুসূদনই-বা কম কি ?

নীরবিলা তরুরাজ উড়িলা গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ, গম্ভীর স্বননে—
আইলেন প্রভঞ্জন
সিংহনাদ করি ঘন
যথা ভীম ভীমসেন কৌরবসমরে।

যাত্রার দলে তুলাভরা গদা নিয়ে ভীম যখন লম্ফ-ঝম্প করে তার চেয়ে এতে বীরদাপ কম তো নাই-ই, বরং অনেক বেশী আছে যেন। নলিন উৎসাহের চোটে বন্ধুসমাজে রীতিমত ভাবাভিনয় করে দেখায়—

মহাঘাতে মড়মড়ি রসাল ভূতলে পড়ি
হায় বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে !

নিবারণ আশু সতীশ—বন্ধুরা মুগ্ধ নলিনের হাত-পা ছেড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার ভঙ্গি দেখে। 'আয় আমরাও যাত্রার দল করি। বেশ মজা হবে নারে ?' বন্ধুদের প্রস্তাবে নলিনের তৎক্ষণাৎ সাগ্রহ সম্মতি মেলে। নাঃ মধুসূদন সত্যই মস্ত বড় কবি। এই যে রসাল ও স্বর্ণলতিকার শেষে দুছত্র উপদেশ -

উর্ধ্বশির যদি তুমি কুল-মান-ধনে।
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কী রকম সুন্দর খেটেছে কথাগুলি! সদ্ভাবশতকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মশাইয়ের কবিতাগুলির অত প্রশংসা করেন মাষ্টারমশাইরা—

'চিরসুখীজন ভ্রমে কি কথন
ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে'
—কিংবা—
'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ'—

এও খারাপ কবিতা নয়। তাবলে মধুসূদনের কাছে লাগে না। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন কেবল ভারতচন্দ্র—

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে—
ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট্ট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলছল টলটল কলকল তরঙ্গা ॥

*

ছাড়ি মন্ত্র ফেলে তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে ॥

অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে ॥
রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হুলস্থুল কুলকুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে ॥

*

অদূরে মহারুদ্র হাঁকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

পড়ার বই ঠেলে ফেলে সোজা হয়ে বসে নলিন। তার শিরায়-শিরায় যেন আগুন ছুটে যায় ওই ছত্রক'টি পড়তে-

—৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়তে। এদিক-ওদিক চেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে মাটিতে পা ঠুকে নিজেই উন্মত্ত ধূর্জটির রুদ্রক্ষোভকে ফুটিয়ে তুলতে চায়—

ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

দক্ষযজ্ঞ পালা দেখা অবধি কি যেন হয়েছে। থেকে-থেকে মনে পড়ে সতী-দেহত্যাগ। শিবনিন্দা শুনে কেন কৈলাসে চলে এল না সতী, কেন মরে গেল, এখনও তার সবটুকু মর্ম ঠিক ধারণা হয় না। তবু কী যে ভাল লাগে! যেখানে শোনে হর-গৌরী-বিষয় হচ্ছে, সেইখানেই যাওয়া চাই। একবার একটা ছেলে এমন সুন্দর 'সতী' সেজেছিল যে যাত্রা ভেঙে গেছে নলিনের খেয়াল নাই। ও ঠিক মন্ত্রমুগ্ধের মত সাজঘরে গিয়ে সেই মেয়েটিকে দেখছে—

আহা মরি বাছা সতী কালী হইয়াছ
ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছ ॥
স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে
শিবনিন্দা শুনি তুমি শরীর ছাড়িবে ॥

জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়।
জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায় ॥

প্রসূতির কান্না গুমরিয়ে ওঠে ওর মনে। সতী আবার হিমালয়ের ঘরে এসেছিল, তপস্যা করেছিল শিবকে পাওয়ার জন্য। শিব তাকে চিনতে পারেনি, সে কিন্তু চিনেছিল। এমন ভাল কেউ কি বাসে কাউকে?

আগে সব পালা-ই নলিনের ভাল লাগত। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সবচেয়ে কেন যেন এই পালাটাই মন টানছে। যেখানে যেটুকু থাকে সতীর কথা, সেটুকুই ভাল লাগে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যে হারায়ে তারা সকলি আঁধার দেখি।
আন গিয়া তারায় আজি নয়নতারায় রাখি ॥

আগমনীর এ-গান কত শুনেছে নলিন। আজ কেন আবার নতুন সুর বাজে ওই আলাইয়ায় ?

কে রে বামা বারিদবরণী
তরুণী ভালে ধরিছে তরণী।
কাহার রমণী আসিয়ে ধরণী করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ কি অপরূপ নাহি স্বরূপ
মদন-নিধন-করণ-কারণ-চরণ-শরণ লয় ॥

গানটার ওই কটমট পদ শুনে নলিনের আগে হাসি পেত। মধুসূদনের কবিতা কানে ঢুকলে এসব অনুপ্রাস যমক পান্‌সে লাগাটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু না, সতীকে ভাল লাগায় এমন কি এ-গানটাও নলিনের মন্দ লাগে না—

বামা হাসিছে ভাসিছে লাজ না বাসিছে
হুহুঙ্কার রবে বিপক্ষ নাশিছে গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা টলিছে ঢলিছে লাবণ্য গলিছে—
* * হয়ে শবাসনা বামা বিবসনা আসবে মগন রয় ॥

করালী কালীমূর্তিও যেন বদলে গেছে ওর চোখে। ভয় করে না তো। ভয়ঙ্করীর ভীমাবিগ্রহের উপর 'গৌরী উমা শংকরী'র কল্যাণী প্রতিমার সৌম্যচ্ছটা পড়ে সুন্দরী করে তুলেছে শ্যামাকে। 'শবাসনা বিবসনা'কে ছাপিয়ে ফুটছে 'বামা টলিছে ঢলিছে লাবণ্য গলিছে'— এই বিলাস-বিভ্রম।

শ্যামা মা কি আমার কালো।
সবাই বলে কালী কালো আমার মন তো বলে না কালো ॥
কখন শ্বেত কখন পীত কখনও নীল লোহিত রে
কেমন তারিণী কি রূপ না জানি ভাবিয়ে জনম গেল ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলরূপ তড়িতরূপ শিব'পরে নিরমল
ও-রূপ ভাবিয়ে কমলাকান্ত জনম হতে পাগল হল ॥

এ-গানও আবার নতুন করে কান পেতে শোনে সে। কিন্তু মা নয় মা নয়,—শিব যেমন করে পেয়েছিল, ওই শ্যামাসুন্দরীকে তেমনি করে যদি পাওয়া যেত! তাহলে বুঝি কমলাকান্তের মত তারও 'জনম হতে পাগল' হওয়ায় আপত্তি ছিল না।

এ যে অন্যায়, 'বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো' যে একেই বলে, সে তিরস্কার করবার কেউ ছিল না সেদিন। তার এ-স্পর্ধার কথা অন্য কেউ ঘুণাক্ষরে জানলে তো! সব কথা নলিনীকান্তই কি স্পষ্ট করে বুঝত, না জানত?

তার তখন বয়ঃসন্ধিকাল চলেছে। এরই মধ্যে অভাবিতভাবে সমস্যা দেখা দিয়েছে জীবনে। হৃদয়ের গভীরে কী এক অতৃপ্তির দাহ চঞ্চল করে তুলছে অণু-পরমাণু। এই অব্যক্ত যন্ত্রণার অনুভূতি যে যোগেন্দ্রমোহিনীই এনে দিয়েছিলেন নলিনীকান্তের চিত্তে—সে তো আগেই বলেছি। মায়ের ভালবাসায় প্রচণ্ড লোভ, আবার সেই সঙ্গে 'সে আমার নয়' এই বঞ্চনার প্রখর বোধ। তাই থেকে জাগল কৈশোরবেদনা। এ-কিছু নতুন ব্যাপার নয়। হৃদয়ের কারবার মাকে দিয়েই শুরু হয় সন্তানের। মায়ের স্নেহস্পর্শ কাউকে করে রামকৃষ্ণের মত মাতৃবৎসল আত্মভোলা একটি পাঁচবছরের শিশু—কাউকে করে বামাখেপার মত দুর্দম দেওয়ানা। গ্রীকসাহিত্যের ইডিপাস মায়ের প্রেমে পড়ে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে অমর হয়ে আছেন। মনোবিৎ তাঁর জীবন বিশ্লেষণ করে খুঁজে পেয়েছেন শিশুমনস্তত্ত্বের কুঞ্চিকা। বাংলার নগণ্য এক পল্লীগ্রামের একটি ছেলের জীবনেও তার মা-ই আনলেন বিপ্লবের সঙ্কেত। অহোরাত্র কি এক ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত করে রাখলেন, শৈশব হতে তাকে নিমেষে টেনে নিয়ে গেলেন কৈশোরের বেদনাদিগ্ধ রহস্যমধুর অনুভবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু নলিনীকান্ত শুধুই হৃদয়াবেগের খেলনা ছিল না। মেয়ে হলে ওই বয়সে সে হয়তো বসে-বসে স্বপ্ন দেখে কেমন হবে তার বর, সই-সাঙাতনীর সঙ্গে ওই নিয়ে চলে হাসাহাসি কানাকানি। নলিন যে ছেলে! দুহাতে মনের দুয়ারে আগল টেনে দিয়ে সে 'মানুষ' হয়ে উঠতে চায়। এইখানে সে-আমলের শিক্ষাব্রতীদের কাছে সে ঋণী। বিবেকানন্দ যাকে erotic venom বলতেন ছাত্রসমাজে তার এতটুকু সংস্পর্শও যেন না থাকে এদিকে সে-সময়ে শিক্ষাজগতের দিক্‌পালদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। অবশ্য কেবল দৃষ্টি থাকলেই সুফল ফলে না—চারিত্র সৃষ্টি করে চোখের সামনে আদর্শ তুলে ধরতে হয়। বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ এটা জানতেন। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন জ্ঞানতপস্বী। কঠিন অধ্যবসায়ে নিজেদের জীবন গড়ে তুলেছেন একেক জন। তাঁদের রচনাবলীর মাধ্যমে সেই বলিষ্ঠ নৈতিক চরিত্রের প্রভাব নলিনীকান্তের মনকে স্পর্শ করেছিল। মনোবেগে ভেসে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ভূগোল ইতিহাস অঙ্ক প্রকৃতিপরিচয় কি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রাকৃতিক তথ্য আহরণই আসল কথা। কিন্তু মনঃশিক্ষার দায়িত্ব থাকে সাহিত্যের উপর। উনিশ শতকের শেষপাদে যে-সব বাংলা বই পাঠ্য ছিল তার অধিকাংশই আজ দুষ্প্রাপ্য। তবে ভাগ্য ভাল যে বিদ্যাসাগরমশাইয়ের বেশীর ভাগ বই এখনও নষ্ট হয়নি। তিনিই যখন সে-যুগের মনু—তখন তাঁর রচনা হতেই সেকালের স্কুলপাঠ্য সাহিত্যের একটা নমুনা পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

ঈশ্বরচন্দ্রপ্রণীত শিশুসাহিত্য আলোচনা করলে তার তিনটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) সীতার বনবাস ও শকুন্তলা ছাড়া তাঁর অন্য সব বই ইংরেজী বইয়ের অনুবাদ ও সারসংকলন।

বাংলার ইতিহাস ২য় ভাগ—মার্শম্যান-রচিত গ্রন্থ অবলম্বনে সংকলিত।

জীবন-চরিত—'চেম্বার্স বায়োগ্রাফি'র অনুবাদ।

চরিতাবলী—ডুবাল রস্কো ইত্যাদি ইওরোপীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনালেখ্য।

বোধোদয়—নানা ইংরেজি বই হতে সংকলন।

কথামালা—ঈশপ্‌স্ ফেবলের অংশবিশেষের অনুবাদ।

নীতিবোধ—রবার্ট ও চেম্বার্সের মরাল ক্লাসবুক হতে সংকলন। এর সাতটি নিবন্ধ ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা। অন্যগুলি রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন।

আখ্যানমঞ্জরী—এর প্রতিটি আখ্যানও ইংরেজি বই হতে সংকলিত।

(২) আদর্শ পুরুষ হিসাবে পাশ্চাত্যবাসীর জীবন ছাত্রদের সামনে তুলে ধরাই ঈশ্বরচন্দ্রের নীতি ছিল।

(৩) ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে যথাসাধ্য বাক্‌সংযম এই সব পাঠ্য-পুস্তকের অন্যতম রীতি। ঈশ্বর সম্বন্ধে বেশীর ভাগ জায়গাতে বিদ্যাসাগর নীরব থেকেছেন। কেবল দু'এক জায়গায় 'ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান' 'ঈশ্বরের কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই' 'তিনি সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন'—এই ধরনের উক্তি দেখা যায়। বলা বাহুল্য এই ঈশ্বর দার্শনিকের আদর্শপুরুষ—যোগদর্শনে যাঁর তিনটি সূত্রে পরিচয় আছে। ভক্তের ভগবান বলতে আমরা যা বুঝি বিদ্যাসাগরের কোন লেখায় কোথাও তিনি নাই। আর ধর্ম বলতেও ঈশ্বরচন্দ্র মানবধর্মই বুঝতেন। তিন ভাগ আখ্যানমঞ্জরীর অগণিত আখ্যানের মধ্যে 'ধর্মভীরুতা' 'ধর্মশীলতার পুরস্কার' 'ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস' 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' নামে যে চার-পাঁচটি আখ্যান চোখে পড়ে তাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈতিক উপদেশ ছাড়া আর কিছু নাই। ঈশ্বরানুরাগ ভক্তি দেবার্চনা বা ভগবদারাধনার কথা তোলা যেন লেখকের অনভিপ্রেত।

ব্যালাণ্টাইন রিপোর্টের প্রতিবাদে ঈশ্বরচন্দ্র একজায়গায় বলছেন—'মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হতে মুক্তি, শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরনের লোক গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য, আমার সংকল্প। সংস্কৃত কলেজের সমগ্র শক্তি এই উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োজিত হবে।*

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ উপরের কয় ছত্র হতে পরিষ্কার বোঝা যায়। কেন তিনি ধর্ম ও ভগবান বলতে আমরা যা বুঝি তা ছেঁটে বাদ দিয়ে কেবল মনুষ্যত্বের আদর্শই তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর স্বরচিত পাঠ্যপুস্তকে—এরপর তা ধরতে আর কষ্ট হয় না। তাঁর বোধোদয়ে ছোট ছোট যেসব নিবন্ধ আছে তার উদ্দেশ্য কেবল স্বল্প পরিসরে ছেলেদের নানা বিষয়ে জ্ঞানদান। ঈশ্বর সম্বন্ধে আছে মাত্র পাঁচটি ছত্র—আর আগেই বলেছি সে-ঈশ্বর দার্শনিকের 'পুরুষ-বিশেষঃ'। উপদেশমূলক নিবন্ধ বলতে আছে 'পরিশ্রম'। শ্রমের মর্যাদা ভুলে গিয়েছে বাঙালী—কঠোর পরিশ্রমী ঈশ্বরচন্দ্রের সেটা তখনই চোখে ঠেকেছিল। নীতিবোধে তিনি সদাচার শিক্ষা দিয়েছেন—পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বিনয় —তাঁর রচিত নিবন্ধগুলির এই হল শিরোনাম। কেবল বাপ-মা ভাই-বোন পাড়াপ্রতিবেশী নয়, জীবজগতের প্রতিও সদয় ব্যবহার

*The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country. To raise up such a useful class of men is the object I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of our Sanskrit College should be directed.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে হবে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগে সুরেন্দ্রের গল্পটিতেও বিদ্যাসাগর সেই অনুজ্ঞা দিয়েছেন। মনুষ্যত্বের অনুশীলনে ছাত্রদের প্রবুদ্ধ করাই শিক্ষক হিসাবে তাঁর ব্রত বলে তিনি মনে করতেন। 'এদেশের সর্ববিধ প্রেজুডিস হতে শিক্ষকরা মুক্ত থাকবেন'—নিজের আচরণে এই তথ্যটি শিক্ষাজগতে বদ্ধমূল করে দেওয়ার জন্যই তথাকথিত ধর্ম ও ভগবান সম্বন্ধে তিনি মূক। ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রাজা রামমোহনের সেই ঐতিহাসিক চিঠিখানায় 'Glorious ambition of planting in Asia the arts and sciences of modern Europe'—প্রকাশ পেয়েছিল। আর ছিল হিন্দু পণ্ডিতদের শেখানো সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে নিদারুণ আতঙ্ক—'...the Sanskrit system of Education would be best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British Legislative.' বিদ্যাসাগর এই আশা ও আশঙ্কা দুটিরই উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। সুতরাং একদিকে যেমন ধর্ম ও ভগবান নিয়ে বাড়াবাড়ি তাঁর অপছন্দ ছিল অন্যদিকে তেমনি ইওরোপীয় শিক্ষা ও জীবনাদর্শের প্রতি ছিল আস্থা। শিশুপাঠ্য বইগুলি ইংরেজী বই হতে সংকলন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি—ছাত্রদের যে-মানবধর্মে উদ্‌বুদ্ধ করতে চান তার আদর্শ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ইওরোপীয় নারী ও পুরুষের চরিত্রে। জীবন-চরিত চরিতাবলীতে নিউটন গালিলিও হর্শেল ডুবাল জোন্স রস্কো ইত্যাদি যশস্বী ইওরোপীয়দের জীবনচরিত আলোচনা করেও তাঁর মন ওঠেনি। যে-আখ্যানমঞ্জরী প্রায় প্রত্যেক স্কুলের পাঠ্য ছিল তার মধ্যে—প্রত্যুপকার, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, লোভসংবরণ, গুরুভক্তি, অপত্যস্নেহ, নিঃস্বার্থ পরোপকার, আতিথেয়তা, পিতৃ-বাৎসল্য, প্রভুভক্তি ও দয়াশীলতা, সাধুতার পুরস্কার, পরের প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণদান, অকুতোভয়তা, বর্বর জাতির সৌজন্য, দয়া ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্‌বিবেচনা, কৃতঘ্নতা, কৃতজ্ঞতা, প্রকৃত ন্যায়পরায়ণতা, সৌভ্রাত্র, পতিব্রতা কামিনী—এই সব শিরোনাম দিয়ে তিনি পাশ্চাত্যবাসীর চরিতালেখ্য ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা দেশে। শিরোনামগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় ঈশ্বরচন্দ্র যে মনুষ্যত্বের পূজারী ছিলেন আখ্যান-মঞ্জরীতে নানা দিক থেকে তারই আখ্যান বিবৃত করেছেন তিনি।

দয়া দান সাধুতা সৌভ্রাত্র এসবের উদাহরণ কি স্বদেশবাসীর চরিত্রে মিলত না? বিদ্যাসাগরমশাই বিশেষ করে কেবল ইওরোপীয় নারী-পুরুষের কাহিনীগুলি সংকলন করলেন কেন? জীবনচরিতে নাহয় বৈজ্ঞানিকদের কথা আছে—ভারতবর্ষে গালিলিও নিউটন কোথায়? কিন্তু আখ্যানমঞ্জরীর চরিত্রগুলিও কি এদেশে এতই বিরল? আমাদের একটা কথা মনে হয়। রাণাঘাটের স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী কালীময় ঘটক দুইভাগ চরিতাষ্টক রচনা করেছিলেন এদেশের গুণী জ্ঞানী সাধুপুরুষদের জীবন-অবলম্বনে। ও-খানিও স্কুলপাঠ্য ছিল। হতে পারে এই বইখানা ছিল বলেই ঈশ্বরচন্দ্র স্বদেশের কথা না লিখে বিদেশের গুণী-জ্ঞানীদের কথাই বলেছিলেন। ছাত্রদের দৃষ্টি যেন সংকীর্ণ না হয়, তারা যেন বুঝতে শেখে বিদেশেও মানুষের মত মানুষ আছে, প্রকারান্তরে এইটি প্রতিপন্ন করাই হয়তো বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য যা-ই হ'ক ছাত্রসমাজে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওই পশ্চিম-ঘেঁষা শিক্ষানীতি ছেলেদের মনে ছোট থেকেই মনুষ্যত্ব অনুশীলন, ভগবান ও প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় শ্রদ্ধা—এই তিনটি জিনিসের বীজ বুনে দিত। বিদ্যাসাগরের রচনারীতিই যখন সেকালের শিশু-সাহিত্যের মান নির্ণয় করছে তখন সব মিলিয়ে স্কুলের শিক্ষায় ছেলেরা যে এ-ই শিখত তা বোধহয় বলতে পারি।

নলিনীকান্ত অন্তত কৈশোরে এই শিক্ষাই আহরণ করল তার পাঠ্য বই হতে। বাংলা সাহিত্যের গদ্য পদ্য রচনাসংগ্রহ হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি কবিতা জীবনের আদর্শ হিসাবে বেছে নিল তার মন—

না মাগি সুন্দর কায় অর্থে মন নাহি ধায়
ভোগসুখে চিত রত নহে।
ঈশ্বর এ বর দিন সুস্থ থাকি চিরদিন
যেন মোর ধর্মে মতি রহে ॥
ব্যাধিহীন কলেবর শুদ্ধ মতি নিরন্তর
হলে আর অভাব কি আছে ?
সুখেতে সময় যাবে ধনী কি এ সুখ পাবে ?
চিন্তা ভয় সদা যার কাছে ?

কবিতাটা যে কতজনকে মুখস্থ বলেছে নলিনীকান্ত !*

ধর্ম এবং ঈশ্বর এ-কবিতাতেও আছে। কিন্তু ঈশ্বর এখানে বিশ্ববিধাতা বৈ আর কিছু নন। আর ধর্ম যে 'শুদ্ধ মতি' সেটা তো স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে। সদাচার ও ন্যায়পরায়ণতাকে নলিনীকান্ত শ্রদ্ধা করতে শিখল। সেই সঙ্গে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল পল্লীসমাজের বিচারশূন্য আচার আর রীতিনীতির উপর। ছোট বেলার ধারণাগুলি আস্তে-আস্তে বদলে যেতে লাগল বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে।

ছেলের ভাবগতিক দেখে মায়ের ভয় করে। মা ছাড়া আর কিছু জানত না যে-নলিন দশ-এগার বছর হতে-না-হতেই সে কেমন বারমুখো হয়ে গেছে। কুতবপুরে আসে-ই না বলতে গেলে। আর এলেও কেমন যেন 'আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো' ভাব। এমন তো ও ছিল না! যখনই দেখেন পুথি হাতে ছেলে কি

---

† শ্রীনিঃ উপদেশামৃত -- ৩১।২।৩৯ এর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবছে যোগেন্দ্রমোহিনীর বুকটা ধক্ করে ওঠে। ঘরে থাকবে না নলিন। পাড়ার সব ছেলেকেই দেখেন। কিন্তু তাঁর এ-ছেলের মত সৃষ্টিছাড়া আছে কি কেউ? তারাপদ দুর্গাপদ শ্যামাপদ—ঘরেও তিন ছেলে রয়েছে। কই অমন তো কেউ না! একেক সময় একেক খেয়াল ওঠে, তা-ই নিয়েই আছে। আজকাল নাকি নলিনের নিজে-নিজে যাত্রা করার সখ হয়েছে। রাধাকান্তপুরে বন্ধুদের নিয়ে দল করে কৃষ্ণ-বিষয় রাম-বিষয় নিয়ে যাত্রা হয়। নলিনের ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখে ওর ছোটভাইরা কত সময় আড়ালে হাসে—'দাদা যেন পাগল'। কিন্তু সামনে কারও হাসার জো নাই। এমন বকুনি দেবে যে ছোটরা দূরে থাক বড়রাও বচন শুনে অবাক হবেন।

যোগেন্দ্রমোহিনীর দুর্ভাবনা দেখে ভট্টাচার্যমশাই সান্ত্বনা দেন 'কেন অত ভাবছ? আদুরে ছেলেরা ওরকম একটু খেপাটে হয়। জ্যোতিষী বলেছেন অল্পবয়সে বিবাহযোগ আছে ওর। ষোল পার হলেই বিয়ে দেব নলিনের, সব ঠিক হয়ে যাবে। পাঁচটা বছর চোখ-কান বুজে যেতে দাও না! ইস্কুলের পড়াটা হ'ক।' যুক্তিটা 'মাণিকবৌ'-এর মনে ধরে। মনে-মনে পাত্রী নির্বাচন শুরু করেন তখন থেকেই। সত্যি অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া ছাড়া এর আর কোনও ওষুধ নাই। সুন্দরী একটি বউ এনে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে চাপালে তবে যদি পাঁচজনের একজন হয়ে চলতে শেখে। এত বড়টি হল—তবু যেন মানুষের সমাজে মানিয়ে চলতে শিখল না নলিন, পাঁচজনের সঙ্গে বনিয়ে চলা ধাতে এল না!

অল্পদিন আগেই একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। কুতবপুরে শাঁখারি কুমার কামার তাঁতি ইত্যাদি শ্রেণীর বাসই বেশী। ভট্টাচার্যপল্লীর চারধারে এই 'পাল'দের বাস। এসব পাল-বাড়িতেও নলিনের বন্ধুবান্ধব আছে—কৃষ্ণবন্ধু নিধিরাম রামকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্ন। নলিনীকান্ত সেদিন ভৈরবনদে স্নান করতে গেছে। ফেরার সময় দেখে এক পালবাড়িতে মহা হৈ-চৈ, অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। কৌতূহলী হয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে দেখল পালদের একটি বউ তার বুড়ী শাশুড়ীকে ধরে মারছে। শাশুড়ী-বউ কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল কে জানে! কিন্তু অল্পবয়সী বউএর সঙ্গে গায়ের জোরে বুড়ী পারেনি। মার খেয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করছে সে, আর সবাই দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। বুড়ীর দোষ যা-ই থাক শাস্তিও তো কম হয়নি ভেবে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে নলিনের। আচ্ছা লোক সব! চোখের সামনে বুড়ীটা মার খেয়ে চেঁচাচ্ছে তবু কেউ কিছু বলবে না? পায়ে ছিল তালতলার চটি। কথা নাই বার্তা নাই রাগে কাঁপতে-কাঁপতে পায়ের চটি খুলে রণরঙ্গিণী বউটিকে কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে তার হাত থেকে বুড়ীকে নলিন ছাড়িয়ে নিল।

গোলমাল শুনে নলিনের মা-ও এসে দাঁড়িয়েছিলেন ভট্টাচার্য-বাড়ির খিড়কিতে। ছেলের কীর্তি দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নলিন বাড়ি ফিরতেই বকাবকি শুরু করলেন যোগেন্দ্র-মোহিনী। ছেলেও চোখ রাঙিয়ে উঠল 'তোমার বউ এসে যদি ওইরকম চুলের মুঠি ধরে তোমার, তখন আমি চুপ করে থাকব তো? ভেবে বল ভাল করে।' মা যেন নিভে গেলেন সঙ্গে-সঙ্গে! একটু পরে ধরা গলায় বললেন 'লোকে কি বলবে নলিন?'

'লোকের কথা আমি একটুও গ্রাহ্য করি না। তুমি কি বলছ তা-ই বল।'

ছেলের প্রশ্নে মা ভয়ে-ভয়ে বললেন 'তুই অন্যায় করিসনি বাবা। কিন্তু দশজনে মন্দ বলবে না? কেউ যেখানে কিছু বলল না সেখানে তুই একেবারে ঘরের বউএর গায়ে হাত তুললি? বুড়ীটাকে এমনি টেনে ছাড়িয়ে দিলেই হত! এখন তোকে যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জেলে দেয়? ওরা বড় লোক……।' তাঁর গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে উত্তর করল 'উচিত কাজ করে জেল খাটতে হয় যদি তো হাসিমুখে জেলে যাব।' মা কাঁদতে লাগলেন। ব্যাপার শুনে ভট্টাচার্যমশাই যা-নয়-তাই বলে গালাগালি করতে লাগলেন ছেলেকে। পাড়ায় একটা হুলস্থুল বেধে গেল। মানহানির মকদ্দমা আনব—পালেরা শাসাতে লাগল। একদল আবার বলল নলিনকে ক্ষমা চাইতে হবে বউটির কাছে। অনেক কষ্টে শেষকালে গ্রামের ব্রাহ্মণরাই বাঁচালেন নলিনীকান্তকে। অব্রাহ্মণ হয়ে টাকার জোরে পালেরা একটি বামুনের ছেলেকে অপমান করবে গ্রামের মোড়লরা সেটা কেউ চাননি। তাবলে নলিনের কাজটা যে ভাল এ তাঁরাও মনে করলেন না। ফলে 'বামুন শুদ্দুর' সকলের উপরেই নলিন হাড়ে-হাড়ে চটল। তার অমন নিঃস্বার্থ পরোপকারটার দাম দিল না কেউ?

আরেক দিনও ওইরকম এক 'অসৈরন'। পড়শীদের কোন গিন্নী এসে ভটচাযবাড়ির মহিলামহলে পুত্রবধূর মুণ্ডপাত করছেন। শাশুড়ী যা বলে থাকেন এসব ক্ষেত্রে, 'বউটা এসেই আমার ছেলেকে পর করে দিলে গো! ছেলে আমার মা ছাড়া জানত না। বউ-ই মাটি করে দিলে অমন ছেলেকে।' আঙিনা পার হয়ে বারবাড়িতে যেতে গিয়ে কথা ক'টা নলিনের কানে গেল। বলে উঠল 'তোমার ছেলের কোন দোষ নাই? সে খুব ভাল ছেলে কেমন? যত দোষ বউএর, বউএর মায়ের বাবার তার চোদ্দ গুষ্টির। পরের মেয়ের দোষ তো দেখবেই। নিজেরটি একেবারে সোনা। তাহলে ছেলের বিয়ে দেওয়া কেন বাপু?'

দশ-এগার বছরের ছেলের কাটা-কাটা বুলি শুনে গা জ্বলে যায় মাতৃস্থানীয়াদের। নলিনীকান্ত চলে যেতেই যোগেন্দ্রমোহিনীর কাছে সকলে মিলে বে-আদব বদ ছেলের গুণগান করতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মামাবাড়ির আদর পেয়ে উচ্ছন্ন গেছে ছেলে, বাপের শাসনে না থাকলে কি মানুষ হয়? পাড়ার বুড়ো-বুড়ো মানুষদের নামে নাকি ছড়া বেঁধেছে—

দাঁত পড়েনি চুল পাকেনি বেণী সরকার বুড়ো।
বুড়ো হয়েও ছেলের দলে মেশেন হরি খুড়ো॥
পবন বেগে রাস্তা চলেন রামচন্দ্র ঘোষ।
বিষয়-কাজে মন দেন না নকড়ি মুখুজ্যের দোষ॥*

এসব ভাল কথা নয় মাণিক-বউ। ছোট মুখে বড় কথা কেন?

মরমে মরে যান যোগেন্দ্রমোহিনী। বলার কিছু নাই, কথাটা সত্য। যাত্রার দল করতে গিয়ে গান-কথকতার সঙ্গে-সঙ্গে এসবও করে ছেলে কানে এসেছে। প্রথমে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে টিপ্পনি শুরু হয়েছিল—

এলবার্ট নেই পোষাক নেই রামকৃষ্ণ বাবু।
রোগ নেই শোক নেই নিবারণ ঘোষ কাবু॥*

নলিন পদ্য মেলাতে পেরেছে শুনে দিদিমা মাসীমারা বরং আশ্চর্যই হয়েছিলেন। বাহবা দিয়েছিল সঙ্গীসাথীরা। তার থেকেই ও-বাতিকের সূত্রপাত। ছেলে তো দিদিমাকে নিয়েও ছড়া কাটে—'শশী মুখুজ্যের হাঁক আর আনন্দ ঠাকুরাণীর জাঁক।' শশী মুখুজ্যে অন্ধ ছিলেন। লাঠি ঠুকে পথ চলতে গিয়ে চড়া গলায় হাঁক দিয়ে পথচারীদের সাবধান করে দিতেন। তাঁর ডাক-হাঁক যেমন প্রসিদ্ধ, নলিন বলতে চায় তার দিদিমার সবটাতে বড়াই করা আর অহংকার দেখানোও পাড়া-ঘরে তেমনি সুপরিচিত। এর পর স্বাভাবিক নিয়মেই বন্ধুবান্ধব কি ঘরের মানুষকে ছেড়ে বাইরের লোক নিয়েও ছড়া কাটা চলেছে। এ-ছেলেকে নিয়ে কি যে করবেন!

* স্বামী সিদ্ধানন্দজীর সংগ্রহ হতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন নলিন বাড়ি ফিরতেই মা-ছেলেতে তুমুল বচসা হয়ে গেল। মা বউ-কাঁটকী শাশুড়ীর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে যেতেই নলিনীকান্ত রুষ্ট বিদ্রূপে বলল 'তুমিও ওই দলে নাকি? তা ছেলের বউকে যদি অত অসহ্য লাগে তোমাদের তো বিয়ে দেওয়া কেন তার? আমি ঠিক কথাই বলেছি। চিরকাল ছেলে আগলে বসে থাকলেই পার। বিয়ে দিয়ে ভালমানুষি দেখাতে যাওয়া কেন?' ছেলের নির্ঘাত কটু কথায় যোগেন্দ্রমোহিনী রাগে দিশাহারা হয়ে যান। তীক্ষ্নস্বরে বলেন 'ভালমানুষি আবার কি রে? ছেলের বিয়ে দিই আমরা তারই মুখ চেয়ে। ছেলেকে আইবুড়ো করে রাখব এ আবার কোন্ মা চায়? নিজেই উদ্যোগী হয়ে তার সুখের ব্যবস্থা করে। সব মা-ই ছোট থেকে তার সন্তানের সুখের জন্য মরে। কিন্তু বিয়ে হওয়া মাত্র তোমরা যখন বউয়ের ভেড়া হয়ে সেই মাকে প্রতিপদে অনাদর অপমান কর তখন তার মাথা ঠিক থাকে না। সে-ও মানুষ, বুঝলি? দেবতা নয়।' 'বুঝলাম' বলে নলিনীকান্ত অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। 'আমি তোমায় দেবীই ভাবতাম, কিন্তু আজ বুঝলাম—নিতান্তই মানবী তুমি'—ছেলে যে বিনা কথায় এই গঞ্জনা দিয়ে অপমান করে গেল তাঁকে, মর্মে-মর্মে তা অনুভব করে যোগেন্দ্রমোহিনীও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আর কোন কথা এল না তাঁর মুখে।

এই তাঁর বড় আদরের নলিন! আর ভাবব না মনে করেও তো ওর জন্য না ভেবে পারেন না। আবারও সন্তান-সম্ভাবিতা তিনি, শরীর ভাল নাই। তার উপর এই সংসারের কত দায়িত্ব। তবু তারই মধ্যে একটা চোখ-কান তাঁর পড়ে থাকে ওর দিকে। কিন্তু নলিন কই তা বোঝে? চোখ মুছতে-মুছতে নিশ্বাস ফেলে মা ভাবেন, আগে আসুক তোর বউ! দেখবি মাকে তুই চিনিসনি।

মা-ছেলেতে একটা ব্যবধান ঘনিয়ে আসে বাইরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যদিও সংসারে কোনও অভাব অনুভব করি নাই, তথাপি অলক্ষ্যে কে যেন জানাইয়া দিত সংসারে সকলেই স্বার্থদাস।'

—যোগীগুরু

বয়স হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সংসার ও সমাজ-সম্পর্কে একটা বিরূপ দৃষ্টি নলিকান্তের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল। সম্ভবত নিতান্ত শৈশবে মায়ের কোলছাড়া হওয়াতেই তার মনে এ-তিক্ততার সূত্রপাত। 'কোনও অভাব অনুভব করি নাই'—ওটুকু পরিণত বুদ্ধির হিসাব। খাঁটি ওই ক্ষোভ—সকলেই স্বার্থদাস।

'বিধির প্রথম দান এ-বিশ্বসংসারে মাতৃস্নেহ।' কিন্তু সে-স্নেহে নলিনের মন ওঠেনি। সে যে চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে মা হারিয়ে পড়ে রইল রাধাকান্তপুরে—কই মায়ের জীবনযাত্রায় একবিন্দুও কি ছেদ পড়ল তাতে? সুতরাং বাইরের বিচারে কোন অভাব না থাকলেও অসন্তোষ তার স্বাভাবিক। বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই অতৃপ্ত চিত্তের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি সংসারের ফাঁকিগুলিই খুঁটিয়ে দেখতে শিখল। যেদিকে চায় নলিন দেখে সকলেই যে-য়ার স্বার্থসিদ্ধির ফিকিরে ব্যস্ত। মানুষের স্নেহ দয়া মায়া মনুষ্যত্ব—এর চোদ্দ আনাই তো মেকী।

মনের এই ক্ষোভে আরও ইন্ধন যোগাল তার পাঠ্যপুস্তক। পুথির কথাকে সবাই জীবনে টেনে আনে না। নলিন কিন্তু শিক্ষানীতিকে তেমন হালকাভাবে নিতে পারেনি। পারলে 'স্বপ্নসকল অমূলক চিন্তা মাত্র' কথাটা তাকে অত ভাবাত না। পুথির নীতিকে সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করতে গিয়েই সে ধাক্কা খেল। দেখল আদর্শ আর বাস্তবে অনেক তফাত। আমাদের কি হওয়া উচিত আর কি হয়েছি আমরা!

কেবল কি পুথির পাতায়? চোখ-কান খুলতেই নলিনের মনে হল ছোট থেকে ওই যে অত গান আর যাত্রা-পালা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনল সে, সদুপদেশ আর আদর্শ তাতেই কি কিছু কম রয়েছে? হরিশ্চন্দ্রের সত্যরক্ষা ভীষ্মের আত্মত্যাগ লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্ব কর্ণের দানশীলতা রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি অর্জ্জুনের বীরত্ব—কেবল মুখের কথা? হিন্দুজাতি আর সনাতন ধর্মের বড়াই তো ছোট থেকে ক—ত শুনেছে! কিন্তু সমাজে তার কী আছে?

স্বজাতি ও স্বদেশ সম্বন্ধে এই বিরাগটা আধুনিক শিক্ষার দান এ আমরা আগেই বলেছি। নলিনের মনে এই বিরাগটা কিন্তু একটু নতুন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

'তখন স্বধর্মে (প্রবৃত্তিমার্গে) বিশেষ আস্থা না থাকিলেও হিন্দুদের "শাস্ত্র" আষাঢ়ে গল্প এবং "ধর্ম" বালকের পুতুলখেলা এ-কথা মনে করিতে কষ্ট হইত। কুসংস্কারাপন্ন অসভ্য হিন্দুবংশে জন্মিয়াছি এ-কথাও মনে স্থান পায় নাই। ইহা হয়ত জাতীয় অভিমান হইতে পারে।'

—জ্ঞানীগুরু

আমাদের সমাজে যে ঘুণ ধরেছে, ওর ভিতরে বাইরে যে কেবল ভণ্ডামি—সে তো নলিন দেখতেই পাচ্ছে। অথচ পণ্ডিতি আছে পৌনে ষোল আনা। পাল-পাড়ায় এক ছুতারের দোকানে বসে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার নিয়ে গল্প করছিল সে। ছুতারটি খানিক শুনে হেসেই আকুল। ফলটা নিচে কেন পড়ল তা নিয়ে সাহেবপুঙ্গবের অত গবেষণার কি থাকতে পারে? 'সে নিয়ে পড়ার কতকগুলি কাঠকাটা বুদ্ধির যুক্তি দেখাইয়া আমাদের, এমন কি নিউটনকে পর্যন্ত গ-এ আকার+ ধ-এ আকার বানাইয়া দিল।'* ছুতার নাহয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। উচ্চবর্ণের বামুন-কায়েতরাও ওর চেয়ে এমন কী ভাল? নিজেরা জানে না কিছুই কেবল জানে ধর্মের নামে বহ্বাড়ম্বর। বোধোদয়

*যোগীগুরু—উপসংহার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে চারুপাঠ আখ্যানমঞ্জরীতে যে-পরোপকার স্বার্থত্যাগ মহানুভবতা স্বাবলম্বন ও সৎপথে পরিশ্রম করে জীবিকানির্বাহের আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে তার কোনও কিছু এরা মানে ?

'তিন বেলা সন্ধ্যাহ্নিকের ঘটা অথচ মিথ্যা মোকর্দমা মিথ্যা সাক্ষ্য পরনিন্দা পরস্বাপহরণ ও পরদারগমনে নিবৃত্তি নাই। এই শ্রেণীর লোক ধর্মের প্রাণ ছাড়িয়া সংস্কারবশে হাড়-মাংস লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।'* এদের দেখার জন্য নলিনকে দূরে যেতে হয়নি। তার জন্মস্থানের চারপাশেই এমনি সব হিন্দুর বাস। কিন্তু তবু কেমন যেন মনে ব্যথা লাগে। মধুসূদনের খৃষ্টান হওয়াটা সমর্থন করতে মন চায় না কিছুতেই। হিন্দুর সবই খারাপ ?

নলিনের ঘা-খাওয়া মন ফিরে আসে যাত্রা-গানের আসরে, উধাও হয়ে যায় বাউল-বৈরাগীর একতারা-মন্দিরার ঝঙ্কারে। তাই অবসর সময়ে বন্ধুদের জুটিয়ে সখের 'গাওনা' করে নলিন। টিন কেটে গোপীযন্ত্র বানিয়ে নিয়েছে একটা—মনের মত গান শুনলেই খাতায় লিখছে। ইস্কুলে পড়ে সে—কাগজ কালি কলম হাতের কাছেই মজুত—

গৌর হে তোমা বই আর কার কাছে দাঁড়াব।
ভাই বন্ধু সুত দারা ত্যজলে তারা
(তারা বলে) জাতনাশারে কেন ছোঁব ॥
জাত গিয়েছে তোমায় ভজে
তোমারই প্রেমে মজে
কলঙ্ক লোক-সমাজে তাহে না ডরিব।

নলিনের দুই দিদির মধ্যে একজন গেছে মাজদিয়ায় অন্যজন পোড়াদহে। সে এখন বড় হয়েছে—বাড়ির বড় ছেলে হিসাবে জামাইবাবুদের সঙ্গে, কখনও বা একলাই গ্রামের বাইরে যেতে হয় দিদিদের আনা নেওয়া কুটুম্বিতা রক্ষার জন্য। সেই অবসরে বড় বড়

*প্রেমিকগুরু—উপসংহার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেলা পাল-পার্বণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মেহেরপুরের মুরটিয়া কি তেহাটার মেলা তো দেখে দেখে পুরানো হয়ে গেছে। কৃষ্ণনগরের বারো দোল ঘোষপাড়ার ফাল্গুনী পূর্ণিমার মেলা শান্তিপুরের কার্তিকী পূর্ণিমায় রাসমেলা আড়ংঘাটা কুলিয়া চাকদা দোগাছিয়ার বিখ্যাত সব বৈষ্ণব-মেলা—এ-ও নলিনীকান্তের অদেখা রইল না আর। চারদিকের কেনা-বেচা হৈ-হল্লা রং-তামাসা ছাপিয়ে ওকে সব ভুলিয়ে দেয় গৌরভজার প্রাণখোলা খেপামি—

আমায় বলে বলবে লোকে মন্দ
শঙ্কা না করিব গৌর হে, ওহে গৌর।
নাহয় জেতের কুলে কালি দিয়ে গৌর বলে চলে যাব॥
বলে সব জেতে যেতে
(তোমার) বিচার নাই জেতে জেতে
পারিনে আর আসতে যেতে জাত ধুয়ে কি খাব।
শমন যেদিন সমন দেবে
জেতে কি পার পাব ?
তাই গৌর বলে জেতের কুলে ভস্ম জলাঞ্জলি দেব॥

এই তো আমার হিন্দুধর্ম! এ কি আষাঢ়ে গল্প না পুতুল-খেলা? একে ধূলায় টেনে নামিয়েছে যারা তারা নিন্দনীয় হাজারবার। তা বলে আমার ধর্মকে আমার শাস্ত্রকে মন্দ বলে কার সাধ্য ?

বংশগতি (heredity) কি ভাবে কাজ করে আজও তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা মিলেছে কিনা সন্দেহ। নলিনীকান্তের বংশ-পরিচয়ে কিন্তু একটুখানি মজার ব্যাপার চোখে পড়ে। কুতবপুরের চাটুতি গাঁই-রা শ্রীকরের সন্তান, সুরাই মেল। মজা হল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন শ্রীকরের সন্তান আর রামমোহন রায়ের ছিল সুরাই মেল।—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরাই মেলের কুল
বেটার বাড়ি খানাকুল।
বেটা সর্বনাশের মূল
ওঁ তৎ সৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল।
ও সে জেতের দফা করলে রফা
মজালে তিন কুল ॥

এই 'জাতনাশা সর্বনাশার' প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। রামমোহনের বেদান্তনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদে প্রতিমাপূজার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে ১৮১৭ সালে মহাপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বেদান্তচন্দ্রিকা রচনা করেন। রামমোহনের 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' পুস্তিকায় মৃত্যুঞ্জয়ই সেই ভট্টাচার্য।*

বিধাতার কি কৌতুকে জানি না, নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে যেন এই দুই প্রসিদ্ধ পুরুষের বংশধারার ক্ষীণস্রোত একাধারে এসে মিলেছিল। একদিকে নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কার—নলিনের মতে 'কাকে নিন্দি কাকে বন্দি' বলা কঠিন। 'দুনো পাল্লা ভারী।'

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রতিমা-পূজার সমর্থন করে কোন অন্যায় করেছিলেন আজ আর একথা কেউ বলবে না। বরং মেদিনীপুরের এই সনাতনপন্থী পণ্ডিত যে শাস্ত্র ঘেঁটে সহমরণের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এটি জেনে তাঁর হিন্দুয়ানিকে আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখি। কিন্তু রামমোহনকেই-বা অশ্রদ্ধা করি কি করে?

---

* অক্ষয় সরকার-সম্পাদিত নবজীবনে 'মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার' নামে এক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। তর্কালঙ্কার উপাধি অবশ্য সরকারমশাইয়ের ভুলে ছাপা হয়েছিল। এতে পাওয়া যায় মৃত্যুঞ্জয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ধনের চাটুতি শ্রীকরের সন্তান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসলে বাংলার ব্রাহ্মণসমাজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। উদার হৃদয়ে কালের প্রগতিকে স্বীকার করা আর অটল নিষ্ঠায় প্রাচীন রীতি সংরক্ষণ—দুদিক থেকে দুটি ধারা টানছে বাঙালী ব্রাহ্মণের মনকে। নলিনের মনও অজানতে সেই দোটানায় পড়ে হাঁপিয়ে ওঠে। তখন ও বেছে নেয় গান গল্প যাত্রা নাটকের হালকা আমোদ।

আমায় সব করে দোষী
তবু তোমায় ভালবাসি
করে সব দ্বেষাদ্বেষি এ দেশে না রব ॥
লয়ে আঁচলা ঝোলা জপের মালা
(আমি) গৌর বলে চলে যাব ॥ গৌর হে
তোমা বই আর কার কাছে দাঁড়াব ॥

কোলে বছরখানেকের রামপদকে নিয়ে মা ওদিকে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কত জায়গায় কত মেয়ে দেখেন যোগেন্দ্র-মোহিনী, তাঁর মন ওঠে না। গাঁয়ের আশেপাশে কোথাও খোঁজ করতে বাকি রাখেননি। কিন্তু কই তেমন একটি ফুটফুটে মেয়ে? দেশের অন্য পাঁচজনকেও বলে রেখেছেন সুন্দর একটি ডাগর মেয়ে তাঁর চাই। স্ত্রী যে কি চাইছেন ভট্টাচার্যমশাই বুঝতে পারেন না। একটি মেয়ে তাঁর পছন্দ হয়েছিল। তাদের একরকম কথাও দিয়েছিলেন। মাণিক-বউ শুনেই নাকচ করে দিল, না ও চলবে না। ভুবনমোহন জানেন কেবল সুন্দরী মেয়ে হলেই হয় না, গাঁই-গোত্র কুল-শীলের বিচার আছে। কিন্তু নলিনের মা ওসব শুনতে চায় না। তার এক কথা—আমার নলিনের জন্য পরমাসুন্দরী বউ আনব আমি। ওই আমার বড় ছেলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা' তা' করে তার বিয়ে দেব না কিছুতেই। এরকম জিদ ধরলে তিন-চার বছর কেন দশবছরেও ছেলের বিয়ে দেওয়া হয়ে উঠবে কি না কে জানে! আরও একটি পাত্রীর সন্ধান ছিল হাতে। সব দিকেই মেলে, শ্যামাঙ্গী হলেও সুশ্রী মেয়ে। তাকেও মনে ধরল না মাণিক-বউএর। অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে ভট্টাচার্যমশাই মেয়েটিকে তাঁদের এক জ্ঞাতির ঘরেই বউ করে আনলেন।

যোগেন্দ্রমোহিনী কি চাইতেন? নিজের মন দিয়ে কি বড় ছেলের মন কিছুটা দেখতে পেতেন মা? কেমন বউ হলে তাঁর নলিন বাঁধা পড়বে, মা যেন আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টিতে সেটি ধরতে পেরে ছিলেন।

পোড়াদহ, রাণাঘাট, নৈহাটি, কৃষ্ণনগর, এসব দিকে ভট্টাচার্য-পরিবারের আত্মীয়কুটুম্ব ছড়ানো ছিল। কোন যোগ উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ওইরকম কোন জায়গায় কুটুমবাড়িতে উঠেছিলেন যোগেন্দ্রমোহিনী। সেইখানে একটি মেয়েকে দেখলেন। দেখা মাত্র মনে হল এ-ই—নলিনের জন্য ঠিক এইরকম একটি মেয়েই আমি খুঁজছি। সাত-আট বছরের মেয়ে কিন্তু রূপসী যাকে বলে! মটর ডালের মত টক-টকে গায়ের রঙ—নাক মুখ যেন কুঁদে কাটা। উজ্জ্বল রঙের উপর ভুরু চোখ ঘন চোখের পল্লব কালো মিশ-মিশ করছে। তেমনি একমাথা কোঁকড়া চুল। আর শুধু রূপ নয়, রূপ ছাড়াও কি যেন একটা আছে ওর চোখে-মুখে, ওর হাসিতে। যোগেন্দ্রমোহিনী একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। তখনই খোঁজ নিতে লেগে গেলেন গাঁই-গোত্রের। ঠাকুরমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে এসেছে নাতনী।—বাপের নাম বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, হুগলী জজকোর্টের পেস্কার তিনি। হালিসহরের খাসবাটির মুখুজ্যেরা * বাংলা দেশের নামকরা

* বালিগঞ্জের ৭।২ ইউ, জামির লেন-বাসী শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের এই সন্ধানটি দিয়েছেন। তিনিও খাসবাটির মুখুজ্যে। অল্পদিন হল তাঁর দেহান্ত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধাকান্তপুরের চক্রবর্তী পরিবার

৺আনন্দরাম চক্রবর্তী

৺রামতনু চক্রবর্তী

৺ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী

৺আনন্দময়ী

- ৺কৃষ্ণময়ী (অল্পবয়সেই মারা যান)
- ৺মানিকসুন্দরী ওরফে যোগেন্দ্রমোহিনী = ৺ভুবনমোহন ভট্টাচার্য
- ৺মতিসুন্দরী ওরফে কৃষ্ণমোহিনী
- ৺গোলাপসুন্দরী ওরফে গোবিন্দমোহিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

কুতবপুরের
ভট্টাচার্য পরিবার

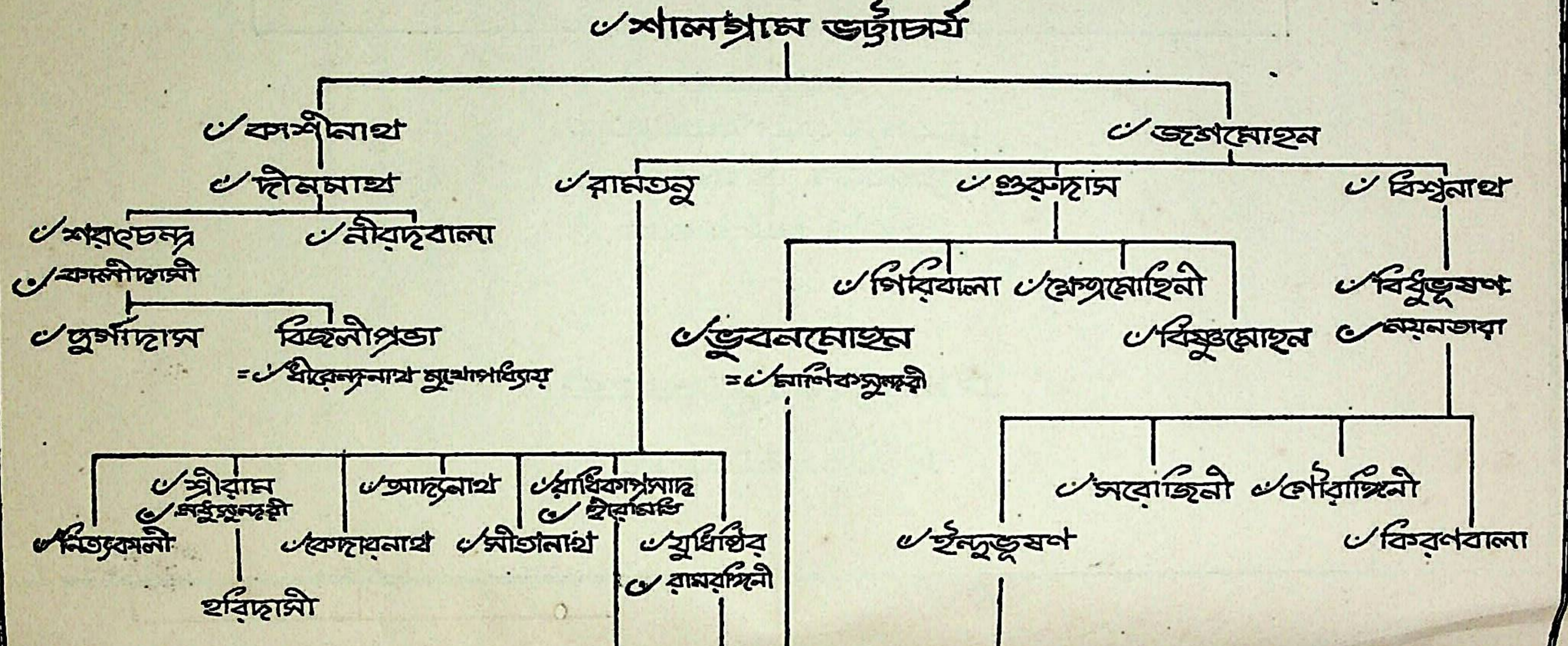

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

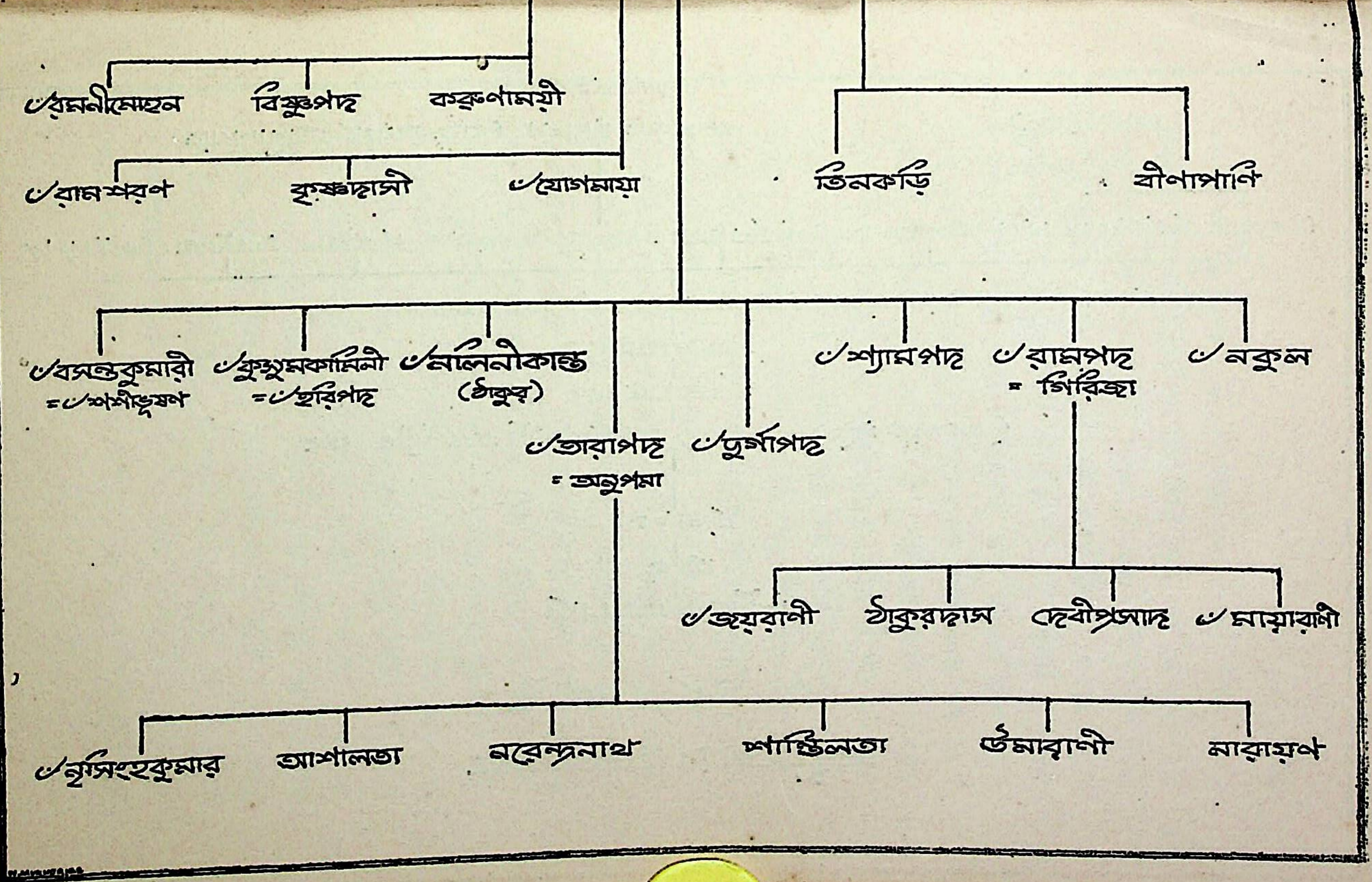

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হালিসহর খাসবাটীর
মুখোপাধ্যায় বংশ

শ্রী নিবাস ঠাকুর

কন্যা

তৎ কন্যা

২৫। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় (ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ)

২৬। রামচন্দ্র

২৭। রামজীবন

২৮। উদয়নারায়ণ (সপ্তদশ শতকের শেষ বা অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগ)

২৯। নবকুমার ভবকুমার শম্ভুচন্দ্র মহেশচন্দ্র নীলমণি সোমচন্দ্র বিশ্বনাথ লালমোহন ভৈরবচন্দ্র জগৎচন্দ্র রামচাঁদ

নীলমণি — খাসবাটীতে এখনও ইঁহার বংশধর বর্তমান

রামচাঁদ — কাশীপ্রসাদ — বৈদ্যনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুলীনবংশ। শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দৌহিত্র-বংশের শাখা ওটি। অন্তরে উল্লসিতা যোগেন্দ্রমোহিনী ভাবেন সবই মিল হল যে—বিধাতার কি নির্বন্ধ দেখি। বাড়ি ফিরে সাগ্রহে ভট্টাচার্যমশাইয়ের কাছে খুঁটিয়ে খবর দিলেন এই পাত্রীটির। অবস্থা ওদের ভাল নয়, দিতে-থুতে বেশী পারবে না। বৈদ্যনাথ মুখুজ্যের আরও একটি মেয়ে আছে। তাকেও পার করতে হবে তো! কিন্তু না-ই বা দিল কিছু? নলিনের জন্য অমনি একটি বউ তিনি চাইছেন—টাকাকড়ি তো চাইছেন না! তাঁদের ছোট জামাইয়ের চেনা ঘর। পোড়াদহের কুটুমবাড়ীতে খোঁজ নিলেই ও-মেয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভুবনমোহন সব শুনে বললেন, 'আচ্ছা এ-সম্বন্ধ আমার মনে রইল। আরও কিছু দিন যাক। ছাত্রবৃত্তি পাশ দিয়ে নলিন এবার বড় ইস্কুলে যাবে। এনট্রান্সের পড়া পড়তে-পড়তেই না হয় বিয়ে করবে। এখন কি?'

ওদিকে যাত্রা-নাটকের রাজ্য হতে ততদিনে আধুনিক কাব্য-উপন্যাসের রাজ্যে ঢুকেছে নলিনীকান্ত। পড়াশোনায় সে খারাপ ছিল না। বিশেষত বাংলা লেখার হাত ভাল দেখে মাষ্টারমশাইরা ওকে ঈশ্বরগুপ্ত মধুসূদন দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন। বটতলার ছাপা উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' মনোমোহন বসুর 'সতী' 'প্রণয় পরীক্ষা' 'পার্থপরাজয়' এবং 'আনন্দময়' ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মোহন্তের চক্রভ্রমণ' 'কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে' মহেশচন্দ্র দাশের 'দক্ষযজ্ঞ' 'তরণীসেন বধ' 'বিজয়বসন্ত' ব্রজমোহন রায়ের 'দানববিজয়' 'কংসবধ' দাশু রায়ের পাঁচালী তাছাড়া ভ্রমকৌতুক ভ্রান্তিবিলাস (Comedy of Errors) মহাশ্বেতা কাদম্বরী কুলীনকুমারী মডেল ভগিনী (যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু) হরিদাসের গুপ্তকথা-জাতীয় বই তখন শহর থেকে গ্রামের দিকেও রওনা দিয়েছিল। কৃষ্ণনগরের পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেহেরপুর অঞ্চলে যাঁরা যাতায়াত করতেন তাঁদের হাতে ওইসব বই পল্লী-অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। ছাপানো যাত্রা আর পালার খোঁজ করতে গিয়ে ওসব নলিনীকান্তেরও নজরে এসেছে। খুব যে একটা ভাল লেগেছে এমন নয়। নাট্যকার হিসাবে বরং নবদ্বীপের মতিলাল রায়কে এদের সকলের চেয়ে তার ভাল লাগে।* আসলে পৌরাণিক আখ্যানগুলিই তখনও তার চিত্ত অধিকার করে ছিল। অন্য ধরনের লেখায় সে-রস মিলত না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অত নাম থাকলেও ওইজন্যই হয়তো ভারতচন্দ্রকে তার বেশী ভাল লাগত। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' 'সধবার একাদশী' 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-র তখন দেশজোড়া নাম। তবু ওগুলো নলিনী-কান্তের মনে দাগ কাটল না। সামাজিক চিত্র নিয়ে প্রহসন-জাতীয় লেখাই যদি লিখতে হয় তো 'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র কাছে কেউ লাগে না। বিশেষ করে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা।' পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে নলিনের মনে হল – ঠিক এমনি ভাষায় এমনি করেই 'কুষ্টি' কাটতে হয় সমাজের ভণ্ড-বদমাসদের নিয়ে। ওর মনে যেন একটা দাগ কেটে দিল বইখানা। যত পড়ে, যেন পুরানো হয় না।

তবে সাহিত্যিক হিসাবে নলিনীকান্তকে সত্যি মুগ্ধ করলেন মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্র। মতিলালের নাটক যাত্রার আসরে মন মাতায় সন্দেহ নাই। কিন্তু পড়তে যদি হয় তো এই দুজনের লেখা। প্রহসন হিসাবে মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' অতুলনীয়। দীনবন্ধু মিত্র তো কেবল এরই অক্ষম অনুকরণ করেছেন। আর কবিতা ?

---

* যোগীগুরুতে বঙ্কিমচন্দ্র মতিলাল রায় এবং মধুসূদন এই তিনজনকে লেখক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। প্রথম সংস্করণ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে॥

রসাল ও স্বর্ণলতিকা পড়ে অনিচ্ছাতেও একদিন মধুসূদনকে নলিনীকান্তের ভাল লেগেছিল। কিন্তু এ-কবিতা পড়ে তাঁর খৃষ্টান হওয়া আর মদ খাওয়াটাও ভুলে যেতে হয় যেন। তাছাড়া বয়স হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মধুসূদনের জীবনকাহিনী শুনে শ্রদ্ধাই বেড়েছে তাঁর উপরে। একটা গল্প নলিনীকান্তেরা খুব শুনতেন। হিন্দু স্কুলে রামচন্দ্র মিত্র নামে একজন শিক্ষক একদিন ভূগোল পড়াতে-পড়াতে বলে বসলেন, 'পৃথিবীর আকার যে গোল তোমার বাবা একথা স্বীকার করবেন না ভূদেব!' ঘটনাটি ভূদেব মুখুয্যের লেখাতেই পাওয়া যায়। তিনি বাড়ি এসে বাবাকে প্রশ্ন করতেই তিনি গোলাধ্যায় খুলে দেখিয়ে দিলেন 'করতল-কলিতামলকবদমলং বিদন্তি খে গোলম্।' পরদিন ক্লাসে এসে একথা বলতেই রামচন্দ্র মিত্র বললেন, তোমার বাবা মহাপণ্ডিত তিনি বলবেন বৈ-কি। কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণই এটা জানেন না। 'ইংরেজিওয়ালা মাত্রেই ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। ইংরেজী বিদ্যালয়ের নব্যশিক্ষিত শিক্ষকদের ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা কোন বিদ্যাতেই তাঁহাদের সমকক্ষ নন, সংস্কৃত ছাড়া যাঁরা ইংরেজী জানেন না তাঁরা প্রকৃত বিদ্বান নন।'*—ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এই কথাগুলি নলিনীকান্তের বড় ভাল লেগেছিল। স্কুলে পড়তে গিয়ে তারও এমনি মনে হত, একটা হীনতাবোধে ভুগতেও হত। ভূদেববাবু প্রথম তাকে যেন পায়ের তলায় মাটি দিলেন একটু।

* বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২য় খণ্ড।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইংরেজিওয়ালাদেরও সমালোচনা করা যায় তাহলে? আবার ভূদেববাবুর এই কাহিনীটিতে মধুসূদনের ভূমিকা আরও সুন্দর। ক্লাসে যখন রামচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে ভূদেব মুখুজ্যের এইসব কথা হচ্ছে, একটি ছেলে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়েছিল। ছুটি হতেই সে-ছেলেটি সোজা ভূদেবের কাছে এসে শেকহ্যাণ্ড করে জিজ্ঞাসা করল 'ভাই তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?' ইনিই মধুসূদন দত্ত। তিনি যেচে এসে বন্ধুত্ব করলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

স্বদেশের গৌরবে মধুসূদনও উৎফুল্ল হতেন তাহলে? খৃষ্টান হলে কি হবে, মনে-প্রাণে এদেশের মহিমা তিনি স্বীকার করতেন। তা না হলে আর এসব কবিতা লিখলেন কি করে—

মোহিনী রূপসীবেশে ঝাঁপি কাঁখে করি
পশিছেন ভবানন্দ দেখ তব ঘরে
অন্নদা!

* *

তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি অন্নদামঙ্গল
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডল॥

গুণীই গুণের মর্ম বোঝে। দেখ, মধুসূদনের খুব প্রিয় ছিলেন ভারতচন্দ্র। 'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী'—এ তো কবেই মুখস্থ হয়ে গেছে নলিনের। মধুসূদন ঈশ্বরী পাটনীর নামেও কবিতা লিখেছেন। তারপর এই যে—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশি কবীশদলে তুমি পুণ্যবান॥

মধুসূদন ভাগীরথীর সঙ্গে তুলনা করেছেন কাশীরাম দাসকে—চন্দ্রচূড়-জটাজালে আবদ্ধা জাহ্নবীর মত সংস্কৃত মহাভারত আমাদের দুরাপণীয়। কিন্তু—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !

আবার এই তো কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কথা—

কবিতা-পঙ্কজ-রবি শ্রীকবিকঙ্কণ
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! * *
* *
এবে কে না পূজে তোমা মজি তব গানে ?
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

নলিনীকান্তের কিশোর মনও মধুসূদনকে বলে 'ধন্য' ! তার বাল্যের স্বপ্ন-ভরা কাব্যগুলিকে নতুন মর্যাদায় মাইকেল মহিমান্বিত করলেন, এযুগের মহাকবির সমর্থনে তার রসের আশ্রয় ওই পাঁচালী-পুরাণকে সে আবার নতুন করে ফিরে পেল।

নমি আমি কবিগুরু, তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরঃ চূড়ামণি !
* * *
* * কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি
এ-বঙ্গের অলঙ্কার।

এ আর যার-তার প্রশংসাপত্র নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ধুরন্ধর হয়ে, বলতে গেলে যিনি ইওরোপীয় কাব্যসাহিত্যের প্রেমে পড়েই স্বধর্ম বিসর্জন দিয়েছিলেন এ সেই মধুসূদনের প্রশস্তি। বাস্তবিক তখনকার ইয়ং বেঙ্গলকে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলায় মধুসূদনের যে কতখানি হাত ছিল তা আমরা খুব কম ভাবি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন। তখনকার দিনে কী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অসামান্য কাজ করিলেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মধুসূদন কি বঙ্কিমেরও পুরোগামী ছিলেন না? নব্যশিক্ষিত বাঙালীকে তিনিই বাংলা সাহিত্য ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রসিদ্ধ কবিতা—

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তা সবে, অবোধ আমি অবহেলা করি
পর-ধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!

এ কি তখনকার দিনে প্রত্যেক ইংরেজিশিক্ষিতকেই ভাবিয়ে তোলেনি? এ কেবল মুখের কথা নয়। মহাকবির জীবনের মূল্যে কেনা অমূল্য অভিজ্ঞতা।

আমাদের ধারণা কৈশোরে নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে অন্তত 'মাতৃ-ভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে'-সম্বন্ধে মধুসূদনই অত্যন্ত সচেতন করে তুলেছিলেন। স্কুলের শিক্ষায় যে-বয়সে দেশের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে তার মন বিরাগে ভরে উঠেছে ঠিক সেইসময় মধুসূদন কিন্তু তার বাংলাসাহিত্যে অনুরাগ দ্বিগুণিত করে তুললেন। পরিণত বয়সে বাণী-আরাধনা করতে গিয়ে মধুসূদনকে তাঁর মনে পড়েছিল স্বাভাবিক নিয়মে—

'বঙ্গের গৌরব-রবি,
শ্রীমধুসূদন কবি,—
ঘয়ে র ফলা ঈ দিয়া ঘৃত লিখিয়া সে,
তোমার প্রসাদে কাব্য প্রকাশিল শেষে।'

*

পাড়ার লোকের নামে ছড়া কেটে যে-সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত তাকে মধুসূদন সুপরিণত করে তুললেন। লুকিয়ে কবিতা লেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাটক রচনার চেষ্টা চলতে লাগল—বন্ধুমহলে খাতির বাড়ল নলিনীকান্তের। আর এই হালকা মেজাজকে মেজে-ঘষে পালিশ করবার কৃতিত্বটা হল বঙ্কিমচন্দ্রের। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় সাহিত্যের নামে নকশা আঁকাটা চেনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সৎসাহিত্য কাকে বলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার আদর্শ তুলে ধরলেন। পদ্যে মধুসূদন গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র—নলিনীকান্তের মতে বঙ্গসাহিত্যের একচ্ছত্র অধিপতি।

১৮৯১ সালে ডেপুটিগিরি থেকে অবসর গ্রহণ করে পৈতৃক নিবাস কাঁঠালপাড়াতেই বঙ্কিম বেশীর ভাগ সময় থাকতেন। মেহেরপুরের মানুষের পক্ষে নৈহাটি কৃষ্ণনগর তো ঘরের কাছেই। সচ্চরিত্র স্বধর্মনিষ্ঠ এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিচারক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র তখন সারা বাংলা দেশে শ্রদ্ধার পাত্র। খুলনার নীলকর সাহেবদের তিনি কী কঠোরভাবে দমন করেছিলেন বাংলার সর্বত্র সে-গল্প ছড়িয়ে পড়েছে। এই সাহেব-দলনের জন্যই যে তিনি জীবনে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের বেশী আর কিছু হতে পারলেন না তা-ও লোকে বলাবলি করত। তার উপর তাঁর ওই আশ্চর্য উপন্যাসগুলি আর বঙ্গদর্শন! অন্যে কি বলবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন—'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।' ১৮৭৪ সনে বহরমপুরে কর্ণেল ডফিন নামে এক ইংরেজ বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করায় তিনি আদালতে ফৌজদারী মামলা রুজু করে ডফিনকে তার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন। বঙ্কিমচন্দ্র কি কেবল সাহিত্যিক? তিনি সে-যুগে নব্য শিক্ষিত হিন্দুর আদর্শ! শিবনাথ শাস্ত্রীর কথামত ১৮৭৯ সাল থেকে আমরা যদি হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা ধরি তো তার মূলে বঙ্কিমের প্রভাব অনস্বীকার্য। শাস্ত্রীমশাই নিজে বঙ্কিমকে এ-যুগের অন্যতম প্রধান পুরুষ বলেছেন। তাঁর মতে, 'বঙ্কিমবাবু যেন দেশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।'

বঙ্কিমের লেখা পড়ে নলিনীকান্তেরও তাই মনে হল। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়চন্দ্র ছাত্রদের চরিত্রে যে-গাম্ভীর্য ও নৈতিকতা সঞ্চার করতে চাইতেন বঙ্কিমসাহিত্যে তারই ভাস্বর প্রভা। উপরন্তু তিনি স্বদেশানুরাগী।

'চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী মৃত্তিকা-রূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশদিক—দশদিকে প্রসারিতা * * এ মূর্তি এখন দেখিব না, কিন্তু একদিন দেখিব।'

—কমলাকান্তের দপ্তর

নলিনকান্তের 'জাতীয় অভিমান' ছিল। বঙ্কিমের এ আক্ষেপ আর আশা দু-ই তার প্রাণস্পর্শ করবে জানা কথা। তার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কুতবপুরের চট্টোপাধ্যায়-বংশের কি নাকি একটা দূরসম্পর্কও আছে। জামাইবাবুদের একজনকে ধরে নলিনীকান্ত কাঁঠালপাড়ায় গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপের অছিলা খোঁজে। অনেক প্রশ্ন তার মনে। এমনি একজনের দেখাই তো সে চাইছিল।

দারিয়াপুর স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রথম প্রথম শনি-রবিবারে নলিন বাড়ি আসত। হঠাৎ হঠাৎও একেকদিন সোজা স্কুল হতে কুতবপুর চলে যেত। মায়ের জন্য যখন বড় বেশী হুহু করত মন, তখনই একবার গিয়ে দেখে আসত। মুখে সে-কথা কোনদিনই অবশ্য বলত না। কিন্তু মা বুঝতেন। সেসব গেছে বহুদিন। আজকাল ছুটি হলেও নলিনীকান্ত বাড়ি আসে না। চলে যায় কৃষ্ণনগর কি নৈহাটি কাঁঠালপাড়া। বঙ্কিমচন্দ্র নাতি সম্পর্ক পাতিয়েছেন তার সঙ্গে। সময়টা কাটে ভাল সেখানে। এক-আধবার তাঁর সঙ্গে কলকাতাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘুরে এসেছে। কুতবপুর ভুলে থাকতেই ভাল লাগে। দুবছরের রাম আর ছোট খুকীকে নিয়ে মা আজকাল এত ব্যস্ত থাকে যে সে দেখলেও রাগ হয়। তারই মধ্যে সব ফেলে নলিনের খোঁজ করে অবশ্য। কিন্তু কাজ কি অত গণ্ডগোলে? কিছুদিন হল এবার আবার কুতবপুরে কলেরা লেগেছে। দিদিমারা একেবারেই যেতে বারণ করেছেন ওখানে। ভট্টাচার্যমশাই নাকি লোক পাঠিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন বড়ছেলে যেন না যায়।

পড়াশোনা সেরে একরাত্রে রাধাকান্তপুরে ঘুমিয়ে নলিনীকান্ত স্বপ্ন দেখল মা যেন তার মরমর। সবাই মাকে ঘিরে বসে আছে। মা চারিদিকে চেয়ে ক্ষীণ স্বরে বললেন 'আমার নলিন কই? সবাই এল সে এল না? তাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না?' কেঁদে উঠতেই ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে নলিনীকান্ত। কেন এমন স্বপ্ন দেখলাম? সত্যি-সত্যি কলেরা হয়নি তো মায়ের? অমনি মনে পড়ে বিদ্যাসাগরের অনুশাসন—'স্বপ্নসকল অমূলক চিন্তা মাত্র।' ঈশ্বরচন্দ্র কি না জেনে অতবড় কথা লিখেছেন? আর এ-স্বপ্নের হেতু খুঁজে পাওয়া তো শক্ত নয়। কুতবপুর অঞ্চলে কলেরা লেগেছে তা নিয়ে মনের কোণে একটু দুশ্চিন্তা আছে-ই। তাই এ-স্বপ্ন। তবু মনে হয় একবার যাই বাড়িতে। কিন্তু গিয়ে কি বলবে? স্বপ্ন দেখে এসেছি? মেয়ে-মহলে স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা শুনে কতবার ঠাট্টা করেছে মা-খুড়ি-পিসীদের। আজ নিজে দুঃস্বপ্ন দেখে অস্থির হলে তারা হাসবে না? সকালে উঠে যথারীতি খেয়ে-দেয়ে নলিন স্কুলে চলে যায়।

বিকালবেলা কিন্তু স্কুল থেকে বাড়ি না এসে সে পারল না। সারাদিন মায়ের সেই বিবর্ণ শুকনো মুখ আর ভাঙা গলা মনে পড়ছে। 'কলেরা হচ্ছে চারিদিকে তাই একবার দেখে গেলাম সবাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল আছ কিনা'—গিয়ে না হয় এ-ই বলা যাবে। বাবা বেশী বকবেন না নিশ্চয়। নলিন বহুদিন বাড়ি যায় না।

সেই গেল নলিনীকান্ত, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। আগের দিন রাত্রেই যোগেন্দ্রমোহিনীর কলেরা হয়েছিল। ছেলে বাড়ি এসে শেষ দেখাও দেখতে পেল না একবার। শ্মশানে তখন মাণিক-বউএর চিতা জ্বলছে, মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন ভুবন-মোহন। বাড়িতে আছাড় খেয়ে কাঁদছে তিন ভাই, খুড়িদের কোলে বায়না করে অস্থির হচ্ছে রাম। দুবছরের শিশু জানে না মায়ের কোল আর সে পাবে না। 'মা' বলে একবার বুকফাটা ডাক দিয়েই তার দিকে চেয়েই হয়তো নলিনের চোখের জল শুকিয়ে গেল। কাঠ হয়ে বসে রইল সে। এ কি হল? এমন করে মা চলে যাবে কখনও তো ভাবেনি। আর, সেই প্রথম বিদ্যাসাগরের উপর অসীম বিশ্বাস চিড় খেয়ে গেল। তবে এ-পাণ্ডিত্যের কি দাম? ঈশ্বরচন্দ্রের ওই কথাটা অভ্রান্ত মনে না করলে এতটা দেরি হত না আসতে।

সবই ভাগ্য—সময়ে স্কুলে লোক পাঠিয়ে নলিনকে খবর দেওয়ার কথা কারও মনে হয়নি। মাণিক-বউএর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেই সকলে ব্যস্ত—কৃষ্ণনগর থেকে সাহেব ডাক্তার আনার চেষ্টা করা হয়েছে। নলিনকে আনায় কে? মা কিন্তু প্রথম থেকেই বড় ছেলেকে খুঁজেছিল। খুড়িরা মাসীরা কাঁদতে-কাঁদতে শোনান, নলিনের কথা বলেই শেষ নিশ্বাস ফেলেছে তার মা। বলে গেছে 'তাকে বলো আমি তাকে জগদম্বার কোলে দিয়ে গেলাম। আমার আশীর্বাদে মা তাকে চিরদিন রক্ষা করবেন।'

তাড়াতাড়ি উঠে লোকের চোখের আড়ালে চলে যায় নলিনীকান্ত। 'মা, ওমা' বলে তারাপদদের মত কাঁদবার বয়স তার চলে গেছে। তের বছর পার হতে চলল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মাকে কত কষ্ট দিয়েছি ভেবে আজ দুঃখ হয়। কিন্তু সেই ঘাত-প্রতিঘাত ভগবানের ইচ্ছায় সকলেরই মঙ্গলের কারণ হয়েছিল এও ঠিক। * * * আমার মায়ের মত সুগৃহিণী আমি খুব কম দেখেছি। তাঁর অশেষ গুণ ছিল। তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী আর সত্যপরায়ণা ছিলেন।

'রাগ করে না খেয়ে থাকতাম। বাবা বলতেন, ওকে সেধ না খিদে পেলে আপনি খাবে। তাঁর কথামত মুখে কিছু না বলে মা-ও সমানে উপোস করে থাকতেন। আমি তাঁর প্রাণ ছিলাম। একটু মুখ ভার দেখলেই মা ব্যাকুল হয়ে তার কারণ জানতে চাইতেন। সাধ্যমত প্রতিকার করতেন। এমন-কিছু যদি হত যার প্রতিকার করা মায়ের সাধ্য নাই তাহলে বাবাকে অনুরোধ করতেন।'*

মা যে তাকে এত ভালবাসত সে যে মায়ের 'আদুরে ছেলে', মা থাকতে নলিনের একথা কোনদিন এমন বিশ্বাস হয়নি কেন কে জানে! আজ তাকে হারিয়ে কতদিনের কত কথাই ছায়াছবির মত ফুটে ওঠে স্মৃতিপটে। মনে হয় যা হারালাম তা কি আর কোন দিন ফিরে পাব ?

এদিকে মা মারা যাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সাতদিনের আগে-পিছে আরও দুজন চলে গেল ভটচায-বাড়ি থেকে। ভুবন-মোহনের সাজানো সংসার কাল ঝড়ে তছনছ হয়ে গেল। মৃত্যুর ধ্বংসলীলা নলিন এত কাছে থেকে কবে দেখেছে আর? একটা নতুন অভিজ্ঞতায় নাড়া খেয়ে তার মন আরও জেগে ওঠে।

শোকে মুহ্যমান ভুবনমোহন তাড়াতাড়ি ছেলেদের রাধাকান্ত-পুরে পাঠিয়ে দেন। কাজ নাই এখানে থেকে। কার কি হয় বলা

* ৺স্বামী যোগানন্দজীর ডায়েরি হতে।

—৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় না। জীবনে এই প্রথম বাবার জন্য নলিনের একটু কষ্ট হয়। মায়ের সেবা-যত্ন তো সে দেখেছে। দিন কাটানো ভার হবে বাবার।

মায়ের আকস্মিক মৃত্যু অনেক ভাবিয়েছিল নলিনীকান্তকে। ও-মৃত্যু প্রথমেই মুক্তি দিয়েছে পুথির অনুশাসন থেকে। চালাক হয়ে গেল সে। শিখে নিল, নির্বিচারে কোন কথা মানতে নাই কারও—তা সে ঈশ্বরচন্দ্র কেন, স্বয়ং ঈশ্বর বললেও নয়। জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই বিচার-বুদ্ধি তার পাওয়া। বিদ্যাসাগরের বচন অভ্রান্ত মনে না হলে সকালবেলাই চলে যেত সেদিন। একবার শেষ দেখাটা হত মায়ের সঙ্গে। তার চলে যাওয়াটা এত বাজত না তাহলে। ভাবতে গিয়ে আবার কেমন একটা রাগও হয় পরক্ষণে। দেখা না হয়েছে, বেশ হয়েছে। কিই-বা হত দেখা হলে? সে তো মরে গিয়ে সব ভুলে গেছে। আমিও ভুলে যাব দুদিন পরে, আপদ যাবে। মরার সময় যে আমার নাম করে মরল মা—কই আর দেখতে এল কি? সব—ও-সব শুধু মুখের কথা। সে কি আর সত্যি ভালবাসত আমায়, বাসত বাবাকে। কিন্তু তা-ই বা বলি কেমন করে? বাবাও যে কোনদিন দেখা পেয়েছেন তার এমন তো শুনিনি। পেলে নিশ্চয় ছেলেদের কারও কাছে একবার বলতেন। কি দুনিয়ার নিয়ম যে! এত কান্নাকাটি ভালবাসা-বাসি—আর মরল তো কেউ কারও নয়?

মৃত্যুর পটভূমিতে এই বৈরাগ্যের সুরটি সচেতন হয়ে অনুভব করা নলিনীকান্তের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা। গ্রামের হিন্দুসমাজে মানুষ হয়ে জন্মাবধি কতই না বৈরাগ্যের বাণী শুনেছে। আজ সেই নেপথ্যসঙ্গীত যেন অনেকটাই স্ফুট হয়ে ওঠে মনের পর্দায়।

সংসারে সকলি ফাঁকি আঁখি মেলি দেখ মন।
মিছে কান্না ছায়া মাত্র মহামায়ারি স্বপন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নলিনীকান্ত ভাবে তাই তো দেখছি। শুধু শুনতে ভাল লাগে বলে যা কান পেতে শুনেছি একদিন, তার পূরবী তানে আমার মনের ছবিও ফোটে দেখি!…একটা ধর্মপিপাসা আবছাভাবে জেগে ওঠে অন্তরের গহনে। তার মূলেও সুদূর শৈশবের সংস্কার। এদিকে সব ফাঁকি জেনে ওদিকে কিছু আছে কিনা তার সন্ধানে হাতড়ে বেড়ানো।

তুমি কার কে তোমার ভবে
মিছে মায়া বন্ধু-বান্ধবে
সময়ে পালাবে সবে ফিরে না চাহিবে তখন ॥

মা যে চোখে আঙুল দিয়ে তা-ই আমায় দেখিয়ে গেল। তবে কি নীলকণ্ঠের গানে এর প্রতিকারের যে-ইঙ্গিত আছে তা-ই পথ?

নয়ন মুদে থাক কারে নাহি চাও
যশোদাত্বলালে হৃদয়ে নাচাও,
যদি ভবপারে সুখে যেতে চাও অনিত্য বাসনা ঘুচাও অন্তরে ॥

না, নলিনীকান্ত তুঃখবিলাসী নয়। ছোট থেকে সংসারের বিচারে সুখই পেয়েছে সে।—নীলকণ্ঠের ওই গানটা তার বড় প্রিয়। তবে কিনা 'নিরানন্দে কেন সদানন্দে থাক'—এই বোধটি উদ্যত রাখার জন্য তাকে 'শ্রীগোবিন্দ বলে বাহু তুলে' ডাকতে হয়নি কোন-দিন। নিরানন্দের কারণগুলিকে সে গায়ের জোরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে এতকাল। হাঁসের মত পাখা ঝাড়া দিয়ে তার মন ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে অভিমানের অশ্রুজল আর বঞ্চনার ধূলা-কাদা। কিন্তু বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধি পাকছে। নলিনীকান্ত এখন বুঝতে পারে, মাকে নিয়ে যে-সমস্যা সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার সমাধান সহজ হতে পারে। তা বলে সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধটা এত স্বচ্ছন্দে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে সাধু-সন্ন্যাসী নয়। দশজনকে নিয়েই চিরদিন চলতে হবে—তার বুড়ো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাপ ছোট-ছোট ভাই আছে। জানা কথা একদিন বিয়েও হবে, সংসার করবে। তাহলে কি ভাবে চলা উচিত তার?

সংসারে ধর্ম কি—মা চলে যাওয়ার পর এই প্রশ্নের নবোদ্ভিন্ন অঙ্কুরটি লক্ষ্য করাই নলিনীকান্তের তৃতীয় অভিজ্ঞতা।

'যে-বঙ্গগগনে রায় মহাশয় প্রভৃতি নাট্যাচার্য বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি ঔপন্যাসিক উদিত হইয়া বাসন্তী জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিয়াছেন, সেস্থানে আমার ন্যায় জোনাকিপোকার আলোক বিস্তার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।'

যোগীগুরু—প্রথম সংস্করণ

রায় মশায় বলতে মতিলাল রায়। তাঁর কথা পরে। আগে বঙ্কিমের কথাটাই তোলা যাক। নলিনীকান্তের উপর বঙ্কিমবাবুর যে অসামান্য প্রভাব ছিল তার অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে উপরের ছত্র কয়টি সর্বপ্রধান। কারণ যোগীগুরু বইখানা একরকম বনবাসে বসেই লেখা। সেখানেও সকলের আগে নাট্যকার মতিলাল রায় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র আর কবি মধুসূদনকে স্মরণ করাটা প্রথম জীবনের গভীর অনুরাগের চিহ্ন। এঁরা তিনজনই তাঁর সাহিত্যগুরু। কিন্তু বঙ্কিমের ভূমিকা আরও গুরুতর এবং সেটাই স্বাভাবিক।

বঙ্কিম সম্বন্ধে যিনি যা-কিছু বলেছেন সবার সেরা হল শ্রীঅরবিন্দের উক্তি—'The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later Bankim was a seer and nation-builder. আমরা ১৮৯২—৯৪ সালের কথা বলছি। নলিনীকান্ত এই শেষদিক্কার দেশসেবক ঋষি বঙ্কিমকেই দেখেছিলেন। তখন তাঁর বারখানা উপন্যাসেরই পরিমার্জিত সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। বঙ্গদর্শনের পর্ব শেষ করে বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্র এবং ধর্মতত্ত্বও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। ছাত্রবৃত্তির পালা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাঙ্গ হলে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে যাবার মুখে সে-যুগের এই মনীষী যে নলিনীকান্তের মনে প্রভাব বিস্তার করবেন এ-কিছু আশ্চর্য নয়।

বঙ্কিমের পড়াশোনা কি রকম উঁচুদরের ছিল আজ আমরা তার কতটুকু খবর রাখি? সেকালের লোক কিন্তু জানত তিনি একদিকে বেদ-উপনিষদ ষড়দর্শন স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণেতিহাস ও কাব্য-সাহিত্য অন্যদিকে কাণ্ট হেগেল কুজ়াঁ কোঁৎ স্পেন্সার মিল বেন্থাম হক্সলি টিণ্ডেল ফ্রেডারিক হ্যারিসন মেথ্যু আরনল্ড রেনাঁ—সবই রীতিমত খুঁটিয়ে পড়েছেন।* বহুমুখী প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্রের। বিজ্ঞান এবং প্রত্নতত্ত্ব নিয়েও প্রচুর নাড়াচাড়া করেছিলেন। পরবর্তী কালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—'তাঁর ভারত-কলংক প্রবন্ধের পর বিয়াল্লিশ বছর কেটে গেছে বাংলার কলংক প্রকাশের পর গেছে ত্রিশ বছর কিন্তু আজ পর্যন্ত যেসব প্রমাণ বার হয়েছে তার কোনটিই বঙ্কিমের বিরুদ্ধবাদী হয়নি।' বাঙালীর উৎপত্তি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ করেছিলেন বাংলার অধিবাসীরা বিশুদ্ধ আর্যবংশ-সম্ভূত নয়। তাঁর ১২৮৭ সালে লেখা ওই প্রবন্ধও সত্যতথ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আচার্য যদুনাথ বলেছেন বঙ্কিমের সাতখানি উপন্যাসকেই আধুনিক বিদেশী পণ্ডিতদের বিচারে ঐতিহাসিক বলা যায়।

এ-সবই বঙ্কিমের অসামান্যতার পরিচয়। সেকালে এই অসামান্য পুরুষটির প্রভাব এড়ানো কঠিন ছিল। নলিনীকান্তের জীবনাদর্শেও তার ছাপ পড়বে বৈ-কি। শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত-ভাবে আলাপ-পরিচয় ছিল। থাকতেও পারে। কলকাতায় প্রতাপ চাটুজ্যের গলিতে বসবাস করতে থাকলেও কাঁঠালপাড়ায় তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না এমন নয়। আর আলাপ হয়ে গেলে কলকাতার বাসায় যাওয়াও সম্ভব। কিন্তু নলিনীকান্ত

* বিপিনচন্দ্র পাল—নারায়ণ পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১৩২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র জীবিত বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র সরকারের কাছ থেকে এ-সম্বন্ধে কোন নিঃসংশয়িত প্রমাণ না পাওয়ায় জোর করে কিছু বলা শক্ত। বঙ্কিম যেখানে যেতেন সেখানেই তাঁকে ঘিরে বৈঠকী আলোচনার আসর বসে যেত। নৈহাটি-কাঁঠালপাড়া অঞ্চলে যখন তিনি যেতেন তখন সেই সব আসরের কোন-কোনটিতে নলিনীকান্তের উপস্থিতি সম্ভবপর। জ্ঞাতি সম্পর্ক ধরে আলাপ করাও বিচিত্র নয়। সেকালে গ্রাম-সমাজে এর খুব চল ছিল এবং বঙ্কিমের মত সজ্জনরা এরকম আত্মীয়তাকে এককথায় নাকচ করে দিতেন না। হাসিমুখে সদালাপই করতেন এসব 'সুবাদে জ্ঞাতি'দের সঙ্গে। আর তা যদি না হয়, তাহলে বলতে হবে তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলীই প্রথম জীবনে নলিনীকান্তকে অনেকটা পথ-নির্দেশ দিয়েছে। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও শৈশবে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়চন্দ্র যেমন দিয়েছিলেন।

মোট কথা—মা-হারা নলিন যখন সংসার-সমাজ সম্পর্কে তার অনাসক্তিটা ধরতে পেরেছে সেই সময় তাকে সংসার-ধর্মের পাঠ নিতে সাহায্য করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। অবশ্য বিদ্যাসাগর এবং দত্তমশাইয়ের শিক্ষানীতিতে একটা আদর্শ মনে ধরাই ছিল। কিন্তু নলিনীকান্ত তো এক-আধজনকেই পুরা বিশ্বাস করতে পারছে না আর। তার চোখ-কান ফুটেছে। যা গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে বারবার তা যাচাই করে নেওয়া ভাল। তার মন সে-যুগের সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমকেই তখন কষ্টিপাথর হিসাবে বেছে নিল।

বঙ্কিম ইংরেজ-বিদ্বেষী ছিলেন না। বঙ্গদর্শনের ভূমিকায় তিনি স্বচ্ছ ভাষায় তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন—'আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে ইংরাজি শিক্ষাই তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে প্রধান। ……কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। ……পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সায়েব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিলটি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল।'

যারা একেবারে চোখ-কান বুজে কারও প্রভাবে পড়ে যায় নলিনীকান্ত কোনদিন সে-জাতের ছেলে নয় কিন্তু। জেদী একগুঁয়ে বদরাগী ছেলেদের ওই একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। নিজস্ব মতামত গড়ে নেওয়ার মত মেরুদণ্ড নলিনের ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতগুলি তার রুচিকর হয়েছিল বলেই সে আকৃষ্ট হল তাঁর দিকে। আগেই বলেছি হিন্দু-ব্রাহ্মণের জাতীয় অভিমান নলিনের মজ্জাগত। অথচ আধুনিক শিক্ষার সুফলকে গোঁড়ার মত অবজ্ঞা করতে পারেনি। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ওই রায়টা তার বড় মনে ধরল।

'যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা কপালে কপালজোড়া ফোঁটা মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধম ম্লেচ্ছ। তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়।'

ধর্ম্মতত্ত্ব—অনুশীলন

নলিনীকান্ত এক্ষেত্রেও তাঁর সঙ্গে একমত। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' পড়ে তথাকথিত হিন্দুয়ানি সম্পর্কে বিতৃষ্ণা এসেছিল তার। লক্ষ্য করে দেখেছে আশেপাশে হিন্দু বলতে এরাই বেশী। কিন্তু তাহলে উপায়? নকল ইংরেজ হওয়া চলবে না, হতে হবে হিন্দু। অথচ সমাজে হিন্দু বলতে যা বোঝায় তা তো ও-ই। তাহলে যাব কোন্ পথে? বঙ্কিমের কাছে তারও একটা সদুত্তর পাওয়া গেল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয় তবে মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ। কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল পরকাল ঈশ্বর মনুষ্য সমস্ত জীব সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম।'

ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন

প্রচলিত হিন্দুধর্ম প্রকৃত হিন্দুধর্মের খোলস—খুব অল্প বয়সেই কি করে যেন নলিনীকান্তের এমনি একটা ধারণা হয়েছিল। তার মূলে গ্রাম-বাংলার যাত্রা-পালা-কথকতা-পাঁচালীর গভীর আধ্যাত্মিকতা—যা খুব ছোটতেই মনে ছাপ দিয়েছিল। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগুলি সাগ্রহে নলিনীকান্ত মেনে নিল। নিয়ে তাঁর কাছে নতুন করে শুনল চরিত্রনীতি আর পরোপকারের কথা। বঙ্কিম-চন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন কোঁতের হিতবাদ এবং চিত্তশুদ্ধিই তার মূল কথা। নলিনীকান্তের চিত্ত এ-শিক্ষার অনুকূল ছিল। বিদ্যাসাগর তো আগেই এ-পাঠ দিয়েছিলেন। এ শুধু তাঁকে বাজিয়ে নেওয়া ঋষি বঙ্কিমের অভিমত-সহায়ে। বাজিয়ে দেখে সে মন স্থির করে ফেলল। যথাসাধ্য সকলের হিত সাধন আর চরিত্রবান হওয়াই মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব আর হিন্দুত্ব কি এক নয়? এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নলিনীকান্তের একটা মতদ্বৈধ দেখা দিল। শুধু মনুষ্যত্বের অনুশীলনকে বঙ্কিম শেষজীবনে হিন্দুত্ব বা ধর্ম বলেননি।

'অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এ-প্রশ্ন উদিত হইত, এ-জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যাসত্য নিরূপণজন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা জন্য প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।'

ধর্ম্মতত্ত্ব—ঈশ্বরে ভক্তি

ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামানো নলিনের আসত না। 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বললে কি বোঝায়? কিছুই বোঝায় না। ওই কথা ক'টি পাঠ্যাবস্থায় আমার বড় অপকার করেছিল'*—প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর এ-আক্ষেপোক্তিতে মনে হয় খুব ছোট বেলাতেই ঈশ্বরতত্ত্ব আমাদের ধারণার বাইরে এটা নলিনীকান্তের মনে কেমন করে যেন বসে গিয়েছিল। কাজেই মানুষ হতে হলে ভগবানকে ভক্তি করাও অপরিহার্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এ-অনুশাসন কিন্তু নলিনীকান্তের মনঃপূত হল না। আর কেউ এই ফতোয়া দিলে নলিন তা গ্রাহ্যই করত না। কিন্তু সাহিত্যসম্রাটের কথাটা এত সহজে সে-বেচারি ওড়ায় কি করে? বিশেষত উপরের কয় ছত্র পড়লেই বোঝা যায়—অভিমতটির গুরুত্ব আছে। এ কেবল ফাঁকা আওয়াজ নয়, লেখকের আঁতের কথা। তার ফল হল এই যে নলিনীকান্ত ভাল করে বঙ্কিমসাহিত্যের পরিচয় নিতে বসল। ঈশ্বর বলতে কি বোঝাতে চান বঙ্কিমবাবু? ভগবদ্ভক্তিই বা কি?

তের-চোদ্দ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবাধীন হয়েছিল নলিনীকান্ত। ধরা যাক কিশোর বয়সে মোটামুটি বঙ্কিমের মূল বক্তব্যগুলির মর্ম তার জানা হয়ে গিয়েছিল। পরিণামটা কিন্তু

* নিঃ কথামৃত—স্বামী প্রেমানন্দ সংকলিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল হল না। বঙ্কিমচন্দ্র নলিনীকান্তকে ভগবদ্‌বিশ্বাসী করে তুলতে পারলেন না। করে তুললেন ঈশ্বরবিমুখ নাস্তিক। বঙ্কিমসাহিত্যেই তার বীজ রয়েছে। এ-সাহিত্য স্বতোবিরোধে পরিপূর্ণ।

কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পরস্পরবিরোধী মনোভাবের একটা দিক তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বিশ্বাস করেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। অথচ আগাগোড়া সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ সাজাতে গিয়ে নিজেই লড়াই করেছেন নিজের সঙ্গে। আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষের শ্রুতি-স্মৃতিতে ধর্ম ও ভগবানের যে-ছবি আছে তার সবখানি বঙ্কিমের ধারণা হত না। অথচ তিনি ভাবতেন হয়েছে। এতেও তাঁর লেখায় নানা বৈষম্য দেখা দিয়েছে। আমরা সংক্ষেপে তার দু-একটা নমুনা দেব।

ধর্মতত্ত্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, জড়জগৎকে জানবে গণিত জ্যোতিষ পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়নবিদ্যায়। আপনাকে জানবে জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান-সহায়ে। এসব জ্ঞানের জন্য 'পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে।' আর ঈশ্বরকে জানবে হিন্দুশাস্ত্রে —উপনিষদে দর্শনে পুরাণে ইতিহাসে প্রধানত গীতায়।

কিন্তু তাঁর বিবিধ প্রবন্ধে কি দেখি? হিন্দুশাস্ত্রের ত্রিতত্ত্ব তিনি বুঝতে চাইছেন মিল ও ডারুইন দিয়ে। 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' প্রবন্ধটিতে তাঁর যে-মত প্রকাশ পেয়েছে তার পরে তিনি কেমন হিন্দু এ-প্রশ্ন যদি কেউ করেন আশ্চর্য হওয়া চলে না।

'ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও তাঁহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে তৎপোষক কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন তাঁহাকে নির্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা নির্দেশ করি নাই।'

ঈশ্বরকে পুরাণেতিহাসে পাব বলে এখানে নিজেই তা উড়িয়ে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র; গীতার মহিমা প্রচার করেও তিনি বিশ্বাস করতেন দ্বাদশ অধ্যায়েই গীতার পরিসমাপ্তি। অবশিষ্ট ছয় অধ্যায় পরবর্তী সংযোজন।*

তিনি যা-ই বলুন, এর পর পুরাণেতিহাস গীতা তথা হিন্দু-শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়। আর তাঁর ঈশ্বর?

'বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে এই জগৎ ব্যাপিয়া সর্বত্র সর্বকার্যে এক অনন্ত অচিন্তনীয় অজ্ঞেয় শক্তি আছে —ইহা সকলের কারণ, বহির্জগতের অন্তরাত্মাস্বরূপ। সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমরা তদুদ্দেশে ভক্তিভাবে কোটিকোটি প্রণাম করি।'

এ-ঈশ্বর আর বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরে তফাত কি? দার্শনিকের এই 'পুরুষবিশেষ' সম্পর্কে নলিনীকান্তের আবাল্য একটা ঔদাস্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাতে ইন্ধন যোগালেন মাত্র। অমন ঈশ্বরকে বঙ্কিম ভক্তিভরে প্রণাম করুন গিয়ে, নলিন করবে না। প্রণামের দরকারই-বা কোথায়? 'সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা'—এ তো বঙ্কিমের ভক্তি নয়! 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'—তা-ও না। তাঁর ভক্তি তাহলে কি?

'কেশব আমাতেও আছেন সর্বভূতেও আছেন ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না কাহারও মন্দ করি না কাহাকেও

* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা করি……হরি সর্বময় জানিয়া সর্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্তব্য।'

ধর্ম্মতত্ত্ব—উনবিংশ অধ্যায়

এ তো সেই হিতবাদেরই উলটা পিঠ। নলিনীকান্ত ছোট থেকেই এই আদর্শের দীক্ষা পেয়েছে—ও তার ভালও লাগে। খামকা ঈশ্বরকে প্রণাম করতে যাবে কেন? সমাজের যথাসাধ্য হিত-সাধনই তো ঈশ্বরভক্তি। ওই বঙ্কিমই বলেছেন, 'ঈশ্বরের নামকীর্তন ফলপুষ্পাদির দ্বারা তাঁহার অর্চনা বন্দনা প্রতিমাদির পূজা—এ সকল গৌণ ভক্তির লক্ষণ।' অন্যত্র এগুলিকে তিনি বলেছেন ভক্তির 'নিকৃষ্ট সাধন'। নলিনীকান্তেরও তা-ই ধারণা।

বস্তুত বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বর ও ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই রয়েছে। সব মিলিয়ে পড়লে তাঁর মত বা বিশ্বাসে কটাক্ষ করা চলে না তা ঠিক। তবে কি না, 'ভাবের বিষয়'কে যুক্তি-তর্কের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে গিয়ে তিনি নিজেই ফাঁপরে পড়েছিলেন। যা বলার ছিল তা প্রাণ খুলে বলতে বঙ্কিম সাহস পাননি। তিনি যে-যুগে কলম ধরেছিলেন সে-যুগের হাওয়ায় ছিল Greatest good of the greatest number আর চারিত্র-পূজার ধুয়া। কাজেই তিনি আর যা-কিছু বলেছেন লোকের কানে তা ঢোকেনি। কিন্তু ওই যে বললেন,

'ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক ঠক করিয়া হরি হরি করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর যো ঈশ্বর করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী যাহার চিত্ত সংযত যে সমদর্শী যে পরহিতে রত সে-ই ভক্ত।'

এ একেবারে সেকালে অনেকেরই 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে' পশেছিল। নলিনীকান্ত তাদেরই একজন। দোষটা সবই বঙ্কিমের নয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যে ঘোর সামাজিক বিপ্লব দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রী তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, হিন্দু-স্কুলের ছেলেরা পৈতা নিতে চাইত না। নিলেও ফেলে দিত, সন্ধ্যাহ্নিক করত না। নলিনীকান্ত জন্মেছে উনিশ শতকের শেষ পাদে। কলকাতার হিন্দুস্কুলে সে পড়েনি। কিন্তু পৈতাটার উপরে তার অল্পদিন পরেই বিরাগ এসেছিল। বড় হওয়ার পর সন্ধ্যাহ্নিকও সে ছেড়ে দিল। পূজার্চনা ঢের হত বাড়িতে। পাছে প্রণাম করতে হয় ভয়ে সে নাকি ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াত ছল করে। তারপর প্রণাম না করেই একসময় কেটে পড়ত। এগুলি কি বঙ্কিম শিখিয়েছিলেন? তা নয়—এই হল যুগের হাওয়া। যার অর্থ বুঝি না যা বিশ্বাস করি না তা কেন করব—এই বিচারে অনেক হিন্দুই এই যুগে সমাজের নিরর্থক আচার-বিচারের অনেক-কিছু ঝেড়ে ফেলতে চাইতেন। নিজের অজানতে নলিনীকান্ত উত্তরাধিকার পেয়েছিল এই সত্যনিষ্ঠার। বঙ্কিমের লেখায় এ-ভাবনার অনুকূল যা-কিছু তা সে সহজেই মেনে নিল। বাদবাকী আর যা-কিছু তা ঠেলে সরিয়ে রাখল।

৩

দারিয়াপুরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে নলিনীকান্ত কি মেহেরপুর এনট্রান্স স্কুলে সত্যিই ভর্তি হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত? সঠিক সংবাদ একমাত্র যাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারত সেই সতীশ সরকারমশাই কিন্তু কথাটা সমর্থন করলেন না। দারিয়াপুরের লেখাপড়া সাঙ্গ করে ঢাকা সার্ভে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল নলিন, গ্রামে থেকে এইটুকুই তিনি জানেন। তার মানে পনের বছর বয়স হতেই নলিনীকান্ত প্রবাসী। তিনি কি কৃষ্ণনগরে কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন? তাঁর 'সুধাংশুবালা' উপন্যাসে রানাঘাট ও কৃষ্ণনগরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণনা এবং বারবার উল্লেখ থাকায় মনে হয় হয়তো কিছুদিন ওখানে হাইস্কুলে পড়েছিলেন। থার্ডক্লাশ পর্যন্ত পড়ে তবে সার্ভে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন এধরনের একটা জোর গুজব আছে তাঁর প্রচলিত জীবনী-কয়খানায়। কিন্তু গুজবকেই যদি তথ্য বলা যেত তাহলে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এ পড়তে গিয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন এরকম জল্পনাও রয়েছে যে!

তখনকার দিনে সার্ভে স্কুলগুলিতে কতটুকু বিদ্যা হলে ভর্তি হওয়া যেত তার উপরেই এ-প্রশ্নের সদুত্তর নির্ভর করছে। ক্যালকাটা গেজেটের সাক্ষ্যে বলা যায় যে ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পাশ করলেই ঢোকা যেত সার্ভে স্কুলে। সতীশচন্দ্র সরকারের সাক্ষ্যও এর সমর্থক। সুতরাং আমরা ধরে নিচ্ছি স্কুলের বিদ্যায় নলিনীকান্তের ওইখানেই ইতি। কিন্তু বাইরের বই পড়ার নেশাটা তাঁর ছিল। সেইসঙ্গে ছিল লেখার বাতিক। সে-যুগের নাটক উপন্যাস ভাল-ভাল প্রবন্ধ—স্কুলের তাগিদে নয় নিজের তাগিদেই তিনি পড়তে শুরু করেছিলেন।

কুতবপুরের সঙ্গে নলিনীকান্তের ভালরকম পরিচয় বিয়ের পর। তার আগে পর্যন্ত রাধাকান্তপুরই তাঁর বাসস্থলী। মা চলে যাওয়ার পর তো কুতবপুরের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম ছিঁড়েই গেল বলতে গেলে। তাঁরা পাঁচ ভাই-ই মামাবাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। তারাপদরা তিনজন দারিয়াপুর স্কুলে ভর্তি হবে। মা থাকলেও একে-একে মামাবাড়ি তাদের আসতেই হত। রাম বছর তিনেকের বাচ্চা। মাসীরা ছাড়া তাকেই-বা মানুষ করে কে? কেবল বাবার মুখ চেয়েই নলিনীকান্তকে মাঝে-মাঝে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুতবপুর যেতে হয়, দু'একদিন থাকতেও হয়। নইলে বাড়ি যেতে তাঁর ইচ্ছা করে না। গিয়ে এক-দণ্ডও টিকতে পারেন না, মন হু-হু করে। তাঁর শৈশবের সে-সুখনীড় একজনের অভাবে শূন্য বোধ হয়। মায়ের জন্যই একদিন নলিনের প্রাণ পড়ে থাকত ওই খড়ো চাল মাটির খুপড়ি ঘরে—মামাবাড়ির মস্ত বড় অট্টালিকায় মন টিকত না। আজ তো কুতবপুরের কোন আকর্ষণই নাই তাঁর কাছে। বাবা কি করে আছেন ওখানে সেইটাই যেন অবাক লাগে।

দিদিমাদের এদিকে 'পোয়া বারো'। ছাড়াপুরী তাঁদের খাঁ-খাঁ করত এতকাল। এবার চাঁদের হাট বসেছে ঘরে-ঘরে। আনন্দ দেখে কে তিন বিধবার? নলিনীকান্ত দেখেন আর ভাবেন, একেই বলে 'কারও সর্বনাশ কারও পৌষমাস'।

বড় হওয়ার পর মাসীমা দিদিমাদের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধটা ঠিক ছোটবেলার মত মধুর নাই আর। কোলে-পিঠে করে তাঁরা মানুষ করেছেন নলিনকে। এখনও ভাইদের মধ্যে তাঁরই আদর সবচেয়ে বেশী। তারাপদ আসতেই এ-বাড়ির দোতালার সেরা ঘরখানা নলিনীকান্তের ভাগে পড়েছে। তাঁর পড়াশোনার ব্যাঘাত হবে—ছোটদের ঝামেলা ভাল লাগবে না বলে আনন্দময়ী নিজে এ-ব্যবস্থা করেছেন। একপাশে তক্তাপোষে বিছানা গোটানো রয়েছে—সরুকাঠির মাদুর পাতা বসবার জন্য। আলনায় সাজানো ধুতি চাদর জুতা ছাতা। জানলার পাশে নারকেল গাছ উঠে গেছে একটা। সেই জানলার সামনে ডেস্ক পেতে সতরঞ্চি বিছিয়ে খাতা খুলে লিখছেন নলিনীকান্ত। কখনও ছাতে পায়চারি করতে-করতে নিজের সদ্য লেখা নাটকের সংলাপ নিজেই আউড়িয়ে শুনছেন কেমন লাগে কানে—কিংবা কোন নতুন বই পড়ছেন গভীর মনোযোগে। মাসীমারা ঠিক করে রেখেছেন বিয়ের পর দোতালাটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পূর্ণ ই ছেড়ে দেবেন ওঁকে। কিন্তু হলে কি হবে? নলিন তাঁদের 'গেরাহ্যি' করে না। আক্ষেপটা আনন্দময়ী কৃষ্ণমোহিনী গোবিন্দমোহিনী—প্রত্যেকের।

এত যে তাঁরা আদর-যত্ন করেন, নলিনের নাকি ওসব মোটেই ভাল লাগে না। ছেলে বড় বেয়াড়া, দিনকে দিন বাড়ছে খাম-খেয়ালিপনা। কেবল 'কথার ভটচাজ্জি'। মা থাকতে নাহয় মন পড়ে থাকত সেখানে, তার একটা মানে আছে। কিন্তু এখন কে আছে তোর আমরা ছাড়া? না, নলিনের সেসব হিসাব নাই। থাকে থাকে, বলা নাই কওয়া নাই কোথাও কোন যাত্রা দেখতে চলে গেল। কে বষ্টুম বাবাজী আছেন তার ওখানেই কাটিয়ে এল একবেলা। কি, শোন হয়তো সতীশদের বলে গেছে আমি কৃষ্ণনগর যাচ্ছি। তাঁরা জানেন না, পাড়ার লোকে জানে ওর খবর। মাসীরা ভেবে মরছে, ওর ভারি বয়েই গেল।

আনন্দময়ী তাই অনেকসময় নাতিকে ঠেস দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন, 'যতই কর বাপু—"পর কি কভু হয় রে আপন"।' মাসীরা ছড়া কাটেন, 'বনের বিড়াল খায় খায় বনপানে চায়।' এসবই তাঁদের অভিমানের কথা। নলিনকে কোনও দিন পর ভাবতেন না তাঁরা। সবার আগে ও-ই যে তাঁদের কোলে এসেছিল। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন নলিনীকান্ত কেমন যেন কাউকে আপন ভাবতে পারে না তেমন করে। তাঁর মন বসে না কোথাও।

আসলে মায়ের ভালবাসায় যাঁর মন ওঠেনি, মাসীরা তাঁকে ভোলাবেন কি দিয়ে? তাঁদের আদর-যত্ন নলিনীকান্তের মতে লোক-দেখানো। ভালবাসার বিচারটা তাঁর সৃষ্টিছাড়া। কি যে চান নিজেই যেন বোঝেন না, মন শুধু বলে এ নয় এ নয়। সর্বদাই একটা অস্থিরতা প্রাণে, চাপা অশান্তি যেন কুরে খাচ্ছে ভিতরটা। যত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন যাচ্ছে ততই ভাবটা বাড়ছে। কি যেন চাই, কি যেন নাই! মাকে হারানোর ব্যথা? না, তা ছাড়াও একটা কিছু।

ক্রমে নিজেই বুঝতে আরম্ভ করলেন গোল বেধেছে কোথায়। গিরীন্দ্রতনয়া মন ভুলিয়েছেন তাঁর। কবে কোথায় প্রথম দেখেছিলেন দক্ষযজ্ঞ, তারপর সতী শিব-বিবাহ হর-বিলাপ সতী-বিয়োগ হর-গৌরী যে-নামে যখনই দেখেছেন, ওই এক পালা দেখা মাত্রই চমকে উঠেছে বুকের ভিতরটা। মনে হয়েছে এমনি একটা ছবিই বুঝি লুকানো ছিল প্রাণে। কবে থেকে এত ভাল লেগেছে সতীকে? বুঝি যাত্রা দেখারও আগে। যখন পিসীমা-মাসীমাদের মুখে ছড়া-পাঁচালীতে চণ্ডীমঙ্গল অন্নদামঙ্গল শুনেছেন তখনই কি ভালবাসার একটা আদর্শ ছকা হয়ে গিয়েছিল মনে?

দক্ষপ্রজাপতি দুঃখ করে বলছেন,

আহা মরি সতী কি দেখ দুর্গতি
অন্ন বিনা হৈল কালী।
তোমার কপাল পর বাঘছাল
আমার রহিল গালি॥

বুড়ো শিবকে দেখে মেনকা কাঁদছেন,

আহা মরি বাছা সতী কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে॥

শিবতত্ত্ব বোঝার বয়স হয়নি তখন। কিন্তু পটে পুতুলে শিব ও পার্বতীর রূপ-বৈষম্য তখনই চোখে ঠেকেছে। দক্ষ বা মেনকার আক্ষেপ খুব একটা অকারণ মনে হয়নি। সত্যি, ওই 'অতি বড় বৃদ্ধ'কে 'ভিখারী ভাঙড়'কে সোনার পুতুলী গৌরী মালা দিল কেমন করে? এ-প্রশ্নের তাত্ত্বিক উত্তর নলিন পায়নি। পেয়েছে হৃদয়ের উত্তর—সতী ভালবাসে শিবকে। কি আশ্চর্য এ-ভালবাসা! শিবের 'কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ', গঙ্গা রয়েছে সতীন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।' শুধু কি এই? যার জন্যে গৌরী কালী হয়ে গেল সে-ই খোঁটা দিয়ে বলল,

আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা॥

তবু উমা তাঁকে ছেড়ে যায়নি। অন্নপূর্ণা হয়ে দুহাত ভরে অন্ন দিয়েছে। তখন হার না মেনে রুদ্ররূপী চণ্ডভৈরব যান কোথায়?

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢুলিয়া॥

ভারতচন্দ্রের এই অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য প্রথম যেদিন শুনেছিল সেদিন নলিনেরও নাচতে ইচ্ছা করেছিল বগল বাজিয়ে। সর্বনাশের শুরু বুঝি সেই দিন থেকে।

নলিনীকান্তের মতে একেই বলে ভালবাসা। ওঃ ভারি সব ভাল বাসেন! একটা ওঁদের অমনোমত কাজ করলে 'পিত্তি তেতো হয়ে যায়' একেকজনের, মুখ হয় তোলো হাঁড়ি। ওঁরা আবার নাকি ভালবাসেন। মাসীদের স্নেহ-যত্ন নিতান্তই পানসে তাঁর কাছে। ওই ঠুনকো স্নেহের ধার ধারেন নাকি! ভাবতে গিয়ে শ্যামা-প্রতিমার মত অনবদ্যাঙ্গী মায়ের স্নেহগর্বে ভরা হাসিমুখখানি মনে পড়ে চোখ জ্বালা করে ওঠে হঠাৎ। মা বোধহয় ভালবাসত একটু? কম উৎপাত তো করেননি মায়ের উপর! তবু মরার সময় নলিনকেই মা খুঁজেছিল। 'তুমিও কি ওইরকম বউ-কাঁটকী শাশুড়ী হবে নাকি' বলে পরোক্ষে খোঁটা দিতে ছাড়েননি। বড় লেগেছিল মায়ের মনে। আচ্ছা, মায়ের পাতিব্রত্য দেখেই কি সতীর নিষ্ঠা এত মন ভুলিয়েছে তাঁর?

এইটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না তখনও। শুধু এইটুকু বোঝেন ওই 'পাষাণী পাষাণের মেয়ে' তাঁর কাছে অতুলনা। অন্য কেউ যেন লাগে না ওর কাছে। রাজার মেয়ে হয়ে ভিখারীকে ভাল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসাই যদি প্রেমের চূড়ান্ত হয়, রাধারাণী কি দোষ করলেন? আর পাতিব্রত্য কি সীতার কিছু কম? কিন্তু না, কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য আকর্ষণে তাঁকে টানে শুধু ওই একজন!

*

নীলবরণী নবীনা রমণী নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী।
নীলনলিনী জিনি ত্রিনয়নী নাগিনীজড়িত জটা-বিভূষিণী॥

আজকাল বাড়ি গেলেই যুধিষ্ঠিরকাকার গান শোনেন নলিনীকান্ত। অদ্ভুত লাগে তাঁর কণ্ঠের শ্যামাসঙ্গীত। কী গম্ভীর সুর ও-গানের, কী ভয়ানক বর্ণনা মহাবিদ্যা তারাদেবীর। তাঁরা শাক্ত, পুরুষানুক্রমে মায়ের উপাসক। কিন্তু সবিস্ময়ে নলিনীকান্ত আবিষ্কার করেন, বাঘাম্বরা প্রত্যালীঢ়পদা উর্ধ্বজটা ওই দেবীর বর্ণনা শুনেও তাঁকে 'মা' বলে ডাকতে ইচ্ছা করে না তাঁর! নিজের মনেই অপরাধবোধে কুণ্ঠিত হয় মন। এ আবার কোন্ খেয়াল!

নিপতিত পতি শবরূপে পায়
নিগম ইহার নিগূঢ় না পায়।
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়
নিত্যসিদ্ধ তারা নগেন্দ্রনন্দিনী॥

ঈশ্বর বা ভগবানকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন নলিনীকান্ত। 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'-কে ভক্তি করা তাঁর সাধ্যে কুলাবে না। লোকহিতই যদি তাঁর পূজা হয়, সে-চেষ্টা নাহয় করা যাবে। এদিকে এই মহেশ্বরীকেও তিনি আরাধ্যা দেবী বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। করলে তাঁকে ভক্তি করা চাই। ভক্তি মানে কি ভালবাসা? যে-ভাবে খুশি ভালবাসতে পারব? কিশোর নলিনীকান্তকে এর উত্তর কেউ দেয়নি। তাই তাঁর দেবতাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল না ভগবানও ছিল না। কি ছিল তবে? তিনি নিজেও এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন না সেসময়। অথচ ভৈরবাবতার গিরিশ ঘোষের কলমে এসেছিল জবাবটা—

ভালবাসি, ভালবাসা হৃদয়ের সার।
ভালবাসি, ভালবাসা ঈশ্বর আমার॥

সংস্কারের বেড়ায় সামনের পথ বন্ধ। তাই কাকে ভালবাসি নিঃসংশয়ে, নলিনীকান্ত ধরতে পারতেন না। কৈশোরস্বপ্নে কার মোহিনী প্রতিমা যেন চিত্তের দিগন্তে বিদ্যুৎ-ঝলকে হাতছানি দিয়ে যায়। 'তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়ে আর পেলাম না।'

মামাবাড়িতে বিষয়সম্পত্তি প্রচুর। তবু পনের বছর বয়স হতে-না-হতেই চাকরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নলিনীকান্ত। অর্থকরী বিদ্যার দিকে এ-ঝোঁকটার হেতু কি ছিল আজ তা অনুমানসাপেক্ষ। তিনি যদি এনট্রান্স পড়ে এফ-এ পাশ করতে চাইতেন দিদিমাদের আপত্তি হত না। কারণ ছাত্রবৃত্তি পাশের পর সার্ভে স্কুলে পড়ার খরচও তাঁরাই দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রশ্নটা আর্থিক নয়, রুচিগত।

নলিনীকান্ত স্বাধীনচেতা। মামাবাড়ির পুষ্যি হয়ে সুখে দিন কাটানোটা তাঁর আদর্শের সঙ্গে খাপ খায়নি। বিদ্যাসাগর আর অক্ষয় দত্ত ছোটবেলাতেই কি তাঁকে স্বচিন্তা স্বাবলম্বন অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত করে তোলেননি? সেইসঙ্গে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার প্রেরণা যোগালেন ভুবনমোহন ভট্টাচার্য। স্ত্রীবিয়োগের পর হঠাৎই বুড়ো হয়ে পড়ছেন, দুবেলা রেঁধে তাঁকে দুটি ভাত দেবে নিজের ঘরে এমন একটা লোক নাই। অথচ শাশুড়ীর যথেষ্ট অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি রাধাকান্তপুরে এসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকলেন না, কি তাঁর স্বাধীনজীবিকা যজন-যাজনও ছাড়লেন না। বাবার এই আত্মনির্ভরতাকে শ্রদ্ধা না করে পারলেন না নলিনীকান্ত। ভুবনমোহনের এক পৌত্র তাঁদের পারিবারিক কথা লিখতে গিয়ে একখানা চিঠিতে লিখছেন, 'আমাদের বংশে আত্মসম্মানবোধ জিনিসটা বেশ একটু—বরং অনেকক্ষেত্রে অতিমাত্রায়—সকলের মধ্যেই দেখা যায়।' ভট্টাচার্যপরিবারকে মোটামুটি যাঁরা চেনেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন কথাটা অত্যুক্তি নয়। নলিনীকান্তের সার্ভে স্কুলে ভর্তি হওয়ার মূলে ছিল এই সম্মানবোধ পরমুখাপেক্ষিতায় বিরাগ—আর ছিল বুড়োবাপের ভার নেওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তিনি যে মানুষ হতে চান, মনুষ্যত্বের অনুশীলনই যে তাঁর জীবন-দর্শন! বাবা বুড়োবয়সে ছুটাছুটি করে যজমানীর ধান্দায় ঘুরবেন আর নলিনীকান্ত মামাবাড়ির দোতালা কোঠায় মাছে-দুধে থাকবেন? তাবলে পৈতৃকবৃত্তি ধরতে পারবেন না—ও তাঁর আদর্শবিরোধী। অল্পবিদ্যায় ভাল উপার্জনের পথ ছিল ওভারশিয়ার হওয়া। খুব সম্ভব নিজের পরিচিত ভদ্রলোকদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে নলিনীকান্ত জীবিকার পথ হিসাবে ওইটাই বেছে নিলেন। তাঁর সংকল্প শুনে ভট্টাচার্য-মশাই মুখে দু'একবার আপত্তি করলেও মনে-মনে খুশী হলেন। বেশী ইংরেজি লেখাপড়া শেখা তো ভাল চাকরির জন্যই! ছাত্রবৃত্তি পাশ করে এতেই যদি স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা হয় মন্দ কি! দিদিমাও তেমন আপত্তি করলেন না। তার কারণ, সম্পত্তি যতই থাক নলিনেরা পাঁচ ভাই। বিয়ে-থা করলে ওই পাঁচজন হতে পঞ্চাশজন হতে পারে। তখন তো অবস্থা খারাপ হয়ে দাঁড়াবেই। এও একটা দিক ছিল বৈ-কি। বিয়ে করে ভায়ে-ভায়ে শেষে লাঠালাঠি হওয়ার চেয়ে আমি অন্তত এখনই নিজের পায়ে দাঁড়াই—নলিনীকান্তের এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পনের বছরের ছেলের এতটা সংসারচিন্তায় কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। সেকালে চোদ্দ-পনের বছরে অনেকের বিয়ে হত। ষোল-সতের বছরে ছেলের বাপ হওয়া বিচিত্র ছিল না। সমাজের এ-অবস্থায় পনের বছরের কোনও ছেলে যদি ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে তো সে অপদার্থ। নলিনীকান্ত আদর্শবিলাসী। তাঁর পক্ষে বরং তখনই জীবিকার চিন্তা করাটা স্বাভাবিক।

এর আগেই কৃষ্ণনগর রানাঘাট এবং কখনও-কখনও কলকাতায় গিয়ে নলিনীকান্তের মন গ্রামের কূপমণ্ডুকতা কাটিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তখনকার দিনে নববাবুবিলাস কলিকাতা কমলালয় আর হুতোম প্যাঁচার নকশা পড়ে 'আজব শহর কলকাতা'র পরিচয় পেত ছেলেরা। আমরা ১৮৯৫-৯৬ সালের কথা বলছি। ১৮৬১ কি '৬২ সালের কলকাতা তখন অনেক বদলে গেছে। ভিতরে গলদ যতই থাক, বাইরে কলকাতা তখন সুশিক্ষিত ভদ্রসমাজের কেন্দ্র। সংস্কারান্দোলনে কলকাতা শহর সেসময় বাংলার পুরোধা। তারপরই কৃষ্ণনগর। এসময়ের সামাজিক ইতিহাস পড়লে দেখব— বড়-বড় কুপ্রথাগুলির প্রতিবাদ উঠছে কলকাতায়। আর পল্লী-বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে সর্বাগ্রে তা সমর্থন করছে কৃষ্ণনগর তথা কৃষ্ণনগর-রাজবংশ। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে এর প্রমাণ পাই। তাছাড়া কৃষ্ণনগরে সেকালের অনেক গুণী-জ্ঞানীর বাস ছিল বলেও কলকাতার পরেই সংস্কারপ্রথা কৃষ্ণনগরে ছড়িয়ে পড়ত। দেওয়ান কার্তিকচন্দ্র রায় মনোমোহন ঘোষ রামতনু লাহিড়ী ছিলেন কৃষ্ণনগরের স্থায়ী বাসিন্দা। ওদিকে কাঁচড়াপাড়া নৈহাটি রানাঘাটেও সেকালের যশস্বী কৃতবিদ্যদের অনেকেই থাকতেন। নামের তালিকা বাড়িয়ে লাভ নাই। কুমুদনাথ মল্লিকের নদীয়া কাহিনীতে এই সময়ের নদীয়াজেলার যে-ছবি পাওয়া যায় তাতেই এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। এমন কি মেহেরপুরেও রমণীমোহন মল্লিক জগদীশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুপ্ত ইত্যাদি বিদগ্ধ ব্যক্তিদের বাস ছিল। কাজেই গ্রামের বাইরে পা দিয়েই নবযুগের যুক্তিনিষ্ঠ উদারতার ছোঁয়া লেগেছিল নলিনীকান্তের মনে। ঢাকায় পড়তে গিয়ে এ-মনোভাব আরও জোরালো হল।

পূর্ববঙ্গের ঢাকা বাংলার দ্বিতীয় বড় শহর। রুচি ও সংস্কৃতিতে অনেকক্ষেত্রে কলকাতার চেয়েও সে অগ্রণী। বহুবিবাহ-নিরোধ স্ত্রীশিক্ষা-প্রসার এবং শিক্ষাবিস্তারের দিক দিয়ে তখনই পূর্ববঙ্গ যেন ছাড়িয়ে গেছে পশ্চিমবাংলাকে। একটা ছাত্রাবাসে থেকে সার্ভে স্কুলে পড়তে আরম্ভ করলেন নলিনীকান্ত। দেশের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে তার স্পষ্ট হদিশ পেলেন সেসময়। খুশী হয়ে দেখলেন বঙ্কিমের মতামতগুলিই শিক্ষিত তরুণসমাজের রুচিকর। ধর্মের ভড়ং বাদ দিয়ে 'মানুষ হইতে হইবে' এইদিকেই বেশী জোর দিচ্ছে সকলে।

'গোঁড়ামি ভাল নয়' এই ধুয়াতে একটা সমূহ ক্ষতির বীজও যে বোনা হয়ে যাচ্ছে, নব্যদের মানব-ধর্মানুশীলনের ফতোয়াও যে বার-আনাই ভান, তার পিছনে প্রকৃত ধার্মিকতার শিকড় নাই সে-বয়সে নলিনীকান্ত তা ধরতে পারলেন না। তাঁর তখন সেই বয়স, যখন তারুণ্যের তেজে 'আমি যা বুঝেছি তা-ই ঠিক' এই আত্মপ্রত্যয় প্রবল। কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলার নামে হিন্দু যে সুবিধাবাদী হতে চলেছে, তার মন ইহসর্বস্ব হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিকূলতা করবে এর ফলে – অত তলিয়ে বুঝবার সময় কোথায় ?

'হিন্দুধর্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে, ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই তীক্ষ্ণ কটূক্তি অতি সত্য মনে হয় নলিনীকান্তের। কালীপ্রসন্ন সিংহের টিকিমেধ যজ্ঞের গল্প তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখে-মুখে। টাকার লোভে ভট্টাচার্যেরা টিকি কেটে দিত্ত গোপনে শুনে নিজেদের ভট্টাচার্য পদবীটার উপরেও যেন রাগ ধরে। নলিনী-কান্ত ভাবেন, আমিও এক ভট্টাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত করার একটা দায় তো আমারও। হুতোম প্যাঁচার নকশায় দোল ছুর্গোৎসব চড়কে শহুরে হিন্দুর বেহায়া কাণ্ডের কথা পড়ে 'বারমাসে তের পার্বণ' ব্যাপারটার মধ্যে হুজুগ ছাড়া আর-কিছু আছে বলে তাঁর মনে হয় না। তিনি গ্রামের ছেলে—রাসে দোলে কালীপূজায় সেখানেই কি কেলেঙ্কারি কিছু কম? 'ভূত নাবানো' 'নাককাটা বঙ্ক' আর জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দের কেচ্ছা পড়ে অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী ফকির বাবাজী বৈরাগীদের উপর ভক্তি কমে গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায়—'ধর্মোপার্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও গুরুঠাকুরকে দাও নিষ্কর্মা স্বার্থপর লোভী কুকর্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও আপনার প্রাণপতনে উপার্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্তি ধর্মের মূর্তি নহে—একটা পৈশাচিক কল্পনা।' —পড়ে অভক্তি রূপান্তরিত হল বিদ্বেষে। যজমানী বৃত্তির দিকে ওইজন্যই যাননি। এবার গ্রামের বাইরে এসে ভাল করেই দেখলেন দেশের লোকের মনে গুরুব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের আর ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসীর উপরে কী ঘৃণা জমে উঠেছে! এ কি মিথ্যা? গ্রামের অভিজ্ঞতায় নলিনীকান্ত মনে-মনে জানতেন এর অনেকটাই সত্য। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকে'র মত সকাল-সন্ধ্যায় মালা ঠকঠকায় ওদিকে যবনীগমনেও পরাঙ্মুখ নয়, এমন লোক সমাজে আছে বৈ-কি। আছে কদাচারী কুলগুরুর দল আর ব্যভিচারী শাক্ত-বৈষ্ণব। এদের বিরুদ্ধে নলিনীকান্তের আক্রোশটা শহুরে ছেলের চেয়েও আন্তরিক হল এই জন্য যে তিনি ওদের কেবল পুথির পাতায় দেখলেন না, দেখলেন তাঁর জীবন-যাত্রার পথে-পথে। কেবল গ্রামে থাকলে এদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করতে হয়তো নলিনীকান্তের একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিধা থাকত। কিন্তু প্রবাসী হয়ে বাইরের ছুনিয়ার হাল-চাল জেনে শিক্ষিত দেশবাসীর জনমত তাঁর সমর্থক বুঝে তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন।

এককালে মাণিক-বউ তাঁর অসামাজিক ছুরন্ত ছেলেকে নিয়ে ভাবনায় পড়তেন। তখনও সে-ছেলে ছিল ছোট, তার তাই সাত খুন মাপ। কিন্তু অতিক্রান্তকৈশোর নলিনীকান্ত যখন সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা নিতে আরম্ভ করলেন, ভুবনমোহনের হল বিপদ। আনন্দময়ীরা প্রমাদ গণলেন।

একবার গ্রামে নিম্নশ্রেণীর কোনও হিন্দুর ঘরে একজন লোক মারা গেল। তারা মাত্র ছুই ঘর—ছুটি পরিবারে পুরুষ একজন। কি করে মড়া পোড়াতে নিয়ে যায়? লোকটি সারাদিন বাড়ি-বাড়ি অনুনয় করতে লাগল, অন্তত আর একজন কেউ তার সাহায্য করুক। ছুজন হলেও কোনমতে নাহয় বাঁশে বেঁধে নিয়ে গিয়ে ভৈরবের তীরে সৎকার করবে। কিন্তু না, কেউ যাবে না তার সঙ্গে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ দূরে থাক, পালেরাও রাজী হল না যেতে। নবশাখদের সমাজে 'জল চল' আছে। ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণরা তাদের বাড়িতে পূজার্চনা করে দেন, ফল-মিষ্টি পাকা-ফলার জুটলে ছাড়েন না। অথচ তাঁরা এ-ব্যাপারে উদাসীন। আর বামুন-কায়েতরা গা করছেন না দেখে ওরা স্বশ্রেণীর এক শাখা হলেও তাঁতী কামার কুমার ময়রারা ওদের মড়া ছোঁবে না। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসছে—মড়া পড়ে আছে, বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কান্নাকাটি করছে গ্রামবাসীদের করুণাভিক্ষা করে। দেখে নলিনীকান্ত আর স্থির থাকতে পারলেন না। বাপ-খুড়া কাউকে কিছু না বলে একটা গামছা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বন্ধু যছু নিধিরাম ভূপতি কৃষ্ণবন্ধুদের গিয়ে বললেন, 'আমি ওর মড়া কাঁধে নেব। তাহলে তোরা কেউ আসবি না?' প্রথমটা হতভম্ব হয়ে যায় সকলে। ব্রাহ্মণের ছেলে নবশাখের মড়া নেবে কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু নলিনীকান্ত ওদের কারও সাড়া না পেয়ে পিছন ফিরতেই সচেতন হয়ে ওঠে সকলে। 'আমি যাব'—বলে যদু আর ভূপতি সঙ্গ ধরতেই 'আমরাও যাব' বলে বন্ধুরা তাড়াতাড়ি গামছা বাঁধে কোমরে। শেষ পর্যন্ত নলিনীকান্তকে সত্যি-সত্যি আর মড়া কাঁধে করতে হল না অবশ্য। তিনি কাঁধে নিতে সত্যিই প্রস্তুত এটা বোঝা মাত্র তাঁর বন্ধুরাই তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে ফেলল। যাদের ঘরে মড়া পড়েছিল তারা 'ঠাকুরমশাই'কে পারে তো মাথায় নিয়ে নাচে। তিনি চলে গেলেই পাছে সকলের উৎসাহে ভাটা পড়ে এই ভয়ে নলিনীকান্ত আগাগোড়া সৎকারার্থীদের সঙ্গে রইলেন। মড়া পোড়ানো শেষ হলে নদীতে স্নান করে বাড়ি ফেরার পর আরম্ভ হল গুরুজনদের তিরস্কার। তিনিও চুপ করে থাকবার ছেলে নন। সারাদিন একটা অসহায় লোককে জোড়হাতে গ্রামময় ঘুরে বেড়াতে দেখে যত জ্বালা জমেছিল মনে, কাটা-কাটা বুলিতে তা তিনি ব্রাহ্মণসমাজের উপরে ঝাড়লেন। বর্ণগুরু বলে সমাজের মাথা বলে সকলের মাথায় পা দিয়ে বসে আছেন যাঁরা, তাঁরা কি জানেন শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকেরা তাঁদের কি বলে ?

হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি ভিতর ভাঙা ভড়ংখানি
পথে হেগে চোখরাঙানি লুকোচুরির ফের'গাঁতা।

—হুতোম প্যাঁচা

অন্যায় কিছু বলে না। একটা নিরুপায় দরিদ্রপরিবারের মড়া ফেলা নিয়ে যে-কাণ্ড হল তার মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্বের পরিচয় দেননি কেউ। উলটে ছেলে-ছোকরারা উচিত কাজ করায় তাঁরা আসেন চোখ রাঙাতে ? কাজের মধ্যে কেবল 'আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই—লবণ দিয়া দুগ্ধ খাইলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া ঢেঁকির কচকচি করিতেছেন'—(টেকচাঁদ ঠাকুর)। সাধে কি আর মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বলে গেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যতদিন এই মহাপুরুষদের (ভট্টাচার্যদের) প্রাদুর্ভাব থাকবে ততদিন বাঙালীর ভদ্রস্থতা নাই ; গোঁসাইরা হাড়ী মুচি ও মুদ্দফরাস নিয়ে বেঁচে আছেন, এই মহাপুরুষরা গোটাকতক হতভাগা গোমূর্খ কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতির জোরে আজও টিকে আছেন ; এরা এক-একজন হারামজাদকি ও বজ্জাতির প্রতিমূর্তি, এদিকে এমনি সজ্জাগজ্জা করে বেড়ান যে হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে,— হঠাৎ দেখলে বোধ হয় অতি নিরীহ ভদ্রলোক ! বাস্তবিক, সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো !'

নলিনীকান্তের এত খেপে ওঠার আরও হেতু ছিল। একবার ছুটিতে ঢাকা থেকে গ্রামে ফিরে শুনলেন তরুণ সমাজকে নিয়ে গ্রাম্য মোড়লদের খুব আন্দোলন চলেছে।* যেখানে যান সেখানেই ছেলেদের নিন্দা—তিনিও তাদের মধ্যে একজন এ বলা বেশীর ভাগ। কি যে তাঁদের অপরাধ ভেবে পান না নলিনীকান্ত। কেউ এমন কথা বলে না যে অমুক ছেলে অমুক অন্যায় কাজ করেছে। শেষে মোড়লরা ঠিক করলেন পঞ্চায়েত বসাবেন তাঁরা। নলিনীকান্ত ছেলেদের জড়ো করে জানালেন তিনি হবেন তাদের মুখপাত্র। দেখা যাক, ওঁরা কার কি দোষ দেখান। সমবয়সী ছেলেদের প্রায় প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। তাঁর বন্ধুগোষ্ঠীতে চরিত্র-হীন কেউ নয়—অধিকাংশই ভাল ছেলে। স্কুলের পড়া শেষ করার পর স্বভাবের নিয়মেই কিশোর ও তরুণ সম্প্রদায়ে একটা প্রভাব ছিল নলিনীকান্তের। তিনি দল জুটিয়ে যাত্রা দেখতে যেতেন যাত্রার দল বাঁধতেন গানের আসর বসাতেন তাস-দাবা-পাশা খেলতেন। রাধাকান্তপুর এবং কুতবপুরের সব ছেলে তাঁকে একডাকে চেনে এবং তাঁরও একটা নজর আছে বৈ-কি ! কই, উচ্ছন্ন যাওয়া যাকে বলে কেউ তো তেমন নয়।

---

* স্বামী যোগানন্দজীর সংগৃহীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন সকালবেলা সব ছেলের অভিভাবকরা একত্র হলেন গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে। কারও হাতে গাড়ু-গামছা কেউ-বা ঘটি হাতে—কেউ হুঁকা টানছেন, নস্যির খোল হতে মোটা করে নস্যির টিপ নিয়ে নাকে গুঁজছেন কেউ। বুকে-পিঠে তেল চাপড়াতে-চাপড়াতে গামছা পরেও এসেছেন দু'পাঁচজন। ছেলেরা এসে দাঁড়িয়েছে আরেকদিকে।—আধময়লা ধুতি, গায়ে একটা উড়ানি, কারও পায়ে সস্তার চটি একজোড়া, কারও খালি পা, মুখ হাত ধুয়েই চলে এসেছে বলে অনেকেরই চুল উসকো-খুসকো।

বুড়োরা শুরু করেছেন, 'একেবারে অপদার্থ। ওদের রীতিমত শাসন করা দরকার। তা না হলে দেশে আর থাকা যাবে না' ইত্যাদি। ছেলেদের দল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের মুখামুখি দাঁড়িয়ে নলিনীকান্ত বললেন, 'দেখুন আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনারা সত্য-সত্য জবাব দেবেন, তারপর যাকে যা শাস্তি দেওয়া দরকার তা দিতেই হবে।' বৃদ্ধেরা তাঁকে জিজ্ঞাসার অনুমতি দিলেন। 'ছেলেদের মধ্যে কেউ কি চরিত্রহীন ?' নলিনীকান্ত জানতে চান, 'ওদের কেউ কি চুরি ডাকাতি বা আর কোনও গর্হিত কাজ করেছে ?' মোড়লদের মধ্যে কয়েকজন বলে উঠলেন, 'না হে সেসব কিছু নয়। এই দেখ না, কেমন করে চুল কাটে এরা—শার্ট জুতা না হলে সব চলে না। অত পোষাকের বাহার কেন ?' ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছেলেদের সাজসজ্জার কথাটাই উঠতে লাগল। গ্রামে তখন এলবার্ট টেরি কাটবার প্রথা নতুন এসেছে। ছেলেরা আগের মত কদমছাঁট কি লম্বাচুল কোনটাতেই রাজী নয়, তারা 'বাবুছাঁট' লাগাতে চায়। এই নতুন 'ফেশান'টাই মোড়লদের চক্ষুশূল হয়েছে আসলে। রাগে মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে নলিনীকান্তের। টেরি কাটেন তিনিও—তাঁর শিখাটি মোড়লদের মত সদা দৃশ্যমান নয়। তবে একেবারে নির্মূল করেও দেননি। আর পয়সার লোভে যারা টিকি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দান করে আসে তাদের দলেও তিনি নন। মোড়লদের লক্ষ্য করে তিনি কটুকণ্ঠে বললেন, 'দেখুন ছেলেরা এক-আধটু বাবুগিরি করে। এছাড়া কোন দোষ তাদের নাই আপনারা নিজেই স্বীকার করলেন। কিন্তু আপনারা কেউ গাঁজা খান কেউ সিদ্ধি ভাং আফিমের নেশায় ডুবে থাকেন। কেউ-কেউ একেকটা স্ত্রীলোক এনে বাড়িতে রেখেছেন। আরও যেসব গর্হিত অনাচার করেন অনেকে, আমি জোর করে বলব ছেলেরা তা কল্পনাও করতে পারে না। আমার সেসব ভয়ানক পাপের কথা মুখে আনতেও লজ্জা করছে। তবে যদি আপনারা প্রমাণ চান আমি আপনাদের অনুমতিক্রমে ওই সব অনাচারীদের নাম সবার সামনে প্রকাশ করব।'

বেশী বলার দরকার ছিল না। মৌচাকে ঢিল পড়ার মত অস্ফুট গুঞ্জরন উঠেছিল সভায়, চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন মোড়লরা। নাম প্রকাশ করার কথা ওঠা মাত্র ছু'একজন করে যে-যার গাড়ু-গামছা নিয়ে আনাচ-কানাচ দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। যাঁরা রইলেন নলিনীকান্ত বিজয়গর্বে তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন, 'যেসব দোষের কথা বললাম তার চেয়ে কি আমাদের এক-আধটু সাজপোষাক আর "ফেশিয়ান" করে চুল কাটার দোষটা বেশী হল?' এই অর্বাচীনের কথার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধেই হয়তো বাদবাকী গ্রামবৃদ্ধরা তখন অন্য আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ছেলেদের দিকে তাঁরা আর ফিরেও চাইছেন না দেখে নলিনীকান্ত একসময় সদলবলে পঞ্চায়েত ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বুড়োদের তূণে কি এক-রকম অস্ত্র? আর কিছু না পারল তো অবজ্ঞা দেখিয়ে অপমান করে বসল। যাক, তিনিও ওদের মুখের উপর অপমান কিছু কম করেননি ভেবে তখনকার মত এটা সইতে বাধ্য হলেন নলিনীকান্ত। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে রাগ একটা থেকেই যায়। এ-ই তাদের সমাজ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদের একজন হয়েই জীবন কাটাতে হবে? পারবেন তো শেষ পর্যন্ত তাল মিলিয়ে চলতে?

ছেলের কালাপাহাড়িতে ভট্টাচার্যমশাইয়ের অশান্তির সীমা থাকে না। অথচ নিজে চরিত্রবান বলে ছেলের সত্যবাদিতা আর নির্ভীক তেজস্বিতাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। তাঁর যুক্তি হল সংসারাভিজ্ঞের যুক্তি। অন্যায়ের জগদ্দল পাথর চেপে বসেছে সমাজের বুকে। তুই একা তা নাড়াতে পারবি কেন? নিজেও যে গুঁড়িয়ে যাবি। এইদিক থেকে ছেলেকে সতর্ক করতে চান ভুবনমোহন। তাঁর তিরস্কার স্নেহের তিরস্কার। বড় হয়ে বাবার স্নেহ অনুভব করতে শিখেছেন নলিনীকান্ত। বড় ছেলে হিসাবে বাবার অনেক আশা-ভরসার স্থল তিনি—ভট্টাচার্যমশাই তাঁর অকৃত্রিম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁর কথা ঠেলতে নলিনীকান্তের মন চায় না। সামলে চলতেই চান। কিন্তু এমন দিনরাত আপোষ-রফা করে চলাও যে তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মনে-মনে যেন হাঁপিয়ে ওঠেন থেকে-থেকে।

ভট্টাচার্যমশাইয়ের সাধুসেবার ঝোঁক ছিল। গ্রামে ফকির বৈরাগী কেউ এলেই তিনি একবেলা অন্তত তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। ভাস্করানন্দজীর নির্দেশেই তাঁর এদিকে একটা সংস্কার জন্মেছিল। গৃহস্থের অন্যতম কর্তব্য সাধ্যমত সাধু-সজ্জনের আপ্যায়ন করা। কিন্তু তাঁর বড় ছেলে তো সাধু হলেই তাকে সজ্জন মনে করতে পারেন না। বাবাকে অনেক বুঝিয়েছেন এ নিয়ে, পড়ে শুনিয়েছেন বড়-বড় লেখকদের মতামত। তার চেয়ে দরিদ্রসেবা কর—কাঙালীভোজন করাও। ছেলের এ-যুক্তিতে ভট্টাচার্যমশাই বলেছেন, 'বাপু, সাধু-ফকিরকেও নাহয় কাঙালীই মনে কর। কে গাঁজাখোর আর কে প্রকৃত সাধু আমি-তুমি চিনব কেমন করে? আমি গৃহী, আমার কাজ সাধু-সন্ন্যাসীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্বমুঠা দেওয়া। কাঙাল-গরীবকে দিতে তো আমি তোমায় নিষেধ করি না। তুমি আমার সাধুসেবায় জ্বলে ওঠ কেন?' বেশী বলা বৃথা। বাবা নিজের সংস্কার ছাড়বেন না জেনে নলিনীকান্ত চুপ করে থাকেন। কিন্তু জ্বলে ওঠেন কি শুধু-শুধু? ভিখারীর কোন ভান নাই। একমুঠি চালের জন্য পাঁচ ত্বয়ারে কত গঞ্জনা সহ্য করে তারা। আর এই সাধুগুলি? ধর্ম করা ভগবানকে ডাকা সবই ওদের ভড়ং। আসলে ভিখারী ছাড়া কিছু নয়। অথচ ভেকের দৌলতে ঠাকুর-আদর আদায় করে নেয়। ওই-খানেই নলিনীকান্তের আপত্তি। কিছুতেই ভণ্ডগুলিকে সইতে পারেন না তিনি। নানা ছলে বিদায় করতে চান বাড়ি থেকে।

একবার এক ইয়া-জটাধারী সন্ন্যাসী এসে উঠেছেন বাড়িতে। ভট্টাচার্যমশাইয়ের অত কষ্টের পয়সা লোকটা নবাবী করে ওড়াচ্ছে ভেবে নলিনীকান্তের আক্রোশের সীমা থাকে না। ত্বপুরে পরিপাটি সেবা করে সাধু যখন ঘুমাচ্ছেন ধারাল কাটারি দিয়ে তার একগাছি জটা সন্তর্পণে কেটে রেখে নলিনীকান্ত বাড়ি ছেড়ে ভিন-পাড়ায় বন্ধুর বাড়ি চলে গেলন। ফিরে এসে দেখেন মহা হট্টগোল বাড়িতে। ছেঁড়া জটা হাতে নিয়ে সন্ন্যাসী শাপান্ত করে গেছে। কে জটা কাটল তা-ই নিয়ে বাপ-খুড়াদের গবেষণার অন্ত নাই। নলিনীকান্ত ভালমানুষের মত যোগ দেন সে-আলোচনায়। মনে খুশির সীমা নাই—লোকটা সত্যি বিদায় হয়েছে তাহলে?

গোঁসাইদের ভাগবতী লীলা গুরুপ্রসাদীর বিবরণ শুনে নদের ছেলে হয়েও নলিনীকান্তের বষ্টুম দেখলেই গা জ্বলে যেত। ভূকৈলাসের সাধুর বিবরণ পড়ে মনে হত, সব বেটারই কেবল বুজরুকি। আর শাক্ত বললেই যদি পঞ্চ ম-কার হয় তো তাঁর শাক্তবংশে জন্মানোই ভুল হয়েছে। নিজের কথা ভাবতে গিয়ে নলিনীকান্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্চয় 'আলালের ঘরের দুলালে' মতিলালের ছোটভাই রামলালের কথাই মনে পড়ত।

'রামলালের পিতা তাঁহাকে দেখিয়া এক একবার মনে করিতেন ছোট পুত্রটি হিন্দুয়ানি বিষয়ে আল্‌গা-আল্‌গা রকম। তিলক-সেবা করে না—কোশাকুশী লইয়া পূজা করে না। —হরিনামের মালাও জপে না, অথচ আপন মত অনুসারে উপাসনা করে ও কোন অধর্ম্মে রত নহে। আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা কহি—ছেলেটি সত্য বই অন্য কথা জানে না—বাপ-মার প্রতি বিশেষ ভক্তিও আছে। অধিকন্তু আমাদের অনুরোধে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতে কখনই স্বীকার করে না। আমার বিষয়-আশয় অনেক জোত আছে—সত্য মিথ্যা দুই চাই। অপর, বাটীতে দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে—এ সকল কি প্রকারে রক্ষা হইবে? মতিলাল মন্দ বটে কিন্তু সে ছেলেটির হিন্দুয়ানি আছে। বোধ হয় দোষে গুণে বড় মন্দ নয়—বয়সকালে ভারিত্ব হইলে সব সেরে যাবে।'

নলিনীকান্ত বুঝতে পারেন তাঁর সম্বন্ধে সমাজের এবং গুরু-জনদের ও-ই মনোভাব। গুণ যাই থাক হিন্দুয়ানি নাই। ওকে দিয়ে কি বংশমর্যাদা রক্ষা হবে আমাদের? তবু তিনি রামলালই থাকতে চান। 'মন্দ বটে কিন্তু হিন্দুয়ানি আছে' অমন প্রশংসাপত্র তাঁর চাই না। সার্ভে স্কুলে পড়ে জীবিকার্জনের পথ খুঁজে নিয়েছেন তো আরও এইজন্যে। কারও সঙ্গে তাঁর পোষাবে না। সংসার-মরুতে তাঁর মরূদ্যান সাহিত্যচর্চ্চা। লুকিয়ে গান কবিতা লিখে খাতা ভরিয়ে ফেলেছেন। একখানা উপন্যাস শেষ হয়ে এল প্রায় —আর একটা প্রহসন। কবিতা লেখার কথাটা বন্ধুমহলে জানাজানি হয়ে গেছে। তিনি ঢাকা থেকে পদ্যে চিঠি দেন বন্ধু-বান্ধবদের। যথা:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু দিন না পাইয়া পত্রিকা তোমার।
মন বড় ব্যাকুলিত হতেছে আমার ॥
সর্বদা মনেতে করি হেরি সে-বদন।
কিঞ্চিৎ মুদিলে আঁখি দেখি হে স্বপন ॥*

নেহাৎই কাঁচা লেখা বৈ-কি! কিন্তু তার প্রতিছত্রে প্রকাশ পেয়েছে কিশোর-চিত্তের এক নির্মল অনুরাগ। বন্ধুকে উপলক্ষ্য করে এ শুধু হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা। তাঁর সমাজ-সচেতনতা চরিত্রগঠনের প্রয়াস আদর্শবাদ সাহিত্যচর্চা—নলিনীকান্ত নিজেই বোঝেন এসব হল নিজেকে ভোলানো, দিন কাটানোর উপায়। সব ছাপিয়ে দিনে-দিনে প্রবল হয়ে উঠছে ওই উন্মুখীনতা, 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে!' কোন-কিছুতেই যে তাঁর মন ভরছে না। সবই কেমন নীরস অর্থহীন ঠেকে। সেই যেদিন জেনেছিলেন মা শুধু তাঁর মা-ই নয়, তাঁর সত্য পরিচয় একজনের জায়া তিনি, সেদিন থেকে চিত্ত তাঁর নিরালম্ব। মাকে হারিয়েছেন সেদিন। কিন্তু নিজের মনোরমাকেও তো পাননি! মাকে ভালবাসতে চেয়েছিলেন 'ক্ষুদ্র প্রাণে যত ধরে ভালবাসা' তা-ই দিয়ে। পারেননি, তার কারণ সে তাঁর কেউ নয়। ছেলের চেয়েও বড় দাবি স্বামীর এ-সত্য আবিষ্কার করা মাত্র তাঁর অহঙ্কারী মন পিছিয়ে এসেছে। মা যেমন ভালবাসত তার স্বামীকে, সতী যেমন ভালবাসে শিবকে—তাঁকে কি কেউ কোনদিন ভালবাসবে অমনি করে? বুঝি নিজেরও অজ্ঞাতে এই বাসনা লালন করেছে তাঁর মন। আজ আর বুঝতে বাকী নাই সে-কথা। আবার মনে হয়, মা তাঁকেও ভালবাসত বৈ-কি! স্বামী-প্রেমের চেয়ে যদি ন্যূন হয় তবু তা বড় মধুর। শৈশবের ক'টি বছর যেন সোনা হয়ে আছে সেই

* স্বামী সিদ্ধানন্দজীর সংগ্রহ থেকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃহৃদয়ের সুধায়। তা-ই বা পেলেন কোথায়? কে তাঁকে এমন ভালবাসবে যার মধ্যে জননীর স্নেহ আর জায়ার প্রণয় একসঙ্গে আস্বাদ করবেন তিনি? সে কোথায়, সে কে? নলিনীকান্ত নিঃসংশয়ে অনুভব করেন তাঁর এ-কামনার তুলনায় আর সবই তুচ্ছ, অসার।

অভিনেত্রী সুকুমারী দত্তের লেখা একটা নাটক হাতে পড়েছিল। হয়তো বিষয়বস্তু অন্যের কাছে কিছুই নয়। কিন্তু তাঁর মনে দাগ কেটে গেছে। এক পতিতার মেয়ে ভালবেসেছিল কোনও জমিদারের ছেলেকে। সমাজের বাধায় ওদের মিলন সম্ভব নয় জেনে আত্মহত্যা করে জুড়াল মেয়েটি। এই অসম প্রেমকে হিন্দু কোনদিন মর্যাদা দেবে না জানা কথা। কিন্তু নলিনীকান্তের কেন প্রাণ কাঁদে ওদের জন্য, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সমস্ত অন্তর! গাঁই-গোত্র বংশ-কুল মিলিয়ে বিয়ে হয় যাদের, দেখ গিয়ে তাদের দাম্পত্য-জীবন। স্বামী ধরেছেন চুলের মুঠি তো স্ত্রী ধরেছেন ঝাঁটা। ঘরে-ঘরে .এমন স্বামী-স্ত্রী কতই দেখলেন ছোট থেকে। আর পরস্পরকে ভালবেসে প্রাণের মায়া তুচ্ছ হয়ে যায় যাদের কাছে, তাদের মিলন হত অবৈধ? এ কি বিচার মানুষের?

নিজের মনের গতি দেখে নিজেই সময়-সময় ভয় পেয়ে যান নলিনীকান্ত। স্নেহ-প্রেমকে তাঁর এত বড় মনে হয় কেন? কেন মনে হয় ওইটি পাওয়াই জীবনের পরম পাওয়া? সে-পাওয়ায় যে-বাধা উন্মাদের মত তা ভেঙে চুরমার করে দিতেও তাঁর আটকাবে না যেন। এ তো ভাল কথা নয়। তিনি ব্রাহ্মণসন্তান, তিনি হিন্দু। সমাজকে তিনি যেন অসংযমের আঘাতে বিপর্যস্ত না করেন কখনও। এত হৃদয়সর্বস্ব হলে পুরুষের চলে কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা নলিনীকান্তের সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাস ছিল। নবকুমারকে ভাল লাগত তাঁর।—কপালকুণ্ডলাকে ভাল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেসে নবকুমারের যে-ভাব, সেই প্রচণ্ড অনুরাগ আর ভয়ংকর ক্ষোভ দুটিই সত্য তাঁর পৌরুষের চেতনায়। আর কপালকুণ্ডলা? নবকুমারের মত তাঁরও মনে হয়, ও-মেয়ে কি মানবী না দেবী? 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?' অন্তরের অন্তস্তলে যেন এই প্রশ্নের অস্ফুট প্রতিধ্বনি শুনে কখনও-কখনও চমকে ওঠেন। জগৎটা মনে হয় স্বপ্নের ঘোরে দেখা!

কে আমি—
কোন্ স্থান হতে এসেছি এখানে
পূর্বেতে ছিলাম কোথা
কোন্ স্থানে যাইব পরেতে
এ-স্বপন অনুক্ষণ জাগে হৃদে।

শোভা-বিলাপ নাম দিয়ে নলিনীকান্ত নতুনরকম একখানা তরণী-সেন-বধ লেখার চেষ্টা করেছিলেন ওই বয়সে। শোভা বোধহয় তরণীসেনের স্ত্রী? সরমার বিলাপ নয় শোভার বিলাপই এ-নাটকে মুখ্য। উপরের কয় ছত্র ওই নাটকে রাবণের সংলাপ।

*

নলিনীকান্ত পরে নিজে স্বীকার করেছেন রাবণের ওই তত্ত্বানু-সন্ধিৎসা তাঁর মনেরই অপরিস্ফুট চিন্তা।* পৌরাণিক এত পাত্র-পাত্রী থাকতে রাবণের সঙ্গে এ-তাদাত্ম্য এল কেন? ছোট থেকে কতজায়গায় কতবার রামযাত্রা দেখেছেন। দেখে রাবণকে একটা বর্বর দুরাচারী বলে মনে হত না? হত নিশ্চয়ই। মধুসূদন যে রাবণের পক্ষপাতী হয়ে রামকে আঁকতে পারেননি মোটেই—উত্তরকালে তাঁর এই বিরূপ সমালোচনা (জীবনী ও বাণী দ্রষ্টব্য) হতেই বুঝি হিন্দু-হিসাবে রাম-চরিত তাঁর কাছে অনেক বেশী হৃদ্য। অথচ সেই তিনি তরুণ বয়সে রাবণের মুখে এমন সংলাপ তুলে

* নিঃ স্মৃতি—শিশির বসু—দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছেন যাতে মনে হয়, রাবণ বুঝি দিগ্‌ভ্রান্ত এক মহাপ্রাণ, জড়ের খাঁচায় বন্দী হয়ে মাথা কুটে মরছে অপ্রতিবিধেয় বেদনায়। এটা কোন্ মনোভাবের প্রকাশ ?

মধুসূদনের প্রভাব খানিকটা ছিল নিশ্চয়ই। উনিশ শতকে বাঙালীর নব মহাকাব্য মেঘনাদবধ। তার প্রস্তাবনাতেই গভীর শ্বাসোচ্ছ্বাসের মত স্বনিত হয়েছে ভাগ্যহত এক বীরহৃদয়ের আক্ষেপ।—

নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত !

* *

কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলীতেজে
উজ্জলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী ! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটি।

তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে,
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?

পড়ামাত্র লঙ্কেশ্বরের বেদনায় চিত্ত মথিত হয় বৈ-কি ! সেকালে অনেকেরই এ-ছত্রগুলি কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। নলিনীকান্তেরও গিয়েছিল। পরিণত বয়সেও যথোচিত মুদ্রা (action ?) সহ এই ছত্রকয়টি তাঁকে আওড়াতে শুনেছেন কেউ-কেউ। কাজেই রাবণের প্রতি বিরাগটা বুদ্ধিগত। কিন্তু হৃদয়ের বিচারে কিশোর বয়সে একটা সহানুভূতি ছিল রাবণের উপরে। সেইসঙ্গে আরও কিছু।

স্বয়ং মধুসূদন রাবণের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন কেন ? শুধু মিলটনের প্যারাডাইস লস্টে যে Satanকে দেখেছিলেন, রাবণ তার অনুরূপ বলে ? আমাদের কিন্তু ঠিক তা মনে হয় না। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাবণ-প্রীতির মূলটা আরও গভীরে। এর পিছনে কাজ করছে বাঙালীর বিদ্রোহী পৌরুষ। যে-বাঙালী শাক্ত, যে-বাঙালী বীর-সাধক এবং বামাচারী, সে-বাঙালী রাবণকে কোনদিন অশ্রদ্ধা করতে পারেনি। রামভক্ত বিভীষণ বাংলা-প্রবাদে 'ঘরভেদী'। কিন্তু রাবণ তার চাঁদ সওদাগরের পুরোগামী। রাবণকে শ্রদ্ধা করা যদি বাঙালীর অপরাধ হয়, বলব তার জন্য দায়ী আদিকবি বাল্মীকি। কবি রাক্ষসরাজকে এঁকেছিলেন পৌরুষের প্রতিমূর্তি করে। ভারতবর্ষ যাঁকে শিবাবতার মহাবীর বলে পূজা দিয়েছে সেই হনুমানের মুখ দিয়ে বাল্মীকি বলিয়েছেন,

অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা॥

সীতাহরণ রাবণের বৈরনির্যাতনের পন্থা ছিল এবং ওই তার পরম দুষ্কৃতি। কিন্তু সেই দুষ্কৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে রাবণ-চরিত্রের ট্র্যাজেডির বীজ। মাত্র কয়েকটি তুলির আঁচড়ে আদিকবি অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি।

অশোকবনে রাবণ সীতাকে বলছে, পরস্ত্রী গমন বা হরণ রাক্ষসের স্বধর্ম। কিন্তু জেন—

এবং চৈত্তদকামাং তু ন ত্বাং স্প্রক্ষ্যামি মৈথিলি।
কামং কামঃ শরীরে মে যথাকামং প্রবর্ততাম্॥
দেবি নেহং ভয়ং কার্যং ময়ি বিশ্বসিহি প্রিয়ে।

রাবণ সীতাকে হাতে পেয়েও বলপ্রয়োগ করেনি কেন তার কারণ দর্শাতে গিয়ে উত্তরকাণ্ডে একটা অভিশাপের কথা তোলা হয়েছে। অনেকে বলেন উত্তরকাণ্ড পরবর্তী সংযোজন। কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। অভিশাপের কথা তুলে রাবণকে অনর্থক হীন করবার তো প্রয়োজন ছিল না কিছু। কেন সে ছোঁয়নি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতাকে, উদ্ধৃত শ্লোকটিতেই বাল্মীকি তা বলে দিয়েছেন। সীতার দেহ নয়, তার মনটি কামনা করেছিল লঙ্কাধিপ—

ত্বাং দৃষ্টা স্বেষু দারেষু রতিং নোপলভাম্যহম্।
অন্তঃপুরনিবাসিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বগুণান্বিতাঃ॥

তাই বলছি 'ভব মৈথিলি ভার্যা মে' এবং 'যাবন্ত্যো মম সর্বাসামৈশ্বর্যং কুরু জানকি'। তুমি আমার অগ্রমহিষী হও, আমি সপরিবারে দাস হয়ে থাকব তোমার।

রামময়-জীবিতা প্রত্যুত্তরে কটুকণ্ঠে বললেন, তোমায় এখনও বলছি রামকে ফিরিয়ে দাও রামের সীতা। রাম-লক্ষ্মণের অগোচরে আমায় হরণ করেছ তুমি। তাঁরা থাকলে কোন জারিজুরি তোমার খাটত না তুমি বেশ জান—

ন হি গন্ধমুপাঘ্রায় রামলক্ষ্মণয়োস্ত্বয়া।
শক্যং সন্দর্শনে স্থাতুং শুনা শার্দুলয়োরিব॥

রাগে জ্বলে ওঠে রাবণ, জীবনে এমন অপমান কোন মেয়ে তাকে করেনি। কিন্তু তখনও সে বলছে—

বামঃ কামো মনুষ্যানাং যস্মিন্ কিল নিবধ্যতে।
জনে তস্মিংস্ত্বনুক্রোশ স্নেহশ্চ কিল জায়তে॥
এতস্মাৎ কারণান্ন ত্বাং ঘাতয়ামি বরাননে।

স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছাই হয়ে গেল কিন্তু সীতাকে রাবণ কেটে দুখানা করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে পারেনি। তার 'অতিদর্পে'র অন্তরালে প্রচ্ছন্ন এই আত্মনাশা সীতানুরক্তি সমগ্র ভারতবর্ষকে নাড়া না দিক বাঙালীকে চকিত করে তুলেছে। রাবণ রামের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বটে—নরোত্তম না হতে পারে কিন্তু পুরুষ!

গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব॥

বাল্মীকির এ-দুই ছত্রের ব্যঞ্জনা বুঝলে রাবণকে কোনমতেই ছোট ভাবা চলে না তো! মধ্যযুগে ফুলিয়ার কৃত্তিবাস রাবণকে মান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে চেয়েই তাকে পরম ভক্ত করে এঁকেছিলেন সম্ভবত। তখন পণ্ডিতসমাজে ভাগবতের খুব প্রভাব। রাবণের শৌর্যবীর্য আর সীতার প্রতি অত্যাসক্তিকে বড় না করে সে যে বৈকুণ্ঠের দ্বারী, বিষ্ণুর নিজ জন তার এই দিকটাই বেছে নিলেন কৃত্তিবাস। যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের স্তবস্তুতি মৃত্যুকালে রামপ্রশস্তি অনিবার্যভাবে ভীষ্মকে মনে পড়িয়ে দেয়। দেবব্রত গাঙ্গেয়ও কৃষ্ণতত্ত্ব জানতেন। তবু তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। আবার রথচক্র হাতে সংহারমূর্তিতে ভগবান ছুটে আসছেন দেখে অস্ত্র ছেড়ে স্তুতি-নতিও করেছেন। কৃত্তিবাসের রাবণ এরই প্রতিরূপ। এবং এ-ও সেকালে বাঙালীর রাবণপ্রীতিরই দ্যোতক।

আবার পল্লীবাংলার লোক, যারা ধর্মমঙ্গল মীনচেতন ময়নামতীর গান বিদ্যাসুন্দর ব্রহ্মাণ্ড গিরের (ব্রহ্মানন্দ গিরি) কথা কি ময়মনসিংহ-গীতিকায় রস পেয়েছে, তারা রাবণের সীতার প্রতি অত্যাসক্তির দিকটাও দুষ্য বলে মনে করেনি। একশ বছর আগেকার কোন রাম-যাত্রা কি পালা দেখার সুযোগ আমরা পাইনি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক যদি সেকালের যাত্রা-পালারই পরিমার্জিত সংস্করণ হয় তাহলে রাম-যাত্রার রাবণ কেমন ছিল তা আঁচ করতে কষ্ট হয় না। আমরা এখানে তাঁর সীতাহরণ ও রাবণ-বধ—দুখানা নাটক হতে দুটি সংলাপ উদ্ধৃত করছি—

শত জন্ম তপস্বীর বেশে
অনায়াসে ভ্রমি বনে
সীতা যদি হয় মম।
এ বৈভব দিই বিসর্জন
অন্য নারী নাহি হেরি ;
সকলি অসার,
সীতা যদি না হয় আমার।
হে সুন্দরি কর কৃপা কাতর কিঙ্করে !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় প্রাণ
কহ কি দিব প্রমাণ
কিসে তব হইবে প্রত্যয় ?
যে অবধি তোমারে হেরেছি
হয়েছি আপনহারা
অনাহারে অনিদ্রায় যায় দিন।

সীতা যখন বললেন, 'সিংহের বনিতা শৃগালের অভিলাষ ?' তখন রাবণের স্বগতোক্তি—

বিফল বৈভব
বিফল এ মধুর যামিনী !
কঠিন সংগ্রাম
মনোরথ কভু কি পুরিবে ?
নহে রম্ভা বারাঙ্গনা
বলে দেহ করিব হরণ।
প্রাণ প্রয়োজন,
প্রাণ দিয়ে চাহি প্রাণ।

আবার 'রাবণবধ' নাটকে আসন্নমৃত্যু দশানন বলছে—

'কিন্তু ছার প্রাণ হেতু
মান বিসর্জন কদাচন করিব না।
দর্পে লঙ্কা পূজ্য ত্রিভুবনে দর্পে হবে ক্ষয়
এ কথা নিশ্চয় জানি আমি।

* *

মরিয়ে অমর আমি হব মন্দোদরি।

জীব মাত্র বহে দেহভার
এ সংসারে মৃত্যুর অধীন সবে ;
কিন্তু হেন মৃত্যু কে কবে লভেছে ভূমণ্ডলে !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসেছেন গোলোকের পতি
সহি জঠরযন্ত্রণা বহি দেহভার
ছার রাবণ-সংহার-হেতু।

কৃত্তিবাসের ধারাটা স্বীকার করেও গিরিশচন্দ্রের রাবণ বাল্মীকির রাবণের অনেক বেশী কাছে গেছে। সীতা সম্বন্ধে তার মনোভাব একেবারে সংস্কৃত রামায়ণের অনুরূপ। ১৮৮১ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের সীতাহরণ নাটক মঞ্চস্থ হয়। রাবণবধ নাকি তারও আগে লেখা। এইসব নাটকের বীজ যাত্রা-পালাতেই ছিল, অথবা ১৮৮১ সালে কলকাতায় অভিনীত এসব পৌরাণিক নাটকের অনুকরণ দশ-বার বছরের মধ্যেই গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল? মোট কথা, যে-ভাবেই হ'ক—পৌরুষদর্প, সীতার প্রতি উদগ্র কামনা আর তত্ত্বজ্ঞান—রাবণ-চরিত্রের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তরুণ নলিনীকান্তের পরিচয় ছিল। খুব সম্ভব তার ফলেই নিজেরও অজ্ঞাতে তিনি রাবণের মুখেই বসিয়েছেন নিজের গূঢ় আক্ষেপ। রাবণ যে অপ্রাপণীয়াকে পেতে গিয়েও পায়নি, সব খুইয়েছে—নলিনীকান্তের অবচেতন মন কি এইতেই তার সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিল নিজেকে?

বাংলা মঙ্গলকাব্যে অবিস্মরণীয় পুরুষ চাঁদ সওদাগর। তাঁকে হার মানাতে শিবসুতা মনসা পরমাসুন্দরী সেজে তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করলেন হাবে-ভাবে ভুলিয়ে। চাঁদের সর্বনাশের আর বাকী রইল না কিছু। তবু তিনি অটল 'যে হস্তে পূজিনু আমি শঙ্কর-ভবানী, সে হস্তে পূজিব কি চেঙমুড়ি কানি?' অগাধ জলে ডুবে মরতে গিয়েও মনসার এক নাম পদ্মা বলে হাত বাড়িয়ে পদ্মের দল ছোঁননি চাঁদ— এত বিদ্বেষ! এই ভয়ংকর জিদ রাবণেরও, সেইসঙ্গে শুম্ভ-নিশুম্ভের দর্প—স্ত্রীরত্ন যে, সে আমাদেরই ভোগ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারা শিবের সতীকে ধরতে হাত বাড়িয়েছিল, আর রাবণ কামনা করেছে লোকমাতা কমলাকে। দুরাগ্রহ উভয়ত্র একই। নিখিল জগৎ 'মা' বলে মানে যাঁকে, ওরা তাঁকে চায় কান্তাভাবে।

অন্যে একে যে-চোখেই দেখুক—ব্রহ্মানন্দ গিরি যেদেশের ছেলে সেদেশের লোক তো বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে দেখবে না।

অতি সংগোপনে শাক্ত বাঙালীর ওই সুমহতী স্পর্ধা মাথা তুলছিল নলিনীকান্তের মনে। তারই তির্যক প্রকাশ রাবণের মুখে নিজের দেওয়ানা মনের ভাষা তুলে দেওয়া। শুনেছি, সীতা-সম্বন্ধেও রাবণের কিছু সংলাপ ছিল তাঁর নাটকে, যার সঙ্গে মেলে গিরিশচন্দ্রের রাবণের এই উক্তি —

ঐরূপ
মম উরুদেশে শুয়ে
যদি বামা কয় কথা
নাহি ব্যথা
এ-জীবন অনায়াসে পারি দিতে।
তুচ্ছ মানি লঙ্কার বৈভব
দুর্লভ রমণী বুকে রাখি সদা দেখি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুধাংশুবালা

১৩০৩ সালের ফাল্গুন মাসে (১৮৯৭, ফেব্রুআরি-মার্চ্চ) নলিনীকান্তের বিয়ে দিয়ে ভট্টাচার্যমশাই অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন যেন। সার্ভে স্কুলের পড়া শেষ না হতেই ব্যস্ত হয়ে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করাটা আজকালের বিচারে অপরিণামদর্শিতা মনে হলেও সেকালে ওইটাই ছিল পাকা বুদ্ধির কাজ। তরুণ বয়সে যে-ছেলে প্রবাসী হয় তার বিয়ে দিয়ে ফেলাই বাপ-মা তখন তাকে সংযত রাখবার একমাত্র উপায় মনে করতেন। ভুবনমোহন তাঁর ছেলেকে অসংযমী ভাবেননি হয়তো। কিন্তু খেয়ালী ছেলেকে একেবারে রাস আলগা দিয়ে ছেড়ে দেওয়াটাও তাঁর উচিত মনে হয়নি। যুগটা ব্রাহ্মধর্ম অসবর্ণ ও বিধবাবিবাহের যুগ। তার উপর পূর্ববঙ্গের আবহাওয়াকে পশ্চিমবাংলার শহরবাসীরাই ভয়ের চোখে দেখতেন, গ্রামবাসীর আর কথা কি! কাজেই ছেলে ঘর ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দময়ীর কাছে কথা তুলে ভট্টাচার্যমশাই নেমে পড়েছিলেন পাত্রী দেখায়। শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটিকেই তাঁরও চোখে লেগে গেল—মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে যোগেন্দ্রমোহিনী যাকে দেখে ভারি পছন্দ করেছিলেন। স্ত্রীর অনুরোধ ভোলেননি ভুবনমোহন। অন্যান্যজায়গায় মেয়ের সন্ধান নিতে-নিতে পোড়াদহে ছোট জামাইয়ের কাছে এই সম্বন্ধটির খোঁজও নিয়েছিলেন। মেয়ের বাপ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এর মধ্যে মারা গেছেন। দুই মেয়ের মধ্যে ছোটটিকে নিয়ে মা থাকেন তাঁর পিত্রালয়ে কলকাতায়। বড় মেয়ে সুধাংশুবালা ঠাকুরমার বড় আদরের। হালিসহরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাসবাড়িতে ঠাকুরমার কাছেই সে বড় হচ্ছে। প্রায় মাইনর পর্যন্ত পড়া, কাজেকর্মে চটপটে স্বাস্থ্যবতী পরমাসুন্দরী সুধাংশুবালাকে দেখে ভট্টাচার্যমশাই অন্যজায়গায় সম্বন্ধ করার কথা ভাবতেই পারলেন না। এরা গরীব—দিতে-থুতে বেশী পারবে না। তা না-ই পারুক, ভুবনমোহন তো জানেন মাণিক-বউ বেঁচে থাকলে নলিনের জন্য এমনি একটি বউ সে আনত। হ্যাঁ, বউ করতে হলে এমন মেয়েকেই ঘরে আনতে হয়।

বিয়েতে নলিনীকান্ত প্রথমটায় আপত্তি করেছিলেন। চাকরি না করে বিয়ে করাটা তাঁর আধুনিক মনে অসঙ্গত ঠেকেছিল। কিন্তু ভগ্নীপতি হরিপদ মুখুজ্যেমশাই তাঁর সব আপত্তি সুকৌশলে বাতিল করে দিলেন। কৌশল আর কিছুই নয়—পূজার ছুটিতে শালা বাড়ি এলে তাকে নিয়ে গিয়ে মেয়েটি দেখিয়ে দিলেন একদিন। বড় জামাইবাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়মশাইকে সমীহ করে চলতেন নলিনীকান্ত। কিন্তু ছোট হরিপদ মুখুজ্যের সঙ্গে তাঁর বেশ সখ্য ছিল—শালা-ভগ্নীপতির যা হয় সাধারণত। ‘আমার এক বন্ধুর জন্য মেয়ে দেখতে যাচ্ছি হালিসহরে, তুমিও চল না’—বলে নলিনীকান্তকে টেনে নিয়ে গেলেন মুখোপাধ্যায়মশাই। খাসবাড়ির মুখুজ্যেগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বোধহয় কিছু জ্ঞাতি-সম্পর্ক ছিল। মোটকথা এ-বিয়েতে হরিপদ মুখুজ্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ভট্টাচার্যবাড়ির ছোট ছেলে শ্রদ্ধেয় ৺রামপদ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, তিনিই এ-বিয়ের ঘটক।

সুধাংশুবালাকে দেখার পর নলিনীকান্তের ভাবান্তর স্বাভাবিক। ভগ্নীপতি মুচকি হাসেন কেবল। ‘কি হে কেমন দেখলে বল?’ আরও দু’চারটা ঠাট্টার পর আসল কথাটা ভাঙলেন তিনি। ‘তুমিই আমার সে-বন্ধু নলিন। ও-মেয়ে তোমার জন্যই দেখা হয়েছে। এবার বল বিয়ে করবে কি না। সুধা বড় হয়ে উঠেছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেয়ে ওরা ফেলে রাখবে না বুঝতেই পারছ। তুমি অমত করলেই অন্যত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে।'*

এরপর ছ'মাসের মধ্যেই সব ঠিক-ঠাক করে সুধাংশুবালার সঙ্গে নলিনীকান্তের বিয়ে হয়ে গেল।

১৮৯৬এর ১৬ই ডিসেম্বর তিন বৎসর পশ্চিমে বাস করার পর ভারতবর্ষে রওনা হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। ১৮৯৭তে তিনি রামনাদে ভারতের মাটিতে পা দিলেন—চল্লিশ ফুট উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ উঠল সেখানে। মাদ্রাজ থেকে কলকাতা—উৎসাহ-চঞ্চল ভারতবর্ষ তার বিজয়ী বীরকে মহাসমারোহে অভিনন্দন জানিয়ে ফেটে পড়ে উল্লাসে। বিবেকানন্দকে নিয়ে শহর-কেন্দ্রিক শিক্ষিত সমাজে উদ্দীপনা আর জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। তিনিও চুপ করে নাই। অগ্নিগর্ভ বিবেক-বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছেন দেশের আকাশে-বাতাসে—

'It is a man-making religion we want. It is a man-making education all round that we want. Men, men these are wanted. Everything else will be ready but strong vigorous believing young men sincere to the backbone are wanted. A hundred such and the world becomes revolutionised.'

Reply to Shobhabazar Address.

'The one idea which distinguishes the Hindu religion from every other in the world, the one

* গোবিন্দমোহিনী দেবীর কাছ থেকে শোনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

idea to express which the sages almost exhaust the vocubulary of the Sanskrit language is that man must realise God.'

Reply to Madras Address.

'Next to spiritual help (ব্রহ্মজ্ঞান) comes intellectual help (বিদ্যাদান) the gift of secular knowledge. This is far higher than the giving of food and clothes; the next gift is the gift of life and the fourth, the gift of food.

My plan of Campaign (Madras)

১৮৯৭এর ফেব্রুআরি বা মার্চ্চে সেবার পরমহংসদেবের যে-জন্মোৎসব হয় তাতে স্বামীজি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সারা দেশে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার-বরিষ্ঠ বলে উপস্থাপিত করছেন বিবেকানন্দ। ধর্মমহাসভা-বিজয়ী পশ্চিমপ্রত্যাগত স্বামীজির কথা উড়িয়ে দিতে শিক্ষিত বাঙালীর বাধছে।

৫ই মে ১৮৯৭এর এক চিঠিতে বিবেকানন্দ মিসেস সারা বুলকে লিখছেন, 'আমি আরও কয়েক বছর বাঁচি আর নাই বাঁচি, ভারতবর্ষ ইতোমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।'

ফেব্রুআরিতেই আলমবাজার মঠের পত্তন হয়। ওই ৫ই মে-তে লেখা একখানা চিঠিতে এই খবর পেয়ে মিস মার্গারেট নোবল (নিবেদিতা) বলে উঠলেন, 'জয় ভগবান। মঠ তাহলে হয়েছে।'

নিঃশব্দে এক মহানাটকের যবনিকা উত্তোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ভারতবর্ষ। শক্তিময়ী ইউরোপা তাঁর এক বীরাঙ্গনাকে পাঠাবেন 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে'—আইরিশ মেয়ে হবেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।' প্রজ্ঞাদৃপ্ত সুপ্রাচীন ভারতকে প্রতীচ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে চলেছে মৃতসঞ্জীবনী নব প্রাণ। 'দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে'—কবির স্বপ্ন রূপ ধরতে যাচ্ছে ১৮৯৭ সালে। ভারতবর্ষে নতুন যুগ-পত্তনের সব আয়োজন সম্পূর্ণ হল এতদিনে।

কিন্তু ভারতবর্ষের কোটি-কোটি গ্রামের মত কুতবপুর-রাধাকান্তপুরও সেদিন এর কোনও গুরুত্ব দেয়নি। তার হিন্দুসভ্যতা তো আজকের নয়! কত রামমোহন কেশবের জয়যাত্রা দেখল সে, কত পণ্ডিতের কতই বাদ-বিতণ্ডা শুনল। শহরের ওসব ঢক্কানিনাদে কান পাতে না গ্রাম। 'কালেনাত্মনি বিন্দতি।' মহাকালকে ছাড়া আর কাউকে তার বিশ্বাস নাই। 'ধোপে টিকবে যা' তাকেই মান দেওয়া চলে। অবতার অমনি বললেই হল? আর বিবেকানন্দ? শিমুলিয়া দত্তবাড়ির সেই ছেলেটি তো? কেশব সেনের মতই বিদ্বান আর বাগ্মী বটে—সাহেবদের দেশেও খুব বলে এসেছে আমাদের ধর্মের কথা। তাবলে তাকে নর-ঋষি বলতে হবে? পাগল আর কি!

নলিনীকান্ত সেদিন রয়েছেন তটস্থের ভূমিকায়। শহরের মাতামাতিতে ঝাঁপ দিয়ে অংশ নিতে পারেননি। আবার গ্রামের চোখ-কান-বোজা অবজ্ঞাতেও ঠিক সায় নাই। ঢাকা প্রবাসের ফলে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখা পরমহংস রামকৃষ্ণ (১৮৭৯), প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ডিরেকটার অব পাব্লিক ইনস্ট্রাক্শন মিঃ সি. এইচ. টনি-র 'এ মডার্ণ হিন্দু সেণ্ট' (১৮৯৬), কেশব সেনের শ্রীরামকৃষ্ণপ্রশস্তি এবং সর্বোপরি ম্যাকস্মূলারের লেখা 'এ রিয়াল মহাত্মন্' ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। সংবাদপত্রে বা চলতি পত্রপত্রিকায় যথেষ্ট আলোচনা হত এগুলি নিয়ে। স্বামীজির আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কীর্তিকলাপও ছড়িয়ে পড়েছে দেশে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণ যে একজন মহাপুরুষ এ নলিনীকান্তের মনে হত। তাঁদের বাড়িতেই এ-বিশ্বাসটা কেমন করে যেন এসেছিল। ভট্টাচার্যমশাই বড় সাধু মনে করতেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। কিন্তু তিনি অবতার বা নরেন্দ্রনাথ আধিকারিক পুরুষ এতখানি নিশ্চয়ই ভাবতেন না নলিনীকান্ত। বঙ্কিমসাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় থাকায় স্বামীজির মানব-হিতৈষণা ঈশ্বরলাভের সদুপদেশ তাঁর নতুন কথা মনে হয়নি। 'কথা তো মুখের কথা দুদিনে ফুরায়।' কাজে কিছু করতে পারবেন বিবেকানন্দ? মুখে কেবল 'arise awake' বলে হাঁক দেওয়া নয়, সত্যি কি জাগিয়ে তুলতে পারবেন মৃতপ্রায় অসাড় এই সমাজকে? অনেকখানি ঔৎসুক্য নিয়ে সেইটি লক্ষ্য করতে চান নলিনীকান্ত। এখনই বিবেকানন্দকে মানপত্র লিখে দিতে তিনি রাজী নন।

এরই মধ্যে সুধাংশুবালাকে নিয়ে সংসারী হয়ে বসলেন, জীবনে একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেল।

এগার বছরের সুধাংশুবালাকে বালিকা বললেও চলে। নলিনীকান্তের সতের পূরতে তখনও পাঁচমাস বাকী—বলতে গেলে ষোল বছরের ছেলে। দাড়ি-গোঁপের রেখাও পড়েনি, টানা-টানা দুই চোখে অবাক হয়ে জগৎটাকে চিনে নেওয়ার অসীম কৌতূহল। মুখে বালকের সারল্য। সুধাংশুবালার ডাকনাম ছিল রাণী। রাণী যেন তাঁর খেলার সঙ্গিনী একটি। তখনও ছুটিছাটায় বাড়ি এলে ভাই-বোনদের নিয়ে এককেসময় আগডুম বাগডুম খেলতে বসে যেতেন নলিনীকান্ত, ছোটদের সঙ্গে বেজায় ভাব তাঁর।* রাণী বাড়ির বউ,

* শ্রীযুক্তা বিজলী দেবীর কাছ থেকে শোনা। ইনি নলিনীকান্তের খুড়তুতো বোন, ৺শরৎ ভট্টাচার্যের কন্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুজনদের সামনে আঁচলে চাবি বেঁধে ভারিক্কি চালে চলে। কিন্তু আড়ালে সেও নলিনীকান্তের দোসর ছাড়া আর কি? ছোট দেওর রামপদ ৮।৯ বছরের ছেলে। গাছকোমর বেঁধে তার সঙ্গে ছুটাছুটি করা গাছে চড়া চলে বউদির। কাজেই নলিনীকান্ত তাকে নিজের সমবয়সী একটি খেলুড়ে ছাড়া আর কি ভাববেন? তবে হ্যাঁ, রূপসী বটে, দেখলে চোখ জুড়ায়। বন্ধুদের কাছে সগর্বে রাণীর রূপ বর্ণনা করেন। সেকালে বন্ধুর বউকে দেখা সহজ ছিল না। প্রতিবেশী সতীশ সরকারও কোনদিন দেখেননি রাণী-বউদিকে। এ একটা আফসোস নলিনীকান্তের। তাঁর ইচ্ছা করে সকলকে ডেকে দেখান, কেমন সুন্দর ও! অর্থাৎ বধূ-সম্বন্ধে চিত্ত তখনও ভাবলেশ-পরিশূন্য।

রাধাকান্তপুরেই ছিলেন নব-পরিণীতা। মামাবাড়ি থেকে বিয়ে হয়েছে—তখনকার দিনে বারশ' টাকা খরচ করেছেন আনন্দময়ী। দোতালাটা ছেড়ে দিয়েছেন বধূসনাথ নলিনীকান্তকে। সুধাংশুবালা নিরক্ষর ছিলেন না, বরং সেকালের বিচারে শিক্ষিতা মেয়ে। তার বাবা ছিলেন হুগলীতে, মামাবাড়ি কলকাতায়। শহরের ছোঁয়া লেগেছিল তাঁদের পরিবারে—রাণীকে স্কুলে দিয়েছিলেন তাঁর অভি-ভাবকেরা। অসময়ে বাপ মারা যাওয়ায় ছাত্রবৃত্তি পাশ করা হয়ে উঠল না, সেটা রাণীর আক্ষেপ ছিল। তাই বাড়িতে বরাবর লেখাপড়ার চর্চা রেখেছেন। তাঁর চতুর্থ শ্রেণীর বিদ্যাকে সবসময়ই তিনি মেজে-ঘষে ছাত্রবৃত্তির পর্যায়ে তুলতে সচেষ্ট। বিয়ের পরই নলিনীকান্তকে নিজের শিক্ষক ঠিক করে নিলেন, 'আমায় পড়াও না!' খুশী হয়ে রাজী হন নলিনীকান্ত। অবসরকালে দেখা হলেই হাতের লেখা অঙ্ক এবং অন্যান্য পড়া ধরেন, পড়া দেন। দিনের কাজের অবসরে কখন যে ও-মেয়ে সব পড়া করে রাখে ভেবে পান না। ছাত্রী হিসাবে রাণী যে তাঁর চেয়ে অনেক মনোযোগী, মনে-মনে তা স্বীকার করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। ভারী বুদ্ধিমতীও বটে। ওইটুকু মেয়ে, সুযোগ পেলেই যে গাছে চড়ে কাঁচা আম খায়—সে আবার কেমন বউ সেজে বাড়ি-সুদ্ধ লোকের মন যুগিয়ে চলে। এরই মধ্যে কেমন হাত করেছে সকলকে। নলিনীকান্তের কাছে এ একটা বিস্ময়। নাঃ, রাণীর বাহাদুরি আছে। তিনি তো কোনজন্মে এসব পারবেন না। শহরের মেয়ে কিনা! কিন্তু যতই বিদ্যাবুদ্ধি থাক, তাঁর মত নাটক লিখতে আর হয় না। একটা উপন্যাসও আধখানা হয়ে পড়ে আছে। কবিতা তো কতই লিখেছেন। দাঁড়াও, এবার উপন্যাসটা শেষ করে রাণীকে দেখাতে হচ্ছে।

গান গল্প ছড়া ধাঁধা শুনে আর শুনিয়ে কোথা দিয়ে প্রথমবারের দিনগুলি কেটে গেল। সেসময় কিশোরসাহিত্যের মধ্যে 'সখা' এবং 'সখা ও সাথী' পত্রিকার খুব নাম ছিল। ১৮৯১ সালে 'সখা' বন্ধ হয়ে গেলেও রচনাসম্ভারে তা এমনই সমৃদ্ধ ছিল যে তখন গ্রন্থাগার বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে পুরাতন 'সখা' বাঁধান থাকত। গল্প বিজ্ঞান ইতিহাস চরিতকথা, পাঠক-পাঠিকাদের পোশাক ও আচার-ব্যবহার স্বাস্থ্য এবং অধ্যয়ন সম্বন্ধে শিক্ষা, মুখরোচক খাদ্যপ্রস্তুত-প্রণালী, সামসময়িক শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সমালোচনা—এসবই সখাতে থাকত। সেইসঙ্গে দেশী ও বিলাতী সংবাদ এবং পাঠক-পাঠিকাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হত। হেঁয়ালি ও ধাঁধা তো থাকতই। সুধাংশুবালা এই 'সখা' এবং 'সখা ও সাথী'র নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন সম্ভবত। কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলে এত সুখ নলিনীকান্ত আর পাননি। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁর একটা উঁচু ধারণা ছিল। রাণী তাঁর সে-ধারণা অনেকটা ভেঙে দিল। সঙ্গিনীটি সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধার ভাব নিয়েই সেবারকার মত ঢাকা রওনা দিলেন নলিনীকান্ত।

যাবার আগে দেখলেন রাণীর পদ্মপাপড়ির মত চোখদুটি ছলছল করছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গরমের ছুটিতে ফিরে এসে তখনও বউ রাধাকান্তপুরে আছে দেখে রেগে উঠলেন নলিনীকান্ত। 'এ কি? ওকে তোমরা এখনও কুতবপুরে পাঠাওনি? বাবা একেকসময় হাত পুড়িয়ে রেঁধে খান। সেখানে কে তাঁকে দেখে ঠিক নাই। আমি না বলে গিয়েছিলাম, ওকে সাত-আট দিন বাদেই পাঠিয়ে দেবে কুতবপুরে?'

নাতির সর্দারিতে বিরক্ত হয়ে দিদিমা বলেন, 'ছেলেমানুষ একা সেই অভাবের সংসারে গিয়ে এখন থেকেই ঝিয়ের মত খাটবে? থাক না ক'দিন। জামাই এতদিন যদি পেরে থাকেন এখনও পারবেন। এত তাড়া কিসের?'*

রাগারাগি হয়ে গেল এই নিয়ে। কোন কথা রেখে-ঢেকে বলা নলিনীকান্তের ধাতে ছিল না। কথা-কাটাকাটির মুখে বলে বসলেন, 'বউ কি তোমাদের সেবার জন্য এনেছ তাহলে? বাবার জন্য নয়? তাই বুঝি বিয়ে দেওয়ার এত গরজ, এত টাকা খরচ করা?' তাঁদের সংসার অভাবের সংসার বলে খোঁটা দেওয়াটা ভাল লাগেনি নলিনীকান্তের। স্বামী-শ্বশুর যদি গরীব হয়, বউকে গরীবের ঘরই করতে হবে। আদর দেখিয়ে কি ঘর ভাঙাতে চান দিদিমা-মাসীমারা?

আড়ালে স্বামীর প্রশ্নে অনুগতার মত সায় দেয় নববধূ। না, দোতালা পাকা কোঠায় দুধে-ভাতে থাকতে সে চায় না। বাবা মারা যাওয়ার পর ঠাকুরমার কাছে দুঃখে-কষ্টে মানুষ—খাটুনিকে একটুও ভয় করে না। রাণী জানে 'চামের আদর নাই কামেরই আদর।' নিজেকে তার শ্বশুরবাড়ির দাসী মনে করে সে।

---

*বিজলী দেবী লিখছেন—'সেকালের গিন্নিরা সকলকে আপনার মত দেখতেন, ভালবাসতেন। কারও বাড়ী অসময়ে লোক এলে অন্যসব বাড়িতে যা যা ভাল রান্না হত এক-এক বাটি পাঠিয়ে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা হত।' কাজেই দিদিমার কথা খুব অযৌক্তিক নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এর পর বিজয়গৌরবে বউকে নিয়ে কুতবপুর চলে এলেন নলিনীকান্ত। মাসীদের মুখের উপর বলে দিলেন, 'বড়লোকের টাকা অনেক খেয়েছি, আর খাব না।' মাসীরা নাকি রাগের মাথায় বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, এখন তো স্বাধীন হবেই। খাইয়ে-পরিয়ে এত বড়টি করলাম আমরা, দিন কিনে নিয়েছে কি না, তাই আমরা এখন তোমার শত্রু।'

কুতবপুরে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা চলছিল কিছুদিন ধরে নলিনীকান্ত জানতেন। ঠিক করলেন, পড়া ছেড়ে দিয়ে আপাতত ওই স্কুলপত্তনের কাজেই লেগে যাব—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা গ্রামের দশজন মিলে কিছু বেতন দেবেই। বাবাকে বোঝালেন, 'ঢাকার সার্ভেস্কুলে দু'বছর পড়লেই আমিনের চাকরি জুটে যায় আমি দেখেছি। না-ই দিলাম ফাইনাল পরীক্ষা। তুমি ভেব না; অল্পদিনের মধ্যেই ভাল চাকরি পেয়ে যাব একটা।' দু'চার জায়গায় দরখাস্ত ছেড়ে দিয়ে গ্রামেই বসলেন কায়েম হয়ে।

নলিন সত্যি পড়া ছেড়ে চাকরির চেষ্টা করছে দেখে অনুতপ্ত হন দিদিমারা। সাধ্য-সাধনা করেন আবার পড়ার জন্য। কিন্তু 'মরদ্‌কী বাত হাথীকা দাঁত'—নলিনীকান্ত তাঁদের আর্থিক সাহায্য আর নিতে চাইলেন না। রাগ করে নয়, এবার মিষ্টি কথাতেই সন্ধি করলেন হাসিমুখে। এমন ইশারাও দিলেন দিদিমাকে যে নতুন বিয়ে করেছি, পড়ায় আর মন নাই। দিদিমা ভাবলেন হবেও-বা। ছোট থেকে ও-ছেলেকে চেনেন তাঁরা, যা ধরেছে তা করবেই। তখন রফা হল, অন্য তিন ভাই মাসীদের কাছেই থাকবে। কেবল ছোট ভাই, রাণী আর বাবাকে নিয়ে নলিনীকান্ত এখন থেকে বরাবর কুতবপুরে থাকবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের ছোট মাসীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুবনমোহনের এ-ব্যবস্থায় আন্তরিক সায় ছিল। বড় ছেলে আর বউ তাঁর ভার নেওয়ায় তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। মাণিক-বউ তাঁকে সুখী মানুষ করে তুলেছিলেন। বড় কষ্টে গেছে এই পাঁচ-ছয় বছর। দেখা-শোনা করার আর পাঁচজন থাকলেও আপনজনের সঙ্গে কি কারও তুলনা চলে ?

'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে'—ভট্টাচার্য-পরিবারে সুধাংশুবালা সেই আনন্দময়ী। তখন এগার বছরের মেয়ে ঘর-সংসার করতে ভয় পেত না। 'অষ্টমে গৌরীদান' যেদেশের প্রথা সেদেশে পাঁচ বছর বয়স হলেই মেয়েরা গৃহিণীপনায় তালিম নিত। সুধাংশুবালা আবার স্বাস্থ্যবতী বলে বয়সের তুলনায় বড়সড় ছিলেন দেখতে। আর তেমনি নাকি কর্মনিপুণা সেবাকুশলা মেয়ে। দেখতে-না-দেখতে শ্বশুর ভুবনমোহন দেওর রামপদ শুধু নয়, জ্ঞাতি-শাশুড়ী এবং কুটুম্বরাও সুধাংশুবালার বশ হয়ে গেলেন। ওর ধরন-ধারন যত দেখেন, নলিনীকান্তের মনে পড়ে মায়ের কথা। অতর্কিতে ব্যথা বাজে বুকে। তাড়াতাড়ি অন্য পাঁচরকমে ভোলান নিজেকে।

ভোলাবার উপায় অজস্র আছে। অনেকদিন পরে গ্রামে এসে বসেছেন আবার। তাঁর বাল্যবন্ধুরা দলের পাণ্ডাকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। নলিনকে পেলে যেমন আনন্দ করা যায় এমন আর কাউকে নিয়ে নয়। তরুণ নলিনীকান্তকে যাঁরা দেখেছেন সবাই এ-বিষয়ে একমত যে তাঁর স্বভাব ছিল আনন্দময়, মুখে হাসি লেগেই থাকত। সঙ্গে থাকলেই সেই সহজানন্দের ছোঁয়া লাগত মনে। তাই নলিনকে নিয়ে যাত্রা দেখা পালাগান শোনা দাবা-পাশা খেলা খুব জমে। তার উপর গান-বাজনাও আসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নলিনের, অভিনয় করে ভাল। দিনে স্কুলমাষ্টারি, সন্ধ্যা হতে পুরাদমে আসর। রাধাকান্তপুরের মত এখানেও বন্ধুদের নিয়ে দল গড়লেন নলিনীকান্ত। জনপ্রিয়তার দিক থেকে হরিশ্চন্দ্র পালা রামযাত্রা ও কৃষ্ণযাত্রার পরই স্থান পেত। আরেক লোকরঞ্জক পালা বেহুলা। নলিনীকান্ত নাকি সখের যাত্রায় শৈব্যা আর বেহুলা সাজতেন কিশোরবয়সে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, ফর্সা রঙে স্ত্রী-ভূমিকায় ভালই মানাত তাঁকে।*

আগেই বলেছি অভিনয় এবং গীত-বাদ্যে দক্ষতাটা ভট্টাচার্য-পরিবারে সহজাত। নলিনীকান্তও ভাল অভিনয় করতেন। এবার গ্রামে এসে নিজের তরণীসেনবধ নাটকখানা ঘষে-মেজে শেষ করে ওইখানাই দলবল নিয়ে অভিনয় করতে লেগে গেলেন। নিজে নাকি তরণীসেন সাজতেন।* নাটকটার বেশ নাম হল গ্রাম-সমাজে। বন্ধু-বান্ধবরা বলতে লাগলেন, মতি রায়ের তরণীসেনবধের চেয়ে খারাপ হয়নি, বটতলা থেকে ছাপালে হয়। স্বামিগর্বে রাণীর মনে আনন্দ ধরে না। তাঁর উল্লাসে পৌরুষ তৃপ্ত হয় নলিনীকান্তের। শহরের লিখিয়ে-পড়িয়ে চালাক-চতুর মেয়েটিকে তাহলে তাক লাগাতে পেরেছেন! বছরখানেকের মধ্যে ফেলে-রাখা উপন্যাস 'সুমতির সতীত্ব পরীক্ষা' শেষ করে 'চারুবালা' নামে আরও একটা উপন্যাস আর 'ভগবতীর নিকে' নাম দিয়ে এক প্রহসন লেখা হয়ে গেল। এর কোনটাই আমরা চোখে দেখিনি—নলিনীকান্তের ছোটভাই ৺রামপদ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে নাম শোনা গেছে মাত্র। বহুদিন এসব পাণ্ডুলিপি ভট্টাচার্যপরিবারে রক্ষিত ছিল। দেশবিভাগের সময় সব নষ্ট হয়ে গেছে।

---

*বিজলী দেবীর মুখে শুনেছি, তাঁর স্বামী ৺ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অল্প বয়সে নিজে নলিনীকান্তের অভিনয় দেখেছিলেন। খুব ভাল লেগেছিল দেখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু কি জানার উপায় নাই। কিন্তু প্রহসনটার নাম থেকে একটা কথা অনুমান করা যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভয় গিয়ে ঔদ্ধত্য বাড়ছে নলিনীকান্তের। শাক্ত-বংশের ছেলে হয়ে 'ভগবতীর নিকে' নাম দিয়ে প্রহসন লেখাটা সেই ইঙ্গিতই দেয় না? শিবকে নিয়ে বাঙালী প্রচুর হাসি-ঠাট্টা করেছে। এমন কি গিরিশচন্দ্রের নাটকেও তার রেশ রয়েছে—'হর-গৌরী'তে শিবের কুচনী নিয়ে ছোটাছুটি করার কথা তিনিও রসিয়ে বলেছেন। অবশ্য কুচনী সেখানে ছদ্মবেশিনী ভগবতী স্বয়ং। তবু ভূতনাথের চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ এটা। নলিনীকান্তের মনে কি এরই প্রত্যুত্তর দেওয়ার স্পৃহা জেগেছে? শিব যদি চরিত্রহীন হন, শিবানীই কি এমন ভাল? 'শঙ্করমৌলি-বিহারিণী' গঙ্গার শান্তনুকে বরণ করাটা কি তবে? তাছাড়া অদ্ভুত-রামায়ণের মত কোনও অদ্ভুত-পুরাণে ভগবতী সম্বন্ধে কোনও উদ্ভট কাহিনী হয়তো ছিল। সেকালে যাত্রা-কথকতার আসরে এমন অনেক কথা শোনা যেত, আমরা আজকাল যার হদিশ পাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃততে এধরনের কিছু-কিছু কাহিনীর উদ্দেশ আছে—যেমন যশোমতী ও শ্রীমতীর এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী বলছেন 'বর লও' ইত্যাদি। যেমন কলঙ্কভঞ্জনের উপাখ্যান। কোন্ পুরাণে এসব আখ্যানের উদ্ভব তা জানা নাই। কিন্তু ও নিয়ে পালার পর পালা হয়েছে। 'ভগবতীর নিকে' তেমনি কোন কথকতার বিষয়-বস্তু হতেই নেওয়া হয়তো।—কিন্তু দেবী-লীলাকে 'নিকে' নাম দিয়ে বিদ্রূপ করাটা নলিনীকান্তের নিজস্ব। বেশ বোঝা যায়, ঈশ্বরী-সম্পর্কে মহিমজ্ঞান ক্রমেই কমে আসছে তাঁর, আসছে সহজ সম্বন্ধের দাবি। তরণীসেনবধের রাবণ-চরিত্র-চিত্রণে যার অঙ্কুর লক্ষ্য করা গিয়েছিল, ক্রমেই তা পল্লবিত হচ্ছে বুঝি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পল্লবনের মূলে তাঁর গৃহিণী। কিশোরী সুধাংশুবালাকে দেখে নাকি মনে হত, 'পর্বতদুহিতা কৈলাস ছাড়িয়া এই বাটিতে আসিয়া রহিয়াছেন।' যাঁকে মনে হয়েছিল অপ্রাপণীয়া, তাঁকে অর্ধাঙ্গিনীর মধ্যে বিদ্যুৎঝলকে কখনও-কখনও প্রত্যক্ষ করতে আরম্ভ করেছিলেন। নলিনীকান্তের তাই সাহস বেড়েছিল।

১৮৯৮ থেকে '৯৯এর মধ্যে নলিনীকান্তের লেখক হিসাবে একটু নাম হয়ে গেল। নামের মূলে 'সুধাংশুবালা' নামে একখানা উপন্যাস। শুনেছি এখানা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশ করেছিলেন একদা। দু-একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বইখানা তাঁরা ছাপার অক্ষরে দেখেছেন।* সতীশ সরকার মশাইও বললেন, 'নলিনের একটা উপন্যাস ছাপা হয়েছিল আমরা জানি।' যোগী-গুরুর প্রথম সংস্করণেও চারুবালা সুধাংশুবালা এবং শোভা-বিলাপের উল্লেখ আছে। সাহিত্যিক হওয়ার প্রবণতাটা নলিনীকান্তের অল্প বয়স থেকেই ছিল। ছড়া বাঁধতে শুরু করেছেন যেদিন থেকে সেদিন থেকে ওই ঝোঁকটার সূত্রপাত। তারপর যাত্রা দেখার সখ থেকে নাটক লেখা। এবার নিজের জীবনেই নাটক ঘনিয়ে এসেছে, তাই লেখার হাত খুলে যাওয়া স্বাভাবিক।

সুধাংশুবালার অর্ধচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপির নকল আছে কিছু। লেখক একদা স্বীকার করেছিলেন, তাঁর প্রথমজীবনের অভিজ্ঞতাই ওর বিষয়বস্তু। কালীপ্রসন্নের হুতোম প্যাঁচার নকশায় রেলগাড়ি নিয়ে যে-নকশা তা-ই দিয়ে ওর মুখবন্ধ। জীবনীর উপাদান-হিসাবে সুধাংশুবালার মূল্য অপরিসীম। আমরা এবার 'সুধাংশুবালা'র সূত্র ধরেই তাঁর জীবননাট্যের একটা খসড়া দিয়ে যাব শুধু।

---

*আসাম মঠের লাইব্রেরীতে নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দুইখানা উপন্যাস দেখেছেন—শ্রীমৎ সত্যানন্দ সরস্বতীও একথা বলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সুধাংশুর কি হয়েছে কে জানে। বেশ হাসত কথা কইত পড়া দিত নিত। প্রথম-প্রথম সময় পেলেই তাঁর কাছে ঘুর-ঘুর করত। লিখতে-লিখতে নলিনীকান্ত পড়ে শোনাতেন নিজের লেখা। হেসে গড়াত রাণী, আবার দুঃখের কথা থাকলে চোখ ছলছলিয়ে আসত। তারপর মুখ ভার করে অনুযোগ দিত, "আমার পড়া নাও না আজকাল। কেবল নিজে লিখছ!" সন্ধ্যার আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরতে আজকাল রাত্রি ন'টা হয়ে যায়। কোনদিন তার চেয়েও দেরি হয়। এসেই আবার নিজের দপ্তর খুলে বসেন। সত্যি ওকে পড়ানো হয় না আর। বালিকার অভিমান কি মিষ্টি যে লাগত! সাদরে বলতেন, "বই আন, পড়া নেব।" খানিকটা পড়াশোনার পর দুজনে মিলে গান আর গল্প চলে। নলিনীকান্ত তো বরাবরই গান গাইতে পারতেন। কুতবপুরে এসে আবিষ্কার করেছেন রাণীও গাইতে জানে—সুন্দর গায়। সমবয়সী দুটি বন্ধুর মত হাসি-গল্প করে অর্ধেক রাত কেটে যেত তাঁদের। কতদিন চমকে উঠে নলিনীকান্ত বলেছেন, "যাও শুয়ে পড় শীগগির, রাত দুটো যে!"

তখন রাণী উঠে খেতু পিসী কি জ্ঞাতিসম্পর্কের ননদদের কারও কারও কাছে শুতে চলে যেত।

'কিন্তু কিছুদিন হল সব বদলে গেছে। আজকাল পড়াতে গিয়ে নলিনীকান্ত সকৌতুকে দেখেন, রাণীর পড়ায় মন নাই। সুযোগ পেলেই কেবল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। চোখাচোখি হলেই লাল হয়ে উঠে, চোখ নামায়। আবার তিনি অন্যমনস্ক হয়েছেন বুঝলেই অপলকে তাকিয়ে আছে। সেদিন অঙ্ক কষাতে গিয়ে যেমন বলেছেন, "বুঝলে?" থতমত খেয়ে চোখ নামিয়ে বলে কিনা, "আরেকবার বুঝিয়ে দিন।" না হেসে পারেন না নলিনীকান্ত —"এটা যে নতুন শুনছি রাণী। আবার 'আপনি' শেখাল কে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠে পালাল বধূ। অবাক হয়ে নলিনীকান্ত ভাবতে লাগলেন, ওর হল কি? আর সেরকম হেসে মুখের দিকে চেয়ে কথা বলে না, সামনে আসে না। কেবল পালিয়ে বেড়ায়। ওদিকে আবার লুকিয়ে দেখে!'

ক্রমে লক্ষ্য হল, স্কুল হতে ফিরতে একটু দেরি হলে রাণী পথ চেয়ে থাকে। রাত্রে সময়ে না ফিরলে লুকিয়ে কাঁদে। তাঁকে দেখলেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখখানি।

রানাঘাট কি কৃষ্ণনগর গেলে তো রক্ষা নাই। খাওয়াদাওয়া ঘুরে যায় ওর। কেবল ঘর-বার করা আর কান্না। পাড়ায় রাণীর সখিস্থানীয়া যাঁরা—সম্পর্কে নলিনীকান্তের বোন বা আত্মীয়া তাঁরা হেসে গল্প করেন রাণীর কাণ্ড। তিনি ফিরছেন দেখলেই লজ্জায় আনন্দে কোথায় লুকাবে ও ভেবে পায় না। কিন্তু তার চোখ-কান যে পড়ে থাকে তাঁর আসা-যাওয়ার পথে—দিনে-রাতে তার হাজারো প্রমাণ মেলে। নলিনীকান্তের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আরামের আয়োজনটুকুতেও হেলা নাই রাণীর, সেবা-যত্নে যেন তাঁকে ভরিয়ে দিতে চায় ওই মেয়ে।

সুধাংশুবালার নির্মল পূর্বরাগই নলিনীকান্তের কুমার-চিত্তের ঘুম ভাঙাল। নবানুরাগের অরুণচ্ছটায় রাঙা হয়ে উঠল মন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরও এল লজ্জা-সঙ্কোচ। আর বধূকে দেখলেই কাছে গিয়ে কথা বলতে পারেন না। হাত ধরে টেনে এনে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন না, কি হয়েছে তোমার! কি হয়েছে তা যেন নিজের মন দিয়েই বোঝেন। যত বোঝেন ততই দেখতে ইচ্ছা করে রাণীর হাব-ভাব। আর যত এ-ইচ্ছা হয়, ততই তাকে দেখলে বুক ঢিপ-ঢিপ করে, ভাল করে দেখা হয় না। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে মন বসে না। বই পড়তে গিয়ে কি লিখতে গিয়ে সব ভুলে ওই একজনের কথাই মনে ওঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আঠার চলছে নলিনীকান্তের। গ্রামের একজন 'মাষ্টারমশাই' তিনি, পাড়া-পড়শীর কাছে 'নলিন ঠাকুর'। ভট্টাচার্যবাড়িকে আগেই ঠাকুরবাড়ি বলত লোকে। এই মর্যাদার মূল্য তাঁকে দিতে হবে। নিজের আদর্শানুযায়ী নলিনীকান্ত নিজেকে গড়ে তুলেছেন—এক মুহূর্তও ভোলেন না মানুষ হিসাবে তাঁর কতকগুলি দায়-দায়িত্ব আছে। 'চারু পাঠে'র উপদেশ প্রাণে গাঁথা হয়ে গেছে তাঁর—

'এমন কি যে দেশে বা যে জনপদে বাস করা যায় তত্রত্য লোকে যে পরিমাণে কর্মদক্ষ জ্ঞানাপন্ন ও ধর্মশীল হয় সেই পরিমাণে আমাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কৃষকেরা কৃষিবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উত্তমরূপ শস্য ফল মূলাদি উৎপাদন করিতে না পারিলে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি না। শিল্পকারেরা শিল্পকার্য্যে সুদক্ষ হইয়া সুখ সম্ভোগের উপযোগী উত্তমোত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করিতে না পারিলে··· আমরা সে সমস্ত সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই না।···

'অতএব জনসমাজে অবস্থিতি পূর্বক অপর সাধারণের বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতি সাধনার্থ চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আত্মোদর পরিপূর্ণ, পরিবারের ভরণ-পোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকা মনুষ্যের কর্ম নহে। প্রতিদিবস আপন আপন নিত্যকর্ম সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ ক্ষেপণ করা কর্তব্য। যাহাতে স্বদেশীয় লোকের জ্ঞান, ধর্ম, স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, কুরীতি সকল রহিত হইয়া সুরীতি সমুদয় সংস্থাপিত হয় তদর্থে সচেষ্ট হওয়া উচিত।···পরমমঙ্গলাকর পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য সকল জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যকে যে বিশিষ্ট রূপে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন তাহার মত কি কার্য্য করিতেছি ইহা সকলেরই একবার চিন্তা করা উচিত।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাত্রজীবনে এসব পাঠ নিয়েছিলেন বলেই স্বামীজির বাণী নলিনীকান্তের কাছে খুব নতুন একটা কিছু মনে হয়নি। উনিশ শতকের শেষপাদে আদর্শবাদের একটা জোয়ার এসেছিল—শিবনাথ শাস্ত্রী এই সময়টিকেই 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। বিদেশের অনুকরণে ভ্রষ্টাচারী না হয়ে বাঙালী তখন মনে-মনে দেশপ্রেমের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে। তার শুভবুদ্ধির আগাম পুরস্কার হিসাবেই বোধহয় ১৮৯৮এর ২৫শে মার্চ মিস মার্গারেট নোব্‌ল্‌ রামকৃষ্ণসংঘে যোগ দিয়ে নাম নিয়েছেন নিবেদিতা। মিস নোব্‌লএর গোত্রান্তরে স্বামী বিবেকানন্দের অমিত শক্তির কিছুটা পরিচয় পেয়ে পল্লীবাংলাও সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে ফিরে তাকিয়েছে এই নবীন সন্ন্যাসীর দিকে। এর দিন-পনের আগে স্টার থিয়েটারে মার্গারেট যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতেও চমক লেগেছে শিক্ষিত হিন্দুসমাজে—

'But yours is the conservation of a people who have through that long period, been able to preserve the greatest spiritual treasures of the world; and it is for this reason that I have come to India to serve her with one burning passion for service......'

শুনে নলিনীকান্তের মত 'জাতীয় অভিমান' যাঁদের মজ্জাগত আনন্দে গৌরবে মন ভরে উঠেছে তাঁদের। এ-সময় কলকাতার সঙ্গে যে-কারণেই হ'ক, নলিনীকান্তের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাঁর মামাশ্বশুরেরা এবং শাশুড়ী মনোমোহিনী কলকাতায় থাকতেন—মাঝে-মাঝে কলকাতা যাওয়ার একটা প্রত্যক্ষ সূত্র এইখানেই দেখতে পাচ্ছি। মোট কথা সিস্টার নিবেদিতার এই প্রথম ভাষণ তাঁর কানে ওঠেনি এটা ভাবা যায় না। দর্পিত প্রতীচ্যবাসীর মুখ দিয়ে ভারতের অধ্যাত্মসম্পদের প্রশস্তি উচ্চারণ করিয়েছেন বিবেকানন্দ—এ একটা কাজের মত কাজ তা না মেনে নলিনীকান্ত পারেননি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজির দিকে আরও ভাল করে দৃষ্টি পড়েছে এর ফলে। ১৮৯৮-এর মে-তে নৈনিতালে হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত সভায় শোনা গেল বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠ—

'সময় হয়েছে। এবার আমাদের শক্তিসাধনায় এক হতে হবে। নিদারুণ আলস্যে আমরা জড় হয়ে গেছি। সে আলস্য ঝেড়ে ফেলতে হবে। আজ আমরা শক্তিহীন গোলামের জাত। আমাদের স্বাধীনতা নাই প্রাণ নাই। বুঝি সেসব পাওয়ার ইচ্ছাও নাই……'

ভারতের অপমানে দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর চোখে ধারা বয়, গভীর আবেগে রুদ্ধ হয় কণ্ঠস্বর। এ শুধু ভাষণ নয়, অন্তরের তীব্র বেদনা—বুঝে নলিনীকান্ত সেই প্রথম হয়তো মনে-মনে তারিফ করেন স্বামীজির। ওই সভাতেই উৎসাহে অধীর একটি ছেলে বলল—'আমি টাকা যোগাড় করে দেব, অনেক টাকা। সেই টাকায় এদেশের ভাল-ভাল ছেলেকে ইংল্যাণ্ডে পাঠান যাবে। তারা সেখানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসে ভারতের সেবা করবে।'

'জাতীয় অভিমানে' অভিমানী হিন্দু সোদ্বেগে চায় স্বামীজির মুখের দিকে। তা-ই নাকি? দেশের ভাল করতে হলে বিলেত-ফেরত হতে হবে? স্বামীজি কি বলেন?

'এ কোন কথাই নয় ভাই। নিশ্চয় জেনো, এসব লোকের বেশীর ভাগই ভাবে-চিন্তায় বিদেশী হয়ে যাবে, ওরা দো-আঁশলা। সম্পূর্ণ স্বার্থপর হয়ে উঠবে, নিজের দেশের কথা ভুলে বেশ-ভূষা খাওয়াদাওয়া আচার-ব্যবহার সবকিছুতেই ইওরোপকে নকল করবে শুধু। না, আমরা এদেশের ধাতুতে গড়া একদল শক্ত-সমর্থ লোক চাই। ভারতের আত্মাকে জানবে তারা, জাতীয় আদর্শকে জীবন্ত করে তোলাই হবে তাদের জীবনব্রত।'

অনেকের সঙ্গে নলিনীকান্তও নিশ্চয় সেদিন হাঁপ ছেড়ে বলেছিলেন, ধন্য! দেশের হাওয়া ফিরিয়ে দিলেন স্বামীজি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইওরোপে গিয়ে বড় হয়ে আসার মূঢ়তাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধিক্কৃত করলেন। তাঁর এসব কথা নলিনীকান্তের সংস্কারের অনুকূল। বঙ্কিমের মূল বক্তব্যও তো এ-ই ছিল। বিবেকানন্দ আজ ভারতময় ছড়িয়ে দিচ্ছেন সাহিত্যসম্রাটের বাণী, যা ছিল পুঁথির পাতায় জীবনে তাকে কার্যকরী করতে শেখাচ্ছেন। স্বামীজিকে নব ভারতের নেতা বলে ক্রমে বিশ্বাস হচ্ছে তাঁর। হ্যাঁ, সদাচারী হিন্দু হতে হবে, মানুষ হয়ে মানুষ গড়ে তুলতে হবে—যার যতটুকু গণ্ডি তার মধ্যে, এ-ই জীবনের দায়।

গ্রামের একজন সমাজপতি তিনিও। চরিত্র গঠন আর মনুষ্যত্ব অনুশীলনের কথা নলিনীকান্ত সবসময় নিজের সমবয়সী আর বয়ঃকনিষ্ঠদের বলতেন। কানা-ঘুষায় কারও অনাচারের সংবাদ পেলেই তাকে শাসন করতেন। সোজা রাস্তায় না পারলে ছল-কৌশল ধরতেন। তাঁর রক্ষণশীল আদর্শবাদকে সবাই ভয় করত।

কিছুদিন ধরে গাঁয়ের একটি মেয়ের নামে কুকথা কানে আসছে। মেয়েটি বর্ষীয়সী—ছেলেপুলে আছে। গ্রামসম্পর্কে মামী ডাকতেন তাকে। কথাটা যাচাই করে দেখতে হবে আগে। ওর নিজের মুখ থেকেই স্বীকারোক্তি চাই—তারপর শোধরানোর চেষ্টা। একদিনে হয়তো হবে না। কিন্তু তিনিও হাল ছাড়বেন না। 'মামী' ডেকে প্রায় রোজই একবার যেতে আরম্ভ করেছেন সেখানে। একদিন বলে ফেললেন, 'তোমায় শুধু মা ডাকব, কেমন? আমার মা নাই। তুমি তো মায়ের মতই আদর-যত্ন কর।' মেয়েটি বরাবরই স্নেহ করত নলিনকে। এই মনগলানো কথায় আরও গলে গিয়ে খুব 'বাবা' 'বাবা' করছে আজকাল। দেখা যাক—।*

* ৺যোগানন্দজীর দিনলিপি হতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাইরের কর্মব্যস্ত আদর্শনিষ্ঠ জীবনের আড়ালে নলিনীকান্ত সবসময় তাঁর নতুন অভিজ্ঞতার উন্মাদনাকে চাপা দিতে চান। কাউকে বলার নয়, এ শুধু তাঁর একারই উপভোগ্য। এ কি মাধুর্য উছলে উঠেছে তাঁকে ঘিরে—এ কি অপরূপ উল্লাস! অনির্বাচ্য এ-অনুভূতিকে তিনি শুধু রূপ দিতে পারেন তাঁর নিভৃত অবসরের বাণী-বিনোদনে। যা উপচে উঠছে অন্তরে, তার ভার কিছুটা না নামিয়ে যেন সোয়াস্তি নাই।

এই মনোভাব হতেই ১৮৯৮এর সেপ্টেম্বরে সুধাংশুবালা লেখার সূচনা। তার একটি পরিচ্ছেদের উপরে এই কবিতাটি ছিল—

সদা মোর কাছে বসে
বিধুমুখে মৃদু হেসে
সে আমারে সম্ভাবিত মধুর বচনে।
এবে দেখি ভিন্ন ভাব
নাহি আর সে স্বভাব,
দিনান্তে বারেক দেখা দেখে না নয়নে
সাদরে বলে না কথা এবে মোর সনে ॥

পরিচ্ছেদটির নাম দিয়েছিলেন 'নতুন ভাব'।

'প্রথম যখন সে আপনি আজ্ঞে সুরু করল, কথা বলতে পারে না, মুখ তুলে সামনে আসে না নলিনীকান্তও লজ্জা পেতেন আলাপ করতে। কিন্তু কিছুদিন পরে লজ্জার চেয়ে বড় হল ওর সঙ্গ-লিপ্সা। নির্জনে একদিন জোর করে হাত চেপে ধরে বললেন, "আর পড়তে যাও না কেন শুনি?"

' "আমি পড়ব না হাত ছাড়ুন"—পালাবার জন্য ছটপট করে রাণী।

' "না, আগে বল আমার সঙ্গে আবার আগের মত কথা কইবে? এরকম পালিয়ে বেড়াবে না?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

' "আচ্ছা, আচ্ছা" বলে হাত টেনে নিয়ে দৌড়ে পালায় মেয়ে।'

রাণীর সেবা-যত্নে মরা মাকে কত সময় মনে পড়ে যেত। বউএর কথা নিয়ে খোঁটা দিয়েছিলেন, কত·দুঃখ পেয়েছিল মা। আমার মনের মত মেয়েটি খুঁজে বার করে মা চলে গেল। অভিমান নিয়েই কি গেল? আজ ভরা মনে মায়ের স্নেহে অবিশ্বাস হয় না আর। বরং নিরুপায় ক্ষোভে মনে পড়ে মায়ের বিষণ্ণ মুখ। সে থাকলে যদি একবারও আমার মনে হত রাণীকে সে দেখতে পারে না, গরবিনী বুঝি সইতে পারত না। সেই ভয়ে আমার বিয়ের আগেই যেন পালিয়ে বেঁচেছে। ভুল আমার—মাকে চিনতে পারিনি আমি। আচ্ছা, রাণী কি সেই রকম ভালবাসতে পারবে আমায়? মা যেমন ভালবাসত আমাকে—শুধু আমাকে নয়, বাবাকে···

'ভাবতে ভাবতে কখন এক ফোঁটা জল জমেছে চোখের কোণে নিজেই জানেন না। হঠাৎ ঝুন ঝুন শব্দে চমকে মুখ ফিরাতেই দেখেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সুধাংশু। ম্লান মুখ তার, কাঁদ-কাঁদ হয়ে জিজ্ঞাসা করছে "তুমি কাঁদছ কেন?"

'হাসবার চেষ্টা করে নলিনীকান্ত বলেন "চোখে কি পড়েছে একটা —তাই। কাঁদব কেন?"

' "কই দেখি?" অত লজ্জা-সংকোচ সব ভুলে ব্যাকুল হয়ে দুহাতে তাঁর মুখখানা তুলে ধরে দেখতে গেল মেয়ে।

'তার ভাব দেখে হু হু করে কেমন জল এসে গেল চোখে। "ওই তো কাঁদছ তুমি? কি হয়েছে বল, বলতেই হবে"—জলভরা চোখে তাঁর চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে প্রৌঢ়স্নেহে তাঁকে যেন সব ভুলিয়ে দিতে চায় রাণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মাকে বড় বেশী মনে পড়ে যায়। ম্লান হেসে লজ্জিত সুরে নলিনীকান্ত বলেন "মায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছিল রাণী তাই কেঁদেছি।" তাঁর কথা ভাবতে গিয়েই যে মাকে মনে পড়েছিল সে আর বলেন না।

'রাণী ছাড়ে না—"কই এতদিন তো মায়ের জন্য কাঁদতে দেখিনি। আজ কেন কাঁদছ?"

'"কাঁদি বই কি তার জন্য—তুমি দেখতে পাওনি আর কোনদিন—আজ দেখলে।"

'তখন সে বলল, "তোমার মা ছাড়া আর সবাই আছেন তবু তুমি কাঁদছ! আর আমার যে এখানে একজন ছাড়া আপনার বলতে কেউ নাই—আমি তো কাঁদি না। না, আর তুমি কাঁদবে না অমন।"

'আপনার বলতে সেই একজনটি কে—জানবার জন্য প্রশ্ন করতে চান। এমন সময় কাপড়ের আড়াল থেকে একগাছি মালা বার করে পরিয়ে দিল রাণী। দিয়েই পালাল। মালাগাছি পিছন থেকে চুপি-চুপি গলায় পরিয়ে দিতেই নাকি এসেছিল। দূরে থাকা তারও ভাল লাগছিল না আর, পরে রাণীর মুখেই শুনেছেন। অনেক কথা হয়েছিল সেদিন। ঘুরে-ফিরে বারবার সে দেখতে এসেছিল নলিনীকান্তের চোখে আর জল ঝরছে কি না। সেদিন থেকে আবার আগের মত সহজ হল তার ব্যবহার, আর লজ্জা-সঙ্কোচ করত না।'

হয়তো সুধাংশুবালার সন্দেহ হয়েছিল, সে দূরে-দূরে থাকাতেই নলিনীকান্তের মন ভার হয়। অনুমানটা খুব মিথ্যা কি?

মায়ের স্বামিসেবা দেখে কাঁটা বিঁধেছিল মনে। সাধ হত, আমিও যদি পেতাম অমনি প্রেম-পরিচর্যা! সেই কৈশোর-স্বপ্ন বুঝি সফল হতে চলল এবার। রাণীর মাধ্যমে যেন জননীর প্রণয়িনী রূপ

—১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্ষ করেন নলিনীকান্ত। নিজেই চমকে ওঠেন এ অসঙ্গত কল্পনা-বিলাসে। এ কি! একটু তলিয়ে ভাবতে গেলেই মা আর রাণী দুজনকে এমন একসঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন কেন? তাঁর যেন দুটিকেই চাই—নাহলে তৃপ্তি কোথায়?

বিয়ের বছরদেড়েক পরেই দিনাজপুরে ওভারশিয়ারের চাকরি যোগাড় হল একটা। চাকরিস্থলে চলে গেলেন নলিনীকান্ত। যাওয়ার আগে নিঃসংশয়ে জেনে গেলেন রাণী মনে-প্রাণে তাঁকে ভালবেসেছে। বিদেশে যাওয়ার কথা উঠতেই তার চোখের জলের বিরাম ছিল না।

'সেই আমার জীবনে প্রথম চাকরিতে ঢোকা। কিছুদিন পরেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। এই চাকরিতে যে কি সুখ তা আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝলাম। মনে হতে লাগল জীবনটা কি এমনি করে কাটবে না কি! ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অতুলকৃষ্ণ মুখার্জি। তাঁর কাছে চাকরির খাতিরে সব সময় সন্ত্রস্ত; "হুজুর" "হুজুর" করতে হয়। অথচ সমাজে তাঁর চেয়ে আমার আধিপত্য কোন অংশে কম নয়। কারণ আমিও কুলীন বামুনের ছেলে। কাজেই এভাবে চাকরি করা আমার ভাল লাগল না। এ চাকরি অসহ্য হওয়ায় অন্যত্র চাকরির খোঁজে ছিলাম। সেই সময় সেটেলমেণ্টের কাজ আরম্ভ হয়। আমার সঙ্গে ওঁর (ইঞ্জিনিয়ারের) ঝগড়া হল। চাকরি ছেড়ে দিলাম।'

জীবনী ও বাণী

ছোট্ট এই বিবরণীটুকুতে দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'জীবনটা কি এমনি করে কাটবে নাকি?'—গতানুগতিক দিন-যাত্রায় অরুচি আসছে তাঁর। তিনি চিরদিন স্বাধীনচেতা—লঘু-গুরু না মেনে যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিত মনে হয়েছে করেছেন, বলেছেন। এ-লোক কি চাকর খাটতে পারে অন্যের? তার উপর দুর্জয় মর্যাদাবোধ—'আমিও কুলীন বামুনের ছেলে'। নলিনীকান্তের তথাকথিত 'বামনাই' বেশী ছিল না। পৈতার অনাদর, সন্ধ্যাগায়ত্রী ত্যাগ, অজাতের মড়া পুড়াতে যাওয়া—এ তাঁর সংস্কারমুক্ত হৃদয়ের পরিচয়। কিন্তু কারও কাছে অপমান সওয়া তাঁর ধাতে ছিল না।

শুনেছি, কুলিদের মজুরি দেওয়া নিয়ে তাদের অন্যায়রকম খাটানো নিয়ে অতুলকৃষ্ণের সঙ্গে প্রায়ই কথাকাটাকাটি হত। সাক্ষাৎ সম্পর্কে ওভারশিয়ারকেই কুলি খাটাতে হয়। তারা নলিনীকান্তের কাছেই জানায় অভাব-অভিযোগ। জানে না, চাটুয্যেবাবুও তাদের মতই অন্যের নোকর। গরীবের পয়সা কেটে তাদের পশুর মত খাটিয়ে অতুলকৃষ্ণ লাভবান হতে চান, ওভারশিয়ারবাবুও নিন না লাভের ভাগ!

এ-ব্যবস্থার সঙ্গে আপস অসম্ভব বুঝে চাকরি ছেড়ে দিলেন নলিনীকান্ত। অল্পদিন পরেই জানবাজারের রাজাদের জমিদারিতে (দিনাজপুর) একটা ভাল চাকরি জুটে গেল। ১০ জন আমিনের উপর ইন্‌স্‌পেক্টার হলেন।

০

দুই চাকরির মাঝখানে কোনসময় একবার গ্রামে এসে ঘুরে গেলেন কয়েকদিনের মত। দূরে গিয়ে গত দেড়বছরের আনন্দস্মৃতি মনে পড়ে কতবার বিচলিত হয়েছে অন্তর। বাড়ি এসে রাণীকে দেখে নতুন করে মনে হল, নাঃ যা পেয়েছি তার বুঝি তুলনা নাই।

গ্রামশুদ্ধ মেয়ে-বউএর মুখে এক কথা—এমন মেয়ে তো আর দেখিনি! যে ক'মাস তিনি বাড়িতে ছিলেন না, রাণী নাকি পাগলিনীর মত ছিল। নলিনীকান্ত অবশ্য হাসিমুখ সহজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষটিকেই দেখলেন। তবে আগের চেয়ে খানিকটা যেন রোগা হয়ে গেছে। আড়ালে দেখা হতেই বললেন, 'কি সব শুনছি? তুমি নাকি এতদিনের মধ্যে একবারও চুল বাঁধনি? ময়লাকাপড়ে থাকতে, দিনরাত চোখে জল। সাজগোজ করনি গয়না পরনি একখানাও। কেন এসব?'

মুখ তুলে সুধাংশুবালা স্বচ্ছস্বরে বললেন, 'কার জন্য করব, বল?'

এই কয় মাসেই রাণীর যেন বয়স বেড়েছে অনেক। তার ভাব-গাম্ভীর্যে বিস্ময় লাগে নলিনীকান্তের। বালিকার সে-চাপল্য কোথায় লুকিয়েছে—এ যে ভাদ্রের ভরা নদী! ভালবাসলে কি দেহে-মনে এমন জলভরা মেঘের মত থমথমিয়ে ওঠে মেয়েরা?

আগেই বলেছি রূপ ছাড়াও আর কিছু ছিল সুধাংশুবালার সৌন্দর্যে। যোগেন্দ্রমোহিনী সেইটি দেখেই ভুলেছিলেন, সকলেই ভুলত। 'সুধাংশুবালা' উপন্যাসে তাঁর সম্বন্ধে এই কয় লাইন ছিল—

'যে এই প্রতিমাখানি একবার দেখিয়াছে সে আর ভুলিতে পারে নাই। যে ব্যক্তি যেরূপ অবস্থায় এ মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তিনি ঠিক সেইভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিমেষশূন্য হইয়া নয়নদুইটি ওই মূর্তির উপর রাখিয়াছেন। চক্ষু ফিরাইয়া লইতে হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। সহসা দেখিলে বোধহয় যেন পর্বত-দুহিতা কৈলাস ছাড়িয়া এই বাটিতে আসিয়া রহিয়াছেন।'

শেষছত্রটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আমরা আগেই এটুকু উদ্ধৃত করে বোঝাতে চেয়েছিলাম সুধাংশুবালার মধ্যে কিসের আভাস পেয়েছিলেন নলিনীকান্ত।

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশী সুধাংশুবালা সেইবারই রাত্রে প্রথম এলেন স্বামীর শয্যাভাগিনী হতে। গ্রাম-সমাজে এসব বিষয়ে অনেক বিধি-নিষেধ ছিল। পুনর্বিবাহ না হলে কচি বউ রাত্রিতে শাশুড়ী কি ননদদের কাছেই থাকত।

সে-রাত্রির কথা নলিনীকান্ত জীবনে ভুলতে পারেননি। ঘরে এসে গলায় আঁচল দিয়ে হাত যোড় করে বসল রাণী। আগেই তাঁকে প্রণাম করে বলেছে, শোবার আগে ঠাকুরকে কিছুক্ষণ ডাকা ওর বরাবরের অভ্যাস। চোখ বুজে একমনে ঠাকুরকে ডাকে সে— মুগ্ধনেত্রে নলিনীকান্ত সেই দেবীপ্রতিমাখানি চেয়ে-চেয়ে দেখেন।* কতক্ষণ গেল হুজনের কারও খেয়াল নাই। বাহ্যজ্ঞান যেন হারিয়ে ফেলেছেন সুধাংশুবালা—হু'চোখের প্রান্ত বয়ে অসাড়ে ধারা গড়াচ্ছে।

'—মহা যোগিনীর পারা।
কেন ও-হুটি নয়নে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ-মেঘের ধারা ॥'

সেই প্রথম—কিন্তু পরে আরও বহুবার দেখেছেন তার ওই ভাব। একেকদিন সারারাত্রিই বুঝি একাসনে কাটায় ও—এমনি সন্দেহ হত তাঁর। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন রাণী আসতে-না-আসতে। ঘুম ভেঙে সবিস্ময়ে দেখতেন ধ্যানে ডুবে আছেন সুধাংশুবালা। ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর ফুলের মত পবিত্র এ-মেয়ের গভীর ভগবদ্‌বিশ্বাস নলিনীকান্তের নাস্তিকতা ছুটিয়ে দিতে চায়। আগেই বলেছি চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীনিবাস ঠাকুরের বংশে জন্মেছিলেন সুধাংশুবালা। প্রেমভক্তি তাঁর সহজ সম্পদ ছিল যেন। শাক্ত-বৈষ্ণবের কচকচি নিয়ে মাথা ঘামাননি কোনদিন। হালিসহরে ঈশ্বরপুরীর পাটে গিয়ে কীর্তন-কথকতা শুনেছেন। আবার

*শ্রীঅনির্বাণের নিকটে শোনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামপ্রসাদের 'মা'কেও প্রণাম করেছেন। নলিনীকান্ত তাঁর মুখেই নতুন একটা গান শুনলেন—

'কি সুখ জীবনে মম ওহে দয়াময় হে।
যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ চির মগন না রয় হে॥'

ভগবানকে ভালবাসাই এ-জীবনের পুরুষার্থ? ও নাহলে দেহ-ধারণ বৃথা?

'সুকুমার কুমার-মুখ হেরিতে না চাই হে।
যদি সে চাঁদবয়ানে তব চাঁদমুখ স্মরণে উদয় না হয় হে॥'

মা হওয়াই তো নারীজন্মের সার্থকতা। কিন্তু মা হতেও আমি চাই না যদি তাকে 'গোপাল' বলে, আমার ঠাকুরেরই ছোট্ট মূর্তিটি বলে ধরতে না পারি! গাইতে গিয়ে রাণীর মুখে যে একটি গম্ভীর সঙ্কল্পের ছায়া পড়ত, তা দেখে নলিনীকান্ত বুঝতে পারতেন এই মুহূর্তেও মনে-মনে সত্যই বলছে ওকথা।

'সতীর পবিত্র প্রেম তা-ও মলিনতাময় হে।
যদি সে প্রেম-কনকে তব প্রেমমণি চির জড়িত না রয় হে॥'*

নলিনীকান্ত বুঝতে পারেন, ভগবানকে রাণী ভালবাসতে পেরেছে বলেই তাঁকে অত ভালবাসতে পারে! সতীর মনে স্বামী আর ভগবান এক হয়ে মিলেছেন এসে। একদিন বলেছিল, 'আমার শিবপূজা সার্থক হয়েছে জান!'

আর তিনি নিজে? থেকে-থেকে ধাঁধা লাগে কেমন। এত পেয়েছেন তবু কি এক শূন্যতা, বুকের মধ্যে কিসের এ অতৃপ্তি?

—বুঝিতে না পারি
কি তরঙ্গ চলে প্রাণে।
দোলে প্রাণ লহরে লহরে
দুখ সুখমাখা সুখ দুখঢাকা

* কথামৃততে গানটির পাঠ একটু অন্যরকম। আমরা এখানে ঠাকুরের মুখে যা শুনেছি তা-ই দিলাম। হয়তো সুধাংশুদেবী একটু অদলবদল করেই গাইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপরীত তরঙ্গের খেলা
এ রাতি বুঝিতে কিছু নারি।

বৈরাগী পুরুষের আঁতের কথাটা গিরিশ ঘোষ বুঝেছিলেন। যা চেয়েছেন আশৈশব—তেমনি একান্ত করে একজনকে পেয়েও নলিনীকান্তের অস্থিরতা যায়নি। 'জীবনটা কি এমনি করেই কাটবে ?' নেপথ্যে এমনি একটা চাপা ক্ষোভ কিন্তু আছেই।

কুতবপুরে বন্ধুমহলে গান গাইতে গিয়ে তাঁর মুখে আসে এই সব গান—

ওমা সর্বনাশী বৃথা ভবে আসি রহিলাম পিপাসী আশা মিটিল কই ?
আমার প্রবল পিপাসা দারুণ দুরাশা পূর্ণ না হয় আশা তোর কৃপামৃত বই ॥
চপলার ন্যায় হৃদয়-আকাশে হাসাতে কাঁদাতে কতজন আসে
চলে যায় শেষে মনের উল্লাসে আমি মরুমাঝে যাতনা সই ॥
জেনেছি জননী সংসারে সব ফাঁকি তবু আপনার বলে যত্ন করে রাখি
সময়েতে পাই অসময়ে ফাঁকি আঁখি মুদলে ভয়ে ভেবে সারা হই ॥
চৌদিকে মায়ার কুহেলী-তিমির হৃদয়ে প্রকাশ কর জ্ঞান-মিহির
পাগল 'নলিনী' হবে না মা স্থির তোর চরণ-সরোজে মিলন বই ॥

অদ্ভুত এই গান! যিনি গাইতেন তিনি হয়তো পূরবীর উদাসী সুরের যাদুতেই বেশী মোহিত হতেন। কিন্তু ওই গানের বাণীতে যে তাঁর ভবিষ্যতের ছায়াও পড়েছে! অথবা জেনে-বুঝেই এ-গান সাড়া দিত তাঁর প্রাণে—অস্পষ্টভাবে মনে উঠত 'পাগল নলিনী হবে না মা স্থির'……

অন্নদামঙ্গল তাঁর প্রিয় গ্রন্থ। সুধাংশুবালাকে পড়ে শোনাতেন ভারতচন্দ্রের সুবিখ্যাত ঈশ্বরী পাটনী সংবাদ—

ঈশ্বরীর পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
শুনহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥

পড়তে-পড়তে মুখস্থ হয়ে গেছে—বই বন্ধ করে নলিনীকান্ত বলে যান—

শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥

পাটনীর অনুরোধে মহেশ্বরী সেঁউতির উপরে রাখলেন তাঁর রাঙা পা দুখানি—

বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র যম যে পদ ধোয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লোটায় ॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি উপরে
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥

বলতে-বলতে আনমনা হয়ে যান নলিনীকান্ত —স্পষ্টই ভাবান্তর হয়। মনে পড়ে, দক্ষযজ্ঞ পড়তে গিয়ে কেমন ভিতর থেকে রুদ্র-বিলাপ গর্জে উঠত তাঁর, যাত্রার দলে ভগবতীবেশী নটের পিছনে ঘুরতেন আত্মহারার মত। সুধাংশুবালার মধ্যে তাঁকেই কি পেয়েছেন? তাই কি এত মনোরমা ও?

কেন ভ্রান্ত এত, হলি ওরে চিত, এ ভ্রমে পতিত
রবে কত কাল?
ভাবলি না একবার, তুমি কেবা কার, এ ভবে তোমার
আর স্থিতি কত কাল?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথা হতে তুমি এলে এ ভূতলে, কোনদিন পুনঃ কোথা যাবে চলে
এ বিশ্ব-সংসার সকলি অসার, দেখিবে আঁধার আঁখি মুদিলে।

শোভা-বিলাপ নাটকে রাবণের মুখে এই ভাবনাই ধ্বনিত হয়েছে। ভগবান কি পরকাল নিয়ে মাথা না ঘামালেও মনের গহনে একটা ব্যাকুল জিজ্ঞাসা তাহলে ছিল ?

হরিভক্তি দিয়ে বাঁধ এক তরী ধর্ম দিয়ে গাঁথ বাদাম তাহারি
অনুরাগ-পবনে চালাও যতনে ভাসায়ে ভবসাগরে—
বোঝাই করি তরী হরিনামভারে ভবের হাটে সদা বেড়াও ঘুরে ঘুরে
এই তারকব্রহ্ম নাম বিলাও অবিরাম (যদি) তরবে 'নলিন'
ভবসাগর ভয়াল ॥

কার লেখা এ-গান বলতে পারি না। নলিনীকান্তের গানের খাতায় তাঁর নিজের ভণিতা দিয়েই 'ওমা সর্বনাশী বৃথা ভবে আসি'—আর এই গানখানা লেখা ছিল। হয়তো বড় ভাল লাগত বলে আত্মসাৎ করার বুদ্ধি এসেছিল, অথবা নিজেরই লেখা। পুরাতন গীতসংগ্রহে তাঁর মুখে শোনা অনেক গান খুঁজে পেয়েছি। এ-দুখানার আজও ঠিকুজি মেলেনি। না মিলুক, এ-গান নলিনীকান্তেরই।

তিনি আদর্শ সংসারী হয়ে উঠেছেন ক্রমে-ক্রমে। চরিত্রগুণে গ্রামের শ্রদ্ধার্হ, ভাল চাকরি করেন। ঘরে 'মনোবৃত্ত্যনুসারিণী' সহধর্মিণী। কিন্তু তখনও তাঁর একটা মন স্বপ্ন দেখছে, 'ভবের হাটে ঘুরে বেড়াব হরিনামের তরী বেয়ে'। বুকের এক কোণে বিস্মৃতপ্রায় কৈশোরে শোনা গৌরভজার সঙ্কল্প—

লয়ে আঁচলা ঝোলা জপের মালা গৌর বলে চলে যাব
(গৌর হে) তোমা বই আর কার কাছে দাঁড়াব !

সুধাংশুবালা জানতেন না তাঁর গভীর প্রেম আর ঈশ্বরবিশ্বাস দিয়ে তিনি নতুন করে এক বিবাগীকে দেওয়ানা হতে শেখাচ্ছেন !

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩০৬ সালের চৈত্রমাসে (১৯০০ খৃঃ) ভট্টাচার্যমশাইদের বাড়ি পুড়ে গেল। ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডে গ্রামের অনেকেই গৃহহারা হয়েছিল সেবার। খবর পেয়ে ছুটি নিয়ে নলিনীকান্ত বাড়ি এলেন। নতুন ঘর তোলার ব্যবস্থা করা হল। তারই ফাঁকে-ফাঁকে ছোট ভাই রামের মুখ থেকে শুনলেন রাণীর আশ্চর্য সাহসের কথা। পনের বছরের মেয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে যথাসাধ্য রক্ষা করেছে ঘরের তৈজসপত্র। রামপদর কিছুদিন ধরে খুব জ্বর চলছিল। ভুবনমোহন সেদিন মেহেরপুর গেছেন বড় ডাক্তার আনতে। একা সুধাংশুবালা অসুস্থ রুগ্ন দেওরকে কাঁধে ফেলে বাড়ির পিছনে 'মেকড়ীর' বাগানে রেখে এসে যতদূর পারে দরকারী জিনিস টেনে বার করেছিল। পাড়াময় তখন কান্নাকাটির রোল। এগার-বার বছরের একটা ছেলেকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ির ছোট্ট বউটি কি করছে—কারও সেকথা মনে পড়েনি। ছেলেটিও আবার শয্যাশায়ী! আগুন খানিকটা আয়ত্তে এলে সর্বপ্রথম যুধিষ্ঠির ভট্টাচার্য ছুটে এসেছিলেন বউমার খোঁজে। এসে দেখলেন, মেকড়ীর বাগানে এক লিচুগাছতলায় বিছানা পেতে রামকে শুইয়ে বউ হাতপাখা দিয়ে তাকে বাতাস করছে আর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'ভয় কি ভাই! এখুনি বাবা এসে পড়বেন···সব ঠিক হয়ে যাবে। অত ছটফট কর না তুমি।'

শেষ বয়সে একাধারে খেলার সাথী আর বড় বোনের মত অতি স্নেহপরায়ণা এই বউদির কথা লিখতে গিয়ে রামানন্দজী (৺রামপদ চট্টোপাধ্যায়) লিখছেন, 'সেদিন বউদিকে আমার মানবী মনে হয়নি, মনে হয়েছিল কোন দেবী। কোমরে কাপড় জড়ানো মুক্তকেশী শক্তিময়ীর মধ্যে জগদ্ধাত্রীর অভয়া মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

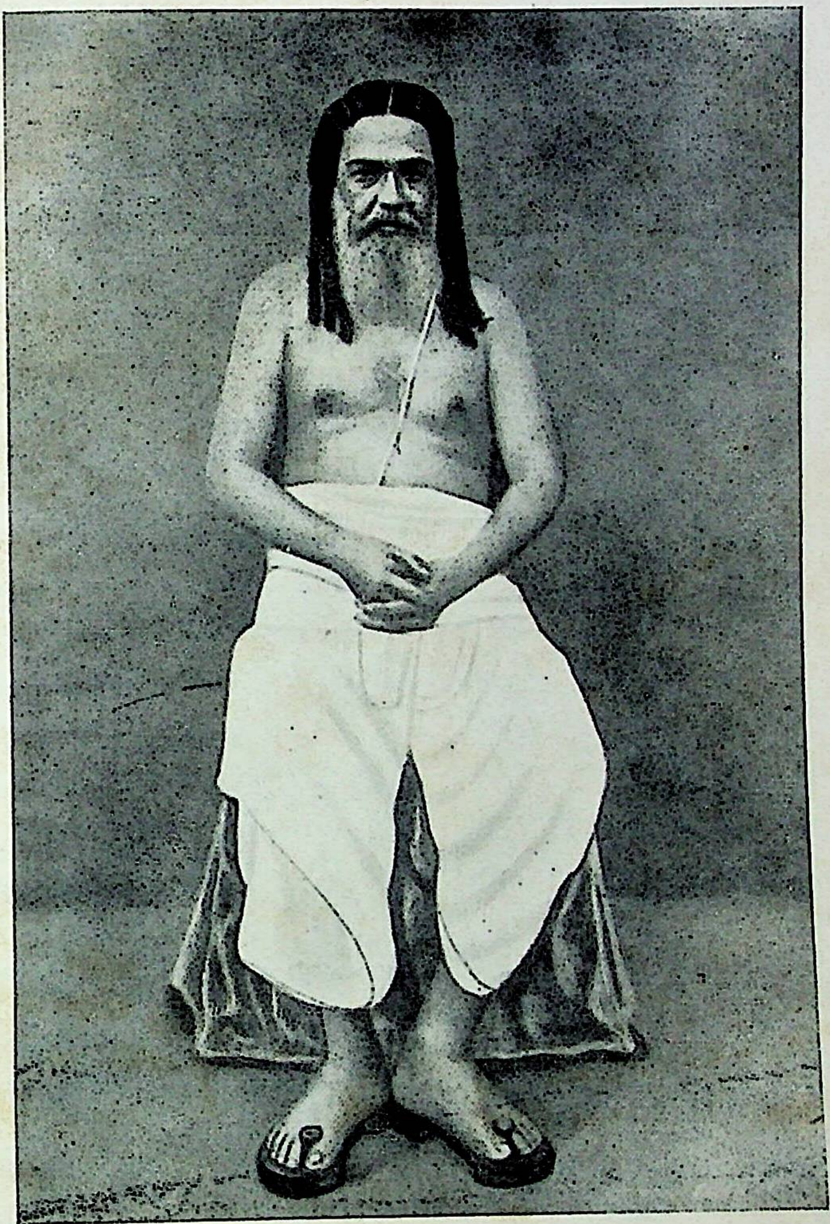

ঠাকুরের ছোটভাই রামানন্দজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দে বুক ভরে ওঠে নলিনীকান্তের। তিনি ভাগ্যবান—রাণীকে কিছুই শেখাতে হবে না, স্বভাবের নিয়মেই পরহিতব্রতে দীক্ষিতা ও-মেয়ে। কেবল ধ্যান-ধ্যারণায় ভগবানের অর্চ্চনা করা নয়, বিপদে বুক দিয়ে পড়ে লোককে বাঁচানোই যে ধর্ম, তা ও জানে তাহলে? ওর মত বয়সেই একদিন ছুটি ছেলে পুকুরে ডুবে যাচ্ছে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বাঁচাতে গিয়ে নলিনীকান্ত মরতে বসেছিলেন একবার। কঠিন পরীক্ষায় প্রমাণ হল, রাণীও কম যায় না তাঁর চেয়ে!

জানবাজারের চাকরি ছেড়ে দাঁতিয়া পরগণায় তার চেয়েও ভাল একটা কাজে ঢুকতে চলেছেন নলিনীকান্ত। বেশ সম্মানের চাকরি এটা। মাইনে ভাল, ভবিষ্যতে থাকার বাসাও হয়তো পাওয়া যাবে। খবর পেয়ে ভট্টাচার্যমশাই খুশী মনে মেজ ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করতে চান। বড় ছেলের মত চেয়ে পাঠাতেই তৎক্ষণাৎ সম্মতি এল। রাণীকে কুতবপুরে এনে মাসীমাদের বড় আশায় নিরাশ করেছেন। তারাপদর বউ এসে মাসীমা-দিদিমাদের সেবার ভার নিক। তাছাড়া ছুটি বউ হলে পালা করে কুতবপুর-রাধাকান্তপুরে থাকতে পারবে ওরা।

১৩০৭ সালের আষাঢ় মাসে মেজ ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে শুনে আবার ছুটি নিয়ে নলিনীকান্ত দেশে এলেন। বাবাকে নিয়ে তিনি রাধাকান্তপুরে গিয়ে উঠলেন তখনই—ঠিক হল বিয়ের দিন-পনের আগে সুধাংশুবালা আর রামপদ যাবেন। চেনা গাড়োয়ানের গাড়ি ঠিক করে রেখে গেলেন। যাওয়ার পথে সেবার আরেক অভিজ্ঞতা হল বালক রামপদর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থলপথে কুতবপুর হতে রাধাকান্তপুরে যেতে হলে বেশ খানিকটা ঘুরতে হয়। শুভরাজপুর নন্দনপুর শোলমারী হয়ে তেরঘরি মোমারোকপুর ছাড়িয়ে ভাটুপাড়ার মাঠ পার হয়ে কন্দর্পপুরের খেয়া ঘাট। সেখানে নদী পার হয়ে আরও কিছুক্ষণ গাড়িতে কাটিয়ে তবে রাধাকান্তপুর।

গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণ পরেই ছটফট করতে লাগলেন সুধাংশুবালা। রামপদ ভাবছেন, গরুর গাড়িতে চড়া অভ্যাস নাই, বউদির তাই কষ্ট হচ্ছে। পরে বোঝা গেল তা নয়—চাকায় ভাল করে তেল দেয়নি ইছু মিঞা। গরুদুটির ভারি কষ্ট হচ্ছে গাড়ি টানতে—সেই হল সুধাংশুবালার যন্ত্রণা। শেষে মুখ ফুটে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন তিনি, 'ইছু, তেল দিয়ে নাও চাকায়। আমার মাথা খাও, আর সহ্য করতে পারছি না আমি।' রামপদ অবাক হয়ে বউদির কাণ্ড দেখছেন। ইছু মিঞা 'দিচ্ছি দেব' করে আর গরুর লেজ মলে গাড়ি হাঁকায়। তখন ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন সুধাংশুবালা। অবোলা পশুর প্রতি তাঁর এই তীব্র সমবেদনা রামপদর বুকে আঁকা হয়ে গেল। এমন আর কাউকে দেখেননি। তাঁর জেদাজেদিতেই শেষে ইছু মিঞা গাড়ি থামিয়ে তেল দিল চাকায়। বউদিকে শান্ত হতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রামপদ। কিন্তু তখনও সবচেয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতাটি হতে বাকী ছিল।

পরদিন সকালে সাতটা কি আটটার সময় রাধাকান্তপুরে পৌঁছে ধুলাপায়েই গুরুজনদের কাছে রামপদ যে-গল্প করল, তা ওই গরুর কষ্ট দেখে চোখের জল ফেলার গল্প নয়—বাঘ-তাড়ানোর গল্প।

ওসব দিকে তখনও ঘোর জঙ্গল। নিস্তব্ধ রাত্রিতে কখনও মাঠে-ঘাটে বাঘ বার হয়ে পড়ত। সেরাত্রে ভাটুপাড়ার মাঠে ইছু মিঞার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়ির সামনেও হঠাৎ এক বড় বাঘ এসে হাজির। গাড়োয়ানেরা এ-বিপদের সঙ্গে পরিচিত। জানে, বাঘ আসে সাধারণত গরুকে লক্ষ্য করে। গাড়োয়ান পিছিয়ে এসে ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পরদা চাপা দিয়ে বেঁচে যায়। কিন্তু কখনও-কখনও গরু ছেড়ে মানুষ যে ধরে না বাঘ তা নয়। সুতরাং ইছু মিঞা পাচনী হাতে ছইয়ের মধ্যে ঢুকে আল্লা আল্লা করে কেঁপে সারা হয়। রামপদ একবার চেয়ে 'মৃত্যু তো পরের কথা মূর্তিখানিই যে ভীষণ বিভীষিকা' এই সত্য উপলব্ধি করে অর্ধমৃতের মত নাক চোখ মুখ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েছে। এমন সময়, 'ও ছেলে, সর সর তোমার কেরামতি বোঝা গেছে' বলে ইছু মিঞাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সুধাংশুবালা ছইয়ের বাইরে যেতে চাইলেন। তাঁর পা চেপে ধরেন রামপদ 'বউদি তুমি পাগল হলে? যা হয় হবে—তুমি বাইরে যাচ্ছ কি?'

হেসে সুধাংশুবালা ভোলান তাঁকে, 'বাঘ কখনও দেখিনি রে। দেখি না একবার। কিচ্ছু করবে না বাঘ, আমি সাধ মিটিয়ে একবার দেখব শুধু।' ঠেলে তাঁর হাত সরিয়ে দিয়ে গাড়োয়ান যেখানে বসে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কি হল কে জানে, হঠাৎ ভীষণ গর্জন করে বাঘ পিছন ফিরে একলাফে বনে ঢুকে পড়ল। গরুদুটি এক হেঁচকা দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল গাড়ি নিয়ে। তার আগেই সুধাংশুবালা ঢুকে পড়েছেন ছইয়ের নীচে। রামপদ অবাক হয়ে দেখেন বার দুই-তিন খুব ভাল করে নিজের চোখমুখ মুছে তবে বউদি এসে বসলেন তাঁর পাশে। 'কি করে তাড়ালে বাঘটাকে? হ্যাঁ বউদি, মন্ত্রতন্ত্র কিছু জান বুঝি?' দেওরের প্রশ্নে হেসে বললেন, 'জানি বৈ-কি।' তারপর বললেন, 'বনের বাঘে খায় না মানুষকে, মনের বাঘেই খায়, বুঝলে? চোখ রাঙিয়ে দাঁড়ালে বাঘ তো কোন ছার, যমও ভয় পায়।' রামপদের কৌতূহল আর মেটে না—'কেমন করে চোখ রাঙালে দেখি! আমায় একবার দেখাও।' সস্নেহে তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথায় হাত রেখে সুধাংশুবালা বলেন, 'না ভাই, তেমন করে কি চাইতে পারি তোমার দিকে? সে যে অমঙ্গল দৃষ্টি!'

ছেলেমানুষ রামপদর মনে এ নিয়ে প্রশ্নের আর শেষ থাকে না। কিন্তু বউদি বলবে না বুঝে মামাবাড়ি এসে প্রথমেই সে বড়দের কানে তুলল পথের এই আশ্চর্য ব্যাপারটা। বড়রা নিশ্চয়ই এই রহস্যের কিনারা করবেন, কিঁ করে বউদি বাঘটাকে তাড়িয়ে দিল তখন জানা যাবে। তার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে না। গুরুজনদের বিস্মিত প্রশ্নে সুধাংশুবালা জানালেন, তিনি যখন সাত-আট বছরের মেয়ে সে-সময় এক সন্ন্যাসী হালিসহরে তাঁর পিত্রালয়ে এসে অতিথি হন। বালিকা সুধাংশুবালাকে তিনি সম্মোহনবিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। চোখে-চোখে চেয়ে তীব্র ইচ্ছা প্রয়োগ করে যে-কোন প্রাণীকে যে আয়ত্তে আনা যায় এ-শিক্ষা তাঁর কাছেই পাওয়া। কাল প্রাণসংশয়ের মুহূর্তে সুধাংশুবালা সেই শিক্ষাই কাজে লাগিয়েছিলেন।

শুনে অবাক হয়ে গেলেন সকলে, বধূর সাহস ও নির্ভীকতার প্রশংসা করতে লাগলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন নলিনীকান্ত, সুকুমারী ওই মেয়ের মধ্যে কেবল কোমল লাবণ্যশ্রী নয়, একটা তেজস্বিতার ঐশ্বর্যও আছে! তাঁর চোখের সামনেই দিনে-দিনে ওর এই মহিমাটি ফুটে উঠছে ধীরে-ধীরে। শুদ্ধশীলা সতী তাঁর ঘরণী। এতদিনের পরিচয়ে এটুকু তাঁর আর জানতে বাকী নাই। ওর ভাবনিষ্ঠায় তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। একদিন ছল করে ওকে দেখাতে চেয়েছিলেন বন্ধুদের। কি রাগ রাণীর! যেন আগুনের আভায় উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল মুখখানি। সিংহিনীর মত দৃপ্তভঙ্গিতে তাঁকে শাসন করেছিল, সমীহ করেনি একটুও। তার মুখ অন্যে দেখবে কেন? সে কেবল একজনেরই। যেসব বন্ধু বন্ধুর বউকে দেখতে চায়, তারাও ভদ্রসন্তান নয়। বন্ধুপত্নী মাতৃতুল্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয় কি? ভাসুর কখনও ভাদ্রবউএর মুখ দেখেন? দেশাচার জানে না ওরা? রাণীর মুখে এই কথাগুলি পাকামি মনে হয়নি। নলিনীকান্ত সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে অনুভব করেছিলেন, কি এক অনির্দেশ্য গাম্ভীর্য কিশোরীকে দেবীভাবাপন্ন করেছে। ওকে মানায় এমনি করে বলা। অগ্নিকাণ্ডের দিন ওর মধ্যে ওই দৈবীশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল, আবার এবারও তাই। সিংহবাহিনীর আবেশ কিছুটা সত্যই কি আছে ওর দেহে-মনে?

কৈশোরে অনতিস্ফুট যে-আকর্ষণ নলিনীকান্তকে গৌরী-উমা-শঙ্করীর প্রতি আকৃষ্ট করত, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সে-আকর্ষণ বেড়েছে বই কমেনি। দৈনন্দিন আহার-বিহার আচার-আচরণ আদর্শ-বাদ—সবকিছুর পিছনে তিলে-তিলে দল মেলেছে সেই উন্মুখীনতা। অন্যে সে কথা জানত না, নলিনীকান্ত নিজেও তা চাপা দিয়ে রাখতেই চাইতেন। অহোরাত্রের ও ইক্ষোভ সুখকর তো লাগে না জাগ্রত চিত্তে। সচেতন মন তাই ওকে অবচেতনার গহনেই ঠেলে দিতে চেয়েছে। কিন্তু রাণীকে যত দেখছেন, তাঁর সুপ্ত বাসনা ততই যেন উদ্দীপ্ত হচ্ছে। মহেশ্বরীকে ভুলে থাকা বুঝি সম্ভব নয় আর।

আমাদের এই জল্পনার মূলে একটি গান। ১৩০৭ সালের আষাঢ় মাসে মহা ধুমধামে নলিনীকান্তের মেজ ভাই তারাপদ চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ে হয়ে গেল অনুপমা দেবীর সঙ্গে। কর্মকুশলতায় সুধাংশুবালা সবার প্রশংসা কুড়ালেন। রাশভারী আনন্দময়ী দেব্যাও বললেন, 'এমন না হলে বউ! জুতাসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—হেন কাজ নাই যা আমাদের বউ জানে না!' ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে নলিনীকান্ত বোধহয় মাসদেড়েকের ছুটি নিয়েছিলেন। এই ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাসেই কুতবপুরে বসে একখানা গান লিখলেন ছুটির অবসরে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আমার হয়েছে কালী কালা কালে
অবোধ মানবে ভিন্ন বলে—যারা বিষয়-বিষে ভোলা,
তারাই কেহ কালা কেহ বা কালী বলে ॥
কালী হতে শূলী কিন্তু পত্নী ঘোষে
লক্ষ্মীরূপে সেই সেবে শ্রীনিবাসে
আবার শুনি (ওরা) ছিল ওই গর্ভাবাসে
ভেদভাবে রিষে, মিশে দলে ॥
আদ্যাশক্তি মাতা দেব-দুঃখ-তরে
লয়ে অসি-পাশাঙ্কুশ চতুষ্করে
লোলজিহ্বা লম্বোদরী মূর্তি ধরে
দানবদলে নাশিতে ॥
আবার ভূভার-হরণ-কারণে
অসি ত্যজে বাঁশী নিল বৃন্দাবনে
গোপাল হইয়া গোপালভবনে
চরালে গোপাল কদমতলে ॥
দীন নলিনীকান্ত যুগ্মকরে কয়
সত্ত্ব রজস্তমে এক বিশ্বময়
ভেদাভেদ জ্ঞানে নরক নিশ্চয়
দ্বিভাবে অভাব পড়ে—
পড়েছে আমায় হৃদয়েতে কালী
জেনে তাই আমি ভালবাসি কালী
হয়ে কুতূহলী বলি কালী কালী
কালের মুখে কালী দিব বলে ॥

সুধাংশুবালার প্রেমভক্তির সরসতা তবে সত্যই আস্তিক করে তুলেছে নলিনীকান্তকে? শৈশব-কৈশোরের সেই সরল আবেগ আবার ফিরে আসছে। পরহিত ও মনুষ্যত্বের অনুশীলনই ঈশ্বরের অর্চনা, এই বুদ্ধি গিয়ে তাঁর মন ভগবদ্ভক্তির আভাস পাচ্ছে। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝি 'পড়েছে আমার হৃদয়েতে কালী জেনে তাই আমি ভালবাসি কালী' এই স্বীকারোক্তি? গানটি পড়ে সন্দেহ হয় নলিনীকান্তকে বংশধারা প্রভাবিত করতে আরম্ভ করেছে। শাক্ত হতে চলেছেন তিনি। ভগবতীকে 'মা আমার' সম্বোধন তারই সূচনা। তবে তাঁর কালী সম্প্রদায়ান্ধের কালী নন। তিনি একাধারে জগদম্বা উমা রমা এবং রমাকান্ত, স—ব।

লক্ষণীয়, গানটির মধ্যে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণপ্রীতি একসঙ্গে মিশেছে এসে। কালী ও কৃষ্ণ যে অভেদ—যেন এ-তত্ত্ব প্রতিপাদনের ব্যাকুলতা হতেই গানটির উৎপত্তি। আর তারই ফলে এক অদ্বৈত ভাবনার উদার সমন্বয়ী দৃষ্টি! নলিনীকান্তের ধর্মবোধের মূলে এই ক'টি ভাব একেবারে গোড়া হতেই ছিল।

সেবার পূজায় চক্রবর্তীবাড়ির 'যজ্ঞির রান্না' ষোড়শী সুধাংশু-বালাই রাঁধলেন পাড়ার কয়েকজন গৃহিণীর সহায়তা নিয়ে। তাঁর আগ্রহেই রাঁধুনী রাখা হল না। দিদিশাশুড়ী আনন্দময়ীকে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'মায়ের ভোগ অন্যে রাঁধবে এ যেন ভাল লাগে না। আমরাই এবার ভোগরান্না করব।' ছেলেমানুষ হয়তো পারবে না শেষপর্যন্ত—কৃষ্ণমোহিনীদের ভয় ছিল একটা। কিন্তু ওর আগ্রহে বাধাও দেননি। সত্যি যখন তিনদিনই নির্বিঘ্নে সব হয়ে গেল, তখন শতমুখে সুধাংশুবালাকে ধন্য ধন্য করেন প্রবীণারা।

পূজার পর ১৩০৭ সালের কার্তিক মাসেই সম্ভবত, অনেকদিন পরে সুধাংশুবালাকে তাঁর পিত্রালয়ে নিয়ে গেলেন নলিনীকান্ত। এর মধ্যে তাঁর মা মারা গেছেন। বুড়ী ঠাকুরমা কবে আছেন কবে নাই—তিনি বড় আদরের নাতনীটিকে দেখতে চাওয়াতেই শ্বশুরবাড়ির গুরুজনেরা বউকে ছেলের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। এতদিন যে তাঁরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জোর করে বউকে আটকে রেখেছিলেন তা কিন্তু নয়। বিয়ের পরই একবার ছেলে-বউকে পূজার পর তাঁরা হালিসহরে পাঠিয়েছিলেন। সেবার নাকি সেখানে জামাইকে তেমন আদর-যত্ন করেননি সুধাংশুবালার আত্মীয়েরা। 'শিব-অপমানে অপমানিতা' সতী তদবধি আর পিত্রালয়ে যেতেন না। ডাক আসলেও ফিরিয়ে দিতেন ছল করে। না যাওয়ার আসল কারণটা কেবল নলিনীকান্ত নিজে জানতেন। তিনি যাবেন না রাণী জানে। তাই সেও সেখানে আর পা দেবে না। এবার ঠাকুরমা অনেক কান্নাকাটি করে ডেকে পাঠিয়েছেন—নলিনীকান্তই উদ্যোগী হয়ে নিয়ে গেলেন বধূকে।

যাওয়ার আগে ভট্টাচার্যমশাই বলে দিলেন, 'নলিন, তুই তো নারায়ণপুরে বাসা পেয়েছিস। হালিসহর থেকে বউমাকে তোর চাকরিস্থলে নিয়ে যাবি। খাওয়াদাওয়ার কষ্ট হয় তোর। এর বাড়ি তার বাড়ি নয়তো নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাস শুনে আমার ভাল লাগে না। এবার তো মেজ-বউমা আছে। সে কিছুদিন কুতবপুরে থাকবে। তুই এর মধ্যে বড়-বউমাকে নারায়ণপুরে নিয়ে রাখ।'

মাস দুই হালিসহরে থাকার পর নলিনীকান্ত এসে বধূকে তাঁর কর্মক্ষেত্র নারায়ণপুরে নিয়ে গেলেন।

একদিন যে খেলার সঙ্গিনী ছিল, আজ সে সত্যই 'মর্মের গেহিনী'। রাণীর ভালবাসায় নিজেকে যৌবরাজ্যের সিংহাসনে সম্রাট বলে বোধ হয় তাঁর। কত রাত্রে জেগে দেখেছেন সে ঘুমায়নি। মুখের দিকে চেয়ে বাতাস করছে, নয়তো হাত বুলিয়ে দিচ্ছে গায়ে-মাথায়, কি পা টিপছে নরম হাতে। 'একি তুমি এখনও ঘুমাওনি?' তাঁর সাদর সম্ভাষণে লজ্জা পেয়ে 'এই যে শোব এবার—ঘুম পায়নি এতক্ষণ' বলে শুয়ে পড়েছে তাড়াতাড়ি। আবারও হয়তো জেগে দেখেছেন, ঠিক বসে বাতাস করছে কি পা টিপছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পাগলের মত কি দেখ বল তো মুখের দিকে চেয়ে?' 'কি জানি!' সুধাংশুবালা চোখ নিচু করে বলতেন, 'দেখে আশ মেটে না যে!'

কথাটা তাঁরও মনের কথা বটে। রাণীকে যত দেখেন ততই সাধ হয় আরও দেখি, দেখা যেন ফুরায় না।

কাহু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন ও ছুটি নয়নতারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণপুতলি নিমিখে নিমিখ হারা॥

কি গায় বষ্টুমীরা? একবার এসে দেখে যাক তাঁর রাণীকে! না, ওদের রাধারাণী নয় তাঁর সতীরাণী—

দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
এতদিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ি॥
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আরবার।
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥
হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই।
শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই॥

প্রমথনাথের এ উন্মদ আকূতি বুঝি তাঁরও! তা নইলে পড়তে গিয়ে শিরায়-শিরায় ঝড় বয় কেন? আর, সতী ছাড়া এমন পাগল করতে কি পারে কেউ? মদনান্তকের অতবড় ভালবাসাকেও নিজের প্রেমসত্ত্বের গৌরবে ধিক্কার দিতে পারেন শুধু সেই একজন—

হাসিয়া কহেন দেবী এমন কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥

* * *

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ি তবে কেমনে যাইবা॥

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সুখের সায়রে ডুবি ওর নাহি পাই'—সুধাংশুবালার নিবিড় সান্নিধ্যে এমনি মনে হয় নলিনীকান্তের। ছোট্ট একটা ব্যাপার—এদিকে অত রাগ-জিদ-খেয়ালিপনা থাকলে কি হবে, রাত্রে একা বাইরে যেতে তাঁর ভূতের ভয় করত। মাসীমারা কত বেজার হতেন বুড়ো ছেলের জন্য রাতে ঘুম ভাঙত বলে। কিন্তু যত ঘুমই ঘুমাক, সেই তেরবছর বয়স থেকে তিনি ডাকলেই রাণী উঠে বসত। ঠাট্টা করতেন সুধাংশুবালা—কিন্তু উঠে আলো ধরে পিছু-পিছু এসে দাঁড়াতেন ঠিক। এমনি কত ছোটখাট ঘটনায় নলিনীকান্তের মনে হয় ওর ভালবাসার বুঝি তুলনা নাই। কি আশ্চর্য, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কিসের ছায়া পড়ে এ-আনন্দপূর্ণিমায়। যোগেন্দ্রমোহিনীকে মনে পড়ে যায়—কি এক গভীর অস্থিরতায় অকারণে ফিকা লাগে অর্ধাঙ্গিনীর হৃদয়ভরা প্রেম। এ তাঁর হল কি, নলিনীকান্ত ভেবে পান না। সুধাংশুবালার প্রেমে ডুবতে গিয়ে মায়ের স্বামিপ্রেম মনে জাগে কেন? কেন মনে হয়, পাওয়া পুরো হয়নি আমার—কোথায় মস্তবড় ফাঁকি রয়ে গেছে একটা। তখন কত ভাবনাই মনে আসে, নির্মম এক ঔদাসীন্যে শূন্য হয়ে যায় চিত্ত—

আমি কার কে আছে আমার
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন?
শূন্য অভিপ্রায়ে
ঘুরিতেছি নশ্বর—নশ্বর এ ছায়া-মাঝে।

গিরিশ ঘোষের বিল্বমঙ্গল যা বলেছিলেন, তখন সেইটিই নলিনীকান্তের হৃদয়ের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। আজ আছি কাল নাই··· মায়ের সে-ভালবাসা কোথায় ছায়া হয়ে গেল। রাণীও যদি চলে যায়—এ-শঙ্কা মনে আসে বৈ-কি! অন্যে ওই মনোমোহিনীকে পেলে ভূত-ভবিষ্যৎ ভুলে যেত—নলিনীকান্ত পারেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তাঁকে কে যেন কত কি ভাবিয়ে ছাড়ে। তাইতো 'সুধাংশু-বালা' উপন্যাসে কল্পনা করছেন, নায়িকা আত্মদানে প্রস্তুত জেনেও সন্ন্যাসী হয়ে গেল নায়ক। না, সংসারে কোনও বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে সে চায় না—তার ঘর ছাড়াই ভাল। কিন্তু ঘর ছেড়েও সুধাংশুকে ভুলতে কি পারে? কেবলই মনে হয়, সে বুঝি কত কাঁদছে! তুজনে যেন মন জানত তুজনের। সুধাংশুবালাও তাঁকে পাওয়ার আশায় ঘর ছেড়ে পথে বার হলেন একদিন।

শিবানীর কল্পনা আবিষ্ট করে রেখেছে নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যচেতনাকে। সুধাংশুবালাকে সর্বত্যাগিনী না করে সুখ পায় না তাঁর মন। তারপর? এমন ভালবাসা তো বৃথা যেতে পারে না। দেখা হল তুজনের, মিলনও হল। কিন্তু কয়দিনের জন্য? 'উন্মাদ নিয়তি এসে মুছে দিল সব।' ছেলে-মেয়ে আর সাধের ধর্মপত্নীকে ছেড়ে চোখ বুজল নায়ক। তার যক্ষ্মা হয়েছিল।

তাঁকেই নায়িকা করে লেখা এ-উপন্যাস নিশ্চয়ই বারবার পড়েছেন সুধাংশুবালা, কখনও একা কখনও তুজনে মিলে। শুনতে-শুনতে উৎফুল্ল আনন্দে সলজ্জে হাসে ষোড়শী। এ যে তাদেরই নিভৃতালাপের ছবি, কতদিনের কত পাগলামি! আনন্দ ধরে না স্বামিসোহাগিনীর। কিন্তু অনুমান করি, ওর সমাপ্তিটুকু তাঁর প্রীতিকর হয়নি। তাই হয়তো নলিনীকান্ত জুড়ে দিয়েছিলেন নায়ক মারা যেতেই নায়িকাও বুক ফেটে মারা গেল। অথবা এও তাঁর স্বপ্নেরই অঙ্গ। শিবনিন্দায় সতী দেহত্যাগ করেছিলেন, আর স্বামীর মৃত্যুতেও সুধাংশুবালার প্রাণ থাকবে? তা কখনও হতে পারে? এ-বিষয়ে দম্পতি একমত ছিলেন বোধহয়। শেষ পরিচ্ছেদের শুরুতেই একটা কবিতা ছিল। পেন্‌সিলে লেখা—অতএব পরবর্তী সংযোজন। তার সমাপ্তি এইরকম—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীর মরণে হয় সহমৃতা যেই।
সর্ববাদি-সুসম্মত পতিব্রতা সেই॥

এ সেই 'এক মরণে দুজন মরে' তারই প্রপঞ্চন। চণ্ডীদাস নাই শুনেই প্রাণ গিয়েছিল রামী রজকিনীর, সহজিয়ারা একথা বিশ্বাস করেন।

কিন্তু মৃত্যুতেই যার পরিসমাপ্তি তা নিয়ে জীবনটা গোলে-মালে কাটিয়ে দেওয়াই কি পুরুষার্থ, অস্পষ্টভাবে এই জিজ্ঞাসা উঠত নলিনীকান্তের চিত্তে। তখন সব আলুনি লাগত তাঁর। 'সুধাংশুবালা' উপন্যাসের যে-পরিচ্ছেদে মায়ের মৃত্যু বর্ণনা করেছিলেন, তার প্রস্তাবনা এই কবিতাটিতে—

অয়ি চিন্তে অসামান্য কুহক তোমার।
বিষেতে যাহার দেহ করেছ অঙ্গার॥
সংসারের সুখে তার
মজেনাক' মন আর
অনুদিন আয়ু ক্ষীণ হয় দিনে দিনে
নরক সমান তার মলয় পবনে॥

মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে এই চিন্তাজ্বরে তাঁকে ধরেছিল। মনোরমা গৃহিণীকে নিয়ে আনন্দে থাকব, অনেক টাকা রোজগার করে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাব—এ-ভাবনা তাঁরও আসত। সেইমতন কাজও করতেন, কিন্তু 'এহো বাহ্য'। থেকে-থেকে অহেতুক বৈরাগ্যে মন ছেয়ে যেত। তখন স্ত্রীকেও যেন মনে হত কে না কে! সুধাংশুবালা তাঁর এই মনটার খবর রাখতেন—ব্যথা পেতেন ওই নির্লিপ্ততায়, মায়ার শত বাহু দিয়ে বাঁধতে চাইতেন অসঙ্গ পুরুষকে। বহুদিন অনুযোগ দিয়েছেন, 'আমায় ভালবাস না তুমি।' জোর করে এর প্রতিবাদ করাটা মুখে আসে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নলিনীকান্ত ভাবেন, কথা মিছে নয়। ও যেমন জগৎ ভুলে আপনাকে হারিয়ে বসেছে আমার ভালবাসায়, আমার তো তেমন হয় না। 'চলে মন প্রমত্ত বারণ নাহি মানে মানা। কি বাসনা বুঝিতে না পারি'—সত্য এ-কথা। রাণীর মত একধ্যানে মন-প্রাণ ঢেলে দিতে পারতেন যদি, বুঝি প্রাণ জুড়াত তাহলে। কই তা হয় ?

একদিন জানতে চেয়েছিলেন, 'তুমি আমায় সত্যি ভালবাস ?'

আত্মহারার মত সুধাংশুবালা বললেন, 'জানি না ভালবাসা কি !'

'তবে আমায় না দেখে একদণ্ড থাকতে পার না কেন ?'

'আমার যে দেখতে ইচ্ছা করে খালি। না দেখলে বুক ফেটে কান্না আসে।'

জেরা করেন বুদ্ধিগর্বিত পুরুষ, 'কেন এমন হয় ?'

'তা তো জানি না।' মুগ্ধার সরল উত্তর।

তাঁর ভাবে বিমোহিত নলিনীকান্ত আরও উসকিয়ে তুলতে চান এই তদ্গতচিত্তাকে 'আমায় ভুলতে পার রাণী ?'

চোখে জল এল সতীর, 'ভোলা দূরে থাক তোমায় ভুলতে হবে ভাবলেও জগৎ শূন্য বোধ হয় আমার। মাথা ঘুরে ওঠে।'

সুখস্বপ্নের মত কেটে গেল দু'টি মাস। অন্তঃসত্ত্বা সুধাংশুবালাকে কুতবপুরে রেখে এলেন নলিনীকান্ত। শরীরটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে ওর। একা বিদেশে রাখতে আর সাহস হয় না।

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাদ্র মাস শেষ হয়েছে, পূজার বেশী দেরি নাই। কুড়ি-বাইশ দিন পরেই বাড়ি যাবেন। রাত্রে নিজের ক্যাম্পে বসে কাজ করছেন কাগজপত্র ছড়িয়ে। হঠাৎ দেখেন টেবিলের আলোটা কেমন মিটমিটিয়ে এল। মুখ তুলে নলিনীকান্ত চাকরকে ডাকতে যাবেন, চোখে পড়ে টেবিলের পাশে কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছেন সুধাংশুবালা।

'এ কি তুমি? একা? কি করে এলে?'

ম্লানমুখে চেয়ে আছে বধূ, চোখ ছল-ছল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে নলিনী-কান্ত চারিদিকে চান। সুধাংশুবালার এভাবে আসা যে অসম্ভব, বুদ্ধি সজাগ সে-বিষয়ে। তবে কি এ স্বপ্ন, না জেগেই দেখছেন অলৌকিক কিছু? কেমন ভয় হল আচমকা। চিৎকার করে চাকরটাকে ডাকতেই মূর্তি মিলিয়ে গেল মুহূর্তমধ্যে। তখন অসংশয়ে বুঝলেন অশরীরীকে দেখেছেন, স্থূলে আসেনি কেউ। কেন এমন দেখলাম—নলিনীকান্ত ভেবে আর কূল পান না। মনটা ভারি খারাপ হয়ে যায়। বাড়িতে চিঠি লেখেন রাণীর সংবাদ জানতে চেয়ে।

তাঁর চিঠি যাওয়ার আগেই গ্রাম থেকে খবর এল রাণীর অসুখ। মরা মেয়ে হয়েছিল একটি, তারপরই সূতিকা…

যাদের কাজ করতেন তারা অত্যন্ত নির্ভরশীল। বলতে গেলে ওদের জমিদারির সার্ভে-সেটেলমেন্টের ব্যাপারে তিনিই সর্বেসর্বা। হাতের কাজ ফেলে তখনই চলে যাওয়াটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। ওটা আত্মসম্মানে বাধে। অথচ দিনরাত প্রাণ ছটফট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে কেবল। মনে পড়ে ছোটবেলার সেই স্বপ্ন দেখা। গিয়ে শুনেছিলেন মা নাই। রাণীও কি চলে গেল? না, চলে যাবে?

কেমন আছে জানতে চেয়ে আবার চিঠি দেন। ছুটি নিয়ে যাওয়া দরকার কি না, যুধিষ্ঠিরকাকাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠান। কাকাদের মধ্যে এঁর সঙ্গেই তাঁর সবচেয়ে হৃদ্যতা ছিল। 'সুধাংশু-বালা' উপন্যাস ছাপতে দিয়ে উৎসর্গ করেছিলেন ওই কাকাটির নামে। দিনকয়েক পরে যুধিষ্ঠিরকাকা জানালেন, 'ছুটি নিয়ে আসার দরকার নাই। একেবারে পূজার সময় এলেই হবে। বউমা ভাল আছে। তবে অত্যন্ত দুর্বল বলে সে চিঠিপত্র দিতে পারছে না।'

তবু মন যেন নিশ্চিন্ত হয় না। সেদিন ওই ছায়ামূর্তি দেখলেন কেন? এ কি রাণীর স্থূলদেহত্যাগের পূর্বাভাস? হয়তো বেশী দিন আর আয়ু নাই তার। পূজার ছুটি হতেই উদ্‌ভ্রান্তের মত বাড়ি রওনা হন।

কুতবপুর পর্যন্ত যেতে হল না, মেহেরপুরে এসে ভৈরবের ঘাটেই শুনলেন রাণী চলে গেছে কয়দিনের জ্বরে। যা ভয় করেছিলেন তা-ই ঠিক। রাত্রে যেসময় সেদিন দেখেছিলেন তাকে—তার দেড় ঘণ্টা আগে, সেই রাত্রেই প্রাণবিচ্ছেদ হয়েছিল। তিনি যখন ছায়ামূর্তি দেখেছিলেন, তখন ভৈরবতীরে সুধাংশুবালার অন্ত্যেষ্টির আয়োজন চলছিল হয়তো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কথাটা কারও-কারও জীবনে মর্মান্তিক ভাবে সত্য হয়। আর মাথায় বাজ ভেঙে পড়া যে কি সেতো বজ্রদগ্ধ তরু ছাড়া অন্যে বুঝবে না!

যশ-মান-প্রতিপত্তির দুরাকাঙ্ক্ষা কোনদিন নলিনীকান্তের ছিল না। ধন-দৌলতের লোভ কাকে বলে জানতেন না। ছোট থেকে কেবল একটি জিনিসই চেয়েছেন সর্বান্তঃকরণে—খাঁটি ভালবাসা। বয়স যত বেড়েছে, মনে বুঝেছেন সংসারে সবচেয়ে দুর্লভ ওইটাই। কোনদিন যে কোথাও তা পাবেন, আশা রাখেননি তেমন। কিন্তু সেই অপ্রত্যাশিতকে কেমন করে যে পেয়ে গেলেন জীবনে, এ-বিস্ময়ের ঘোর তাঁর তখনও ঘোচেনি। তারই মধ্যে রাণী চলে গেল।

'সাতরাজার ধন এক মাণিক' যে দিল, সে যে কতখানি ভরিয়ে দিয়েছিল সেটা তলিয়ে বুঝলেন সে-সম্পদ হারানোর পরে। থাকতে অতটা বোঝেননি কেন সেও এক রহস্য। রাণী নাই —শোনা মাত্র মনে হল জগতের রূপ বদলে গেল তাঁর চোখে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গোবিন্দলাল ভ্রমরকে হারিয়ে বলছে, 'কে এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে?' বঙ্কিম কি নলিনীকান্তের নিয়তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন? কিন্তু গোবিন্দলাল অনাদর করেছিল ভ্রমরের, শাস্তির যোগ্য সে। নলিনীকান্ত বসে-বসে ভাবেন, আমি তো তার অনাদর করিনি। তবে আমার এ-শাস্তি কেন? নিজেরই মনে হয়, করেছি বৈ-কি। আমিও কত অনাদর করেছি যে! রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মাটিতে পড়ে কাঁদত সে, কতদিন দেখেছেন। তবু দাবার আড্ডা ছেড়ে ফিরতে ইচ্ছা হত না। প্রায়ই রাত করে ফেলতেন।

আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধবরা সান্ত্বনা দিতে আসেন। বেটা-ছেলের বউ মরা আবার একটা শোক নাকি? বলে, 'বেঁচে থাকুক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চূড়াবাঁশি কত শত মিলবে দাসী।' সুন্দরী ছিল? নাহয় ওর চেয়েও সুন্দর মেয়ে খুঁজে বার করা যাবে।

নিরুত্তরে শুনে যান নলিনীকান্ত। তাঁর রাগ হয় না কারও উপরে। ওরা কি করে জানবে তাঁর কি গেছে। অন্তর্যামী বলে যদি কেউ থেকে থাকে সে বুঝবে কি অগ্নিদাহে সন্তপ্ত হয়েছে তাঁর চিত্ত! তাঁর কথা কাউকে বলার নয় তো!

শোবার ঘরে এসে বসেন। স্মৃতি ছড়ানো চারিদিকে, মানুষটা নাই। কিন্তু চোখে দেখলেন যে! এই বিস্ময়টাই থেকে-থেকে শোক ভুলিয়ে অদ্ভুতরসে আচ্ছন্ন করছে তাঁকে। পরলোক আছে কি না কে জানে! মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে তার প্রমাণ কই? এ নিয়ে বহুদিন বহু তর্ক করেছেন বন্ধুদের সঙ্গে। মরার পরে মা যে আর দেখা দেয়নি তাঁকে, এতেই নলিনীকান্তের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল পরলোকে আত্মার অস্তিত্ব বলে কিছু নাই। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গেও যাকে যোগেন্দ্রমোহিনী স্মরণ করেছেন, সাধ্য থাকলে অবশ্যই তাকে তিনি দেখা দিতেন এসে। তাঁর মনে এ নিয়ে একটা প্রবল জিজ্ঞাসা ছিল বলে অনেক হাতড়িয়েছেন। রাত্রে বাইরে যেতে ভূতের ভয় করত, সেজন্য স্ত্রীকেও টেনে তুলতেন লণ্ঠন ধরতে। অথচ প্রেতাত্মা দেখার কথায় সে-ভয় কোথায় ছুটে যেত। কাছাকাছি এক গ্রামে কোন গোঁসাইয়ের কাছে মাঝে-মাঝে যেতেন পদকীর্তন শোনার জন্য। বষ্টুমবুড়োর মুখে নেড়ানেড়িদের গল্প আর চুটকি গান শুনতে ভারি মজা লাগত। সে-বুড়ো মরে যাবার পর শুনলেন, সে নাকি ভূত হয়ে তার ভিটায় আছে। দুর্জয় কৌতূহলে একদিন এক প্রহর রাত্রে সে-ভিটায় গিয়ে হাজির হলেন। উঁকিঝুঁকি মেরে দেখেন, সত্যি ঘরের মধ্যে কি যেন দুটো জ্বল-জ্বল করছে। 'দাসমশাই চোখ বার করে ভয় দেখাও নাকি? সামনে এস না'— ডাক হাঁক করেন। কোন সাড়া-শব্দ নাই। 'দাঁড়াও তবে চোখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলে দিই তোমার। আমায় চেন না?'—বলে উঠানে পড়ে ছিল লম্বা এক বাখারি, তাই তুলে নিয়ে খোঁচা লাগালেন। কোথায় কি, পচা বেড়া ধসে গেল খানিকটা। তখন বুঝলেন বেড়ার ফুটো দিয়ে চাঁদের আলো আসছিল অন্ধকার ঘরে, চোখ না আর কিছু! পুব আকাশে সদ্য চাঁদ উঠেছে তখন।

সেইথেকে আরও বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতেন, মরলে ভূত হয় না ছাই। প্রেতযোনি বলে সূক্ষ্মজগতে একধরনের প্রাণী আছে, নলিনীকান্ত বিশ্বাস করেন। চোখে দেখেছেন দু'একটা এমনি অলৌকিক দৃশ্য। তাবলে মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব তাঁর মতে অযৌক্তিক এবং অবিশ্বাস্য কথা।

কিন্তু রাণীর ব্যাপারটা তাহলে কি? মৃত্যুর পরই যে সে দেখা দিল তাঁকে! সে তাহলে কোথাও আছে? তাকে কি সবসময় দেখতে পাচ্ছে? কোথায় সে, তিনি কেন দেখতে পান না? সে কি দেখছে না তাঁর ছটফটানি? তবে আর কেন সামনে আসছে না?

নলিনীকান্তের ঠাকুমা পিসীমা খুড়ী জেঠী—রাণী বউয়ের অকাল মৃত্যু নিয়ে সকলেই হায় হায় করছেন। যিনি তার যা সদ্‌গুণ দেখেছেন তার ফিরিস্তি আওড়াচ্ছেন নিজেদের মধ্যে, নলিনকেও শোনাচ্ছেন। সংসারে যা দস্তুর। ওরই মধ্যে নয়ান-খুড়িমা একসময় কেউ কোথাও নাই দেখে চুপি-চুপি কাছে এসে বসলেন, 'বাবা নলিন, আমাদের দোষেই অমন সোনার প্রতিমা চলে গেল রে।' সূতিকা হয়েছে মনে করে কেউ গুরুত্ব দেয়নি সুধাংশুবালার অসুখের। প্রবীণারা যথা-বুদ্ধি গাছগাছড়ার পাঁচন ইত্যাদি দিয়েছেন। গ্রামের একমাত্র চিকিৎসক অবিনাশ ডাক্তারকে একদিনও ডাকা হয়নি। স্তব্ধ হয়ে এই রূঢ় সত্য গ্রহণ করলেন নলিনীকান্ত। তিনি বিদেশে পড়ে আছেন, সংসারে টাকা আসবে কি করে এই চিন্তায়। আর তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহধর্মিণী অচিকিৎসায় প্রাণ দিল? নয়ান-খুড়িমা চোখ মুছতে-মুছতে বললেন, 'সবসময় তোর পথ চাইত রাণী। বউ-মানুষ মুখ ফুটে তো আর বলতে পারে না। যখন অবস্থা খুব খারাপ হল, সব সময়ই একটা মূর্চ্ছার ঘোরে থাকে, তখনও কেউ তোর নাম করলেই চমকে চোখ মেলে চাইত। জ্ঞান হারাবার আগে আমায় কাছে ডেকে আস্তে-আস্তে কি বলল জানিস? "খুড়িমা, আমি যদি মরে যাই ওকে আবার বিয়ে করতে বল। নইলে কে দেখবে ওকে—এই তো ওর বয়েস" !'*

তাঁর ভালবাসায় রাণীর বিশ্বাস ছিল না। অন্তকালে সে ছুটি দিয়ে গেছে স্বামীকে, কোন বাঁধনে বেঁধে রাখতে চায়নি।

কখন খুড়িমা উঠে গেছেন পাশ থেকে খেয়াল নাই। কি ভাবছেন তারও কোন নির্দিষ্ট আকার নাই। অনির্দেশ্য একটা যন্ত্রণা একটা সব-ছাওয়া শূন্যতা বুকের মধ্যে। ঝুন-ঝুন! চমক ভেঙে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এ যে তার পায়ের চুটকি বাজছে! ধীর-পায়ে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এই মুহূর্তে। চোখে দেখছেন না কিন্তু। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? নলিনীকান্ত ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে বসেন ভ্রান্তিনিরসনের জন্য। সেখানেও একটু পরেই শুনলেন ঝুন-ঝুন মৃদু নিক্কণ। বৈদেহী ছায়ার মত অনুসরণ করছে তাঁকে? বিয়োগব্যথার সঙ্গে মেশে তীব্র অনুসন্ধিৎসা। কই, তবে তো সে হারায়নি একেবারে? আছে, আছে এখনও। কিন্তু এ-জগতে নাই। হিন্দু তাই বলে, লোকান্তর হয়েছে অমুকের। রাণী আজ লোকান্তরিতা। কিন্তু যোগাযোগের পথ আছে অবশ্যই। তা নইলে সে কি করে আসছে তাঁর কাছে! তিনি তাকে ধরতে পারেন না, ইচ্ছামত আটকিয়ে রাখতে পারেন না, সে তাঁরই অক্ষমতা।

---

* শ্রীযুক্তা বিজলী দেবীর মুখে শোনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি করলে যাবে এই অক্ষমতা? কোন্ শক্তিতে ঘুচিয়ে দিতে পারবেন মরণের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান?

ছুটি না ফুরাতেই বাড়ি থেকে নারায়ণপুরে পালালেন। সবার চোখে পড়ছে তাঁর আনমনা দিশাহারা ভাব। বাপ-খুড়া কাকী-জেঠীরা সব আশেপাশে রয়েছেন—ভারি লজ্জা করে। আবার বন্ধু-বান্ধবরা গা ঘেঁষে বসে হাজারো কথা তোলে, তাতে ভাব-ভঙ্গ হয় যেন। কোন কথা বলতে ভাল লাগে না কারও সঙ্গে। নিরালায় কেবল ওই একজনের কথাই ভাবতে ইচ্ছা করে।

নলিনীকান্তের পরলোকে অবিশ্বাস ততদিনে একেবারে দূর হয়ে গেছে। কুতবপুরেও আবার দেখা পেয়েছেন লোকান্তরিতার—সবশুদ্ধ তিনবার। কিন্তু কেমন যেন ছবির মত। কথা কয় না কাছে আসে না—দেখে আরও যন্ত্রণা বাড়ে। নারায়ণপুরে প্রথমবার অতর্কিত দেখে কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর চমক লাগেনি, প্রকৃতিস্থই থেকেছেন। উন্মুখ অধীরতায় আশা করেছেন, রাণী আগের মত কথা কইবে। তার কাছ থেকেই জেনে নেবেন কি করলে আবার সহজভাবে ফিরে পাবেন তাকে। কিন্তু সে তো কথা কইল না! একটু পরেই মিলিয়ে গেল। তাই আরও নারায়ণপুর চলে যাচ্ছেন। একা থাকলে হয়তো কথা কইবে কাছে এসে।

অনুমান মিথ্যা হল না। নারায়ণপুরে আবারও দেখলেন। প্রথম রাত্রির মত ম্লানমূর্তি নয়। উজ্জ্বল প্রভাময় বিগ্রহে তাঁর সামনে এলেন বৈদেহী। কথাও কইলেন, অনুরোধ করলেন, 'একদিন যথাবিধানে শ্রাদ্ধ কর। তুমি আমার প্রেতকৃত্য না করায় তৃপ্তি পাইনি আমি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রাদ্ধ-শান্তি ব্যাপারটা নলিনীকান্ত নিরর্থক মনে করতেন। পরলোক কি প্রেতাত্মার অস্তিত্ব যদি প্রমাণসিদ্ধ না হয়, তাহলে তাঁর মতে শ্রাদ্ধ করাটা লোক-দেখাদেখি একটা হুজুগ। কিন্তু এখন তো তা নয়। কাজেই শ্রাদ্ধ করতে বাধ্য হলেন এবং সেসময় আরও কিছু অলৌকিক প্রমাণ পেলেন পরলোক-বাসিনীর অস্তিত্বের।

মনে জিজ্ঞাসার আর অন্ত থাকে না। এ যে সব আছে দেখছি! মৃত্যুর পরেও রয়েছে জীবনের অস্তিত্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষা সংস্কার কিছুই যেন ফুরায়নি। অথচ ঠিক যেমনটি ছিল, মৃতা তেমনটি হতে পারে না। এ-প্রসঙ্গ তুললে মুখের হাসি নিবে যায় বৈদেহীর, সদুত্তর দিতে চায় না। অপূর্ণ বাসনায় নলিনীকান্ত ছটফট করেন। কে তাঁকে বলে দেবে, ইহ-পরকালের ভেদরেখা ঘুচে যায় কোন্ মন্ত্রে? তাঁর হারানো সাম্রাজ্য কেমন করে আবার ফিরে পাবেন? রাজা সুরথের মতই দিনে-রাত্রে মনে সোয়াস্তি নাই। শেষে একদিন পরলোকগতাই পথ দেখান একটা—'থিয়সফিস্ট সোসাইটিতে যাও না। অনেক কিছু পাবে।'

এইসময়ের পত্র-পত্রিকা হতে জানা যায়, দেশে তখন থিয়সফির প্রবল একটা স্রোত বইছে। সরলাবালা সরকার (দেশ, ৬ই বৈশাখ ১৩৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) লিখছেন, তাঁর মামাবাড়িতে ছোটবেলায় তিনি স্বচক্ষে কর্ণেল অলকট ও মাডাম ব্লাভাট্স্কির অলৌকিক কার্যকলাপ দেখেছিলেন। মামাবাড়ি বলতে অমৃত-বাজারসম্প্রদায়। বাংলার এই খ্যাতনামা পরিবারে অলকট ও ব্লাভাট্স্কির আপ্যায়ন হতেই বোঝা যায় শিক্ষিত সমাজে তখন থিয়সফিস্টদের কি রকম প্রভাব পড়েছে। এসময় 'শোকবিজয়' নামে একখানা বই ঘরে-ঘরে পড়া হত। তাতে প্রেতাত্মাদের চক্রে আবির্ভাব তাদের কথোপকথনের বিবরণ দেওয়া ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্লাভাট্স্কি-সম্পাদিত একখানা পত্রিকার অনুবাদ 'মহাবিদ্যা' নামে প্রকাশিত হত। কলকাতার সঙ্গে নলিনীকান্তের যোগ ছিল আগেই বলেছি। সেকালে অতি প্রসিদ্ধ থিয়সফিস্টদের কথা তিনি নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এঁদের বিরুদ্ধে কলম ধরে এঁদের আরও যশস্বী করে তুলেছিলেন মনে হয়। তিনি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে খৃষ্টানুরাগী আর এঁরা জাত-খৃষ্টান হয়ে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বস্তুত বিবেকানন্দের ইওরোপীয় শিষ্য-শিষ্যাদের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই থিয়সফিস্ট সমিতির ইওরোপীয় নেতারা হিন্দুধর্মকে নতুন করে তুলে ধরেন। নলিনীকান্তের লক্ষ্য আত্ম-জ্ঞান নয় প্রেততত্ত্বানুসন্ধান, কাজেই রামকৃষ্ণ মিশনের চেয়ে থিয়সফিস্ট সমিতি তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক। কলকাতায় এসে থিয়সফিস্টদের কাছে খোঁজখবর নিতে লাগলেন। অড্যারে (মাদ্রাজ) তাঁদের মূল কেন্দ্র, মিডিয়াম-সহায়ে প্রেতাত্মাকে অমোঘ বলে আকর্ষণ করার বিদ্যা ভাল করে শিখতে হলে সেখানে গিয়ে পাঠ নেওয়া চাই। কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে নলিনীকান্ত মাদ্রাজে রওনা হলেন।

ওখানে গিয়ে প্রথমে অন্যের সাহায্যে শেষে নিজেই মিডিয়ামকে সম্মোহিত করে প্রেতাত্মা আনার কৌশল শিখলেন। তৃষ্ণার নিবৃত্তি কিন্তু হল না। মিডিয়ামের দেহে তাঁর প্রিয়জনের আত্মা হয়তো সত্যই আবিষ্ট হয়। কারণ মৃতার কণ্ঠস্বর শুনলেন তিনি, যেসব কথা তাঁরা দুজন ছাড়া কেউ জানে না প্রশ্ন করে তার ঠিক-ঠিক জবাব পেলেন। তাঁর সেই প্রিয় গানখানা—রাণীর মুখে শুনতে যা এত ভাল লাগত—অবিকল সেই সুরে তেমনি করে সেই গানখানা গাইল। অশান্ত মন আরও বিক্ষুব্ধ হয় এসব প্রমাণে। পরলোক আছে—সেখানে রাণীর অস্তিত্বও সত্যই আছে তাহলে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছা, তবে অন্যের দেহে আবিষ্ট না হয়ে সে নিজে স্থূলে আসতে পারে না?

জানি না থিয়সফিস্ট নেতারা এর কি উত্তর দিয়েছিলেন। যা-ই বলে থাকুন, নলিনীকান্তের মন ভরেনি। মাদ্রাজ ছেড়ে তিনি চলে এলেন নিজের কর্মস্থলে। তবে একটা কথা ভাল করেই বুঝে এলেন। থিয়সফিস্ট সম্প্রদায় যা-কিছু জানেন তার সন্ধান হিন্দু যোগী-ঋষির কাছেই তাঁরা পেয়েছেন, একথা তাঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অকপটে স্বীকার করেন। হিন্দুর যোগবিজ্ঞান ভাঙিয়েই থিয়সফির উদ্ভব। তাহলে খাঁটি হিন্দু-সাধু ওঁদের চেয়ে এসব তত্ত্ব অনেক ভালভাবে জানবেন এ-কিছু অসম্ভব নয়। এককালে সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে তাঁর যে ঔদাসীন্য—এবং কিছুটা বিরাগও—ছিল তা দূর হয়ে গেল। শ্রদ্ধার সঙ্গে সাধু খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। থিয়সফিস্টদের কাছে গিয়ে নলিনীকান্তের সে-যাত্রা নিট্ লাভ এইটুকু।

নারায়ণপুর থেকে খুলনা জেলার কুমিরায় বদলি হয়েছেন। লোকের কত প্রিয়জন মরে; দুদিন কাঁদে তার জন্য, আবার ভুলে যায়। পুত্রশোকের অধিক শোক নাই বলে, তাও তো মা ভোলে! নলিনীকান্ত ভুলতে পারতেন যদি! তাঁকে যে ভুলতে দেয় না সর্বনাশী। থেকে-থেকে কোন্ রহস্যপুরী হতে সামনে এসে দাঁড়ায়। তার কাল চোখের চাহনিতে শিরায়-শিরায় বিদ্যুৎ ছোটে, সব মনে পড়ে যায় নতুন করে। তোমায় ছাড়া এ-জীবনে কাউকে ভালবাসব না আর, বারবার প্রতিজ্ঞা করেন তখন। 'চুরি করে ধারা বয়ে যায় চোখে।'

সুধাংশুবালার কথা ভাবতে-ভাবতে আজকাল তাঁরও কেমন একটা মৃত্যুভয় হয়েছে।* সে তাঁকে ছেড়ে স্বর্গও চাইত না।

* প্রেমানন্দজীর শ্রীশ্রীনিগমানন্দকথামৃত দ্রষ্টব্য।

—১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বেচ্ছায় কখনই যায়নি জগৎ ছেড়ে, মৃত্যু এসে বাজের মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেছে। মূর্ছাঘোরেও তাঁর নাম শুনে চোখ মেলে চাইত সে, আর আজও এখনও কেবলই ছুটে আসতে চায় তাঁর কাছে। পারে না, মাঝখানে মৃত্যুর ঘোর ব্যবধান। এই মৃত্যু এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশ—কোন কি পথ নাই তার দুর্ধর্ষ আক্রমণ প্রতিহত করবার? ভরা যৌবনে অতর্কিতে রাণীকে গ্রাস করছে যে, সে তো তাঁকেও যে-কোন মুহূর্তে টেনে নিতে পারে অন্ধকার-লোকে! রাণী মৃত্যুগ্রস্ত, কিন্তু তিনি জীবলোকে আছেন বলে তবু আজও সে খুঁজে পায় তাঁর ঠিকানা, ফিরে-ফিরে আসে। তাঁর যদি মরণ হয়, তখন তিনিও হারিয়ে যাবেন। অনন্ত—অনন্ত কালেও আর তো দেখা হবে না। ভাবতে গিয়ে অসংবরণীয় শোকে আর আতঙ্কে দুই চোখে অন্ধকার দেখেন নলিনীকান্ত। কখনও-বা নিত্যকাল প্রিয়বিচ্ছেদের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দেয় মরণের বিভীষিকা। এই সুন্দর পৃথিবী চন্দ্র সূর্য সাগর পর্বত অগণিত প্রাণী······সকলই থাকবে, অস্তিত্বের মহানন্দ উপভোগ করবে সহস্ররকমে। কেবল তিনিই মুছে যাবেন? মৃত্যুর কেমন যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। তখন তার তুলনায় জীবনের লক্ষকোটি দুঃখ-দ্বন্দ্ব প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামও লোভনীয় বলে মনে হয়। দেবে না, বাঁচতে দেবে না তাঁকেও······তপ্ত পাষাণে জলবিন্দু যেমন করে শুষে নেয় তেমনি তাঁকেও একদিন নিঃশেষে শুষে নেবে মৃত্যু। মহাভয়ে নলিনীকান্তের প্রতি অণু-পরমাণু আর্তনাদ করে ওঠে, না না মরতে চাই না। হতাশ্বাস বুদ্ধি বলে, আমার ইচ্ছার তোয়াক্কা রাখে কে? রাণী কি মরণকে ঠেলে দিতে চায়নি তার সবটুকু শক্তি দিয়ে? পারেনি।

কটা দিনের আয়ু, কতটুকু মেয়াদ এ-জীবনের কে জানে! এইটুকুই সত্য, এই হাতের মুঠায় যে-দিনগুলি পেয়েছেন। এরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে না পারেন যদি, যদি রাণীকে ফিরে পাওয়ার উপায় না হয়, তবে সব গেল। তিনিও গেলেন, রাণীও হারাল চিরকালের মত। একটি মুহূর্তও যে অপচয় করা চলে না তাহলে। কে তাঁকে বলে দেবে কি করবেন তিনি?

'ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।'

শ্রুতির এ-নির্ঘোষের বিন্দু-বিসর্গও সেদিন নলিনীকান্ত শোনেননি। স্বভাবের নিয়মে তাঁর জীবনে আপনি বেজে উঠল ওই প্রৈষমন্ত্র।

*

সাল হিসাবে ১৯০১ সালের নবেম্বর-ডিসেম্বরে তিনি হিন্দু-সাধুর সন্ধানে ফিরছেন। তাঁর যা-মনোভাব তাতে যে কোন সাধু-ফকিরকে দেখে ভক্তি করে মাথা নোয়ান সম্ভব নয়—সেটা পারতেন তাঁর বাপ-ঠাকুরদারা। তিনি চান শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত সাধু। তখনকার দিনে রামকৃষ্ণ মিশনে তার অভাব ছিল না। কিন্তু নলিনীকান্তের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কি তাঁরা দিতে পারবেন? স্বামীজি সম্বন্ধে যেটুকু কানে এসেছে, তাতে তাঁর কাছে এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই দুরূহ। তিনি কামিনী-কাঞ্চনে নিস্পৃহ কুমার-সন্ন্যাসী, বৈরাগ্য-মেবাভয়ম্ তাঁর জপমালা। কারও মৃতা স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা তাঁর কাছে তোলা যায়? নলিনীকান্ত জানতেন, স্বামীজি কেন, সহজে কোনও সাধুর কাছেই কথাটা বলা যাবে না। এক যদি কেউ দয়া করে সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর অশান্তির কারণ শুনতে চান, তাঁকেই বলা চলে।

যেখানেই ভাল সাধুর নাম শোনেন, গিয়ে দেখে আসেন। কিন্তু মন খোলে না, শ্রদ্ধাও হয় না তেমন। এইসময় স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণানন্দ পরমহংসের কথা কানে এল। কলকাতায় এ-সাধুর বেশ নাম তখন। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি নাকি ডাফ কলেজে সায়েন্সের প্রফেসর ছিলেন। অগাধ পণ্ডিত হয়েও মানুষটি সন্ন্যাসের পথে গেছেন শুনে স্বভাবতই শ্রদ্ধা হয়। প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত অথচ ধার্মিক হিন্দুর দিকে নলিনীকান্তের ঝোঁক ছিল। বঙ্কিমবাবুকে যেমন পেয়েছিলেন, সেইরকম কোন সাধু হলে তাঁর মন ওঠে। স্বামীজি ঠিক তেমনি, কিন্তু অন্য পথের কারবারী। ভাবলেন, দেখি পূর্ণানন্দের কাছে কি পাই।

প্রথম দুদিন কেবল যান, কথাবার্তা শোনেন আর উঠে আসেন। পূর্ণানন্দকে ভালই লাগল, কিন্তু নিজের কথা অগ্রণী হয়ে বলা শক্ত। কই সাধুজী তো লক্ষ্য করছেন না তাঁকে, কিছু জিজ্ঞাসাও করছেন না। হতাশ মনে নলিনীকান্ত ভাবেন, মিছামিছি দুদিন কেটে গেল। কালকের দিনটা দেখি। যদি কিছু জিজ্ঞাসা না করেন, আর আসব না। একটা মেসে এসে উঠেছেন। চাকরিস্থল ছেড়ে প্রায়ই ছুটি নিয়ে এদিক-ওদিক যান। বেশী দিন এক জায়গায় কাটানো সম্ভব নয়।

পরদিন কিন্তু পূর্ণানন্দ নিজেই ডাকলেন তাঁকে। সবাইকে বিদায় দিয়ে একা তাঁকে থাকতে বললেন যখন, আশায় আনন্দে নলিনীকান্তের মন নেচে উঠল। তিনি প্রশ্ন করতেই দৈবনির্দেশ ভেবে খুলে বললেন সব কথা। পূর্ণানন্দ সত্যই নিপুণ দিশারী। সস্নেহে বললেন, 'তোমার স্ত্রীকে তুমি কি করে ফিরে পাবে তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু একটা কথা বলতে পারি। দেখ, তোমার স্ত্রী শুধু নয়, জগতের প্রতিটি স্ত্রীলোক এক বিশ্বেশ্বরীর ছায়া মাত্র। শাস্ত্রে তাঁকে "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" বলছে। ইনি হিন্দুর জগজ্জননী ভগবতী, দর্শনের ভাষায় মহাশক্তি। বিজ্ঞানও এই মহাশক্তিকে না মেনে পারছে না। তুমি ছায়ার সন্ধানে না ফিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কায়াকে—মূল মহাশক্তিকে আয়ত্ত করনা কেন ? নিজে মহাশক্তিমান হও, তখন জগতের সবকিছুই হাতের মুঠায় পাবে। কেমন কি না ? ভেবে দেখ, অযৌক্তিক কিছু বলিনি। মহাশক্তি আয়ত্ত হলে স্ত্রী তো দূরের কথা, পরমেশ্বরীই তোমার আপনজন হয়ে যাবেন।' বাধা দেন অশান্ত তরুণ, 'আপনার পরমেশ্বরীকে আমি চাই না। তবে তাঁর উপাসনায় যদি স্ত্রীকে ফিরে পাই, মৃত্যুঞ্জয়ী হই, তাতে আমি রাজী। আমায় বলে দিন কি করতে হবে।' তাঁর উত্তেজনায় স্নিগ্ধ কৌতুকে হাসেন পূর্ণানন্দ, 'মায়ের উপাসনার পদ্ধতি আছে। সেজন্য উপযুক্ত গুরু চাই, দীক্ষা চাই। আমি তোমার সে-গুরু নই।'

তাঁর প্রসন্ন প্রশান্ত মুখভাবে যুক্তিপূর্ণ উপদেশে বহুদিন পরে নলিনীকান্ত প্রাণে একটু শান্তি পেলেন। পথ তাহলে একটা আছে—সাধু বলছেন। ইনি যে প্রকৃতই সাধু, সে তাঁর অন্তর চিনিয়ে দিচ্ছে। বিনীত হয়ে বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হলেও ধর্মে-কর্মে নাস্তিক। সন্ধ্যা-গায়ত্রী করি না। ঠাকুর-দেবতা মানি না। অথচ দেখুন বামনাইটা আছে। আপনি পূর্বাশ্রমে কায়স্থ ছিলেন শুনে এপর্যন্ত প্রণাম করিনি আপনাকে।' পূর্ণানন্দ স্মিতমুখে বললেন, 'সাধুরা কি কারও প্রণাম চায় ?' প্রাণ গলে যায় সেকথা শুনে। তাঁকে প্রণাম করে নলিনীকান্ত জানতে চান, 'এখন তবে আমি কি করব ?' পূর্ণানন্দ বলে দিলেন, 'তুমি বৈদিক দীক্ষা পেয়েই গেছ। ত্রিসন্ধ্যা নিষ্ঠার সঙ্গে গায়ত্রী উপাসনা কর। সাত্ত্বিকভাবে চল, ব্রহ্মচর্য পালন কর। সময় হলেই গুরু মিলে যাবে, এ আমি জোর করে বলতে পারি। ভগবানকে বিশ্বাস কর, তাঁকে ডাক। আন্তরিক ডাকলে তিনি শুনবেনই।'

চোখে জল আসতে চায় নলিনীকান্তের। ভগবানকে বিশ্বাস করব ? আমি যে তাঁকে ভুলে এতকাল সুখেই ছিলাম। আজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্মান্তিক দুঃখ পেয়ে তাঁকে যদি ডাকি, তিনি কি এ-অবিশ্বাসীর ডাক শুনবেন? আমার ব্যথা কি বুঝবেন তোমাদের ভগবান?

কুমিরায় এসে মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন। শুদ্ধাচারে থাকেন, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় সন্ধ্যা করেন। কৈশোরের সেই ভাববিহ্বল আবেশ স্মরণ হয়, প্রথম-প্রথম সন্ধ্যা করতে কি ভাল লাগত! কোথায় গেল সে সরল বিশ্বাস? কেমন কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেল মনের ভাব। বঙ্কিমের যে-শিক্ষায় একদিন 'প্রকৃত ধর্ম কি বুঝলাম' বলে মনে হয়েছিল, এবার সেই শিক্ষাতে সন্দেহ আসে। এই এখন যা-কিছু করছেন এসবই হিন্দুর আচরণীয়, ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম। কে জানত 'কেঁচে গণ্ডূষ' করতে হবে আবার?

শৈশবে চণ্ডীমণ্ডপে সেই দর্শন মনে পড়ে যায়। পূর্ণানন্দ ভগবতীর উপাসনায় অভীষ্টলাভ হবে বললেন। আজ নলিনীকান্তের অস্পষ্ট সন্দেহ হয়, তাঁর জীবনে শক্তি-আরাধনার পর্ব আসবে বলেই বুঝি, অবোধ বালককে দেবী দেখা দিয়েছিলেন। যা-কিছু ঘটল তাঁর জীবনে, এর পিছনে কার যেন হাত রয়েছে। ঠিক বুঝতে পারেন না কিছু। কিন্তু একটা কথা বুঝতে বাকী নাই। মহাশক্তিকে মাতৃভাবে ভজনা করতে তিনি অক্ষম। পূর্ণানন্দ যাঁকে জগজ্জননী পরমেশ্বরী বলছেন তাঁকে মা বলে মনে হয় না, কোনদিনই হত না।

বিষাদে ভারাক্রান্ত হয় চিত্ত। সাধন-ভজন বুঝি তাঁর হবে না। কেমন করে অঙ্কুরিত হয়েছে এ-অনর্থের বীজ, তার আদ্যন্ত সব তাঁর জানা। শৈশবের ভাবনাতেই সঙ্গোপিত ছিল এর সম্ভাবনা। মাকে যে মা বলে মনে হত না—মাতৃভাবের চেয়ে তাঁর প্রিয়াস্বরূপই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিক সত্য বলে বোধ হত। হর-গৌরী পালায় ভগবতীকে ভাল লাগত কেন? জগন্মাতা বলে তো নয়, শিবের সতী বলে। আর, নিজেরও অজানিতে নিজেকে ওই শঙ্করের ভূমিকায় দাঁড় করাতেন— সে-ও কি আজের কথা?

তারপর আরও এক বাধা আছে। পুথিতে দেবীর ধ্যান রয়েছে। তাঁর নাক-চোখ-মুখ কেমন হবে তা কেউ বলে দেয়নি। সেটি তাহলে নিজে কল্পনা করে নিতে হয়। আরাধ্যা ঈশ্বরী, ইষ্টদেবী-জ্ঞানে যাঁকে প্রণাম করবেন, তাঁর রূপ কি যেমন-তেমন হলে চলে? কেমন হবে সে-মূর্তি ভাবতে গিয়ে কোন-কিছুই নলিনীকান্তের চোখে ঠেকে না। দেবীপ্রতিমা বলা মাত্র যে একটি দিব্য ভাব-রূপের আভাস জাগে হৃদয়ে, জীবনে কেবল একজনের মধ্যেই তার ছায়া দেখেছেন। তিনি সুধাংশুবালা। তাই মাতৃমূর্তি হিসাবে ভগবতীকে ধ্যান করা নলিনীকান্তের পক্ষে আরও অসাধ্য।

খাওয়া-ঘুমের ঠিক নাই। দিনরাত কোথা দিয়ে কাটছে। করতে হয় তাই চাকরির ঠাট বজায় রেখে কাজ করেন, হাত-পা নাড়েন যন্ত্রের মত। মন উধাও হয়ে ছুটেছে অপ্রাপণীয়ার সন্ধানে। দিনযাত্রা নিরর্থক লাগে প্রতি মুহূর্তে। কার জন্য এসব! আশৈশব ভালবাসার কাঙাল তিনি। যে তাঁকে কায়-মনো-বাক্যে ভালবেসেছিল পাগলের মত, তার মায়াতেই পুরাদমে সংসারী হতে চেয়েছিলেন। নইলে সংসারে তাঁর মন ছিল কি? চাকরি করে টাকা আনব, তাকে নিয়ে সুখে থাকব—সেই তাঁর ইন্দ্রের অমরাবতী। আর কিছু চাননি এ-জীবনে। ভালবাসার ধনকে ফিরিয়ে আনতে হলে যদি সন্ন্যাসী হতে হয় আজ, তবে তা-ই হ'ক। ফিরিয়ে আনবেনই তাকে। কিন্তু কবে, কতদিনে?

নাই, নাই—এ কি অশ্রান্ত হাহাকার চিত্তে! বেদনার দুঃসহ সূচীমুখে বিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত অন্তর শিউরে ওঠে মাঝে-মাঝে। সম্বিৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেরে একটু। নিজের ক্ষিপ্ততায় ভয় হয় নিদারুণ। পাগল হয়ে যাব না তো? তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সাধারণ একটি মেয়ের মতই পৌরুষদর্পিত নলিনীকান্ত ভগবানকে ডাকেন, দয়া কর প্রভু দয়া কর। আমি ভক্তি করি না সেই অপরাধে ত্যাগ কর না এ-হতভাগাকে। এই কর যেন তোমায় বিশ্বাস করে ফল পাই। নিজ গুণে অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করাও, তবে তো বলব তুমি আছ।

চোখের জলে মাটি ভেসে যায়।

অগ্রহায়ণের শেষ। শীতের জন্য দরজা-জানলা সব বন্ধ করে শুয়েছেন। ঘুম আসে না। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে থেকে-থেকে। কি সুখে সংসার করে লোকে? যম ঘুরছে পিছনে জেনেও কেমন সব হাসছে খেলছে। ছেলেবেলায় কাশীদাসী মহাভারত পড়েছিলেন না?

প্রতিদিন লোক সব যায় যম-ঘরে।
পিছে থাকে যারা তারা এই মনে করে॥
আপনারা চিরজীবি না হইবে ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়॥

কত বড় সত্য কথা। পূর্ণানন্দ বললেন, সময় হলেই গুরু মিলবে। সে-সময় কি হবে এ-জীবনে? কতগুলি দিন বৃথা চলে গেল। কই আমার গুরু—দিন যে আর কাটে না। কেমন করে কৃপা পাব তাঁর কিছু তো জানি না!

বুঝি এই 'কথাক'টি জপতে-জপতেই ঘুম এসেছিল। ঘুমিয়ে না জেগে দেখছেন, নিজেও প্রথমটা বুঝতে পারেননি। দেখছেন জ্যোতির্ময় সৌম্যমূর্তি কে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। 'তুমি মন্ত্রলাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছ, এই নাও মন্ত্র', হাত বাড়িয়ে কি যেন দিতে চাইলেন। তাড়াতাড়ি হাত পেতে নলিনীকান্ত নিলেন সেটা। আগন্তুকের অঙ্গজ্যোতিতে আলো হয়ে উঠেছে অন্ধকার ঘর। অস্পষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখছেন একটা পাতায় কিছু লেখা। 'দারিদ পাওল যেন ঘট ভরি হেম'—তেমনি ব্যাকুল উল্লাসে বালিশের তলা থেকে দেশলাই নিয়ে নলিনীকান্ত তখনই লণ্ঠন জ্বালিয়ে ফেলেন। বেলপাতায় রক্তচন্দন দিয়ে একাক্ষরী একটি মন্ত্র লেখা। এবার এর সাধনপদ্ধতি জেনে নেওয়া, তাহলেই আর কি চাই—ভেবে মুখ তুলে চেয়ে দেখেন ঘরে কেউ নাই।

হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। এ তবে স্বপ্ন? কিন্তু বেলপাতা কি স্বপ্নে হাতে আসে? আবার স্বপ্ন যদি নয় তো বন্ধ ঘরে মানুষ এল-গেল কেমন করে? ছুটে গিয়ে দরজার খিল খোলেন। ছেলেমানুষের মত মনে হয়, যদি বাইরে থেকে থাকেন! কিংবা যদিই দেখি চলে যাচ্ছেন পথ দিয়ে। না, আবির্ভাবের মত অন্তর্ধানও তাঁর অলৌকিক। আফসোসের আর অন্ত থাকে না! কি নির্বোধ তিনি, মন্ত্র পেয়ে মনে হল সব পেলাম? গুরু ছাড়া সাধনকৌশল বলে দেবে কে, একথা মনে এল না। নলিনীকান্ত হাজারবার ধিক্কার দেন নিজেকে। গুরু পেয়েও হারালেন, তিনি এমন দুর্ভাগা?

চাকরির মায়া ছেড়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন মন্ত্র নিয়ে। পথে থাকা-খাওয়ার ঠিক থাকবে না, কাপড়-চাদর সামলায় কে? ভেবে একখানা গামছা ছাড়া কিছু সঙ্গে নিলেন না। আর ময়লা হওয়ার দায় এড়াতে ধুতি-চাদর খুনখারাপি রঙে ছুপিয়ে নিলেন। ঘর তাঁকে ছাড়তেই হবে। এসব তার প্রস্তুতি।

এই দফায় নাকি বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন। 'তখন তাঁদের মঠ মাত্র তৈরী হচ্ছে। ওঃ ওখানে কি মশা! তখন ওখানটা জঙ্গল ছিল কিনা। * * * ওদের ওখানে মাছ-মাংস খায়। আমি খেতে বসেছি—সব একসঙ্গে খেতে বসেছি, আমাকেও মাছ দিতে এল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি নিষেধ করলাম। তাতে সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন আমায় ঠাট্টা করলেন। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। মনে হল, মাছ-মাংস খাই না তাতে কি দোষ হল? তারপর ঠাট্টা যদি সাধারণের মধ্যে থেকে করত, তাতে মন তত খারাপ হত না। কিন্তু তা না হয়ে মুরুব্বীদের মধ্যে একজন ঠাট্টা করলেন। আমার মনে হল, এরা কেমন সাধু?'

অধ্যাত্মজগতের বিচিত্র বিধান যাঁরা জানেন, তাঁরা এইজন্য বলেন সবাই সবার গুরু হতে পারেন না। বিধাতার নির্দেশে যে যে-গোষ্ঠীর মানুষ, যার যিনি গুরু নির্দিষ্ট আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে তবে সাধকের বুক ভরে। সামান্য একটা ঘটনায় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নলিনীকান্তের যোগ স্থাপিত হল না। তিনি উল্কার মত ছুটে গেলেন অন্য দিকে।

মন্ত্র নিয়ে বাংলায় কত পণ্ডিত কত সাধু-সন্ন্যাসীর কাছেই না ঘুরলেন। কেউ বলতে পারেন না এ কোন্ দেবতার মন্ত্র, কি এর সাধনপদ্ধতি। নিজের কথা শোনাতে গিয়ে নলিনীকান্ত দেখেন, অনেকেই সিদ্ধান্ত করে বসলেন বউএর শোকে ছেলেটার মাথা গরম হয়েছে। কতই-বা বয়স, বাইশ-তেইশ হবে! সে-ছেলে নাকি বউ খুঁজতে-খুঁজতে স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছে?

হতাশ হয়েও নলিনীকান্ত হতাশ হতে পারেন না। তাঁর অবিশ্বাসের অন্ধকার ক্রমেই ফিকা হয়ে আসছে। চিত্তের সুদূর দিগন্তে যেন আসন্ন উষার আভাস। ভগবান নাই কে বলে? এই তো অভাবিত উপায়ে মন্ত্র পেলেন। গুরু খুঁজে ফিরছিলেন, এই যে সামনে দেখা দিলেন অপার করুণাসিন্ধু! তাঁকে নিয়ে আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষ কি খেলা খেলছেন, তার আদ্যন্ত নলিনীকান্ত তখনও বুঝে উঠতে পারেন নি। 'কিন্তু সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া' সেদিন তাঁর দুয়ারেই মাথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুঁড়তে শিখেছেন। দাও ঠাকুর আবার দেখা দাও। বলে দাও কি আমি করব! তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে?

শেষে একজনের পরামর্শে কাশী পালালেন কাউকে না বলে-কয়ে। পালানো দরকার ছিল। বাংলায় মন্ত্রটার কোনও কিনারা হল না। কাশী সাধু-সন্ন্যাসীর আড্ডা, বড়-বড় পণ্ডিতের ঠাঁই। সেখানে ওর অর্থোদ্ধার হওয়া সম্ভব, এ এক কথা। তাছাড়া বাড়িতে বিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র চলছিল। ছেলে লাল কাপড় ধরেছে শুনে ভট্টাচার্যমশাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। না পালিয়ে নলিনীকান্তের তখন উপায় নাই।

হাতে টাকা ছিল না দরকারমত। খানিক ট্রেনে খানিক পথ হেঁটে কাশী পৌঁছলেন। নলিনীকান্ত সেসময় অর্ধোন্মাদ। স্নান-খাওয়া নাই কতদিন। তায় ওই এক নিরন্ত প্রার্থনা মনে, কাশী গিয়ে যেন গুরু পাই—সাধন পাই। হয়তো ঊর্ধ্ববায়ু হয়ে গিয়েছিল। দেখছেন কাশী সত্যই সোনার কাশী, আলোয় আলো চারদিক। দিন-রাত্রির প্রভেদ বোঝেন না। তিন-চারদিন ভাবটা ছিল। আশার উন্মাদনায় ধূলা-পায়ে কাশীর পথে-পথে ঘোরেন। 'আমি ভটচায বামুন' সে বড়াই কবে খসে গেছে মন থেকে। এখন সাধু দেখলেই মাথা ঠেকান পায়ে। কিন্তু 'যে তিমিরে সেই তিমিরে।' কেউ বলতে পারে না তোমার এ মন্ত্রের দেবতা এই, সাধনপদ্ধতি এই। কারও কাছে শোনেন ভুল মন্ত্র, কেউ-বা বলে ওটা মন্ত্রই নয়।

রূঢ় বাস্তবের স্থূল হস্তাবলেপে ভাবের ঘোর ছুটে যায়। বিশ্বাসে বুক বেঁধে বড় আশায় এতদূর ছুটে এসেছিলেন। তবে কি প্রথম যা ভাবতেন তা-ই সত্য? ভগবান বলে কেউ কোথাও নাই, মন্ত্র যা পেয়েছেন ভুয়া? কিন্তু চোখের দেখাটা উড়িয়ে দেবেন কি করে? গুরু যে এসেছিলেন সামনে! তিনি অযোগ্য, তাই 'ধরা দিয়া পলাইল সফল বাঞ্ছনা'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীর গঙ্গায় লোকান্তরিতার উদ্দেশে শেষ অশ্রু তর্পণ করে নলিনীকান্ত উঠে দাঁড়ালেন। হল না, জীবনকে সার্থক করে তোলা আর হল না এ-জন্মে। মৃত্যুর জটিল গ্রন্থি ভেদ করে প্রেমের সুরধুনীকে এ উষর মরুতে নামিয়ে আনা গেল না। ভগীরথের তপস্যা নাই তাঁর, দোষ দেবেন কাকে? তবে বেঁচে থেকে কি লাভ? কাজ কি এ ব্যর্থ জীবনের বোঝা বয়ে? তিনমাস লোকের কাছে হয়তো অল্প সময়। কিন্তু তাঁর কাছে দীর্ঘ নববইটি দিন আর রাত্রি, যার প্রতি পল প্রতি মুহূর্ত স্মৃতির কাঁটায় কণ্টকিত দুঃস্বপ্ন একটা। দুর্বিষহ এ-যন্ত্রণা আর সইতে পারবেন না। আশার বাঁধন এবার ছুটেছে।

হাতে যা-পয়সা ছিল তাই দিয়ে খানিকটা আফিং কিনে শিকরোলের দিকে একটা ভাঙা বাড়িতে গিয়ে নলিনীকান্ত শুয়ে পড়লেন। জীবনে যা পেলাম না, মরণে কি তা পাব? সংশয় আছে মনে। কিন্তু নিঃসীম হতাশায় মৃত্যুভয় আর নাই। মরে যাব ফুরিয়ে যাব ভেবে আর আতঙ্ক হয় না তেমন। যাক, তা-ই যাক। মুছে যাক দুর্নিবার তৃষা আর দুর্ভর সুখস্মৃতি। কিন্তু যদি না যায়? যদি তৃষ্ণা থাকেই, কিন্তু তৃষ্ণানিবৃত্তির সদুপায় যে-দূরে সেই দূরেই থেকে যায়? দুঃখের অভিঘাতে অনেক ভাবতে শিখেছেন। তাঁর দুর্ধর্ষ প্রকৃতি অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের মত আজ নিজের প্রমত্ততাকে ভয় করে।

খুব ভাল করে নিজের অবস্থাটা নলিনীকান্ত ভেবে দেখলেন। বেঁচে লাভ নাই একথা স্থির। কিন্তু হিন্দু বলে, আত্মহত্যা মহাপাপ। প্রেতযোনিতে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়। থিয়সফিস্টদের সংস্পর্শে এসে কথাটার সত্যতায় বিশ্বাস না করে পারেন না। তাহলে? গ্রাম-সমাজেই শুনেছেন লছমনঝোলার গঙ্গায় মরণে নাকি পাপ হয় না। অনেক সাধু ওখানে দেহ ছাড়েন। তবে তিনিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই করবেন। কাশী হতে হৃষীকেশ যাবার পথে সাধু-সন্তের সন্ধানও ঢের মিলবে। ভাগ্যে থাকে গুরু পাবেন, নয়তো মরাই ভাল।

সারাদিন খাননি। ভারি পিপাসা পেতে লাগল। তবু মৃত্যু নিশ্চয় করে মন যেন অনেকটা শান্তি পেয়েছে। অত্যন্ত পিপাসা-বোধ নিয়েও একসময় গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন, শিয়রে এসে বসেছেন পক্ককেশ-শ্মশ্রু উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এক বৃদ্ধ। আদর করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলছেন, 'বাবা কোথায় গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছ? গুরু তো ঘরের কাছেই রয়েছেন। তুমি বীরভূমের তারাপীঠে যাও।'

হঠাৎ বুঝলেন, এটা স্বপ্ন—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে বসে অত দুঃখেও হাসি আসে। 'স্বপ্নসকল অমূলক চিন্তা মাত্র' না? তাঁর জীবনে যে জাগ্রতের চেয়ে স্বপ্নচেতনাই সত্য বেশী।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। আরতির ঘণ্টা বেজে উঠেছে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার মন্দিরে। আরও একবার অবিশ্বাসীকে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করলেন দেবতা। ডাকলে তিনি শোনেন বৈ-কি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বামাখেপা

বাঙালী মূলত ধর্মে শাক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ এমন কথাও বলেছিলেন যে তাঁর বিশ্বাস সব মহাপুরুষই প্রথমে শক্তি-উপাসক থাকেন—কেউ-বা প্রকাশ্যে কেউ গোপনে। বাঙালী বলেই হয়তো এতবড় কথাটা তিনি জোর দিয়ে বলে গেছেন।

সে যা-ই হ'ক, বাঙালীর শক্তিসাধনার পিছনে কিন্তু এক দুর্মর বাসনা—মানবীর মধ্যে মহাদেবীকে প্রত্যক্ষ করব। জীবনরসিক বাঙালীর উদ্দাম প্রাণপ্রাবল্যের এও একটা দিক। নারী-পুরুষের সংমিলন প্রকৃতির বিধান। নারীকে পরিহার করে প্রকৃতিজয়ের প্রয়াসে পৌরুষ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু পরিহারের পথ না ধরে সংযম-সহায়ে জৈব আকর্ষণ প্রতিরোধ করে জিতেন্দ্রিয়তাও নির্বীর্যের সাধনা নয়।

বৈদিক যুগেই এ-দুটি পথের সাধনসঙ্কেত পাওয়া যায়। আদিবাসনাকে নির্মূল করে উপড়িয়ে ফেলা—মুনিসম্প্রদায়ে এ-সাধনার প্রসার। এঁরা ঊর্ধ্বমন্থী যতি; আধুনিক ভাষায় ঊর্ধ্বরেতা সন্ন্যাসী। আর নারীস্বভাবের বিকার শোধন করে তাকে পূজার্হা গৃহদীপ্তি করে তোলা ছিল বৈদিক ঋষির জীবন-দর্শন। তাঁরা পুত্রমন্থী শ্রীমন্থী অর্থাৎ আদর্শ গৃহস্থ হতে চাইতেন। হিন্দুর চতুরাশ্রম দশকর্ম এবং মনুস্মৃতির মধ্যে এরই বিস্তারিত পরিকল্পনা ছড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের সমাজ ওই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে এককালে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার এ ছাড়া তৃতীয় একটা ধারাও যে ছিল, বৈদিক সাহিত্যেই তার উল্লেখ রয়েছে। 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ' এই বামদেব্য অনুশাসন সেকালে কেউ-কেউ ব্রতহিসাবে গ্রহণ করতেন। স্মার্ত বিধানে এ-ব্রত গ্রহণ করলে সন্তানকামনায় ধর্মপত্নী যাচিকা হলে তাকে ফেরানো চলবে না। বোঝাই যায় এটি গৃহীদের আচরণীয়। কিন্তু মহাবীর্যবান ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও আবার এ-ব্রত গ্রহণ করতে পারেন। তাঁরা বিশ্বপ্রকৃতিকে স্বীয়ারূপে গ্রহণের শৈব তেজে তেজীয়ান। এই বৈদিক বীরাচারীরা তন্ত্রোক্ত বামাচারীদের পূর্ব্বগামী। বস্তুত বামাচার নামটা সহজেই বামদেব্য সামকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অর্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে সাধনপথে এগিয়ে চলা এবং শৈববিবাহে যাচিকা নারীকে স্বীকার করা, ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসাবে পরবর্তী কালে এ-দুটি ধারাই বাংলায় গৃহীত হয়েছে। তন্ত্রমতে স্বকীয়া বা পরকীয়া নিয়ে সাধনকে বাঙালী কখনও ছোট কাজ মনে করেনি। করলে, তার আধুনিক সমাজের পুরোধা মনীষী রামমোহন পরকীয়া গ্রহণ করতে পারতেন না। তন্ত্রের নামে অনাচার কদাচার যে হয়েছে এ অস্বীকার করব না। কোন্ ধর্মের নামেই-বা তা না হয়? আমাদের বিচার্য হল, এই ধারার পিছনে শুদ্ধ প্রাণের যে-সংবেগ সেইটি।

ব্যাপারটা আত্মস্থ পুরুষের নারীপ্রকৃতিকে রূপান্তরিত করার সাধনা ছাড়া আর কিছু না। বামাচারী হওয়ার অধিকার তন্ত্র সবাইকে দেয়নি। শিবতুল্য পুরুষ ওর অধিকারী—এ-অনুশাসন মনে রেখে পথটার সমালোচনা করা ভাল।

সমাধিমান্ পুরুষ সর্বভূত-হিতে-রত থাকার সঙ্কল্প নিয়ে ব্যথিত হয়ে ('ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ') ধর্মসংমূঢ়চেতাদের জন্য বেদনা অনুভব করেন। তাঁর কর্মযোগী হওয়ার পিছনে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাত্মভাবনার প্রেরণা। নিজে মুক্ত হলেই হয় না, তিনি চান 'সর্বে সুখিনো ভবন্তু'। তেমনি নিজেকে পেয়েও পুরুষের মন না ভরতে পারে। মনে হতে পারে, এ যেন আধখানা পাওয়া। 'একাকী নৈব রেমে'—দ্বিদলের এক আধখানা পেলে তো হয় না। নিজেকে জেনেছি পুরুষোত্তম বলে, অসঙ্গ সদাশিব বলে। কিন্তু আমার পরমা প্রকৃতি? সতী কই? সূক্ষ্মে তাকে পাওয়া সিদ্ধ হয়েই আছে তা ঠিক। তবে কিনা পূর্ণজ্ঞানী জগন্মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন না। চতুষ্পাৎ আত্মার এও এক পাদ। তাই জাগ্রতে তাঁর সমাধিসংস্কার আস্বাদন করতে চান তিনি। তাঁর ব্যুত্থানের মূলে এই ঋতের বিধান। আর জাগ্রৎ বা স্থূলকে অস্বীকার করেন না বলেই পরমা-প্রকৃতিকে জগতের বুকে পাওয়ার আকূতিও তাঁর কাছে মিথ্যা নয়। এও সত্য চাওয়া, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের মতই সতী বাসনা।

এ-বাসনা নিয়েই আর্যঋষি ব্রহ্মজ্ঞ হয়েও ঘর বাঁধতেন। সগোত্রা কন্যা (স-গোত্র কথাটা মৌল অর্থে ধরলে বোঝায় প্রকৃতি ও স্বভাবের মিল) বেছে নিয়ে অগ্নি সাক্ষী করে তাকে গ্রহণ করতেন অর্ধাঙ্গিনীরূপে। জীবনব্যাপী সাধনায় সমর্থা নারী যখন সত্যই তাঁর সহধর্মিণী-পদবাচ্যা হতেন, তখন ব্রহ্মজ্ঞ পুত্রের আবির্ভাব চাইতেন ঋষি। যোগস্থ পুরুষের সহধর্মিণী হওয়ার অর্থ নারীও তখন যোগিনী। সুসন্তানের জন্ম দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যার ধারা বংশানুক্রমে প্রবাহিত রাখার জন্য ঋষিরা এই যোগিনীদের উপর অনেকখানিই নির্ভর করতেন। শুদ্ধশীলা যোগিনীমায়েরা এককালে সমাজে এমন মহিমান্বিতা হয়েছিলেন যে আদিত্যসম্প্রদায়ের এক ধারার আচার্যরা মায়ের নামেই আত্মপরিচয় দিতেন। মা তাঁদের সাক্ষাৎ বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী।

গার্হস্থ্যজীবনে ব্যষ্টিক্ষেত্রে বৈদিক ঋষি যে-দায় পালন করতেন, বামদেব্যব্রতধারী ব্যাপকভাবে সেই দায়ই সম্পন্ন করতে চাইতেন।

—১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের পুরাণেতিহাস শ্রদ্ধাসম্পন্ন চিত্তে পাঠ করলে বুঝতে বাকী থাকে না সমাজ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের কি অনুরাগের চোখেই না দেখত! তাঁদের দেহ যোগাগ্নিময়, প্রতিটি নিঃশ্বাস ব্রহ্মময়। সুতরাং তাঁদের হাতে কন্যাদান করতে পারা গৃহীর মহাভাগ্য। চ্যবন-সুকন্যা অগস্ত্য-লোপামুদ্রা সৌভরি ও জরৎকারু ঋষির উপাখ্যান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এমন কি তাঁদের কৃপায় ক্ষেত্রজ সন্তান পেলেও ক্ষত্রিয়রা কৃতার্থ হতেন—দময়ন্তী প্রভৃতি তার উদাহরণ। এই আকিঞ্চনের অনুকূলে বামদেব্যব্রতের প্রয়োগ ছিল। যাচিকাকে ব্রহ্মর্ষি প্রত্যাখ্যান করতেন না। তিনি জানতেন তাঁর সংস্পর্শে এসে ও-মেয়ের প্রকৃতি শোধিত হবে। ঋষি-অনুগৃহীতা রমণীর দিব্যভাব-লাভের উদাহরণ দিতে গিয়ে জবালা ইতরা বিদুর-জননীর নাম মনে পড়ে। সমাজের বিচারে পারাশবী বা হীন-কুলোদ্ভবা হলেও 'বিদ্যা মা' হতে পেরেছিলেন এঁরা। বামদেব্যব্রতের প্রয়োগে সেকালে আর্যপুরুষ এমনি করে নারীচিত্তে প্রেমের আলো জ্বেলে দিয়ে প্রকৃতির ঊর্ধ্ব পরিণাম সম্পন্ন করতেন।

তাছাড়া তাঁর অন্তরঙ্গ প্রয়োজনেও তিনি এ-ব্রত গ্রহণ করতেন। বামদেব্যব্রতের মুখ্য প্রেরণা সম্ভবত চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে প্রত্যক্ষ করার মহাকামনা হতেই এসেছিল। সূর্যের আলোয় পদ্মফুলের দল মেলার মত পুরুষের সান্নিধ্যে না এলে নারীপ্রকৃতির সহজ স্ফূর্তি ঘটে না। তাকে আত্মসাৎ করে তবেই পুরুষ বুঝতে পারেন, কি আছে তার প্রকৃতিতে। 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ' এই অনুশাসনের পিছনে তাই মনে হয় এক খেপা মনের খেপামি রয়েছে। শিব-স্বরূপে পুরুষ পাগলের মত খুঁজে ফিরছেন কোথায় কোন্ মাটির ঘরে বাসা বেঁধেছে আকাশের বিদ্যুৎ, কাকে পেলে চিদানন্দলতিকাকে মর্ত্যে আস্বাদনের তীব্র ব্যাকুলতা মিটবে তাঁর। 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা বাহুল্য এটি শাম্ভবী বিদ্যার ধারা। বাংলায় এসে এই শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূর মত গুণ্ঠনাবৃতা থাকেনি। স্বভাব-বিপ্লবী বাঙালীর জীবনবোধ এর মধ্যে আত্মতর্পণের অভিনব মাধ্যম খুঁজে পেয়েছে। বামাচারী ও সহজিয়া সিদ্ধপুরুষদের দৃপ্ত আকিঞ্চনে নারীকে নিয়ে এদেশে শক্তি-উপাসনার যে নতুন ধারা দেখা দিয়েছে তাতে বাঙালী ও বাংলার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাথযোগীদের আদিপুরুষ মীননাথ ও আগমকুলচক্রবর্তী ব্রহ্মানন্দ গিরিকে ধরা যাক। মীনচেতন বা গোর্খবিজয় এককালে বাংলার ঘরে-ঘরে গান হত। ব্রহ্মানন্দ মীননাথের চেয়ে আধুনিক বলে লোকসঙ্গীতে তাঁর নাম গাঁথা হয়নি। কিন্তু প্রবাদ ও কিংবদন্তীতে পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে তিনি বহুখ্যাত পুরুষ। এঁরা দুজনেই উন্মাদের মত খুঁজে ফিরেছেন আরাধ্যা ঈশ্বরীকে। চেয়েছেন চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীর মধ্যে সহজভাবে পাব, মর্ত্যে অমৃত-সম্ভোগের মহানন্দে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। মীননাথ ওই আকিঞ্চনে তাঁর মহাজ্ঞান বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হননি। ব্রহ্মানন্দও বলতে গেলে তা-ই। দুজনেই শেষপর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। 'কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রিশ্চ দারুণা'রূপে মহাদেবী অন্ধতামিস্রে নিক্ষেপ করেছেন তাঁদের। তবু দুর্বার বাসনায় দুর্দম পৌরুষে তাঁকেই চেয়েছেন দুই খেপা, যিনি—

> তড়িল্লেখাতন্বীং তপনশশিবৈশ্বানরময়ীং
> নিষণ্ণাং ষণ্ণামপ্যুপরি কমলানাং তব কলাম্।
> মহাপদ্মাটব্যাং মৃদিতমলমায়েন মনসা
> মহান্তঃ পশ্যন্তো দধতি পরমাহ্লাদলহরীম্ ॥

পরব্রহ্মমহিষীকে কেবল সূক্ষ্মে নয়, স্থূলে অবতারিত করব অধিকার করব আমার বলে—মীননাথ ও ব্রহ্মানন্দের জীবন এ-বাসনার কৃশানুতেজে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। তারপরও কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলার শক্তিসাধক সাধনার এ অধ্যায়ে ইতি করে দেননি। দুশ্চর এ-সাধনায় সিদ্ধি আসবেই এই সঙ্কল্প নিয়ে বাঙালী যে যুগযুগান্তর অতিবাহিত করেছে, বিপুলকলেবর বঙ্গসাহিত্যে তার অগণিত প্রমাণ ছড়ানো। সাহিত্য বলতে অবশ্য তার চর্যাপদ শূন্যপুরাণ ধর্মমঙ্গল থেকে শুরু করে আজকের রবীন্দ্ররচনাবলী এবং অরবিন্দদর্শনকেও বুঝব। গল্প কবিতা নাটক উপন্যাস ধর্ম দর্শন সব মিলিয়ে তবেই না বাণীর তুলিকায় ফোটানো একটি জাতির জীবনালেখ্য পুরাপুরি চোখে পড়ে।

জীবনরসিক হলেও বাঙালী ইহসর্বস্ব নয়। জীবনের পিছনে রয়েছে 'সুদুর তারকা হিরণবরণী'র হাতছানি। বাঙালী তাই চঞ্চল, সুদূরের পিয়াসী। ঘর বেঁধে গুছিয়ে বসা তার হয় না। সে বুঝি সেই কোন্ কাল হতে বাউল হয়ে গেয়ে চলেছে—

'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিভাই কেমন করে।'

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে ৯৫ সংখ্যক সূক্তটি উর্বশী-পুরূরবা সংবাদ। পুরূরবা জড়ের খাঁচায় বন্দী মহাপ্রাণ, আর্ত হাহাকারে তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য ফিরে চাইছেন তিনি। উর্বশীকে পেয়েও ধরে রাখতে যে পারেন না, সেই বঞ্চনায় পুরূরবা চির অশান্ত, অতৃপ্ত।

অন্তরিক্ষপ্রাং রজসো বিমানীমুপ শিক্ষাম্যুর্বশীং বসিষ্ঠঃ।

'মায়াবন-বিহারিণী হরিণী'র পিছনে পুরুষ পাগল হয়ে ছুটেছে। 'নিবর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে'—তাঁর বিলাপে নিত্যকাল স্পন্দিত হচ্ছে আকাশ, তাই তিনি পুরূরবা।

উর্বশী নামটিতেই 'উরৌ অনিবাধে'র ইশারা রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে উর্বশী কেবল অপ্সরা নন, তিনি বৃহদ্দিবা—ব্রহ্মজ্যোতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপা। পুরাণে তিনি নারায়ণ ঋষির কন্যা, তাই তাঁকে স্বর্বেশ্যা বললেও জানতে হবে তিনি অনন্যা। তিনি ভারতবংশের আদি-সম্রাজ্ঞী। ভাগবতের কল্পনায় তিনিই বুঝি নন্দকিশোরের হাতের বাঁশি, মহানন্দা আর মদন-ঝঙ্কৃতি? উর্বশী চিরন্তনী দেবীমায়া। পুরুষ তাঁকে না চেয়ে পারেন না।

পুরূরবা-উর্বশীর আখ্যান যে কত কাল থেকে ভারতবর্ষের কবি-চিত্তকে আবিষ্ট করেছে তার ইতিহাস নাই। রবীন্দ্রনাথ বললেন,

যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী।
* * * বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানস-স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী
হে স্বপ্ন-সঙ্গিনী॥

উর্বশী পুরুষের স্বপ্ন-সঙ্গিনীই বটে। ওই স্বপ্নে পুরুষের হৃদয় হতে উৎসারিত হচ্ছে নিখিল নন্দনবিদ্যা, পৌরুষদৃপ্ত বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হচ্ছে রসতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য। আকাশের বিদ্যুৎকে পুরূরবা ক্ষণিকের চমকে বন্দিনী করেন। কিন্তু আবার সে মিলিয়ে যায় আকাশে। হয়তো বলে যায়, ইলাপুত্র, কাজ আছে তোমার অনেক কাজ। জীবনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দাও পুরুষের মত। তারপর চিরদিনের মত মিলব আমরা। এখানে নয়, ওই ওখানে ওপারে।

এ আশ্বাসে কি পুরুষ ভোলে?

বীরাচারীদের জীবনে তার উত্তর পাই। মীননাথ মহাজ্ঞান খুইয়ে অকালে অথর্ব বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন। চোখের জলে মাথার চুল ছিঁড়ে ব্রহ্মানন্দ গিরি পথে-পথে ঘুরলেন কতকাল। গিরীন্দ্রতনয়ার বক্ত্রামৃত বাঞ্ছা করবে সামান্য মর্ত্য মানুষ – এ কী অসহনীয় স্পর্ধা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তবু এঁদের প্রণাম না জানিয়ে কি পারি? এই অকুণ্ঠিত স্পর্ধা শাক্ত বাঙালীর বীজমন্ত্র, তার প্রাণের কথা। দৈবকোপে বিড়ম্বিত হয়েও সে আশা ছাড়ে না, শিববীর্যে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আনন্দভৈরবীকে অনিঃশেষে অধিকার করবই একদিন। হ্যাঁ, এইখানে এই জগতে। প্রাপ্তির সে-পথ দুরধিগম্য নিশ্চয়। সময়ও কতদিন লাগবে কে বলতে পারে? হয়তো জন্ম-জন্মান্তর। হ'ক, বীর শৈব তাতেই থমকে যেতে পারেন না।

নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এঁদেরই উত্তরপুরুষ।

উনিশ শতকের বাংলায় শক্তিসাধকদের অগ্রগণ্য শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বামাখেপা।

তান্ত্রিক বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ তা নন—এ-ধারণার মূলে আমাদের অজ্ঞতা। শ্রুতি যে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী-ভেদে স্বয়ং দ্বিধাবিভিন্না তা আমরা জানি না। 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুশি তাই কর' বলে রামকৃষ্ণ তান্ত্রিকী শ্রুতির পথটাই কিন্তু তুলে ধরেছিলেন। তাঁর জীবন শৈব বেদান্তীর জীবন। তিনি তান্ত্রিক নন?

শক্তি-উপাসনা দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবন শুরু। ভবতারিণী তাঁর ইষ্টদেবী। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁকে চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত সাধনপদ্ধতি আছে সবই হাতে-কলমে শিখিয়েছিলেন। তবে যে তিনি তন্ত্রের কোন-কোন সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন ওটা নোংরা পথ, তাতে বোঝায় না শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রমতকেই হেয় বলছেন। আসলে লোকশিক্ষার দায় ছিল বলে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর তান্ত্রিকী শ্রুতির দিকটা রেখে-ঢেকে প্রকাশ করতেন। ঠিক এই বিচার নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী বিবেকানন্দকেও তন্ত্রের বিরূপ সমালোচনা করতে দেখি। এর ফলে সেসময় শিক্ষিত-সমাজে তন্ত্র সম্বন্ধে একটা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব দেখা দেয়। আজও তার রেশ কাটেনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু সব খবরই রাখতেন। তন্ত্রোক্ত দু'একটা পথকে নোংরা বললেও তার তত্ত্বগুলি পরমহংস সন্ন্যাসীর আস্বাদ্য ছিল—

'এই ব্রহ্মযোনি হতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে। অতি গুহ্য কথা। বেলতলায় দর্শন হত—লক লক করত।'

'একদিন দেখালেন শিব আর শক্তি। শিবশক্তির রমণ। মানুষ জীব জন্তু তরু লতা সকলের ভিতরই সেই শিব আর শক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি—এদের রমণ।'

'ঝাউতলায় কুক্কুর-কুক্কুরীর মিলনকালে দেখলাম যোনিতে বাস। এ সব বড় উঁচু কথা।'

তন্ত্রের ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যভাব। তিনি বলতেন 'আমার মাতৃযোনি'। কৃষ্ণতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলছেন 'রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের মেয়ের বেশ, শিখিপুচ্ছে যোনিচিহ্ন মাথায় রেখেছেন'। এও একটা দিক আছে বৈ-কি! রামপ্রসাদ কমলাকান্ত শিবচন্দ্র এঁরা মাতৃভাবেই পরমেশ্বরীকে ভজনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে বাইরে অনেকটা এই ধারার অনুবর্তন করতে দেখি।

কিন্তু বামাখেপার ভাব ছিল আলাদা। তিনি ষোল আনার উপর আঠার আনা তান্ত্রিক। একাধারে বীরসাধক এবং দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। শোনা যায়, বালক বামাচরণকে মহাদেবী স্বয়ং কচি মেয়ে হয়ে চুমো খেয়ে গিয়েছিলেন। তার পরেই জগৎ ভুল হয়ে গেল, মায়ের আদুরে ছেলে বামাচরণ হল খেপা বামা। উনিশ শতকের শেষ ভাগে এই খেপাই ছিলেন তারাপীঠের জাগ্রত ভৈরব।

মায়ের মন্দিরে ঢুকে খেপা অনেকসময় তারাদেবীর ঘাড়ে উঠে তাঁর দুই কাঁধের উপর দিয়ে দুই পা ঝুলিয়ে বসে থাকতেন। পা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুখানি থাকত মায়ের বুকে। ওই হল খেপার স্বরূপাবস্থান, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীর ঘাড়ে চেপে বসা। না, বালকভাবে নয়—খাঁটি মরদের মত।

বামাখেপা সাধনক্ষেত্রে ছিলেন প্রচণ্ড জাপক। ফলে নাদসিদ্ধ হয়েছিলেন। গভীর রাত্রিতে তাঁর 'তারা তারা' নিনাদে দ্বারকানদ-তীরস্থ মহাশ্মশান যেন কেঁপে উঠত ভূমিকম্পে। দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ এই পুরুষের দেহে সিদ্ধের "জড়বালোন্মত্তপিশাচবৎ' চার রকম অবস্থাই দেখা দিত। তবে তান্ত্রিকী সিদ্ধির নিয়মানুযায়ী উন্মত্ত ও পিশাচবৎ আচরণই বেশী ছিল। তাঁর নামে এককালে বীরভূমবাসী আঁৎকে উঠত। ভদ্রসমাজ যমের মত ডরাত তাঁকে। কিন্তু খেপার সহজ ভাবও ছিল। ভাগ্যবান ছাড়া অন্যে তার খবর রাখত না। সে-অবস্থায় খেপা জ্ঞানবৃদ্ধ অথচ বালকের মত সরল সদানন্দ। তাঁকে তখন সাক্ষাৎ মহাদেব জ্ঞান হত দর্শকের।

নলিনীকান্ত প্রথমেই গিয়ে পড়লেন এই কৌলশ্রেষ্ঠ বামাখেপার হাতে। নিজের ইচ্ছায় গেলেন তা বলা চলে না। সংসার ছুটিয়ে তাঁকে পথে বার করেছিলেন যিনি, সেই লীলাময়ীই অচিন্ত্য কৌশলে তাঁকে তারাপীঠে এনে তুললেন।

১৩০৮ সালে বামাখেপা প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। মল্লারপুর স্টেশনে নেমে তারাপীঠে কোন নামী সাধু আছেন কিনা জানতে চাইলেই তখন লোকে একডাকে খেপাবাবার নাম করত। নলিনীকান্তকে বামাখেপার সন্ধান নিতে বেশী ঘোরাঘুরি করতে হল না। কিন্তু সত্য-মিথ্যা জড়িয়ে খেপার যেসব কীর্তিকাহিনী শুনলেন তাতে রীতিমত দমে যাওয়ার কথা। অচেনা লোক দেখলেই খেপা নাকি চিতার জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ধেয়ে আসেন! নেহাৎ মরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতনিশ্চয় বলেই সম্ভবত নলিনীকান্ত ফিরতে পারেননি। তিনি প্রত্যাদিষ্ট, ভাবলেন মার খেয়েই হয়তো ইষ্টলাভের পথ মিলে যাবে। নলিনীকান্ত যেন স্রোতের তৃণ। ভাসতে-ভাসতে যেখানে এসে ঠেকলেন সেখানকার কোন খবরই তাঁর জানা ছিল না।

কিন্তু শেষবেলায় ধূলা-পায়ে শ্রান্ত শরীরে যখন এসে দাঁড়ালেন খেপার সামনে, তখন ভয়ের কিছু কোথাও দেখলেন না। এ যে 'পঞ্চাশবছরের এক প্রৌঢ়ের দেহে পাঁচবছরের বালকের মুখখানি।' পিতার মমতায় খেপা গ্রহণ করলেন এই পাগল ছেলেটিকে। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে অপার আশ্বাসে প্রাণ ভরে ওঠে। নলিনীকান্ত ভাবেন, ভগবান সত্যই অসহায়ের সহায়। এই তো, এ-ই চেয়েছিলেন তিনি।

বামাখেপা তাঁকে শোনালেন, তন্ত্র ইহবিমুখ কোন অধ্যাত্মভাবনার কারবারী নয়, ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিক। জীবনের চাওয়া-পাওয়াকে মানে তন্ত্র। আবার মরণের পুরা খবরও জানে। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যে জীবনকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলাই তান্ত্রিকের পুরুষার্থ। কে বলে জীবনের সাধ-আহ্লাদ মিথ্যা? এ যে মায়ের সাজানো সংসার, মহাশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার। মাকে ভুলেই জীবের অনন্ত দুর্গতি। তাঁকে চিনে নাও, যা চাও তা-ই পাবে। 'কালীকল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।' ইষ্টকে ভগবানকেই স্থূলে প্রকট করার শক্তি রাখে তন্ত্র, লোকান্তরিতাকে পাইয়ে দেওয়া কি এমন কথা! 'কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে।'

উল্লসিত চিত্তে উত্তরসাধকের পায়ে আত্মসমর্পণ করেন নলিনীকান্ত। খেপা এইটুকুই চাইলেন তাঁর কাছে, 'আমি যা বলব তা-ই করতে রাজী আছ কিনা? মন্ত্রচৈতন্য করিয়ে দেব আমি! মহাশক্তির উদ্বোধন অন্তরে অনুভব করবে, মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন পাবে। যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানার যা চাওয়ার চেয়ে নিও তাঁর কাছে।' খেপার মিতাক্ষরা বাণীতে অটল আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা। গুরুকে বিশ্বাস না করে শিষ্য পারেন না।

বিশ্বাসের ফলও হাতে-হাতে মিলল। নলিনীকান্তের চাওয়া-পাওয়া ধ্যান-ধারণা সব কাদার তালের মত ভেঙে গড়লেন খেপা। বুঝিয়ে দিলেন তন্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ডে মৃতা প্রণয়িনীকে কিছুদিনের জন্য মর্ত্যে বেঁধে রাখা অসম্ভব কথা নয়। কিন্তু চিরদিনের মত তা চলবে না, কারণ তাতে তার মহা অনিষ্ট। সুধাংশুবালার কর্ম তাকে আজ হ'ক ছুবছর পরে হ'ক, তার নির্দিষ্ট পথে টেনে নিয়ে যাবে। অদৃষ্ট-বশে জীব নদীতে ভেসে-আসা ছুটি পাতার মত মেলে। আবার নদীর স্রোতে কোথায় ভেসে যায়। তাঁরা ছুজনেও যে যাঁর কর্ম-বশে জন্মান্তরপ্রবাহে ভেসে যাবেন। জোর করে সুধাংশুবালার গতি নাহয় রুদ্ধ করা গেল। কিন্তু কাল যদি নলিনীকান্তের নিজের মৃত্যু হয়? ব্যাকুল নলিনীকান্ত জানতে চান, 'তাই তো আশ্রয় করেছি আপনাকে। কি করলে আমার তৃষ্ণা মিটবে, সে-পথ দেখিয়ে দিন আমাকে। এ-যন্ত্রণায় আর জ্বলতে পারি না, অব্যাহতি চাই চিরদিনের মত।'

উদার আশ্বাসে উত্তরসাধক বলেন, 'অব্যাহতি পাওয়ার পথ বলে দেব বলেই ভার নিয়েছি তোমার। যাকে ভালবাস তার আত্মার খবর তুমি রাখ না, তার বাইরের খোলসটাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছ। ভেবে দেখ, তুমি আকৃষ্ট হয়েছ তার ভাবে তার রূপে। এছাড়া সুধাংশুবালার আর এমন কি আছে যা তাকে অন্য পাঁচটি মেয়ে থেকে আলাদা করেছে? এই যে ভাবরূপ, এ সেই বিশ্বরূপারই বিন্দু প্রতিভাস। তাঁকে তুমি যে-ভাবে চাইবে সেই ভাবেই পেতে পার। কারণ তিনি "ভাবের বিষয়"। আর সে-পাওয়া হবে নিত্য। মর্ত্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচ্ছেদ নাই সে-সম্বন্ধে। তুমি মহাশক্তিকে তোমার স্ত্রীরূপে লাভ করতে চেষ্টা কর না কেন?'

চমকে ওঠেন নলিনীকান্ত। সেও কি সম্ভব? সামান্য মানবের কাছে দেবী ধরা দেবেন তার দয়িতা হয়ে? আগমাচার্য জোর দিয়ে বলেন, 'না দেবেন কেন? ওরে, মানুষ হয়ে সেই তো খেলছে। "তাস্ম ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।" চাওয়ার জোর থাকলেই তাকে যেমনটি চাস তেমনটি পাবি। তাই তো জানতে চাই, তোর চাওয়াটা ঠিক আছে তো?'

প্রাণ নেচে ওঠে শুনে। এ যে আশার অধিক পাওয়া! মহেশ্বরী রাণীর মত হয়ে ধরা দেবেন, ভালবাসবেন তার মত? সুদূর শৈশব হতে কি খুঁজে ফিরেছেন, নিমেষে নলিনীকান্তের তা মনে পড়ে যায়। ব্যক্তি উপলক্ষ্য সেখানে, চেয়েছেন অনুপম আত্মতর্পণ। ষোল আনা প্রাপ্তি তাঁর লক্ষ্য, এক বিন্দু কম পড়লে চলবে না। রাণী তাঁকে তেমনি কিছুই দিয়েছিল। তাই না খুঁজে বেড়াচ্ছেন হারানো রতন!

জীবনের যেসব গূঢ় কথা কোনদিন কাউকে খুলে বলেননি, আজ অকপটে উত্তরসাধককে নিবেদন করেন সে-সমস্ত। মাকে নিয়ে যে-ক্ষোভের শুরু, তাঁর আজও সেই অনির্বাণ বাসনার নিবৃত্তি হল না। 'মন মত্ত করী।'

তাঁর স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র দেখে খেপা আগেই অনুমান করেছিলেন তাঁর চিত্তভাব। এবার শাম্ভবী বিদ্যার গুহ্যাতিগুহ্য সিদ্ধান্ত নলিনীকান্তকে শোনালেন। অমিত দুঃসাহসে পৌরুষের প্রতিষ্ঠাই তান্ত্রিকের পরমার্থ।

মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্।
অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্॥

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতীচ্যের মনোবিজ্ঞানী হাতে-হাতে হাজারো প্রমাণ পেয়ে দৃঢ় নিশ্চয়ে বলছেন,

'The psycho-analytical point of view is that the primary source of mental energy is represented by the sex-urge which can be directed to other purposes during the course of individual development and ordinarily was so transferred.

তন্ত্রের সিদ্ধান্তও তা-ই। আদিরিপু পুরুষের কেবল মহা বিপদের নিদান নয়, পরম সম্পদেরও হেতু। এই প্রচণ্ড সংবেগ শক্তির মূল কন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। ইতর জীব সে-শক্তির বেগকে সামাল দিতে পারে না, অবশে পশুজীবন যাপন করে! কিন্তু মানুষ চায় তাকে বশে আনতে, নিজেকে বাঁধতে। সংযমেই তার মনুষ্যত্ব ফোটে। অধ্যাত্মজীবন-যাপনের মৌল পর্ব ব্রহ্মচর্য। কি তার অর্থ? শেষতত্ত্বের ঊর্ধ্বায়ন (sublimation)। ক্লীবের আবার ব্রহ্মচর্য কি? শক্তিমান পুরুষই কামনাস্রোত রুদ্ধ করে উজান বওয়ায়, শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় অটল বীর্যে। নিজের অজানতে সমাজে-সংসারেও মানুষ প্রতিনিয়ত এ-চেষ্টা করে চলেছে। তার রিরংসাই রূপান্তরিত হচ্ছে মস্তিষ্ক-চালনায়। অদম্য কর্মক্ষমতা, দক্ষ শিল্পকৃতি, কবির কাব্য, সাহিত্যিকের নৈপুণ্য, মনীষীর তত্ত্ব-চিন্তা—সমস্তই তার স্মর-গরলের অমৃত পরিণাম। রিরংসার সংযমে মননশক্তির বিচিত্র বিচ্ছুরণ, আধুনিক জীববিদ্যায় পরীক্ষিত এ-সত্য আগমবাগীশদের সুপরিজ্ঞাত। বন্যাস্রোত হতে 'হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার' সংগ্রহের মত তাঁরাও সুকৌশলে এই শেষতত্ত্বকে দেব-জীবন লাভের অনুকূলে প্রয়োগ করেছেন।

উদ্দীপ্ত পৌরুষে নলিনীকান্ত উপলব্ধি করেন খেপার কথা মর্মান্তিক সত্য। তাঁর অন্তরের যে-ঝড়কে আশৈশব তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কিত কুণ্ঠায় শাসন করেছেন, আসলে সে এক আগ্নেয়গিরি। ওই অবরুদ্ধ অগ্ন্যুত্তাপই আজ তাঁকে সংসার ছাড়িয়ে তারাপীঠের মহাশ্মশানে টেনে এনেছে। তাঁর চাওয়া তো অপরাধ নয়, প্রাণের মূলে জ্বলছে এ-আগুন। অনবধানীর অসংযমে এ-আগুন সংসার-সমাজ পুড়িয়ে ছারখারে দেয় সত্যি। কিন্তু মানুষের মত মানুষ হলে সে চাইবে তার আধার-নিষণ্ণ কন্দর্পবহ্নি হুহুঙ্কারে লেহন করুক মহাব্যোম! একেই তান্ত্রিক বলেন কুণ্ডলিনীচৈতন্য, প্রকৃতি-পুরুষ যোগ।

মহাশক্তি পুরুষের কাছে নিত্যকাল এ-ই কি যাচ্ঞা করছেন না?

অনন্ত প্রেমলোলুপা কদাচিৎ চিৎস্বরূপা
ক্বচিৎ আকাশ ক্বচিৎ প্রকাশ অনন্ত জগদাকারে॥

*　　*　　*

সহস্র বদনে খায় সহস্র লোচনে চায়—
সহস্র শ্রবণে শোনে কথা রে॥

*

সে এক কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি। উত্তরসাধকের নির্দেশমত জপ করতে করতে নলিনীকান্ত একসময় দেখলেন, তাঁর ঈপ্সিতরূপেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন পরমেশ্বরী। দেবী নেমে এসেছেন মানবীর রূপে।

'মা যে আমার বিশ্বরূপা
রূপবর্জিতা অরূপা।'

'মা কেমন গুরুদেব ?' নলিনীকান্তের প্রশ্নে নাদসিদ্ধ বামাখেপা গম্ভীরারাবে নাকি বলে উঠেছিলেন, 'তারা আকাশবৎ।' পরে এই রহস্যগভীর কথাটুকু সহজ করে বলেছিলেন, 'সবরূপই মায়ের রূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর যে-রূপে ইচ্ছা তিনি সাধককে দর্শন দিতে পারেন।' মুগ্ধ বিস্ময়ে নলিনীকান্ত ভাবলেন নিঃসীম সৌভাগ্যের অধিকারী তিনি। কোন্ রূপে দেখা চান মুখ ফুটে একবার বলতেও হল না। অন্তরবাসিনী মনের কথা বুঝে মনের মত রূপে দেখা দিলেন। এমন কি আর কেউ কখনও পেয়েছে? আনন্দে নলিনীকান্তের গায়ে কাঁটা দেয়। তাঁর কৈশোরের খেপামি তবে সার্থক হল আজ? সতী এসে সত্যই বরণ করল তাঁকে? কাচ খুঁজতে গিয়ে কাঞ্চন পাওয়া একেই বলে।

সাধনার এ-সিদ্ধি যে নলিনীকান্তের কাছে কতখানি, বলে তা বোঝানো যাবে না হয় তো। তাঁর অস্ফুট শৈশবস্বপ্নে এরই ছায়া ভাসত। 'অশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী'কে আমার বলে অধিকার করব, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের এ-বীজভাবকে তিলে-তিলে আবিষ্কার করেই চির অশান্ত উন্মনা তাঁর চিত্ত। তরুণ বয়সে সেই 'স্ত্রীরত্নমতিচার্বঙ্গী'কে সুধাংশুবালার মধ্যে আ-ভাসিত দেখেই তার জন্য পাগল হওয়া। এ যদি আমরা এতক্ষণেও না বুঝে থাকি, তবে নলিনীকান্তকে কিছুই বুঝিনি। সুধাংশুবালা যাঁর ছায়া মাত্র, তারাপীঠে তিনিই এসে ধরা দিলেন হৃদয় আলো করে। ছায়া একেবারেই ছায়া হয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

'যখন ইচ্ছা দেখা পাব তোমার?' 'পাবে', প্রসাদসুমুখী নিত্যাষোড়শী তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন অনায়াসে। উল্লাসে বিভোর হতে গিয়েও নলিনীকান্ত সংশয়ী বুদ্ধির সতর্কতা ভোলেন না। থিয়সফিস্টদের ওখানে যেমন মিডিয়ামের মাধ্যমে মৃতাত্মার আবির্ভাব হত, এ তেমনি কিছু নয় তো? সত্যই কি সাধকসঙ্গীতে আবাল্য যাঁর বর্ণনা শুনেছেন, সেই রামপ্রসাদ কমলাকান্ত শিবচন্দ্র নন্দকুমারের আরাধ্যা ইষ্টদেবী মনোময়ীরূপে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন? বঞ্চনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয় যে আছে উত্তরসাধকও সে-বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। নলিনীকান্ত তাই ষোড়শীকে তত্ত্বমূর্তিতে দর্শন করতে চান। গুরূপদিষ্ট ধ্যানে যেমন জেনেছেন, ইনি যদি সে-রূপে দেখা না দেন তবে আর পাওয়ার মত পাওয়া হল কই?

দেবীকে পেয়েই মানবী তাঁর কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে।

ভক্তের আকাঙ্ক্ষা ভগবতী অপূর্ণ রাখলেন না। মনোমোহিনী-রূপ সংবরণ করে মহাঘোরা বিভূতিতে প্রকট হলেন। যেন খণ্ডের জগৎ ছাড়িয়ে অখণ্ড অনন্ত আকাশের ব্যাপ্তি আচ্ছন্ন করে সাধকের চেতনা—যে-আকাশ অতল শূন্যতা হয়েও নাম-রূপের নির্বহিতা। ব্যষ্টি-চৈতন্য হারিয়ে নলিনীকান্ত বিশ্বময় প্রচণ্ডচণ্ডিকার শক্তি-স্পন্দ অনুভব করতে-করতে একসময় আসনে লুটিয়ে পড়েন।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে কৃতার্থম্মন্য শিষ্য তাঁর উত্তরসাধককে শতবার প্রণাম জানিয়ে খুশীমনে কুমিরায় ফিরে গেলেন। তিনি তখন ত্রিলোকদুর্লভ প্রাপ্তিকে নিভৃতে মুহুর্মুহু সম্ভোগের স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! 'এ মোহ কদিন থাকে এ মায়া মিলায়!' কই, সাধ তো মিটল না সাধনার ধন পেয়েও? রূপে মনোরমা হলেও এ তো তাঁর মনোবৃত্ত্যনুসারিণী নয়, একেবারেই স্বাধীনভর্তৃকা যে! আকাশের আলো, ধরতে গেলেই তা এসে মিলিয়ে যায় তাঁর দেহে। বিদ্যুদাহতের মত আচ্ছন্নসংজ্ঞ নলিনীকান্ত মাটিতে লুটান মূর্ছিত হয়ে। চেতনা পেয়ে অস্থির ক্ষোভে আবারও দেখতে সাধ যায়। অমনি সামনে ফুটে ওঠে 'পরিক্ষীণা মধ্যে পরিণত-শরচ্চন্দ্র-বদনা' সৌন্দর্যলহরী। অথচ নিঃশেষে ধরা দেয় না।

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯০২ সাল। সেবার শীতকালে কলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়ে গেছে। নেতারা অনেকেই স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বেলুড় মঠে। প্যাট্রিয়ট-প্রফেট বিবেকানন্দকে ভারতবর্ষ একটু-একটু-চিনতে শিখছে। তাঁর পাশে বসে আগামী দিনের দিশারিণী নিবেদিতা মন দিয়ে শুনছেন টিলক গোখলের আলাপ। আসন্ন রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুন জ্বলছে ভৈরবীর তৃতীয় নেত্রে। গুরু তাঁর অস্তসিন্ধু-তীরে অপেক্ষমাণ। কিন্তু ভাবী সূর্যোদয়ের সঙ্কেত নিয়ে যে প্রভাতী তারাটি জ্বলবে, তাকে তিনি অন্তরের সব আশা আর আশীর্ব্বাদ উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছেন। নেতাদের পরিকল্পনা ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, কথা কানে ঢুকলেও অন্তর স্পর্শ করছে না। দূর দিগন্তে লগ্ন স্বামীজির দৃষ্টি—

'They talk of patriotism, I believe in patriotism and I also have my own ideal of patriotism. Three things are necessary for great achievements. First, feel from the heart. What is in the intellect or reason? ··· Through the heart comes inspiration. Love opens the most impossible gates; love is the gate to all the secrets of the universe. Therefore, feel my would-be-reformers, my would-be patriots! Do you feel? Do you feel that millions and millions of the descendants of gods and sages are starving to-day'? ··· Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it gone into your blood, coursing through your veins becoming consonant with your heart beats? ···

'Yet that is not all. Have you got the will to surmount mountain-high obstruction? If the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

whole world stands against you, sword in hand, would you still dare to do what you think is right ? ... Have you got steadfastness ? If you have these things each one of you will work miracles.'

ভারতাত্মা অগ্নিগর্ভ শমীর মত এ-আগুন বুকে পুষে বিশ-শতককে স্বাগত জানাচ্ছে। আকাশে-বাতাসে নবযুগের অস্ফুট কাকলি। একদিকে ভোরের আলো-আঁধারি আরেকদিকে প্রতপ্ত দিগন্তে উৎসারিত-বহ্নিপুঞ্জ বিভাবসুর কালগর্ভে অন্তর্ধান। উনিশ শতকের সন্ধ্যার দিগ্‌দাহে স্বামীজির হৃৎপিণ্ড-দীর্ণ রুধিরস্রোতই রক্তচ্ছটায় পরিকীর্ণ বুঝি !

*

নলিনীকান্ত তখন অনেক দূরে। জগৎ অবলুপ্ত তাঁর চোখে, শুধু তুমি আর আমি। কি যে রূপ তোমার,

অরালং তে পালীযুগলমগরাজন্যতনয়ে।
ন কেষামাধত্তে কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকম্‌ ॥
তিরশ্চীনো যত্র শ্রবণপথমুল্লঙ্ঘ্য বিলসন্‌।
অপাঙ্গব্যাসঙ্গো দিশতি শরসন্ধানধিষণাম্‌ ॥

গিরিতনয়ে, তোমার কর্ণপালীযুগলের বঙ্কিম শোভায় কার না ভ্রম হয় ওদুটি বুঝি পুষ্পশরাসন ? অপাঙ্গবিলসিত তির্যক কটাক্ষ স্পর্শ করছে কর্ণপ্রান্ত। মনে হয় অনঙ্গ বুঝি আকর্ণ শরসন্ধান করছেন ; আমরা জানি শ্রবণদুটি শুধু শ্রুতিপথ। বিশ্বমোহিনীকে দেখে আজ বুঝলাম মন্মথের মন-মথনশক্তি তাঁর প্রতি-অঙ্গে চপলা-চমকে তরঙ্গিত।

স্ফুরদ্গণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাটঙ্কযুগলং
চতুশ্চক্রং শঙ্কে তব মুখমিদং মান্মথরথম্‌।
যমারুহ্য দ্রুহ্যত্যবনিরথমর্কেন্দুচরণম্‌
মহাবীরো মারঃ প্রমথপতয়ে সজ্জিতবতে ॥

—১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈষৎ স্ফুরিত স্বচ্ছ গণ্ডে যুগল তাটঙ্ক যেন স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। তোমার মুখখানি কি চতুশ্চক্রসমন্বিত মন্মথ-রথ তবে? ভুবন-বিজয়ী স্মরহর প্রমথপতিকে উন্মথিত করার জন্য অনঙ্গ কি তোমারই সৌম্যমুখে আশ্রয় নিয়েছে দেবি!

কিন্তু এ যে কেবল 'দৃশাং পানপাত্র'। আমি মধুমতীর তটে দাঁড়িয়ে শুধু তার বিলাস-বীচি-বিভঙ্গ দেখব? গণ্ডূষে শুষে নিতে পারব না আকণ্ঠ? তবে এ চাই না, চাই না।

'ভগবানকে চেয়ে ঘর ছাড়িনি আমি। ছেড়েছিলাম তাকে চেয়ে', নলিনীকান্ত চিরদিন বিনা দ্বিধায় বলেছেন একথা। সেই সঙ্গে বলতেন আরেকটা কথা 'চাইতে শেখ। চাওয়া যদি খাঁটি হয় তাতেই ভগবানকে পেয়ে যাবে।' এও খুব উঁচু কথা। ধ্রুব রাজ্য চেয়েছিলেন, পেয়ে গেলেন বিষ্ণুপদ। সব চাওয়াই চরমে সেই পরমবস্তুতে গিয়ে ঠেকে। চাই শুধু হৃদয়ের আকূতি, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আর নিষ্ঠা—স্বামীজি যা বলেছিলেন। যে-কোন great achievement-এর মূলে এই সম্পত্তিত্রয় থাকে। নলিনীকান্তেরও ছিল। তিনি শাস্ত্র পড়েননি, ধর্মাচরণের জন্য মাথা ঘামাননি, কিন্তু ভিতরের আগুন প্রাণের আবেগ তাঁকে কামকলার তত্ত্বনির্ধারণে উদ্দীপিত করে তুলল।

খাঁটি মরদের মত মনে-মনে রুখে দাঁড়ান নলিনীকান্ত। সোনার কাশীতে গিয়ে এই প্রত্যক্ষমাহেশ্বরীর সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু শিবও তার দুয়ারে ভিখারী, এ ভাবতে ভাল লাগে না। তিনি বোঝেন 'ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ।' যাকে নতুন করে ভালবাসতে চাইছেন সে যে কেবল সুন্দরী নয় ভৈরবীও বটে, তারাপীঠের শেষ উপলব্ধিতে তা জানতে বাকী নাই। ওই ভৈরবরূপাকে যদি নিজের মুঠোয় আনতে পারতেন তবে না!

কেমন করে তা হয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোর বিরাগে তান্ত্রিকী সিদ্ধি প্রত্যাখ্যান করে আবার বামাখেপার সামনে এসে দাঁড়ালেন নলিনীকান্ত। 'এ কি দিলে আমায়? ঝুটা কাচ দিয়ে বললে মহামণি? ও দিয়ে আমার কি হবে?' 'বলিস কি রে?' শুনে চমকে ওঠেন খেপা। নলিনীকান্ত অসংশয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, রূপের মোহ ঘুচে গেছে আমার। যাকে পাইয়ে দিলে, সেও একটি মেয়ে বই তো নয়। কি হবে একজনকে আঁকড়ে ধরে? দুনিয়ার সব মেয়েকে ভোগ করলেই কি যাবে এ-নেশা? এবার শিখিয়ে দাও কি করলে আমার সব নেশা ছুটে যাবে জন্মের মত। আলেয়ার পিছনে আর ঘুরতে চাই না।'

তখন-তখনই খেপা এর উত্তর দিতে পারলেন না। ছেলেটা তাঁকে ভাবাল। মায়ের মন্দিরে গিয়ে ঢোকেন ওর প্রশ্নের সদুত্তর পেতে। পরদিন সকালে সদানন্দমূর্তিতে বেরিয়ে এলেন। 'ওরে বৈদিক সন্ন্যাস নিতে হবে তোকে। মা তোকে জ্ঞানের পথে পাঠাতে চাইছে। তুই সন্ন্যাসী গুরু খুঁজে বার কর।'

'বেশ তবে তাই।' নলিনীকান্ত আর পিছন ফিরে তাকালেন না। যার সন্ধানে পথে-পথে ঘুরছিলেন দেওয়ানা হয়ে, খুঁজতে-খুঁজতে তার চেয়েও বড় পাওয়া পেয়ে গেলেন। কিন্তু তবু তো বলা গেল না আমার অণু-পরমাণু আপ্যায়িত হল তোমায় পেয়ে, জুড়িয়ে গেল সকল জ্বালা? তৃষ্ণার কি শেষ নাই? ঘৃতাহুতিতে আগুন নেবে না, 'ভূয় এবাভিবর্ধতে।' ধীমান তাই বোঝেন, হুতাশন সন্ধুক্ষিত করা নয়, চাই তা নির্বাপণের কৌশল।

সেও ছিল এক বসন্তসন্ধ্যা। সাক্ষাৎ বাসন্তীর মত মানসী বধূবেশে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বেলাশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস।
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার সেই চৈত্রমাস এসেছে আজ। কিন্তু বসন্ত কোথায়? রাঢ়ের রুক্ষ মাটির লাল ধূলায় স্মৃতির স্বর্ণপাত্র নলিনীকান্ত নির্মমের মত চূর্ণ করে ফেলতে চান।

নেপথ্যবর্তিনী স্মিত-কৌতুকে হাসেন চেয়ে-চেয়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিদানন্দ

এবার রূপ হতে অরূপে চলা—'উত্তর উত্তর চলে এস নরবর তুঙ্গ হিমগিরিবর-শিরে।'

বস্তুকে কামনা করি একাগ্র অভিনিবেশে। কামনা রূপও ধরে। কিন্তু তৃষ্ণার সম্যক্ নিবৃত্তি ঘটে না তাতে। মন উঠে যায় সেটি থেকে। তখন আবার অন্য কামনা, পাত্র হতে পাত্রান্তর, এক রূপ হতে অন্য রূপের উপাসনা। বিশ্ব-সংসার জুড়ে জীব এই মরীচিকার পিছনেই ছুটছে জীবনভোর। ওরই নাম মৃগতৃষিকা। তাই বুঝি সম্যক্‌সম্বুদ্ধের ধর্মচক্র-প্রবর্তনক্ষেত্র হল মৃগদাব?

বিক্ষিপ্ত চিত্তের পিছনে যদি প্রবুদ্ধ হৃদয়ের প্রচোদনা থাকে তাহলে কিন্তু অল্পদিনেই রূপের উপর বিতৃষ্ণা জন্মায়। রূপের পিছনে ভাব। তারও ওপারে নির্বিশেষ সত্য। মানুষ তখন মায়ার জগৎ ছেড়ে ওই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' ব্রহ্মের উপাসক হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে শুনি, 'কিছুদিন পরে রূপটুপ আর ভাল লাগল না। বললাম তোমাদেরও বিচ্ছেদ আছে। তখন সব সরিয়ে দিলাম।' প্রাকৃত জীবনে যা ঘটে, দেখছি অধ্যাত্মজীবনেও তারই অনুবৃত্তি। জীবনের শাশ্বত ধারা তাহলে এই খাতে বয়ে চলেছে? বৌদ্ধরা এই মানস বিবর্তনের নাম দিয়েছিলেন কামাবচর ভূমি হতে রূপাবচর এবং রূপাবচর হতে অরূপাবচরে উত্তরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে রূপবাদ আশ্রয় করাটা প্রকৃতির ভাব। অরূপের আস্বাদন পুরুষের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'রূপসায়রে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি'—নিজের অজানতে এ-ভাব কারও-কারও মনে বদ্ধমূল থাকে। তারা জাত-পুরুষ। 'তাদের থাক আলাদা।'

*

নলিনীকান্ত ঘুরতে-ঘুরতে গিয়ে উঠলেন আজমীঢ়। বাংলা হতে এই এতখানি পথ এসেছেন সন্ন্যাসী গুরুর সন্ধানে। কিন্তু কাউকে দেখে মনে হয়নি, মাথা বিকাব এঁর পায়ে। খেপা বলে দিয়েছিলেন 'পশ্চিমে তোর গুরু পাবি', সেই বিশ্বাসে বুক বেঁধে এগিয়ে চলেছেন। নইলে ভণ্ড সন্ন্যাসীদের কীর্তিকলাপে অনেকদিন আগেই মন-মেজাজ বিগড়িয়ে যাওয়ার কথা। ছোট থেকে সাধুর ভেক ধরে ঠকামি তাঁর দু'চোখের বালাই ছিল। 'হুতোমে'র শ্লেষ-বিদ্রূপ হাড়ে-হাড়ে গাঁথা ছিল তাঁর—'সুধাংশুবালা' উপন্যাসে নিজেও হুতোম প্যাঁচার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এ-বিষয়ে। তার উপর গুরু খুঁজতে এসে এত রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে একদণ্ডও পশ্চিমে তিষ্ঠাতে ইচ্ছা করে না। নলিনীকান্ত হাড়ে-মজ্জায় বাঙালী। তাঁর ভাষায় ওই 'রুঠো দেশ' আর 'কাঠখোট্টা ছাতুখোর মানুষ' তাঁর একবিন্দু মনে ধরেনি। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। উত্তরাখণ্ডেই ঘুরতে হবে তাঁকে, দেহ যদি পড়ে যায় ওইখানেই মরতে হবে এবার। মুক্তিপথের দিশারীকে যেখানে খুঁজে পাবেন সেই তাঁর মহাতীর্থ।

ভিখারীর মত ছেঁড়া নোংরা কাপড়-পরা নলিনীকান্তকে বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলে বলে চিনতে পেরে পুষ্করের কয়েকজন বাঙালী জোর করে নিজেদের বাসায় ধরে আনলেন। রবীন্দ্রনাথের খ্যাপার মতই 'ধূলায় কাদায় কটা' মাথার চুলে তখন জটা বেঁধেছে। 'মলিন ছায়ার মত ক্ষীণ কলেবর'—

ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্রজ্বালা জেলে রাখে চোখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত হেন
উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে ॥

'ভাল সাধু-গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছি' এছাড়া সঙ্গীদের আর কিছুই বললেন না দেওয়ানা। কি বলবেন!

ওইখানে থাকতে-থাকতেই কানে এল কোটার রাজগুরু বেদান্তের লেকচার দেবেন সেদিন বিকালে। শুনে একটুও কৌতূহল জাগে না। বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ এবং বড়-বড় জ্ঞানের বুলি কপচানো নলিনী-কান্ত সারা হিন্দুস্থানে এত দেখেছেন যে ও আর সাধুর লক্ষণ বলে মনে হয় না। তাঁর দুটি চোখ 'নিজের আলোকে'ই গুরু খুঁজতে চায়। হয় তাঁর শ্রদ্ধাকর্ষণ, নয়তো অলৌকিক কোনও নির্দেশ—খেপার বেলায় যা হয়েছিল—এ দুয়ের একটা না হলে কাউকে গুরু বলে মানতে পারবেন না।

কিন্তু আশ্রয়দাতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়ানোটা ভদ্রতা নয়। অগত্যা গেলেন। সভায় ঢুকেই নিজের চোখকে আর বিশ্বাস করতে পারেন না। এ কাকে দেখছেন? এই তো সেই জ্যোতির্ময় বিরাট-দেহী! গভীররাত্রে ইনিই তো কুমিরায় মন্ত্রলাভে ব্যাকুল এক নির্বোধকে অলৌকিকভাবে মন্ত্র দিয়ে এসেছিলেন। 'পেয়েছি গুরু পেয়েছি' ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে পায়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন নলিনীকান্ত।

জ্ঞান হওয়ার পরে একটু অবাক হতে হল। প্রথম দর্শনে যেরকম জ্যোতির্ময় বিগ্রহ দেখলেন তখন আর সেরকম দেখছেন না, ইনি শ্যামবর্ণ এক মহারাষ্ট্রী সন্ন্যাসী। তবে দীর্ঘকায় বটে। লম্বায় চারহাতের বেশী তো কম নয়।

তাঁর কাছেই একসময় এ-রহস্যের মীমাংসা পেলেন। তিনি বললেন 'তুমি দেখেছ কোন অমানব পুরুষকে। সত্যার্থীকে সচ্চিদানন্দ গুরু সর্বদাই যে সাহায্য করতে প্রস্তুত এ তার প্রত্যক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণ। গুরুশক্তির খেলা এসব। তোমায় মন্ত্র দেওয়া-টেওয়া আমি কিছুই জানি না।' পরম আশ্বাসে নলিনীকান্ত বললেন, 'তুমি তাঁরই মানুষী-তনু, সেও তবে তিনিই দেখিয়েছেন। ঠাকুর, "শিষ্য-স্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"।'

তাঁর ঠাকুরের নাম ছিল সচ্চিদানন্দ, আশ্রম ছিল পুষ্করের সাবিত্রী পাহাড়ে। শঙ্করসম্প্রদায়ের সরস্বতীনামা সন্ন্যাসী তিনি। ওদেশে তাঁর পরমহংস বলে প্রসিদ্ধি ছিল।

নাম-ধামের এই যোগাযোগগুলি প্রকৃতির নিরর্থক খেয়াল ছিল না হয়তো। সব মিলিয়ে যেন সনাতন একটি তত্ত্বের দ্যোতনা।

প্রথম কিছুদিন ব্রহ্মচর্যের পাঠ। বুদ্ধিযোগের ভূমিকাস্বরূপ উপনিষৎ-বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, ব্রাহ্মীস্থিতির পরিচয়লাভ। সেই সঙ্গে সচ্চিদানন্দ শিষ্যকে নিত্য গীতাপাঠের অনুজ্ঞা দিলেন। তাতে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈদান্তিক হলেও সচ্চিদানন্দ সমন্বয়ের সন্ধান রাখতেন। সনাতন ধর্মের প্রস্থানত্রয়ের একতরকে খণ্ডন করে অন্য দুটিকে মাত্রাধিক মর্যাদা দেওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল না। মানুষটি জ্ঞানসিদ্ধ। আর জ্ঞানী বলতে খণ্ডদর্শন বোঝায় না নিশ্চয়ই।

সন্ন্যাসীর আশ্রম। ত্যাগ-বৈরাগ্য অভ্যাস সেখানে দিনযাত্রার অঙ্গ। অন্তেবাসী বসে-বসে অন্নধ্বংস করবেন তা হয় না। ধুনির লাকড়ি বয়ে আনা কাঠ চেলা করা ঘোড়ার ঘাস-কাটা গোসেবা পাকশালার ভার নেওয়া নারায়ণ-পূজা পর্যায়ক্রমে ব্রহ্মচারীদের এসবই করতে হত। তার উপর ছিল 'শুকনো সাধু'র রুক্ষ কর্কশ ভাষা। কড়া মেজাজ সচ্চিদানন্দের, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় উত্তম বৈদ্য। বুকে হাঁটু দিয়ে ওষুধ গেলাতে জানতেন। বাঙালীর ছেলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মান-অভিমান শ্রমবিমুখতা রসনাপরিতৃপ্তি—প্রত্যেকটিতে নির্মমের মত কঠোর আঘাত হানেন অবিরাম। উঠতে বসতে 'শালা মছলি-খোর বাঙ্গালী' বলে জাতীয় অভিমানকে বিদ্রূপে জর্জরিত করেন।

মাঝে-মাঝে ধৈর্য ছুটে যেতে চাইত বৈ-কি! তখন নলিনীকান্তকে সান্ত্বনা দিতেন গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ। 'নাম-রূপ দেশ-জাতি রাগ-দ্বেষের দ্বন্দ্ব যদি লেগেই রইল চিত্তে, তবে এ-পথে আসা কেন? এ যে "জ্যান্তে মরা" হওয়ার পথ। স্বরূপে তুমি না আকাশবৎ অসঙ্গ পুরুষ? মায়ানির্মুক্ত সদাশিব? আর, গুরুর কটু কথায় তোমার গায়ে ফোস্‌কা পড়ে? ভাব, পালাব এখান থেকে? ভাই, অনেক ভাগ্যে মনুষ্যত্ব মুমুক্ষুত্ব আর মহাপুরুষসংশ্রয় তিনটিই জুটেছে কপালে। হেলায় হারিও না দুর্লভ প্রাপ্তি।'

নলিনীকান্তের সম্বিৎ ফেরে, দুর্জয় ক্ষোভ কর্পূরের মত উবে যায়। প্রাণভরে সাধুবাদ দেন সতীর্থকে। ব্রহ্মানন্দকে তিনি কোনদিন ভুলতে পারেননি।

ওদেশে সাধু ব্রহ্মানন্দের জ্ঞান-ভক্তি মিশ্রিত ভজনের একসময় খুব আদর ছিল। তাঁর বইগুলিরও সমাদর হয়েছিল।* সচ্চিদানন্দ দেহ ছাড়ার পর ব্রহ্মানন্দই তাঁর গদি পেয়েছিলেন।

আগেই বলেছি সংসারাশ্রমে নলিনীকান্ত শাস্ত্রাধ্যয়নের ধার ধারতেন না। তিনি স্বভাবে সাহিত্যিক, সমকালীন সৎসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। আর গ্রাম-বাংলার ছেলে বলে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত-পুরাণের মোটা কথাগুলি খুঁটিয়ে জানতেন। তাঁর ধর্মবোধ গড়ে দিয়েছিল বাংলার তথা ভারতবর্ষের

* শ্রুতিস্মৃতি—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সনাতনপন্থী সমাজ। বেদ-উপনিষদজাতীয় মূলগ্রন্থ কখনও নেড়ে-চেড়ে দেখেননি। দেখা দরকারই মনে হয়নি কোনদিন।

দরকার যেদিন হল, সুযোগ পেতে দেরি হল না। হাতে ধরে কে যেন টেনে নিয়ে এল সুপণ্ডিত এক বেদান্তীর কাছে। নলিনী-কান্তের উপনিষৎ আর বেদান্তপাঠ পাণ্ডিত্যার্জন নয়, যথার্থই স্বাধ্যায়। মরমী দিশারীর মুখে শোনেন একেকটি শ্রুতিবাক্য, মনে হয় মনের একেকটা পরদা খসে যাচ্ছে। আত্মানাত্ম-বিচার শুনে উদাস বৈরাগ্যে ফাঁকা হয়ে যায় বুকের ভিতরটা। দেখ কাকে কি করেছে মহামায়া! আমি সিংহশাবক অথচ নিজেকে জেনেছি যেন একটা ভেড়ার ছানা। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

প্রবুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্মচারী পিছন ফিরে চেয়ে দেখেন তাঁর সকল বাসনার অন্তরালে এই মায়াপরিহারের প্রেরণাও সঙ্গোপনে ছিল যেন।

বৈষ্ণবী মায়াতে ভুলে পরের জন্য কেঁদে মলে
পরমার্থ না চিন্তিলে হারাইলে তত্ত্বজ্ঞান॥

কবে শুনেছিলেন এ-গান, কত বয়স হবে তখন মনে পড়ে না। কেবল স্মরণ আছে বৈরাগ্যের একতারা কানে বেজেছিল তখনই। সংসারের সাড়ে পনের আনা মেকী ঠেকাটা বুঝি সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল? হ্যাঁ, গুরু তখনই হাত ধরেছিলেন বৈ-কি। নইলে কার জোরে আজ সব ঝেড়ে ফেলতে পারছেন অনায়াসে? মিথ্যা মনে হচ্ছে আজন্মের যত বন্ধন!

পিতা কস্য মাতা কস্য কস্য ভ্রাতা সহোদরাঃ।
কায়প্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিদেবনা॥

আমার কেউ নাই, কিছু আমার নয়। আমি একা। 'এসেছি একেলা যেতে হবে একেলা কেউ তো সঙ্গে যাবে না'—আবার সেই শৈশবের ভোরবেলায় শোনা টহলদারি গান নতুন করে মনে পড়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু না বুঝেও কি এক অজানা ঔদাস্যে ছেয়ে যেত তাঁর অপরিণত মন, আলুনি লাগত সব। ওই উদাসীন গতব্যথ হওয়া যে এতবড় সত্য, সেদিন কে জানত তা? আর, এ-সত্যে কী যে মুক্তি! বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম তখনই যখন গুরুবেদান্তবাক্যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে শুনলাম ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। এসবই যদি অবিদ্যার ঘোর তবে কিসের শোক, কার জন্য বিলাপ করে মরি? আমি কি মমতাবদ্ধ স্ত্রীলোক একটা? আমি পুরুষ—আমি খুঁজব —অনিত্যের মধ্যে নিত্য কি, নিঃশ্রেয়স কি। কার অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব, এই স্তূপীকৃত মিথ্যার পিছনে কে সেই সত্যস্বরূপ?

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিত্যেতৎ ॥

উপনিষদের যে-প্রতিক্রিয়া হল নলিনীকান্তের চিত্তে তা অদ্ভুত। তিনি বলে বসলেন, 'উপনিষদ পড়ে মনে হল আমিই উপনিষদ। ও তো নতুন কিছু বলেনি।' * কি বলব একে? প্রত্যভিজ্ঞা? ঔপনিষদ জ্ঞানের মূলতত্ত্ব নলিনীকান্তের কাছে অভিনব কোন অপ্রত্যাশিত বার্তা বলে মনে হল না, মোদ্দা কথাটা এই। বুদ্ধিজীবীর মন নিয়ে তো উপনিষদ শুনতে বসেননি, বসেছিলেন আত্মতত্ত্বাবধারণার পিপাসা নিয়ে। তাঁর জাগ্রত পৌরুষ সোঽহং জ্ঞানের আ-ভাস পেয়েছিল নিশ্চয়, তা নাহলে ত্রিপুরসুন্দরীকে পেয়েও মন উঠল না? অতএব উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব শোনা মাত্র 'বোধ' হল এ আমারই প্রাণের কথা বটে। 'স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ।'

এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি আছে জগতে? একে বলে পুরুষার্থ। মনের মন প্রাণেরও প্রাণ যিনি, লোকালোক যাঁর

---

* স্বামী যোগানন্দের দিনলিপি হতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়ের তলায়, আমি তিনি-ই। ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্য বস্তু নাই। কিন্তু আমি কিছুই চাই না। কুহকিনী মায়া এবার কি দিয়ে বাঁধবে আমায় বাঁধুক দেখি!

আচ্ছা, তারাপীঠে শক্তিসাধনার সংস্কার এই নির্বিশেষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়নি? নলিনীকান্ত বলতেন 'আমি যখন যে-পথে গেছি সেইটাই চূড়ান্ত বলে ধরেছি। আগের সব কিছু যেন ভুলে যেতাম।' মনের এ-গড়ন দেবতারই কৃপা বলতে হবে। যেন ছোটছেলের মত, কোনটাতেই আঁট নাই। আসলে বলেছি তো—নলিনীকান্তের সাধন-ভজন বুদ্ধির কসরত নয়, প্রাণের দাবি। তাঁর প্রাণ তখন রঙ্ছুট হবার দিকেই ঝুঁকেছে। আর সব কিছুকে বলছে 'তফাত যাও সব ঝুট হ্যায়।' বাধা দেবে কে?

অল্পদিন পরেই সচ্চিদানন্দ সন্ন্যাস দিলেন ব্রহ্মচারীকে। ওর মন যে তড়িদ্‌বেগে মায়ার এলাকা ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে মহাকাশের নির্লিপ্ততায়, তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে সেটা সহজেই ধরা পড়েছিল। 'স্বল্পায়াসে নিগমের নিগূঢ় তত্ত্ব' আয়ত্ত হয়েছে বলে তিনি চেলার নাম দিলেন **নিগমানন্দ**। মুণ্ডিতমস্তক শিষ্য ত্রি-সুপর্ণ মন্ত্র পাঠ করেন গুরুর নির্দেশমত—

'হে অগ্নিস্বরূপ জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল লোহিতাক্ষ পুরুষ, প্রবোধিত হও। হে অভীষ্টপূরণকারিন্ বিদূরিত কর তত্ত্বজ্ঞান-লাভের যত প্রতিবন্ধক, ভস্মীভূত কর চিত্তের সকল সংস্কার! গুরু-মুখ-শ্রুত বাণী অপরোক্ষানুভবে অন্বর্থ হ'ক আমার অন্তরে। এই আহুতিতে রজোগুণ-মালিন্য-নির্মুক্ত হয়ে আমি যেন জ্যোতিস্বরূপ হই, স্বাহা!

'আমি ব্রহ্মস্বরূপ। আজ আমার এষণাত্রয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে নিত্যমুক্ত আমি, স্বাহা!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরজা হোমের বহ্নিকুণ্ডে ব্রহ্মচারী তাঁর শিখা-সূত্র বিসর্জন দিয়ে বর্ণ ধর্ম ও আশ্রম—শ্রুতিবিহিত সকল সংস্কার চিরকালের মত ত্যাগ করলেন। তিনি আজ হতে ত্রিগুণাতীত। সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। জ্ঞানমার্গীর কাছে তাও উপাধি মাত্র। নিরঞ্জন পরব্রহ্ম তাঁর লক্ষ্য, যা কেবল 'বোধে বোধ হয়', মুখে যাঁর কথা কেউ কখনও বলতে পারেননি। নির্বিশেষচৈতন্যের অখণ্ডবোধটি সন্ন্যাসীর হৃদয়ে উদ্ভূত রাখার জন্য সন্ন্যাস দিয়ে গুরু স্বয়ং প্রণাম করেন শিষ্যকে—

নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎ তৎ ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে॥

তাঁকে প্রতিপ্রণাম জানিয়ে ব্রহ্মাত্মভাবনায় বিভোর নিগমানন্দ নবজীবন লাভ করে উঠে দাঁড়ালেন। নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের শাস্ত্রমতে মৃত্যু হল সেদিন।

একটি বছর আগে এই ভাদ্রমাসেই তাঁর সহধর্মিণীকে হারিয়েছিলেন। যদি মারা না যেতেন সুধাংশুবালা? নলিনীকান্ত হয়তো নলিনীকান্তই থেকে যেতেন, নিগমার্থ কোনকালে তাঁর জানা হত না। একদিন যা অপার শোকের হেতু মনে হয়েছিল আজ তা-ই মনে হল অসীম সৌভাগ্যের সেতু। তাকে না হারালে নিজেকে খুঁজে পাওয়া হত না এ-জীবনে।

তার জন্যই তাকে ভালবাসিনি তাহলে? 'আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি'—যাজ্ঞবল্ক্যের উদাত্ত ঘোষণা জীবনের কী গভীর সত্য! অতএব 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।'

*

CC0. In Public Domain. Srj Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসীকে পরিব্রাজক হয়ে চারধাম ঘুরে আসতে হবে এবং চারটি মহাবাক্যের একবাক্যতা নির্ণয় করে বহূদক অবস্থাতেই ব্রহ্মসাযুজ্যলাভের প্রস্তুতি চাই তাঁর—এই হল আচার্য শঙ্করের মঠাম্নায়ের মূল উদ্দেশ্য। চার ধামের চারটি মহাবাক্য তিনিই নির্দেশ করে গিয়েছিলেন। নিগমানন্দকেও সচ্চিদানন্দজী প্রব্রজ্যা নিয়ে চারধাম ঘুরে আসতে বললেন।

গুরু-শিষ্যে ততদিনে রীতিমত একটা হৃদ্যতা জন্মেছে। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তাঁর এই তরুণ চেলাটিকে ডাকতেন 'বাচ্চা'। ওদিকে নিগমানন্দ বলেছেন—

'তোমাদের গুরুভক্তির মত আমার গুরুভক্তির কিন্তু এত বাড়াবাড়ি ছিল না। গুরুভক্তি কাকে বলে জানতামই না। তবে ঠাকুরের উপরে একটা স্বাভাবিক ভালবাসা এবং আকর্ষণ ছিল। তাঁর মুখের উপর যেমন জবাব দিতাম তেমনি আবার ভয়ও করতাম—শ্রদ্ধাও করতাম। * * * আড়াল থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে তাঁকে দেখতাম।'

—জীবনী ও বাণী

শেষছত্রটিতে মধুরারতির ইঙ্গিত। এই বিদ্যুৎ-বিনিময়ের ভাবটি না থাকলে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক প্রাণহীন। এঁদের সম্পর্কে সে-গলদ ছিল না। প্রৌঢ়স্নেহে যোগ্য উত্তরাধিকারীকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন সচ্চিদানন্দ। কিভাবে প্রব্রজ্যা করতে হয় নিজে সঙ্গে থেকে শেখালেন। পুষ্কর থেকে প্রথমেই বদরিকার পথে বেরিয়ে পড়লেন নিগমানন্দকে নিয়ে।

শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও দর্শন—জ্ঞানের সাধনায় চারটি পর্ব।

'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য আচার্যের অনুশাসন। তাঁর মুখে আত্মতত্ত্ব শুনে অন্তেবাসী তা নিয়ে বিচার করতে লাগলেন। তৎ ও ত্বম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদার্থ নিয়ে বিচার করে ভাগ-ত্যাগ লক্ষণায় প্রতিপন্ন হল আত্মা এ নয় ও নয়—শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। তৎ পদার্থও তাই। উভয়ের ঐক্য স্বাভাবিক। ত্বং বা জীবত্বের অবরভাগ বর্জন করে চৈতন্য তার পরভাগ তৎ পদার্থে সমাপন্ন হল। অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গের মত তৎ ও ত্বং পদার্থ স্বরূপত এক।

শ্রবণের পর মননের ফলে সাধকের সহজেই বোধ হয় 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। এই আত্মাই ব্রহ্ম। নেতি নেতি বলে পেঁয়াজের খোসার মত সব ছাড়াতে-ছাড়াতে নির্বিশেষ সত্তামাত্র রইল। অস্তিত্বের শুদ্ধ বোধকে যদি আমার আত্মস্বরূপ বলি—ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন। ব্রহ্মচৈতন্য এই আত্মচেতনারই বিরাট ব্যাপ্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মননলভ্য জ্ঞান অবিরাম ধ্যানের ফলে উপলব্ধ সত্য বলে বোধ হয়। তখন জানা যায় 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। আত্মানাত্ম-বিবেক যতক্ষণ আছে ততক্ষণ দুটি বস্তু আছেই। দ্বৈতবোধকে অদ্বৈতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই জ্ঞানের সাধনা। ত্বং বলে আচার্য অনুশাসিত করছেন যাকে, সাধক যাকে নির্দেশ করছেন 'অয়ম্' বলে, সে-ই জীবের অহং। 'যত বিচারই কর না কেন অহং যায় না' শ্রীরামকৃষ্ণ সাবধান করছেন। কিন্তু শ্রবণ-মননে অভিনিবিষ্ট জিজ্ঞাসু যখন জানলেন এ অহং কার, 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।' অহংবোধ মূলে ব্রহ্মেরই, সৃষ্টির আদিতে তিনিই নিজেকে জেনেছেন আমি ব্রহ্ম বলে। সুতরাং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্য যখন উপলব্ধ সত্য বলে ধ্বনিত হল হৃদয়ে, সাধক তখন স্বরূপাবস্থিত। এই হল নিদিধ্যাসনের ফল।

বদরিকার পথে যেতে-যেতে গুরু-শিষ্যে ব্রহ্মবিহার চলে। জ্ঞান-সিদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিচারপথের বিশ্লেষণে বিশ্বব্যাপ্ত অথচ লোকোত্তর বৃহৎ-জ্যোতির প্রভাস ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যোতিত করে তোলেন মিতাক্ষর উপদেশে। কথা বলতে-বলতে চিন্ময়-প্রত্যক্ষের আবেশে ধ্যান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমগ্ন হয়ে যান। নিগমানন্দের একাগ্র চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের তন্ময়তা দেখে সহজেই পঞ্চমভূমিতে বিচরণ করে। সত্ত্বাপত্তি যেন স্বভাবসিদ্ধ হয়ে আসে। আহার নামমাত্র—সারাদিন পিঠে ঝোলা বেঁধে চিমটা করঙ্গা হাতে কেবল চড়াই-উৎরাই আর তত্ত্বাভ্যাস। রাত্রি হয়ে এলে কোনও চটি বা গুহায় একটু আশ্রয় নেওয়া। কিংবা দু-একদিন বিশ্রামের প্রয়োজন বুঝলে দুজনে মিলে একটা পাতার ঝুপড়ি তৈরি করে ধুনি জ্বেলে বসা। আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সে যেন প্রবুদ্ধচৈতন্য মুমুক্ষুরই হৃদয়ের প্রতীক। অমনি করে তাঁর প্রাণাগ্নিও প্রতি মুহূর্তে 'ওঁ তৎ সৎ' এই প্রণবঝঙ্কারে বিলীন হচ্ছে মহাব্যোমে। থাকার দরকার ফুরালেই ঝোলাঝুলি তুলে সচ্চিদানন্দ শিষ্যকে আদেশ করেন, 'দে ধুনির কাঠখানা গুঁজে দে চালায়।' একটু আগেও যা ছিল আশ্রয়, নির্বিকার মুখে তাতে নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পিছন ফেরেন দুই সন্ন্যাসী। এক রাতের বেশী সাধারণত কোথাও থাকতেন না সচ্চিদানন্দ। বহ্‌তা জলের মত রম্‌তা সাধু নির্মল থাকেন—তাঁর মুখেই নিগমানন্দ শুনলেন। 'চরৈব'—পরিব্রাজকের এ-ই মন্ত্র।

দক্ষিণের শৃঙ্গেরি মঠের সঙ্গে সরস্বতীনামাদের সম্পর্ক। তাঁদের মহাবাক্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। শঙ্করপন্থীর নিদিধ্যাসন চলে ওই বিশেষ মহাবাক্যটি নিয়ে। এ-মহাবাক্য তখনই অন্বর্থ যখন প্রত্যক্ষ দেখছি—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্‌॥

এরপর '**প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম**' মহাবাক্যের অপরোক্ষ অনুভব। নিদি-ধ্যাসনের ফলে বিজিজ্ঞাসুর ব্রাহ্মীস্থিতি আয়ত্ত হয়। জগৎ ব্রহ্মময় জেনে বিরাট অহংএ তাঁর ব্যষ্টি অহং হারিয়ে গেছে। তাঁর তখন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' মহাবাক্যটিতে অহং বা দ্বৈতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেশমাত্র নাই। এ কেবল ব্রহ্মঘোষ। 'নেতি নেতি' বিচারে যা তিনি ছেড়ে গিয়েছিলেন, এবার ফিরে চেয়ে দেখলেন সে-সবই ব্রহ্মের বিবর্তন। তিনিই ভূতে-ভূতে বিরাজিত, রূপে-রূপে প্রকটিত।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥

এই ব্রহ্মাত্মদর্শনই জ্ঞানযোগের পরম পরিণাম। অহংএর বিন্দু অপার ব্রহ্মসংবিৎসাগরে লয় হয়ে যাবে। চরাচর-পরিবৃত তাঁর আনন্দরূপ বিভাসিত দেখে বীতশোক জ্ঞানী অমৃতত্ব লাভ করবেন এই জীবনে। তিনি তখন ছান্দোগ্যের উত্তম পুরুষ, প্রাকৃত জীব নন। জীব ও জগৎ সব সেই-ময়, ব্রহ্মজ্যোতির্ময়মণ্ডলে বিশ্ব একার্ণব।

বেদান্তবিদ্ গুরুর মুখে জ্ঞানযোগের সাধ্যাবধি নিশ্চয় করে জেনে নিয়ে বদরিকা হতে দ্বারকার দিকে রওনা দিলেন পরিব্রাজক। কেদার-বদরী যেতে গিয়ে এ-যাত্রায় মাহেশ্বরীস্বরূপা এক সন্ন্যাসিনীকে দেখেছেন অথবা গুরুই দেখিয়েছেন। নতুন অভিজ্ঞতা বলতে গেলে এই একটি। ও-অঞ্চলে সে-সন্ন্যাসিনী গৌরীমা নামে পরিচিতা। সন্তসমাজ ছাড়া সাধারণে তাঁকে চেনে না, দেখা পায় না। গহন অরণ্যে একা থাকেন গৌরী, থাকেন অসঙ্গ। মহারাষ্ট্রের মুক্তাবাই যেমন থাকতেন দিগ্‌বসনা, ইনিও তা-ই। সচ্চিদানন্দের মত অনুভবী পুরুষরা তাঁর সন্ধান রাখেন, মা বলে কাছে যান প্রয়োজনমত। তখন অবশ্য পটাবৃতা হয়েই সামনে আসেন তিনি। নারীকে পিশাচী-জ্ঞানে পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন যাঁদের আদিগুরু, সেই দশনামাসম্প্রদায়ভুক্ত সচ্চিদানন্দের কী গভীর শ্রদ্ধা উদাসিনীর প্রতি! 'মাকে প্রণাম কর্ বাচ্চা' বলে শিষ্যকেও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে বাধ্য করেন। ইনি সিদ্ধা যোগিনী একজন—সচ্চিদানন্দের মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরীমার পরিচয় শুনে অবাক লাগে। মেয়েরাও এতদূর উঠতে পারে? গার্গী মৈত্রেয়ী ভারতের বুকে তবে এখনও আছেন?

ধ্যানমৌনী হিমালয় মনের তার চড়াসুরে বেঁধে দিয়েছে যেন। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' যোশীমঠের মহাবাক্য। তুষারমৌলী নগাধিরাজের উত্তুঙ্গতা আর নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা নির্বাক সঙ্কেতে যেন ওই বাণীই তুলে ধরেছে জগৎসভায়—এই আত্মাই ব্রহ্ম। আমারই বিবিক্ত সাক্ষিচেতনা দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে বৃহতের ব্যাপ্তিবোধ নিয়ে, এমনি একটা তন্নিষ্ঠ ভাব নিয়ে নিগমানন্দ উত্তর হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে চলেন। বহির্বাস কৌপীন আর কম্বলশয্যা সম্বল করে তিনি তখন চিমটাকরঙ্গাধারী পুরাদস্তুর পশ্চিমা সাধু একজন। বেদান্তোক্ত রাজযোগ তাঁর নিত্যসহায়। 'ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ।'

এই পূর্ণত্ব কতখানি স্বভাবগত হল তা পরীক্ষার জন্যই হয়তো প্রব্রজ্যার ব্যবস্থা। শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখ ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি—কোন অবস্থাতেই ব্রহ্মসদ্ভাব ক্ষুণ্ণ হয় কি না পরিব্রাজক পদে-পদে তা যাচাই করার সুযোগ পান। নিগমানন্দও আজীবনের আহার-বিহার ভুলে পথের পথিক হয়ে হাজারো বিপর্যয়ের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করতে চান 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্'। নিজেকে ভাগ্যবন্তই মনে হয়, সর্বহারা বঞ্চিত মনে হয় না।

কিন্তু ঐশ্বর্যক্ষেত্র দ্বারকাধামে এসে মস্ত এক বিপর্যয়ের সূচনা দেখা দিল পরিব্রাজকের জীবনে। সারদা মঠে শৈবদর্শনে সুপণ্ডিতা এক ভৈরবীর পাল্লায় পড়লেন। অল্পদিন আগেই গৌরীমাকে দেখে এসেছেন। মেয়েরা যে অধ্যাত্মরাজ্যে বহুদূর এগিয়ে যেতে পারে, এ-শ্রদ্ধা তাঁর নবলব্ধ। ভৈরবীর পাণ্ডিত্যে অভিভূত হয়ে পড়লেন, শাঙ্কর-বেদান্তের চেয়ে শৈব-বেদান্ত তাঁর অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হতে লাগল। বামাখেপাকে মনে পড়ল নতুন করে। উপযুক্ত ভৈরবী গ্রহণ করে কুলাচারসম্মত পথে সমাধিসুখ বা নির্বিকল্প জ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করা সম্ভব এবং এ-পথ বেদান্তোক্ত রাজযোগের চেয়ে সহজ। শাস্ত্রযুক্তিসহায়ে ভৈরবী যখন এ-কথা তাঁকে বোঝালেন, পরিব্রাজক এককথায় উড়িয়ে দিতে পারলেন না। জীবনের উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ, পথ যা-ই হ'ক না কেন বাধা কি? সচ্চিদানন্দজী বাধা দেবেন এমন মনে হল না। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে মুক্তমনা বেদান্তীকে ভাল করেই চিনেছেন। সচ্চিদানন্দের একমাত্র আপত্তি বন্ধনে, নিরাসক্ত ভোগকে তিনি ডরান না। 'ওরে বেশী খিদে যদি পায় পাতায় খেয়ে পাতাটা ফেলে দিবি। কিন্তু দেখিস থালা কাড়িস না যেন'—এই হল তাঁর অনুশাসনের একটা দিক। সুতরাং তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পরিব্রাজক রাজী হয়ে গেলেন শৈববিবাহে। কোনও গুহ্য যৌগিক প্রক্রিয়ায় যদি অল্পায়াসে অপরোক্ষানুভূতি আসে বেশ তো!

কিন্তু আবারও গুরু হাতে ধরে ফেরালেন অবুঝকে। রাত্রের স্বপ্নে অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়। পরিব্রাজক সেই রাত্রেই ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে সারদা মঠ ছেড়ে পালালেন। তাঁর ঠাকুর পিছে-পিছে ঘুরছেন তাঁর, ভেবে নির্মম সন্ন্যাসীর চিত্ত দ্রব হয়ে যেতে চায়।*

মানুষের কাছে যে-ভালবাসা পাই তার চেয়ে শতগুণ ভালবাসতে পারেন আমার জীবনদেবতা, নেপথ্যে এই বোধটি তখন দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে আস্তে-আস্তে।

ঐশ্বর্যক্ষেত্রে পদস্খলনের এ-প্রলোভন পরিব্রাজককে আরও 'সমনস্ক' করে তোলে। না, একে পাপ বা অধর্ম মনে হল না।

---

* কথা হল, সাধনায় শক্তিসঞ্চয় হলেই বাইরে তা বিভূতির আকারে প্রকাশ পায়। নিগমানন্দ স্ব-ভাবে শিবস্বরূপ। তাঁর জ্ঞান পাকা হওয়ার সূচনাতেই এই শৈব যোগিনীর মাধ্যমে শক্তিরূপা প্রকট হয়েছিলেন তাঁর সামনে। কিন্তু নিগমানন্দ তখনও সাধক, সিদ্ধপুরুষ হননি। তাই সে-শক্তি আত্মসাৎ করা সম্ভব ছিল না। তখনও বিবেক-জ্ঞানই প্রবল কি-না! তাই স্বপ্নে দেখলেন ভৈরবীর সব লাবণ্য ঝরে গিয়ে রয়েছে কেবল কঙ্কাল। 'নেতি নেতি।' প্রকৃতি তাঁর হেয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসের একটা সূত্র 'ন পুণ্যং ন পাপম্'। তাঁর আবার পাপ-পুণ্য কোথায়? বন্ধন-মোক্ষও তো একটা মায়াবিজৃম্ভণ। তিনি নিত্যমুক্তস্বভাববান্ সন্দেহ নাই। তবে জগৎ জুড়ে ইন্দ্রজাল পাতা আছে, অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়া ঘুরছে ছিদ্রান্বেষণ করে। মৃত্যুর বিতত পাশ ছড়ানো তার রাজ্যে। সন্ন্যাসীকে তাই অহোরাত্র বিবেকী থাকতে হয় ভাল করে বুঝেছেন। সম্মুখে তুঙ্গভদ্রার আহ্বান। সারদা মঠে প্রকৃতির আহ্বান যেমন সজোরে টেনেছিল নীচের দিকে, তেমনি জোরেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্যের ক্ষেত্র রামেশ্বর আবার উঁচুতে তুলে দেয় মনটিকে। উত্তরে দেখে এলেন দেবতাত্মা হিমালয়ের অচল প্রতিষ্ঠা। দক্ষিণে দেখলেন মহাসমুদ্রের বিপুল বিস্তার, আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠা তারও। হিমাদ্রির মৃত্যুশীতল বৈরাগ্যে বৈচিত্র্যের সব রঙ্ মুছে গিয়ে জাগছে একরসপ্রত্যয়। আর সিন্ধুর রসসান্দ্রতার কল্লোলে প্রত্যাখ্যান নাই, আছে পরিপূর্ণ গ্রহণ। কিন্তু কী সেই গ্রহণের মহিমা! 'ন ত্বহং তেষু, তে ময়ি'—ঐশ্বর যোগের শেষ কথা। সুমেরুতে মহামৃত্যুর স্তব্ধতা, কুমেরুতে দুলছে মহাপ্রাণের নিরবধি তরঙ্গ। দুয়ে মিলে বিরাটের ব্রাহ্মীস্থিতির পূর্ণতা। ব্রহ্মজ্ঞান কি জীবনের প্রতিষেধ? ভারতসমুদ্রের তীরে দেবী কামাক্ষী-অধিষ্ঠিতা একটি ধামকে স্বীকৃতি দিয়ে আচার্য শঙ্কর কি বলতে চেয়েছিলেন?

এবার পূর্ব্বোত্তরে যাত্রা, জ্যোতির অভিযাত্রী আর্য যে দুটি দিককে মর্যাদা দিয়েছেন সর্ব্বাধিক। সমুদ্রের কূলে নীলাদ্রি—এ কি জীবন আর মরণের কোলাকুলি? 'মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে' জগন্নাথ সমাসীন। ক্ষেত্র পুরুষোত্তম, দেবী বিমলা, মহাবাক্য 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। পরিব্রাজক সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাসকূটের অর্থ উপলব্ধি করতে চান। আচার্যের নির্দেশক্রমে তাঁর প্রব্রজ্যা পুরুষোত্তমধামে এসেই শেষ হবে। বস্তুত তা-ই যেন হওয়া উচিত। এখানকার মহাবাক্যটিও যে উপলব্ধির পরভাগ! শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের ফল ব্রহ্মাত্মদর্শনের যে-উত্তরকোটি, 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' তার বীজ। কি দেখব তখন? এ-জগৎ পুরুষোত্তম-ধাম, দেবতা জগন্নাথ। তাঁর শক্তিকে তখন মায়া বলা যাবে না। তিনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী বিমলা—পরমাপ্রকৃতি। প্রজ্ঞানে ব্রহ্ম তো জগৎ ছাড়া নন। শ্রীক্ষেত্রে আনন্দবাজার খুলে বসেছেন তিনি। প্রহরে-প্রহরে তাঁর সেবা, দিনে-রাত্রে ছাপ্পান্ন ভোগও তাঁর।

'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম জেন নলিনে।'

পুরুষোত্তমধাম পরিব্রাজককে মুগ্ধ করল আকর্ষণ করল, তাঁকে ভাবিয়ে তুলল নতুন করে। ভাবতে-ভাবতে পুষ্করতীর্থের উদ্দেশে পা বাড়ালেন। আচার্যের কাছে প্রশ্ন আছে—'বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ' থেকেও খটকা লাগছে। সংশয়ের মীমাংসা চাই।

স্বামীজি চলে গেছেন ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই। নিজের দায় বুঝে নিতে নিবেদিতার দেরি হয়নি। ১৯০২ সালের শেষ-ভাগে দু'দফায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারত সফর করে এলেন স্বামী সদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা।

১৯০৩ সালে কলকাতায় কর্ম্মকেন্দ্র খুলে বসেছেন নিবেদিতা। তাঁর চোখের সামনেই ভারতবর্ষের নব-জাগরণ ঘটছে। মিস ম্যাকলয়েডকে লিখছেন—'জান না য়ুম, তিমিরবিদার কি উদার অভ্যুদয়ের সূচনা দেখতে পাচ্ছি! স্বামীজির কাজ আর তাঁর নাম সত্যি সার্থক হয়ে উঠবে এবার।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বদেশানুরাগের ঝড়ো হওয়া বইতে শুরু করেছে দেশের সর্ব্বত্র। মহারাষ্ট্রে টিলক আর গোখলে তো আছেনই। বরোদায় অরবিন্দ ঘোষ গোপনে বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তুলছেন। বাংলায় এসময় সবচেয়ে উদ্দীপনা জাগাচ্ছেন সতীশ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ডন সোসাইটি জাতীয় কল্যাণের জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তারকনাথ দাস স্বামী সারদানন্দ—সবাইকে টেনে এনেছিল বক্তার আসনে। নিবেদিতা তো ছিলেনই। এসময় রমেশচন্দ্র দত্তও জাতীয় জীবনের লক্ষ্য নিয়ে ধারাবাহিক কতগুলি ভাষণ দিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালের জানুআরিতেই দিল্লীদরবার অনুষ্ঠিত হল মহা আড়ম্বরে। কিন্তু লর্ড কার্জনের ইউনিভার্সিটি বিলে শিক্ষাসঙ্কোচের যে-নীতি ঘোষিত হল তাতে বাঙালীর রাজভক্তিতে ভাটা পড়ল বিধিমতে। দিল্লীর জাকঁজমকটাও বাংলা সংবাদপত্রগুলি ভাল চোখে দেখেনি। তার ফলে এসেছিল ছাপাখানাসংক্রান্ত বিধি-নিষেধ। সরকারের সঙ্গে একটা সংঘাত যে ঘনিয়ে আসছে, লক্ষণ দেখে তা বেশ বোঝা যায়। স্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদক মিঃ র‍্যাট্‌ক্লিফ আর অমৃতবাজারের সম্পাদক মতিলাল ঘোষ—তুজনেই নিবেদিতার বান্ধব। দেশের এই তুটি প্রথমশ্রেণীর পত্রিকা নিবেদিতার মতামত ছড়িয়ে দিতে লাগল দেশের সর্বত্র।

'ন্যাশনালিটি কথাটার তাৎপর্য আর অর্থব্যাপ্তি কতখানি সেইটা ভারতকে জানিয়ে দেওয়াই এখন আসল কাজ। জাতীয়তার বিরাট চেতনা ভারতকে আচ্ছন্ন করে রাখুক অহর্নিশ। এই বোধে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে যাবে, একে অন্যকে দেখবে গভীর শ্রদ্ধার চোখে। তখন ইতিহাসের অর্থ নতুন আলোয় পরিস্ফুট হবে। সাধনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবনাকে ভারত আত্মসাৎ করবে, ঘটাবে সর্ব্বধর্মসমন্বয়। এখন এইটি আসল। ভারতের জাতীয়তা কি, ভারতবাসীর তা উপলব্ধি করা চাই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্চর্য এ-চিঠি। ভারতবর্ষের অন্ততন বর্তমান আর সনাতন ভবিষ্যৎকে যুগপৎ দেখছেন নিবেদিতা। তাঁর যেন দৃষ্টি খুলে গেছে।

দেশজোড়া সেই বিক্ষোভের ঢেউ আর ভাঙা-গড়ার মধ্যে পরিব্রাজক নিগমানন্দ তাঁর ধাম-পরিক্রমা শেষ করছেন। পায়ে-পায়ে ফিরে চলেছেন গুরুগৃহে। জগৎ আর জীবন নিয়ে তাঁর মনেও প্রশ্ন। কিন্তু সে-প্রশ্ন তো বিশেষ করে সেদিনের নয়, চিরন্তন জীবন-জিজ্ঞাসা।

ব্রাহ্মীস্থিতির পরোক্ষ পরিচয় পরিব্রাজক ভাল করেই পেয়েছেন। তাঁর সম্পূর্ণ অতীত যেন ঝরাপাতার মত খসে গেছে, বর্তমান অনির্বাচ্য প্রশান্তি আর ধ্যানস্তব্ধতায় স্বাদু। সম্মুখে দেবযানের বিপুল বিস্তার। অপরোক্ষ অনুভবে এই ব্রহ্মাস্বাদকেই করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করা চাই—জীবন সেই সম্ভাবনায় মহিমময়। প্রশ্ন হল, নেতিবাদমূলক নব্যবেদান্ত কি ঠিক যা তিনি চাইছেন তা দিতে পারবে ?

শঙ্করপন্থী তুরীয়াবস্থার দিকেই মাত্রাতিরিক্ত জোর দিচ্ছেন। কিন্তু জগতের প্রতি জীবন্মুক্তের এ-অনাস্থা কতদূর সঙ্গত ? পরিব্রাজক পণ্ডিত নন, ন্যায়ের ফাঁকি তাঁর অগোচর। তাঁর সহজ বোধে তিনি অনুভব করছেন, শ্রুতির সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী নয়, হতে পারে না। যে-উপনিষদ 'নেতি নেতি' বিচারের পথ দেখিয়েছেন, সেই উপনিষদেই কি নাই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্' ? তবে ? ব্রহ্ম সন্মূল সদায়তন সৎপ্রতিষ্ঠ হলে জগন্মিথ্যাত্ব ধোপে টেকে কেমন করে ? আচার্যদের এ কোন্ দুরাগ্রহ ? সাধনার প্রথমাবস্থায় বৈরাগ্য অপরিহার্য, তা তিনি অস্বীকার করেন না। তখন জগৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যা, নাম-রূপ অসত্য বৈ-কি। নিজেই দেখছেন। কিন্তু সিদ্ধাবস্থাতেও সে-দৃষ্টি থাকলে তাকে অখণ্ড দর্শন বলা যাবে কি?

তারাপীঠে বামাখেপার মুখে আগমবাগীশদের জীবনদর্শন সম্বন্ধে পরিব্রাজক যেটুকু শুনেছিলেন, নতুন করে তা আবার মনে পড়েছে। মনে পড়িয়ে দিয়েছে সারদা মঠের সেই অবধূতী। সোজা মেয়ে নয় সে! তারপর থেকে যতই ভেবেছেন, জগৎসম্বন্ধে শৈব-দর্শনের দৃষ্টিই অধিকতর সত্য বলে মনে হয়েছে। এ-জগৎ শিবশক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহ এতদূর যদি না-ও মানি, ব্রহ্মের একপাদ বিভূতি এ তো মানতেই হবে।

সৎ-চিৎ-আনন্দ অদ্বয়তত্ত্বের এই ত্রিপুটী শ্রুতিসিদ্ধ। অথচ আধুনিক বেদান্ত আনন্দকেও মানতে চান না। নির্বিকল্প প্রপঞ্চোপশম অবস্থায় অস্তি ভাতি পর্যন্তই ভায়। আবার নির্বিশেষ পরতত্ত্বকে শেষপর্যন্ত অস্তি ভাতি দিয়েও মাপা চলে না। বিচারে এ তিনিও বুঝতে পারছেন। কিন্তু 'অয়মাত্মা চতুষ্পাৎ'। সমাধিস্থের কৈবল্য অবশ্যই সত্য। প্রশ্ন হল ব্যুত্থানে কেবলী জগৎকে কি চোখে দেখছেন? জাগ্রতের দর্শনকে জ্ঞানী কিভাবে উপস্থাপিত করবেন—জগতের তত্ত্ব জানবেন কি না!

সচ্চিদানন্দের সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক হল। পরিব্রাজক জানতে চান, 'তোমরা যে-অবস্থাকে ব্রহ্মভূত অবস্থা বা নির্বিকল্প জ্ঞান বল, সে-অবস্থায় জগতের জ্ঞান ভাসে কিনা?' 'না'—সচ্চিদানন্দ বলেন, 'জগৎ তখন লয় হয়ে যায়। থাকে কেবল একরসপ্রত্যয়।' সংশয়ভরে পরিব্রাজক বলেন 'তাহলে তাকে পূর্ণজ্ঞান বলি কি করে? আমার নির্বাণে যদি জগতেরও নির্বাণ হত তবে তোমাদের এই সমাধিকেই বলতাম সত্যদর্শন। তা তো নয়! সত্যলাভই যদি সাধকের লক্ষ্য হয় এবং জগৎকে যদি ব্রহ্মময় বলি তাহলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের সত্যও জানা চাই। "সর্বভূতাত্মভূতাত্মা" কি কথার কথা নাকি ঠাকুর? পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান না হলে ব্রহ্মভূত হওয়াটা কেমন? ব্রহ্ম কি জগৎছাড়া? না, পরমাত্মারূপে তিনিই জগৎপ্রাণ? *

সচ্চিদানন্দ নিরুত্তরে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'অর্থাৎ তোমার মতে বেদান্তোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব জেনে নেতি নেতি বিচারে তা পরিহার করাই চরমকথা নয়। জগৎ যে সত্যই আত্মার সম্প্রসারণ এটি উপলব্ধি করা অথবা অখণ্ডমণ্ডলাকার ব্রহ্মজ্যোতিই বিন্দুঘনরূপে সংহত হয়েছেন আত্মায়, সমাধিযোগে এইটি দর্শনই পূর্ণজ্ঞান, কেমন?' পরিব্রাজক সাগ্রহে সম্মতি জানান, 'হাঁ, এ-ই আমার বক্তব্য।'

আচার্য নিরুৎসাহ করলেন না তাঁকে। বরং উদার আশ্বাসে বললেন, 'বেদমাতা অনন্ত জ্ঞানের প্রসূতি। তোমার এ-দৃষ্টিও শ্রুতিসম্মত। উপনিষদে যোগবিদ্যার প্রসঙ্গ যে আছে, উপনিষদের পাঠ দেওয়ার সময় তা তোমায় আগেই বলেছি। সাংখ্যধারা বিশুদ্ধ জ্ঞানপথ, তার সাধন কেবল বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু যোগধারায় দেহ-প্রাণ-মনঃসাধ্য কায়সাধনের ইঙ্গিতও প্রাচীন উপনিষদে আছে। কঠ ও শ্বেতাশ্বতরের অনেক শ্লোকে তার বীজ রয়েছে। যেমন, "এগার দুয়ারের পুরীতে রয়েছেন সেই পুরুষ। প্রাণ ও অপানের আকর্ষণে তিনি আছেন বামনরূপে।" কিংবা "সবিতা আমাদের মন ও ধীকে সংযোজিত করুন বৃহজ্জ্যোতির সঙ্গে" ইত্যাদি। নাড়ী-বিজ্ঞানের কথাও কঠে আছে। শ্বেতাশ্বতরে তো বিস্তারিতভাবে যোগপ্রসঙ্গ দেওয়া হয়েছে, আর ওর বহু মন্ত্র সংহিতা হতেই নেওয়া। সুতরাং এ-ধারা অতি প্রাচীন।

* স্বামী যোগানন্দজীর দিনলিপি হতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ॥" কঠ ২।১।৬

'বৈবস্বতের এ-উক্তিতে তোমারই জ্ঞাতব্য তত্ত্বের ইশারা। যিনি প্রত্যগাত্মা তিনিই সর্বাত্মা—"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ"। দেবতাময়ী অদিতি মহাপ্রাণরূপে সেই পরমপুরুষকে ফুটিয়ে তুলছেন ভূতে-ভূতে। তাঁকেও জানতে হয় তা আমি অস্বীকার করি না। তবে এর সাধনপন্থা ভিন্ন। তুমি পাতঞ্জলের অসম্প্রজ্ঞাত যোগ অভ্যাস কর, যা জানতে চাইছ নিঃশেষে জানতে পারবে। তোমার জিজ্ঞাসাকে অনুমোদন করছি আমি। কিন্তু এ-পথের খবর আমি ভালভাবে রাখি না। নিজে চলেছি বিচারপথে, তাতে সময়ও বেশী লাগে। উপযুক্ত যোগাচার্য পেলে তার চেয়ে অনেক কম সময়ে তোমার বস্তুলাভ হবে। যোগজ সমাধিতে তুমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ কর এ আমার অনভিপ্রেত নয়। আমার গুরুগিরির অভিমান তোমায় দিয়ে চূর্ণ হয় যেন!'

বুকভরা শ্রদ্ধায় এমন সুহৃৎকে প্রণাম জানিয়ে পরিব্রাজক আবার গুরুর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। কি করে চিনবেন সিদ্ধযোগীকে, কোথায় পাবেন তাঁর দেখা, কিছুরই হদিশ নাই। শুধু বুকের আগুন বুকে নিয়ে পথ চলা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুমেরদাস

পরিব্রাজক সাধনরাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন তন্ত্রের পথে। ও-পথের সঙ্গে বাঙালীর নাড়ীর যোগ। শক্তিসাধক হিসাবে বাঙালীর অনন্যতা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। পুরুষানুক্রমে শক্তি-উপাসনার ফলে আপনা হতে বাঙালীর যে নিজস্ব দর্শন গড়ে উঠেছে, তার মূল কথা 'দ্বিদল চণক' পুরুষ-প্রকৃতির একত্ব। চর্যাপদ দোঁহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সাধকসঙ্গীত ছড়া পাঁচালী মনসামঙ্গল অন্নদামঙ্গল সর্বত্র ওই ছুয়ে এক একে ছুইয়ের বিবরণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে তার ওই জীবনদর্শনেরই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। বাঙালীর ছেলে হয়ে, উত্তরসাধক বামাখেপার কৃপাপ্রাপ্ত হয়ে পরিব্রাজকের পক্ষে বেদান্তের নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদকে অখণ্ডদর্শন বলা সম্ভব ছিল না।

> নির্গুণে সগুণে বাধিয়ে বিবাদ ঢেলা দিয়ে ভাঙছে ঢেলা
> তার আপ্তভাবে গুপ্তলীলা—

যেদেশের চাষীও এ-গান গায়, সেদেশের মানুষ বলবে ব্রহ্ম 'কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্'? নির্গুণ নিরাকার বললেও যে ইতি করা হয় তাঁর! এই কি অখণ্ড পূর্ণজ্ঞান?

আবার নিরপেক্ষ বিচারে দেখি, আজ আমরা যাকে বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গি বলছি আসলে তা মহা-ভারতেরই সম্পদ। সকল-ভুবন-বীজ বলে, সর্বজীবের প্রচোদয়িতা বলে বেদমন্ত্রে দেবতাকে অভিনন্দিত করি যখন, তখন কি তাঁকে কেবল পরমার্থ-সৎই বলি?

CC0. In·Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলি না কি 'পুরুষ এবেদং সর্বম্' ? বলি, তিনি একা থাকতে চাননি বলে তুই হয়েছেন। বহু হওয়াও তাঁর ঈক্ষা। এ তো শ্রুতিরই সিদ্ধান্ত। পরিব্রাজক নিগমার্থের গূঢ় মর্মই ধরতে চাইছিলেন। ওই তাঁর জীবনবেদ। ও-ই ভারতবর্ষের জীবনবেদ।

তত্ত্বজিজ্ঞাসার আদিতে রয়েছে দেহ-প্রাণ-মন নিয়ে এক আমি। এই আমি সাংখ্যের পরিভাষায় পুরুষ, আর দেহ-প্রাণ-মন তার প্রকৃতি। সাংখ্য তুটিকেই সত্যবস্তু বলে স্বীকার করেন। তবে কি-না প্রকৃতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন পুরুষই তাঁর আদর্শ।

সাংখ্যের বিচার ব্যষ্টি নিয়ে। বেদান্ত সমষ্টির বিচার করতে গিয়ে ব্রহ্ম ও মায়ার প্রসঙ্গ আনলেন। বেদান্তমতে সমগ্র বিশ্বে পুরুষ তুটি, ক্ষর ও অক্ষর। জীবে-জীবে অনীশ পিপ্পলাদ যিনি, তিনি ক্ষরপুরুষ। অন্যজন অক্ষর। তিনি 'উদাসীনবদাসীন'। ক্ষর এবং অক্ষরপুরুষ মিলিয়ে বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব। কিন্তু অক্ষরকেই পরম বলে ঘোষণা করা বেদান্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অক্ষরব্রহ্মে সমাপন্ন হওয়াই ক্ষরপুরুষের নিয়তি। তাঁর সাময়িক ক্ষরভাব প্রকৃতির গুণক্ষোভ বা সমষ্টিবিচারে ব্রহ্মের মায়া। অনিত্য বলেই তা মিথ্যা।

এ-সিদ্ধান্ত কিন্তু সাংখ্যের অনুকারী। এও সেই পুরুষের নির্লিপ্ত দ্রষ্টৃত্ব এবং উদাসীন কূটস্থতার উপরে জোর দেওয়া। সাংখ্যে তবু প্রকৃতিকে অনাদি বলা হয়েছে, তার অস্তিত্ব এবং নিত্যত্ব সেখানে স্বীকৃত। বেদান্তীর মায়া মূলাবিদ্যা। তাকে উড়িয়ে দিয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম্‌কে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই বেদান্তী যেন বাঁচেন। এই কি বেদের অন্ত, তার সারভাগ ?

প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম গীতা বেদবিভাগকর্তারই নাকি সঙ্কলন ! গীতায় কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতির তৃতীয় আরেকটি রূপ চোখে পড়ে। পুরুষ সেখানে ক্ষর অক্ষর এবং পুরুষোত্তম। যিনি ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের তত্ত্ব জেনে তুটিকেই যেন ছাপিয়ে গেছেন তিনিই পুরুষোত্তম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব বলতে যদি ক্ষর এবং অক্ষরপুরুষের সমাহার বুঝি, তাহলে যুগপৎ দুটির খবরই যিনি জানেন তিনিই ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞাতা বৈ-কি! তাঁর অনুভবেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, শাশ্বত ধর্মের অমৃত অব্যয় প্রকাশ। তিনিই ব্রহ্ম পরাবর বা পুরুষোত্তম।

প্রকৃতিকে তিনি কিভাবে দেখেন? দেখেন সে হেয়া নয়, তাঁরই আত্মপ্রকৃতি। অপরাপ্রকৃতি আশ্রয়ে অহংকে ফুটিয়ে চলেছেন তিনি,: পরাপ্রকৃতিকে নিয়ে নিত্যজীবের সিদ্ধ সত্তার উদ্‌বোধন তাঁরই প্রসাদশক্তি। আবার ধর্মগোপ্তা হয়ে তিনিই স্বীয়া প্রকৃতি-সহায়ে লীলা করছেন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে। পুরুষোত্তমের হ্লাদিনী-সংবিৎ-সন্ধিনীরূপা স্বরূপশক্তিই তাঁর পরমাপ্রকৃতি, ভগবতী। মায়া তাঁর যোগমায়া ছাড়া অন্য কিছু নয়।

হাজার-হাজার বছর ধরে ভারতের যোগিচিত্ত অগণিত সাধন-পথ ও মতের মাধ্যমে ওই পুরুষোত্তমতত্ত্বকেই পূর্ণ প্রকট করে তুলতে চাইছে। জ্ঞান যোগ ভক্তি ত্রিবিধ সাধনপদ্ধতির ষড়ধ্যায়ে অষ্টাদশ পর্ব পার হলে তবে নরঋষি পুরুষোত্তমের ধ্রুবাস্মৃতি লাভ করেন, গীতার আঠার অধ্যায় হয়তো এই সঙ্কেতই দিচ্ছে।

জ্ঞানের সাধনায় পরিব্রাজক নিগমানন্দ পায়ে-পায়ে মহাভারতের সুচিরপ্রদর্শিত পথে এগিয়ে চললেন।

'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।' জানা মানে সে-ই হয়ে যাওয়া, হয়ে জানা। ব্রহ্মকে জানতে হলে ব্রহ্মই হতে হবে। তাঁর সাধর্ম্য তাঁর ভাব লাভ না করলে ব্রহ্মসাযুজ্য কি? এবং সেই বৃহতের সাযুজ্য লাভ করার অর্থ পুরুষোত্তম হওয়া, হ্যাঁ এই জীবনেই। তা যে হয় না এমন নয়। গীতাতেই আছে 'বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

পুরুষের এই স্বরূপোপলব্ধি জ্ঞানযোগের পরম পরিণাম।

প্রথম কিছুদিন পরিব্রাজক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেই ঘোরাঘুরি করলেন। যোগাচার্যের দেখা কোথাও মিলল না। কিন্তু তাতে তিনি দমে গেলেন না। প্রথমবার গুরু খুঁজতে বেরিয়ে কোন সন্ধান না পাওয়ায় কাশীতে যেমন মৃত্যুই শ্রেয় ভেবেছিলেন, এখন সে-অধীরতা নাই। তখনও সুখ-দুঃখের দোলায় প্রাণ দুলত, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নে চিত্ত সরস ছিল, ছিল মনের বিলাস। আজ আর সে-মন নাই। জ্ঞানের সাধনায় চিত্ত এখন নির্মোহ অক্ষুব্ধ। কল্পনার ইন্দ্রধনুতে হৃদয় রাঙানো নাই আর। বিবেক-বিচারের শাণিত তরবারিতে ছিন্নমূল মায়া-বনের বনস্পতি, জীবন মরুভূমি। যোগসাধনায় কি জানি কি পেয়ে কেমন হব—এমন কোন অবুঝ প্রত্যাশা নাই বলে অস্থিরতাও নাই কোন। ক্ষুরধার পথে দুর্গমের অভিযাত্রী তিনি, সম্মুখে রয়েছে দীর্ঘ জীবন। সারাটি জীবন সৎস্বরূপের ধ্যানেই কাটাবেন এ নিশ্চয়। তাঁর 'ভুবনমোহিনী মায়া' আর যেন নাকফোঁড়া বলদের মত নাকে দড়ি পরিয়ে ঘানিতে জুড়ে না দেয়! যোগপথের দিশারী পান ভাল, নয় তো বুদ্ধিযোগের পথেই চলবেন। 'সত্যস্যাপিহিতং মুখম্' দর্শনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি তাঁকে শান্তি দিয়েছে।

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।'

পরবর্তীকালে শ্রীনিগমানন্দ কত সময় বলতেন, 'ভগবান ঘাড়ে ধরে আমায় এসব করিয়ে নিয়েছেন। তিনি সে-সময় স্বয়ং আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচালিত করছিলেন।' এ তাঁর একবিন্দু অত্যুক্তি নয়। পশ্চিম বাংলার এক নগণ্য পল্লীর অল্পশিক্ষিত একটি ছেলে। জ্ঞান যোগ ব্রহ্মবিচার ধ্যান ধারণা নিয়ে কোনদিন সে মাথা ঘামায়নি। থাকার মধ্যে ছিল আন্তরিক ধর্মবোধ, চরিত্রের দৃঢ়তা আর মনের পবিত্রতা। কিন্তু শুধু ওই উপাদানটুকু থেকেই 'সুরূপকৃত্নু' বিশ্বকর্মা তিলে-তিলে এক মহাজীবন গড়ে তুলছিলেন। তাঁর জীবনে সবই যেন দৈব নির্বন্ধ। যেন অন্তরাল হতে অকৃপণ হাতে কে যুগিয়ে চলেছে তাঁর অগ্রগতির পাথেয়। 'লীলানাটক-সূত্রধারণকরী শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী' মাহেশ্বরী ছাড়া তিনি কে আর ?

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে
যেখানে যাই সে যায় পাছে আমায় বলতে হয় না জোর করে ॥"

কোটার জঙ্গলে পরিব্রাজক নতুন করে আবার দেবতার কৃপা অনুভব করলেন।

রাজপুতনার পাহাড়-জঙ্গলে তিনি দিনের পর দিন ঘুরছেন তখন। বোধহয় নর্মদাতীরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। ওদিকে বহু সিদ্ধপুরুষের বাস বলে একটা প্রসিদ্ধি আছে। আরাবল্লী অঞ্চলে বাঘের সামনেই পড়ে গেলেন একদিন। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শ্বাস বন্ধ করে মড়ার মত পড়ে রইলেন। বাঘে খানিক শুঁকে শেষে কি মনে করে চলে গেল। শ্রীনিগমানন্দ এ-গল্প বলতে গিয়ে বলতেন, 'তখন কোথায় গেছে "শিবোঽহম্" ভাবনা। জগৎ যেন মুহূর্তে ব্যাঘ্রময় হয়ে গেল। বিচারপথে সমাধি আনা যে কি কঠিন, সেদিন আরও ভাল করে বুঝলাম।'* এরপর যোগী গুরু লাভের আগ্রহ আরও প্রবল হল। অমিতবিক্রমে বেপরোয়া হয়ে সেই অরণ্য পাড়ি দেন। যায় প্রাণ যাক, এমনি রোখ মনে।

* নীলাচলকুটিরে শোনা, ওড়িয়া বই 'নীলাচলবাণী'তে গল্পটি ওড়িশার ভাইরা ধরে রেখেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিনও সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি আর ততোধিক ভয়াবহ ঘোর অরণ্যানী। পাহাড়ী বস্তি দেখলেই রাতের মত থেকে যান। সেদিন দ্বিপ্রহরের পর থেকে কাছাকাছি কোথাও কোন বসতির চিহ্ন চোখে পড়েনি। মনে-মনে গুরু স্মরণ করেন। সচ্চিদানন্দ হরি কি আজও বাঘ-ভালুকের মুখে ফেলে পরখ করবেন নাকি? আসন্ন বিপৎপাতের জন্য প্রস্তুত করছেন নিজেকে, এমন সময় চোখে পড়ে অদূরে এক গাছতলায় পনর-ষোল বছরের রূপসী কিশোরী একটি। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হয় না। এ গহন বনে এই গৌরী মেয়ে এল কোথা হতে? এদিকে ঘনকৃষ্ণবর্ণ ভীল-মুণ্ডাদেরই যে বাস! তাঁকে আরও চমকে দিয়ে সে-মেয়ে নাম ধরে ডেকে কথা কয়, 'নিগমানন্দ, আর কিছুদূর এগিয়ে গেলে একটি কুটির দেখবে। সেইখানে রাত্রি কাটিও। তাড়াতাড়ি যাও।' জিজ্ঞাসু পরিব্রাজক মুখ খুলতে যেতেই বাধা দিল, 'না, আর কথা নয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর তুমি, বনেও হিংস্র জন্তুর উপদ্রব যথেষ্ট। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগেই যেতে হবে।' বিস্ময়বিমূঢ় পরিব্রাজক তার নির্দেশমত প্রায় আধমাইল এগিয়ে গিয়ে দেখেন, সত্যি এক পাতার ঘর সেখানে। ভিতরে আলো জ্বলছে, ঘরের সামনে আরেকটি গৈরিকধারিণী উজ্জ্বলকান্তি মেয়ে যেন তাঁরই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একে দেখলে অষ্টাদশী তরুণী মনে হয়। সেও তাঁর নাম ধরে সাদরে আতিথ্যগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাল। পরিব্রাজক হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। যা হ'ক খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রে বিশ্রামের সময় এঁদের পরিচয় নিলেন। শুনলেন আগে যাঁকে দেখেছেন, তিনি এঁরই সোদরা। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণকন্যা তাঁরা, কিশোর বয়সেই যোগবিদ্যার পাঠ নেওয়ায় কায়সম্পৎ লাভ হয়েছে। এঁদের প্রকৃত বয়স নাকি পঞ্চাশ-ষাট বৎসর!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তবে আপনারাই আমায় যোগশিক্ষা দিন না', পরিব্রাজক বিনীত অনুরোধ জানান। মৃদু হেসে যোগিনী বললেন, 'তোমার গুরু নির্দিষ্ট আছেন। এদেশে বৃথাই গুরু খুঁজছ। পুবে চলে যাও, গুরু পাবে।' ক্ষুণ্ণমনে পরিব্রাজক বলেন, 'পশ্চিম থেকে একেবারে পুবে? কত সময় লাগবে কে জানে! ট্রেনে তো আর যেতে পারব না। সব গার্ড সমান নয়, বিনা টিকিটের সাধুকে সকলে যেতে দেয় না। ভাড়াই-বা পাব কোথায় অত?' 'সে আমি বুঝব', আশ্বাস দিলেন যোগিনী।

পরদিন সকালে পথ দেখিয়ে পরিব্রাজককে খানিক দূর নিয়ে এসে তিনি দেখালেন অদূরে জি. আই. পি. রেল লাইন। হাতে একমুঠা টাকা দিয়ে বললেন, "ওই স্টেশন দেখা যাচ্ছে। টিকিট করে কলকাতা চলে যাও।'

অভাবিত সহায়তা পেয়ে উৎফুল্ল কৃতজ্ঞতায় পরিব্রাজক এগিয়ে চলেন স্টেশনের দিকে। বিস্ময়ের অন্ত নাই তাঁর। যেতে-যেতে দু-একবার ফিরে চেয়ে দেখলেন স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে আছেন যোগিনী। স্টেশনের একেবারে কাছে এসে শেষবারের মত চাইতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কোথায় যোগিনী, যতদূর দেখা যায় জনপ্রাণী নাই কোনদিকে। তিনি যদি ফিরে জঙ্গলের দিকে চলতে থাকতেন তাঁকে তো দেখা যেত! কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা মানুষ দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাবে, এত দ্রুত কি হাঁটবেন যোগিনী? কৌতূহলের বশে পরিব্রাজক ফিরে চললেন আবার। কর্পূরের মত উবে গেল নাকি? সিদ্ধা যোগিনী শুনলেও এতটা তাঁর ধারণাই হয়নি। একটু আগে যে-পথে এসেছেন পরিব্রাজক সেই পথ ধরে তাড়াতাড়ি ছুটলেন। অদ্ভুত ব্যাপার! রাত্রের সেই ঘরখানা পর্যন্ত নাই। অথচ জায়গাটা চিনলেন আশপাশের গাছপালা দেখে। ওই গাছতলায় কাল হাত ধুয়েছিলেন, আর এই তো সেই পাতার ঠোঙা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাতে করে ফলমূল খেলেন ! কিন্তু কই সে অলোকসামান্যা আর তার পর্ণকুটির ? ছেলেবেলার অন্নদামঙ্গল মনে পড়ে যায়—

সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ মেয়ে তো মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥

পায়ে-পায়ে ফিরে এসে স্টেশনে গেলেন। কলকাতা যেতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া শুনলেন ১৮৷৵০। মুঠি খুলে গুণে দেখলেন উনিশ টাকা রয়েছে। টিকিট কেটে হাতে সাত আনা পয়সা থাকবে। ও তখন তাঁর একমাসের খোরাক। একপয়সার মুড়িমুড়কি বা ছাতু হলেই দিন চলে যেত। আচার্যের শিক্ষামত রসনাকে প্রশ্রয় না দেওয়াই তাঁর নীতি ছিল। বাঙালীর রুচি নিয়ে প্রথম দিকে ভারি কষ্ট পেয়েছেন আশ্রমে। আর যেন তা না হয়।

কলকাতা এসে কয়েকদিন এখানে-ওখানে ঘুরলেন। বিশেষ করে কালীঘাট অঞ্চলে। ওদিকটা তখন সাধুদের একটা বড় আস্তানা ছিল। ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে ভবানীপুর এলাকার পরই গ্রাম আর বন-জঙ্গল চোখে পড়ত। আদিগঙ্গার তীরে শহর কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই মহাতীর্থে পর্যটক সাধুরা তখন এসে স্বচ্ছন্দে ঘুরে যেতেন। কিন্তু পরিব্রাজকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না সেখানে। ভাবেন, যোগিনী আমায় তাহলে কলকাতা আসতে বললেন কেন ? মনে হল কলকাতাটা পুবদেশে যাওয়ার ঘাঁটি মাত্র। তিনি বলেছিলেন পুবে যাও—সেটা পূর্ববঙ্গ কি আসামও হতে পারে। কয়েক জন সাধু অম্বুবাচীতে কামাখ্যা-দর্শন করতে চলেছেন শুনে তিনিও সেই দলে ঢুকে পড়লেন। ১৯০৩ সালের মে-জুন হবে সেটা। অনাসক্ত দৃষ্টিতে কলকাতাকে একবার চেয়ে দেখেন পরিব্রাজক, কিছুই দাগ কাটে না মনে। এই সময় থিয়সফিস্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোসাইটির নেত্রী অ্যানি বেশান্তের একটা ভাষণও নাকি শুনেছিলেন। কোনদিন তিনি নিজেও গিয়ে ঢুকেছিলেন ওই দলে ভেবে হাসি পেল। কিন্তু ওঁরাই যে তাঁকে হিন্দু যোগী আর অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান করেছিলেন, সে-ঋণ অস্বীকার করার নয়। নিঃশব্দে তিনি শতাব্দীর প্রথম প্রহরে আত্মজিজ্ঞাসায় কোলাহলমুখর কলকাতা হতে সরে যান। চারিদিকের সবই যেন আজ অচেনা অজানা।

কামাখ্যা থেকে পরশুরামতীর্থে ব্রহ্মকুণ্ডস্নানে যাচ্ছেন একদল সাধু-ফকির। এবার সেই দলে মিশে পরিব্রাজক পরশুরামতীর্থে রওনা হলেন। দেখা যাক আর কতদূর যেতে হয়, কোথায় পুবদেশের সীমানা!

তারাপীঠের ষোড়শীকে ভুলতেই জ্ঞানের পথে এসেছিলেন পরিব্রাজক। জানতে ইচ্ছা করে, কোটার জঙ্গলে যোগিনীদের দেখা পাওয়ার পর আরাধ্যা ঈশ্বরীকে কি নতুন করে মনে পড়েনি? একবারও ভাবেননি, দেবীই পাঠিয়েছেন তাঁর দুটি অনুচরীকে? কে জানে! যোগবাশিষ্ঠের বিচারে হরি-হর-বিরিঞ্চিও অবিদ্যার বিলাস। পরিব্রাজক তেমনি কট্টর জ্ঞানপন্থী তখন। মহাবিদ্যাকে সেসময় তিনিও ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চাইতেন। ওসব তাঁর মনে আপেক্ষিক সত্য মাত্র।

পরশুরামতীর্থে গিয়ে কপালের ফেরে জ্বর-আমাশায় শয্যা নিতে হল। সঙ্গী যাত্রীরা দুদিন মাত্র অপেক্ষা করে তাঁকে ফেলে রেখে চলে গেল। এসব পথে তা-ই দস্তুর—কেউ কারও জন্য দল ছাড়তে সাহস করে না। তাঁর অবস্থা দেখে সঙ্গীদের সন্দেহ হয়েছিল, এ সহজে ভাল হবে না। দুর্গম ব্রহ্মকুণ্ডে একা অসহায় পরিব্রাজক মৃত্যু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবধারিত জেনে স্থিরচিত্তে প্রণব জপ করেন। 'অচঞ্চল অনন্ত আলোকাধার সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী হে মহাপুরুষ! এ-জীবনে তোমার কল্যাণতম রূপ বুঝি দর্শন করা হল না আর। হরি ওঁ তৎ সৎ।'

এক পাহাড়ী তাঁকে দেখে দয়া করে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। লতাপাতার কি সব ওষুধ খাইয়ে ভাল করেও তুলল। কিন্তু সুস্থ হয়েও পরিব্রাজককে সেই পাহাড়ী বস্তিতে থেকে যেতে হল বেশ কিছুদিনের মত। কারণ খোঁজ নিয়ে জানলেন, কার্তিক মাসের আগে সদিয়া ফেরার উপায় নাই। যাত্রীদের সঙ্গে ছাড়া সেই দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলের পথে একা যাওয়া চলে না।

মিশমী পাহাড় অঞ্চল সেটা। বর্ষাকাল, কার ঘর থেকে একটা ছেঁড়া ছাতা জোগাড় করে পরিব্রাজক বেড়াতে বার হয়েছিলেন একদিন বিকালে। চারপাশের পার্বত্য শোভা দেখতে-দেখতে অনেক দূর চলে গেলেন। সন্ধ্যা হওয়ার পর খেয়াল হল, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন। সে-রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা পরে তিনি নিজেই লিখে গেছেন।* মোট কথা, দুর্যোগ-শেষে সুপ্রভাত উদয়ের মত কাল-রাত্রির দুর্ভোগ ভোগার পর সেদিন তাঁর যোগী গুরুর সন্ধান পেয়ে গেলেন তিনি। আচার্য স্বয়ং এসে সেই গহন অরণ্য হতে তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের গুহাবাসে।

শ্রীনিগমানন্দের যোগাচার্যের নাম ছিল কুথুমীলাল। শোনা যায় পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের এক সভাসদ ছিলেন তিনি। রণজিতের উত্তরাধিকারী দলীপ সিংহের সঙ্গে তিনিও ইওরোপভ্রমণে যান। ইওরোপে গিয়ে দলীপের মতি-গতি পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে দেখে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক এই প্রৌঢ় শিখ বিরাগভরে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে রাশিয়ায় চলে গেলেন। রাশিয়ার পথে ভারতবর্ষে ফিরে আসাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ভাগ্যলিপি ছিল অন্যরকম।

* 'যোগী গুরু' গ্রন্থে 'গ্রন্থকারের সাধনপদ্ধতি সংগ্রহ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ককেশাসের পার্বত্য অঞ্চলে কয়েকজন যোগী তাঁকে খুঁজে বার করে হিমালয়ে নিয়ে আসন।* তারপর যা ঘটল তার অধিকাংশই সাধারণের অজ্ঞাত, আর হয়তো অবিশ্বাস্যও। শোনা যায়, হিমালয়ের সন্তসম্প্রদায়ের কাছে যোগদীক্ষা পেয়ে ক্রমে রণজিতের সভাসদ ওই রাজনীতিজ্ঞ শিখ হয়ে দাঁড়ালেন অমিত যোগবলশালী সিদ্ধপুরুষ। পূর্বাশ্রমের নাম মুছে গিয়ে পরিচয় হল সুমেরদাস। ইনিই নাকি ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কিরও গুরু। দেখা যাচ্ছে পরিব্রাজকের সঙ্গে থিয়সফিস্ট সোসাইটির যোগাযোগটা ঠিক অহেতুক নয়। পিছনে কোনও অদৃশ্য শক্তির হাত ছিল পূর্বাবধি।

সুমেরদাস তাঁর চেলার পূর্বজীবনের কোন কথাই কোনদিন জানতে চাননি, নাম-ধাম নিয়েও প্রশ্ন করেননি। বলেছিলেন, 'তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই আমি জ্ঞাত আছি।' তাঁর কাছে ভারতীয় যোগবিদ্যার বিপুল ঐশ্বর্যের কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে পরিব্রাজক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তখন ছেলেবেলার সেই ক্ষোভ আর হিন্দু বলে 'জাতীয় অভিমান' দু-ই মনে পড়ত নিশ্চয়। কী মণি-রত্ন লুকানো রয়েছে ভারতীর ভাণ্ডারে, হায় রে!

তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি
পরধন-লোভে মত্ত ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি ॥

মাইকেল কেবল সাহিত্যের কথাই লিখেছিলেন। যোগবিজ্ঞান আর তন্ত্রের অমোঘ ক্রিয়াকাণ্ডের কোন খবরই তো রাখতেন না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুর আত্মবিস্মরণ আর হিন্দুয়ানির বড়াই-সর্বস্ব গোঁড়া হিন্দুসমাজ—দুই দলের কথা ভেবেই দুঃখ হয় পরিব্রাজকের। ঘরের খবর এরা কেউ কি রাখে?

* দুর্গাচরণ মহান্তি-সঙ্কলিত 'নীলাচল বাণী' হতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগাচার্যের কাছে পাতঞ্জল দর্শনের এবং নানা গুপ্ত যৌগিক প্রক্রিয়ার পাঠ নিয়ে একসময় পরিব্রাজক বাংলায় নেমে এলেন। তাঁকে সুমেরদাস নিজে একটা নাম দিয়েছিলেন। সেই নাম ধরে নিজেই একদিন আদেশ করলেন, 'গুরুচরণ, এবার লোকালয়ে যাও। যা শিখলে তা হাতে-কলমে সাধন কর। এখানে কচুসিদ্ধ আর কন্দমূল খেয়ে দিন কাটাচ্ছ। কিন্তু যোগসাধনা করতে হলে প্রচুর ঘি-দুধ খাওয়া দরকার। না হলে দেহ রুগ্ন হয়ে পড়বে।'

বলতে গেলে সুমেরদাসের অলৌকিক বিভূতিতেই পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার রায় সারদাপ্রসন্ন সিংহ মজুমদার পরিব্রাজকের আশ্রয়দাতা হয়ে দাঁড়ালেন। নিজের মস্তবড় বাগানে একখানা তিনকুঠারি চালা তুলে দিলেন, খাঁটি ঘি প্রচুর দুধ মাখন ফল ইত্যাদির ঢালাও ব্যবস্থা হল। তাঁর ওখানে থেকে পরিব্রাজক নাড়ীশোধন আসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করতে লাগলেন।

সুপ্রাচীন কাল হতেই এদেশে যোগের তিনটি প্রধান ধারা প্রচলিত আছে, ঔপনিষদ-ভাবনাসহায়ে ধীযোগ, সাংখ্যধারায় রাজযোগ এবং দেহসাধ্য হঠযোগ। প্রথমটি বৈদিক ধারা—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন তার মুখ্য উপায়। দ্বিতীয়টিতে পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনা—লক্ষ্য চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা মনোলয়। হঠযোগেরও লক্ষ্য তাই। কিন্তু সেখানে সাধন হল দেহ। দেহস্থ প্রাণবায়ু নাড়ীতন্ত্রাশ্রিত। এই প্রাণকে ঊর্ধ্বায়িত করার পথ ধরলে হঠযোগের আরেকটি বিভাগ পাওয়া যায়, যার নাম কুণ্ডলিনীযোগ। পরিব্রাজককে সুমেরদাস যে-সাধনকৌশল বলে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ওই তিনটি বা চারটি ধারারই সংমিশ্রণ ঘটল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ-প্রাণ-মন নিয়েই আমি। যোগীর আমিত্ব অবলুপ্তির বিষয় নয়, তত্ত্বত প্রতিষ্ঠালাভ করার বস্তু। তিনি তাই বলেন, 'শরীর ও প্রাণ এই তুইটি বিষয়ের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত না হইলে যোগসাধন বিড়ম্বনা মাত্র' (যোগী গুরু)। শরীর ও প্রাণ নিয়েই হঠযোগের কারবার।

জড়বিজ্ঞানী বলবেন, মানুষের মনশ্চেতনা শরীর ও প্রাণশক্তির প্রশাসনেই নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর দৃষ্টি ঠিক এর বিপরীত। তিনি দেখেন সমস্ত সৃষ্টিব্যাপারটি ঊর্ধ্বমূল। কোনও বিশ্বোত্তর শক্তিই জড়ের প্রশাস্তা। তাঁর মতে তাই বিজ্ঞানই মন প্রাণ ও দেহের নিয়ামক। ধীযোগ বা রাজযোগে মনঃসংযমের দ্বারাই প্রাণকে শোধিত করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ-বিষয়ে হঠযোগীর সিদ্ধান্ত আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কিছুটা মেলে। তাঁরা বলেন 'ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ'। দেহের নাড়ীতন্ত্র ও প্রাণবায়ু অনেকটা স্থূল বস্তু। মনঃসংযমের চেয়ে ওদের আয়ত্তে আনা সহজ। এজন্য হঠযোগ ষট্‌কর্মসহায়ে নাড়ীশোধন ও আসন অভ্যাস করে জড়দেহকে অতি লঘু এবং শক্তিশালী করবার প্রণালী আবিষ্কার করেছে। আর প্রাণায়াম ও কুণ্ডলিনীসাধনসহায়ে দেহের প্রসুপ্ত মহাপ্রাণশক্তিকে চিদগ্নিময় করতে শিখিয়েছে। হঠযোগীর মতে দেহ ও প্রাণের বিকার শোধন করে ওই তুটিকে স্বস্থ করতে পারলেই মন আপনা-আপনি স্থির হয়ে যাবে। মন স্থির হলেই অষ্টাঙ্গযোগের চারটি বহিরঙ্গ সাধিত হল। তারপর প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধি তো হাতের মুঠায়। বস্তুত এদিক থেকে সমস্ত যোগপন্থাতেই ঐক্য আছে। আধারশুদ্ধি এবং চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনই যোগের মূল কথা।

প্রাচীন উপনিষদে নাড়ীবিজ্ঞান ও প্রাণাপানের উল্লেখ আছে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলেন কুণ্ডলিনীযোগও বৈদিকদের অজানা ছিল না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে যে-অগ্নিচয়নের কথা বলছেন, আসলে তা কুণ্ডলিনীচৈতন্য ছাড়া আর কিছু নয়।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥

পরিব্রাজক তাঁর জ্ঞানী গুরুর কাছে আগেই বৈদিক ধীযোগের বা ভাবনাসহায়ে বিজ্ঞানভূমিতে উপনীত হওয়ার পাঠ পেয়েছিলেন। প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যান—রাজযোগের এই তিনটি অঙ্গ নিয়েই জ্ঞানের সাধনা চলে। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ধ্যানেরই উচ্চাবস্থা। নিদিধ্যাসনে ব্রহ্মোপলব্ধি বা ব্যাপ্তিচৈতন্যের বোধ জাগে। আমি বৃহৎ হব—সাধকের এ-ই লক্ষ্য। কিন্তু পরিব্রাজক এই 'আমি'কে ভাল করে চিনতে চাইলেন। আত্মতত্ত্ব না জানলে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা পূর্ণ হয় না। কাজেই তাঁকে সাংখ্যধারায় তত্ত্ববিশ্লেষণ করে তবে বেদান্তজ্ঞান আয়ত্ত করতে হল। সুমেরদাস রাজযোগের উপদেশ দিয়ে তাঁর নিদিধ্যাসনের সাধনা ক্ষিপ্রকারী ও বলবতী করে তোলার পথই দেখিয়ে দিলেন। আত্মসাক্ষাৎকার করে সহজেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এ-তত্ত্ব অধিগত হবে বুঝে পরিব্রাজক রাজযোগের সমাধি অভ্যাস করতে লাগলেন।

পাতঞ্জল দর্শনে সমাধি হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ। রাজযোগের এই সমাধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে হঠযোগের ষট্‌কর্মসাধন ও কুণ্ডলিনী-উত্থাপনকৌশল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, উপযুক্ত দিশারী থাকলে তিনটি যোগপন্থার সুষ্ঠু সমন্বয়ে খুব অল্প সময়ে মহাফল লাভ করা যেতে পারে। অবশ্য সেই সঙ্গে সাধকেরও তীব্রসংবেগ চাই। পরিব্রাজকের বেলায় দুটির কোনটিরই অসদ্ভাব ছিল না। সুমেরদাস উচ্চকোটির আচার্য, তাঁর চেলাও ছিলেন তদ্‌গতচিত্ত শিষ্য। সাধনা ফলপ্রসূ হতে তাই দেরি হল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমে হঠযোগের সাধনায় পরিব্রাজক তাঁর নীরোগ সবল দেহকে যোগগুণসমন্বিত করে তুললেন। তাঁর দেহবোধ স্বচ্ছ এবং লঘু হয়ে গেল। সে-অবস্থায় আসন অভ্যাস করার সঙ্গে-সঙ্গে অল্পায়াসেই স্থিরসুখ এবং অনন্তসমাপত্তির অনুভব আসা স্বাভাবিক। প্রযত্নশৈথিল্যের ভাব নিয়ে আসনে বসলেই তখন জড়দেহে থেকেও সাধক বিদেহচৈতন্যের আস্বাদন পান। দেহ আছে তাঁর, কিন্তু তা আকাশবৎ। ওদিকে নাড়ীশোধনের ফলে প্রাণের বিকার ঘটছে না এতটুকু। আসনাসীন যোগী স্থিরসুখে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁর সমগ্র দেহচেতনা যেন কোন মহাসাগরসঙ্গমে উজান বইছে। গুহ্য লিঙ্গ নাভির কুমেরুতে আমাদের প্রাণচেতনা আচ্ছন্ন। ক্ষুধা তৃষ্ণা আসঙ্গ নিদ্রা নিয়ে জীবের জীবন। কিন্তু নাড়ীশোধন আসন ও প্রাণায়াম একত্রে তিনটির সুসমঞ্জস প্রয়োগে যোগী উপলব্ধি করেন, প্রতিমুহূর্তে শক্তির যোগান আসছে সুমেরু হতে। মস্তিষ্কের সুমেরু হতে জীবনযোনি-প্রযত্নের কুমেরুতে প্রাণ মহোল্লাসে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তখন গৌণ হয়ে যায়। মুখ্য হয় অপার-সংবিৎ-সুখসাগরে অবগাহন।

ভালরকম প্রাণায়াম অভ্যাসের পর এবার রাজযোগের নির্দেশ অনুসরণ করতে লাগলেন পরিব্রাজক। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা তারপর ক্রমান্বয়ে তিনদিন তারপর একাদিক্রমে সাতদিন পর্যন্ত বায়ুনিরোধে অভ্যস্ত হয়ে সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি পরিব্রাজকের আয়ত্তে এসে গেল। ষট্‌চক্র অর্থাৎ মূলাধার হতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যে ছয়টি চেতনার ভূমি মানুষের দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি এবং অহংকারের সমবায়ে গড়া চিত্তকে অহোরাত্র ক্ষিপ্ত মূঢ় বা বিক্ষিপ্ত দশায় ঠেলে ফেলছে, আবার খেয়াল-খুশিমত একেকবার তুলে নিচ্ছে, একাগ্র ধ্যানের অভিনিবেশে সম্প্রজ্ঞাত যোগে সেই ছয়টি ভূমির 'নাড়ী-নক্ষত্র' তাঁর জানা হয়ে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণায়াম অভ্যাসের সময় তিনি কুণ্ডলিনীযোগের পথ ধরেছিলেন। জ্ঞানযোগী নিরোধের পথে চলেন বলে অনন্ত বিশ্বে উদ্ভাসিত বৃহজ্জ্যোতির অববোধই তাঁর পরমার্থ। পরিব্রাজক কিন্তু নিরোধের আগে প্রকৃতি-পরিণামের ধারা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। ফলে চক্রে-চক্রে কুণ্ডলিনী বা মহাবায়ুর ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে-সঙ্গে সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্বসাক্ষাৎকারই তাঁর সম্প্রজ্ঞাত যোগের লক্ষ্য। ব্রহ্ম সত্য, একই সত্য নিশ্চয়। কিন্তু সেই নির্বিশেষ সত্য কেমন করে ধাপে-ধাপে সবিশেষ হয়েছেন তাও জানতে হবে।

পরিব্রাজক মূলে ছিলেন জীবন-রসিক। 'শুকনো সাধু' হওয়া তাঁর ধাত নয়। বস্তুতান্ত্রিকের সংস্কার নিয়ে তিনি ভুক্তি-মুক্তির কারবারী তন্ত্রের পথ দিয়ে সাধনরাজ্যে ঢুকেছিলেন বা ভগবানই এনে ঢুকিয়েছিলেন। 'অস্তি বস্তু'—লীলাশুকের মত তাঁর প্রাণও পরমোল্লাসে একদিন এ-কথা বলে উঠল। তান্ত্রিকগুরুর কাছে এই তাঁর নিট লাভ। কিন্তু তারপর ওই প্রাণের কান্নাই তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল তত্ত্বভাবনার পথে। বস্তু আছে ঠিকই, তবে কিনা তত্ত্ব না জানা পর্যন্ত তার মূল্য বোঝা ভার। এইখানে পরিব্রাজক পুরুষ—হাজারের মধ্যে লক্ষের মধ্যে এইখানে তিনি অনন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের পরিভাষায় 'বড় আধার'। তত্ত্বানুসন্ধিৎসুকে তৃপ্ত করলেন বৈদান্তিক সচ্চিদানন্দ। 'বস্তু'র তত্ত্ব জানা হল, তান্ত্রিক হল সন্ন্যাসী। কিন্তু মূলের সংস্কার গেল না। তত্ত্ব কেমন করে 'বস্তু' হচ্ছেন, নির্বিশেষ কেমন করে অস্তি ভাতি প্রীতির ত্রিলহরীতে তরঙ্গায়িত হচ্ছেন বিশ্বময়, তা জানবার আকূতি পেয়ে বসে নিগমানন্দকে। গুরু তাঁকে তখন যোগপথে পাঠিয়ে দিলেন।

তন্ত্র যে-কোনও সূক্ষ্মভাবকে স্থূলে, ঘন-বিগ্রহে রূপান্তরিত করতে পারে। তত্ত্বকে, মহাকারণকে ভাবরূপে প্রকট করার সাধনা কি নাই? এইটি যোগবিজ্ঞানের সাধ্য। আর এই আশ্চর্য ক্ষমতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য যে-কোন সাধনপন্থা হ'ক না কেন তাতে যোগের কিছু-না-কিছু উপযোগিতা থাকবেই। সে যা-ই হ'ক, মোটকথা ব্রহ্মতত্ত্বকে পরিব্রাজক স্থূলে সূক্ষ্মে ও কারণে দর্শন করতে চেয়েছিলেন—শাস্ত্রের পরিভাষায় তাঁর আকাঙ্ক্ষাটা এই।

রূপের পিপাসা মিটল না বলেই তাঁর অরূপের পথে যাওয়া তো? সে-পিপাসার আত্যন্তিক নিবৃত্তি তখনই সম্ভব, যখন চোখে দেখব অরূপ-ই মায়াচ্ছাদনে রূপ ধরেছেন। রূপ আসলে মস্ত ফাঁকি। তার গোড়ায় রয়েছে অরূপ আকাশের ইন্দ্রজাল।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥

সম্প্রজ্ঞাত যোগে জগদ্‌রহস্য জেনে পরিব্রাজক রসবর্জনের সাধনায় পূর্ণাহুতি দিলেন।

প্রাণায়ামে অভ্যস্ত হয়ে নিগমানন্দ বাংলা ছেড়ে আবার আসাম চলে এসেছিলেন। হঠযোগের সাধনায় অসামান্য কান্তিমান হওয়ায় তাঁর বাহ্য আকৃতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল। লোকালয়ে থাকলে সাধারণে তাঁকে বিরক্ত করবে ভেবে আসামের বন-পাহাড়ই তাঁর নিরাপদ মনে হল। ওখানে গিয়ে তিনি এবার জীবনের পরম পুরুষার্থলাভে সচেষ্ট হলেন।

সবীজ সমাধিতে সাধকের ব্যুত্থান বা দেহজ্ঞান ফিরে পাওয়া স্বাভাবিক। তিনি একেকটি তত্ত্বে সংযম করেন। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হওয়া মাত্র প্রকৃতির নিয়মে মন দৈহচেতনার ভূমিতে নেমে আসে। কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত যোগে ব্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী নয়। রসিকের ভাষায় বলতে গেলে নির্বীজ সমাধি শ্যামসিন্ধুতে ঝাঁপ দেওয়া, অতলে তলিয়ে যাওয়া চিরকালের মত। 'নুনের পুতুল সমুদ্রে গেলে গলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়'—এও তাই। তবে যদি পুতুলটা কোনরকমে জমে পাথর হয়ে যায়, সেকথা আলাদা। পুতুল কিন্তু সে-হিসাবের ধার ধারে না। গলে যাবে জেনেই সমুদ্রে নামে। যতক্ষণ মনে থাকে গলব না, ততক্ষণ সঙ্কল্প রয়েছে চিত্তে। নির্বীজ সমাধিতে কোন সঙ্কল্পের বীজই থাকে না। সর্বনাশা শূন্যতা বলেই তার আরেক সংজ্ঞা অসম্প্রজ্ঞাত, জানি না কি জানছি।

যোগদর্শনে আছে, সমাধির লক্ষণ হল অর্থমাত্রনির্ভাস স্বরূপ-শূন্য অবস্থা। চিত্ত তখন আত্মহারা হয়ে ধ্যেয় বস্তুতে লগ্ন থাকে অর্থাৎ 'তদাকার প্রাপ্ত' হয়। এও সবীজ সমাধি কিন্তু। নির্বীজ সমাধি কি, মুখে বলে তা বোঝানো যায় না।

সম্প্রজ্ঞাত যোগের শেষ পর্যায়ে যোগী বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন। এইটি ব্যষ্টি অহংএর জনয়িতা, সাংখ্যের ভাষায় মহত্তত্ত্ব বা অস্মিতা। সংজ্ঞার বিশ্লেষণেই বোঝা যায়, সম্প্রজ্ঞাত যোগের পরম সমাপত্তিতে যোগীর অহঙ্কার লয় হয়ে যায়। সমষ্টি অহং-এর মূল মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্বের সঙ্গে তাদাত্ম্যভাবনায় তাঁর চিত্তে অস্তিত্বের সূক্ষ্মবোধ মাত্র জাগে। এসবই কিন্তু প্রকৃতির এলাকা। আর এক ধাপ উজিয়ে গেলেই সাংখ্যের গুণসাম্যাবস্থা। সাদা কথায় সবীজ সমাধিতে পরিব্রাজক আত্মসাক্ষাৎকার করে ফিরলেন। তাঁর ভাষায়—'জীবাত্মাকে সহস্রারে পাঠিয়ে দিলাম, তবে পরমাত্মায় সম্পূর্ণ লয় হল না।'

সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব বা সত্ত্বকেই তিনি জীবাত্মা বলছেন। পুরুষ-তত্ত্ব স্বয়ং পরমাত্মা। এই পর্যন্ত রাজযোগানুমোদিত পথে চলে তিনি আবার বেদান্তোক্ত নিদিধ্যাসনের ধারা ধরলেন। রাজ-যোগের চরম লক্ষ্য সর্বনিরোধ, নিদিধ্যাসনে ব্যাপ্তিচৈতন্য—আত্মাকে ব্রহ্মরূপে পাওয়া। আত্মবিস্ফারণের চূড়ান্ত অবস্থায় সব শূন্য হয়ে যায়, এ-ই নির্বাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার পরিব্রাজকের ভাষাতেই তাঁর উপলব্ধি বিবৃত করা ভাল—

'আমার তখন এমন অবস্থা যেখানে-সেখানে বসলেই সমাধিস্থ হয়ে পড়ি। তাই লোকসঙ্গ ছেড়ে মাঝে-মাঝে কামাখ্যা পাহাড়ে যেতাম। * * * ভুবনেশ্বরী-মন্দিরের পশ্চিম দিকে বর্তমান ডাকবাংলোর পিছনে অর্থাৎ উত্তরদিকে যে-রাস্তাটি নেমেছে তারই বাঁয়ে সরে নিচের দিকে গিয়ে একটি নির্জন স্থান নির্দিষ্ট করে নিলাম—যেন কেউ কোন রকম বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। তারপর একদিন সকাল-সকাল পাক করে খেয়ে একাই পাহাড়ে গেলাম। পাহাড়ে গিয়ে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে বসলাম; বসে ভাবলাম অনেক-দিন হল জ্ঞানের সাধনা করছি, কখনও নির্বিকল্পে যাই নাই। উনি (কামাখ্যা পাহাড়ের নিত্যানন্দ স্বামী) বলছেন বিপদ হবে। যা থাকে কপালে, থাকে প্রাণ আর যায় প্রাণ, যা হয় হবে। আজ নির্বিকল্পে উঠে যাব। বোধ হয় ফেরা হবে না। এই মনে করে বসলাম। * * * ওই দিন নিদিধ্যাসনে বসেছিলাম। কাজেই আমিত্ব প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে মনও উর্ধ্বজগতে উঠতে লাগল।

'...উঠবার সময় দেখি একটা আলো সেটা অল্প জ্যোতি, এরপর আর একটু উঠে আর একটা আলো, এটা তার চেয়ে একটু বেশী জ্যোতি। এইরূপে ক্রমশঃ উঠতে লাগলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হতে লাগল এক একটা দুয়ারের কপাট খুলে যাচ্ছে। শেষে সমস্ত লোক পার হয়ে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডলে এসে পড়লাম। এই জ্যোতির মধ্যে আমি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লাম। অনন্ত জ্যোতিতে আমিত্বের প্রসারে আমার নির্বিকল্প অবস্থা লাভ হল।

'এবার আর তো কিছু বলতে পারছি না। "ফুরাইল বাক্ মোর"। ভাবটা মনে আসছে কিন্তু তোমাদের বোঝাতে পারছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

…নাঃ আর বলতে পারলাম না। তারপর যে কি অবস্থা হল তা বুঝাবার মত ভাষা নাই।

'…কতক্ষণ এরূপ ছিলাম জানি না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা দৃঢ় সঙ্কল্প জাগল—আমি গুরু। মুহূর্ত মধ্যে ওই অনন্ত জ্যোতি কেন্দ্ররূপী একটি বিন্দুর আকার ধারণ করল। তার ঊর্ধ্বে আর কিছুই নাই। সেই বিন্দুই আমি। ওই কেন্দ্র-বিন্দুই গুরু, আর ওই গুরুই আমি। এই গুরুসত্তা ছাড়া আর কোন সত্তাই আমার থাকল না।'

—জীবনী ও বাণী

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

কঠ ২।২।১৫, মুঃ ২।২।১০

এ-ই পতঞ্জলির অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। এ-জ্ঞান অনুচ্ছিষ্ট। কেবল 'নেতিবাচক' বাক্য ছাড়া আর কিছু দিয়ে তাকে বিশেষিত করা যায় না। 'ফুরাইল বাক্ মোর'—বলতেই হয়।

উপনিষদে আদিত্যের শুক্লজ্যোতি এবং 'নীলং পরঃ কৃষ্ণম্' জ্যোতি —দুয়ের কথাই আছে। দুটিকে একযোগে জানলে তবেই অনুভবের পূর্ণতা। আদিত্যের শুক্লজ্যোতি সদ্‌ব্রহ্ম এবং পরঃকৃষ্ণ জ্যোতি অসৎ বা জ্যোতির্ময় অব্যক্ত-মহাশূন্যতার অনুভব। সংহিতায় এই মহাশূন্যতার এক নাম 'অস্ত' বা প্রলয়।

পরিব্রাজক ধরেছিলেন নিদিধ্যাসনের পথ। আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ তাঁর লক্ষ্য। তারই পরিণামে বৃহৎ জ্যোতি বা ব্রহ্মজ্যোতিঃপারাবারের অপরোক্ষ অনুভূতি। আবার তারও চরমে সব-ছাওয়া এক বিপুল শূন্যতার বোধে বৈদান্তিকের ব্রহ্মনির্বাণ।

অসদ্‌ব্রহ্ম বা অস্তে লয় হওয়াই পরম মৃত্যু। এ-মৃত্যু বৈবস্বত, এ-মৃত্যু অমৃতের দ্বার। এ-মরণে যিনি মরেছেন, তিনি 'বিজরো বিমৃত্যুঃ'। সকলে এ-অবস্থা হতে ব্যুত্থিত হন না। কথাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে, নির্বিকল্পে গেলে ফেরে না। একুশদিন ওই অবস্থায় থাকার পর দেহটা ঝরা পাতার মত খসে যায়। কিন্তু যদি কেউ ফিরে আসেন? বোঝাই যায়, নিজের ইচ্ছায় সেই 'বিষম ঠাঁই' হতে কেউ ফিরতে পারেন না। দেবতা কাউকে-কাউকে ফিরিয়ে দেন। তাঁর জীবনে তখন 'বলীয়সী কেবলমীশ্বরাজ্ঞা'।

অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধির পর নির্বিকল্পের জ্ঞান নিয়ে যে-সাধক ব্যুত্থিত হন তাঁর চেতনার আমূল রূপান্তর ঘটেছে। উপনিষদ বলছেন ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মই হয়ে যান। শাস্ত্রমতে তিনি আধিকারিক পুরুষ। বস্তুত তুরীয়াবস্থা থেকে যিনি জীবলোকে ফিরে আসেন, তাঁকে আমরাও প্রাকৃত জীব মনে করতে পারি না। মনে হয় জীবভাবের স্থলে তাঁর অন্তরে জেগেছে শিবভাব। তবে কি-না সাধনার শেষ এখানেই, তা হয়তো বলা যায় না। সিদ্ধেরও সাধনা আছে—প্রমাণ শুকদেব। পুরুষোত্তম-যোগের প্রবচন আর পরমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতফল এঁদেরই আস্বাদ্য। সে-ও তো সাধনা!

৩ 'হঠাৎ দেখি ঘোর অন্ধকার। এই অন্ধকার রাজ্যে কেমন করে এলাম জানি না। এখন বের হই কেমন করে? বের হবার পথ তো কিছুই নাই। জানি না পরমেশ্বরের কি ইচ্ছা! কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি, কতকগুলি ছিদ্রবিশিষ্ট একটা জালের মত জ্যোতির্ময় পদার্থ জ্বল-জ্বল করছে। ঠিক তার মাঝখানে একটা ছিদ্রের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল। সেটা ক্রমে বড় হতে লাগল। আমি তার মধ্য দিয়ে গলে পড়লাম। কিন্তু গলে পড়বার সময় গর্ভযন্ত্রণার মত যন্ত্রণা বোধ হল।…এইরূপে ক্রমশঃ নির্গুণ হতে সগুণের অবস্থা আসতে লগল। তারপর সত্য প্রভৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকগুলি ফুটে উঠতে লাগল। শেষে যখন ভূলোকে এসে পড়লাম, তখন সমগ্র পৃথিবীটা আমার দৃষ্টির মধ্যে এসে পড়ল। হঠাৎ ভারতবর্ষটা দৃষ্টিতে পড়ল। অন্যান্য বড়-বড় দেশ-মহাদেশগুলিও বেশ দেখতে লাগলাম। তারপর আসাম দেশ কামাখ্যা পাহাড় ব্রহ্মপুত্র নদী আর পাহাড়স্থ বৃক্ষলতা আমার দৃষ্টিতে এল। ক্রমশঃ মন্দিরটি দেখতে-দেখতে নিজের দেহটা হঠাৎ দৃষ্টিতে পড়ল। আমি অমনি দেহের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু কোন্ মুহূর্তে কি করে যে দেহে ঢুকলাম তা বুঝতে পারলাম না। আর বের হবার সময়ও যে কিরূপে বের হয়েছি তা বুঝতে পারিনি।'*

দেহে ঢোকার পর জ্ঞান হল আমি অমুক। কিন্তু নিরোধ সমাধির সংস্কার এতটুকু ম্লান হল না। নিগমার্থ আজ অপরোক্ষানুভবে উপলব্ধ সত্য তাঁর কাছে, সার্থক গুরুদত্ত বৈদিক সন্ন্যাস। অপার আনন্দ নিয়ে একসময় পরিব্রাজক কাম্যাখ্যা পাহাড় হতে নেমে এলেন।

* জীবনী ও বাণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
S... ...yee Ashram
BANARAS

ত্রিবেণীসঙ্গম

নিস্তরঙ্গ প্রশান্তিতে পরিব্রাজক দিনকয়েক আপূর্যমাণ অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রের মত আপনাতে আপনি ভরপূর হয়ে রইলেন। ভিতরটা যেন গুছিয়ে আসছে। অতীত জীবনের সবখানি চোখের সামনে ভাসছে। দ্রষ্টার সাক্ষিচেতনায় আরূঢ় হয়ে নিজেই দেখেন নিজেকে।

তারাপীঠে খেপা যা পাইয়ে দিয়েছিলেন, একটা জন্ম তাই নিয়েই হয়তো কাটানো যায়। ইষ্টদেবতার পূজা ধ্যান নিয়ে এদেশে কত মীরা কত বিষ্ণুপ্রিয়া বিভোর হয়ে থেকেছেন সারা জীবন। কিন্তু ও পারে মেয়েরা। পুরুষ ভুলতে পারে ওই ছিটা-ফোঁটায়? পারে এমন দু'চারজনের নামও শুনেছেন অবশ্য। কিন্তু নামে পুরুষ হলেও তাঁদের প্রকৃতিভাব। বৈষ্ণব যাকে বলেন গোপ্যনুগতি। জাত-পুরুষের কাজ নয় ওই ছিটাফোঁটায় ভোলা। তত্ত্বজ্ঞানলাভের পিপাসায় নিত্যা-ষোড়শীতেও তাঁর মন উঠল না। ভাবলেন, কী আর পেলাম এমন!

এরপর পেলেন সচ্চিদানন্দকে। অনন্তবাহূদরবক্ত্রনেত্র হয়ে বিশ্বরূপে বিরাজিত বিরাট পুরুষ—নিত্যসত্য তিনি। আর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে গুরুপ্রসাদাৎ বেদান্তবাক্যে যখন শুনলেন 'এতদ্ বৈ তৎ, তৎ ত্বম্ অসি'—দশহাত হয়ে উঠল বুকখানা। সেদিন শৈশব কৈশোর আর তারুণ্যের যত অতৃপ্তি ও হাহাকারের অর্থ নিমেষে স্পষ্ট হয়ে উঠল। নিজেকে এমনি করে জানা তাঁর নিয়তি

—১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল বলেই রূপসী বধূর অনিঃশেষ আত্মনিবেদনেও তৃপ্তি মিলত না যেন। মায়ের স্বার্থশূন্য স্নেহ-ভালবাসাতেও ফাঁকি দেখতেন। অন্যের কথা কি, ত্রিপুরসুন্দরীও যে ভরিয়ে দিতে পারেননি তাঁর চিত্ত! এ যে নিজেরই অপূর্ণতার ক্ষোভ—পুষ্করতীর্থে সাবিত্রিশীর্ষের নির্জনতায় প্রথম তা উপলব্ধি করলেন।

কিন্তু তারাপীঠে বামাখেপা যা দিতে চেয়েছিলেন তার রহস্য তখনও স্বচ্ছ হয়ে উঠল না। খেপা তো প্রকৃতিভাবের ধার ধারেন না। তাঁকে দেখেছেন সাক্ষাৎ ধূর্জটি প্রমথেশ। কে তাঁর ইষ্টদেবী, কি তাঁর তত্ত্ব? ব্রহ্মবিচারের সঙ্গে তাই আত্মসাক্ষাৎ-কারও তাঁর কাম্য মনে হল। তিনি দেখেছেন মহাবিদ্যা এসে মিলিয়ে যান এ-দেহে। দেহতত্ত্ব সম্যক্ অধিগত না হলে জ্ঞান তো পূর্ণ হয় না তবে!

এলেন যোগের পথে। সুমেরদাসের কাছে পাঠ নিতে গিয়ে এতদিনের অমীমাংসিত জটিলতা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে এল। শক্তির উদ্‌বোধন ছাড়া জ্ঞানযোগ দূরে থাক কোনও সাধনাতেই সিদ্ধি সহজলভ্য নয়। খেপা তাঁর আত্মশক্তি প্রবোধিত করেছিলেন, উন্মোচিত করেছিলেন অজ্ঞান জীবভাবের কুণ্ডলী। উত্তরসাধকের উপদিষ্ট অমোঘ ক্রিয়াযোগে মন্ত্রচৈতন্যের ফলে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয়ে সুষুম্ণাবর্ত্ম উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। তাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্য ধারণা করা কতই না অনায়াসসাধ্য মনে করেছেন। ব্রহ্মধ্যান মনে হয়েছে পরমসুখদ। সন্ধ্যা-গায়ত্রীও যে ভালভাবে করেনি, তার পক্ষে এমনটি কি শুধু-শুধু হয়? দক্ষিণামূর্তি গুরু বামাখেপা হয়ে তাঁর আত্মপ্রকৃতিকেই ঊর্ধ্বাভিসারিণী করে তুলেছিলেন। এইজন্যই তারাপীঠের মোহিনী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমার মনোময়ী মূর্তি। আজ তার অর্থ বুঝতে বাকী নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীয়া প্রকৃতিকেই একদিন জপযোগে বাইরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হঠযোগে আবার তাকে দেখলেন আধারকমল-বিলসিতা বিদ্যুদ্‌বরণী মৃণালিনীরূপে।

কারে বলি কেবা শোনে কে করে প্রত্যয়।
এই দেহে মানুষ আছে চিদানন্দময়॥

গাঁয়ের বাউল-বষ্টুমের মুখে শুনেছিলেন না ছোটবেলায়? কে জানত হিন্দু-সাধকের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এত সহজ কথায় মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। রাজযোগে স্বীয়া প্রকৃতিকে পুরুষতত্ত্বে লয় হয়ে যেতে দেখলেন। দেখলেন, কেমন করে প্রকৃতি-পুরুষযোগে থরে-থরে গড়ে উঠেছে বিশ্ব-সংসার।

সবীজ সমাধিতে বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পর গীতাবাক্য অনুস্মরণ করে পরিব্রাজক বুঝেছিলেন, পুরুষোত্তম যার সম্বন্ধে বলছেন 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'—তাকেই দেখেছেন এবার। পরমপুরুষ তাকে স্বীয়া বা পরা প্রকৃতি বলছেন। সাংখ্যও একে প্রকৃতি-তত্ত্বই বলবেন। প্রকৃতি তাঁর হেয়া। বেদান্ত বলবেন 'জীবভূত' পুরুষের উপরেও মায়ার অধিকার রয়েছে। লক্ষ্য হল মায়ার এলাকা ছাড়িয়ে ব্রহ্ম বা অসঙ্গ ব্যাপ্তিবোধ লাভ। পুরুষের চৈতন্যই সত্য—সেই চৈতন্যে জগৎ আবৃত। নির্বীজ সমাধির চরমে মহাপুরুষ-তত্ত্বে আবিষ্ট হয়েই পরিব্রাজক ব্যথিত হলেন।

কিন্তু সমাধির পরিপাকে আবারও তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল। পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়াকে তিনি জেনেছেন। প্রকৃতি একদিকে অষ্টধা হয়ে জগৎ ভাঙছে গড়ছে, অন্যদিকে জীবভূতা হয়ে জগৎকে আর নিজেকে জানছে। আর পরমাত্মা বা ঔপনিষদ পুরুষ কূটস্থ উদাসীন হয়ে চেয়ে দেখছেন বিশ্বলীলা। তিনি সাক্ষী চেতা কেবল এবং নির্গুণ। তাহলে শঙ্করের কথাই তো সত্য। আনন্দ ব্রহ্মের উপাধি মাত্র, অনুপাখ্য তত্ত্বে তার আভাস থাকে না। আর তত্ত্বত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরা-প্রকৃতি বা মায়া পুরুষতত্ত্বে নিমেষিতা শক্তি। দুয়ের পারমার্থিক যোগ ব্রহ্মজ্ঞের কাছে অভাবপ্রত্যয় ছাড়া আর কি? সৃষ্টি সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আত্মপ্রসর্পণ ও আত্মরূপায়ণ। এর মধ্যে শক্তি বা প্রকৃতির স্বতন্ত্রসত্তা কোথায়? 'পুরুষ এবেদং সর্বম্।'

পুরুষের সত্যসঙ্কল্পে প্রকৃতির পরিণাম, ক্ষণে-ক্ষণে ভুবনকমলের নিমেষ-উন্মেষ। কিন্তু হৃদয়ের যোগ কি আছে উভয়ের? বিশ্বজুড়ে স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-করুণা কেবল ওই সৃষ্টিব্যাপারের উপসর্গ (by-product) কতগুলি। বহুর বৈচিত্র্যে জগৎ ফুটছে, মূলে 'একং সৎ' নির্বিকার ঔদাস্যে চেয়ে দেখছেন নটিনীর নৃত্য। মহাপ্রকৃতি মহাদেবের হৃদয়োপরি আছেন বটে। কিন্তু শিব সেখানে তাঁর ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর নন—শবস্বরূপ।

সচ্চিদানন্দের সঙ্গে তিনি তর্ক করেছিলেন, সিদ্ধপুরুষের অনুভবে জগৎ মায়া হয় কি করে? অথচ এখন নিজেরও তা-ই মনে হচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষয়োদয়ে পুরুষের কি আসে-যায়? মহাশক্তিতে নিজেকে মেলে ধরছেন আবার গুটিয়ে আনছেন বিন্দু-ঘন অস্তিত্বে, ব্রহ্ম এবং আত্মা সচ্চিৎস্বরূপের দুই বিভাব। আর ওই শান্তাদ্বৈতে সমাহিতিই পুরুষার্থ।

রামপ্রসাদের গান কানে বাজে, 'মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না।' তাঁরও যে তা-ই হল। খটকা লাগছে কেমন, নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের নীরসতায় প্রসন্ন হচ্ছে না তাঁর যোগিচিত্ত। তন্ত্র জ্ঞান ও যোগের সাধনায় এইটা ধরতে পেরেছেন যে, বস্তু ও তত্ত্ব—উভয়ের যোগসূত্র হল ভাব। কিন্তু তত্ত্ব কি করে ভাবে পরিণামিত হয়, এই ব্রহ্মবিবর্ত এখনও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সে-রহস্যের কিনারা করতে গেলেই দিব্যপুরুষের তন্ত্রসিদ্ধ রূপ হৃদয়ে জাগে। উমা-মহেশ্বরের মত ঈশ্বর ও শক্তি যদি প্রেমে বাঁধা না থাকেন জগতের মূলে, জগৎ মিথ্যা মায়া বৈ-কি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক ভাবেন বাঙালী বলেই কি এ-সংস্কার তাঁর মজ্জাগত হয়ে আছে? আত্মজ্ঞানলাভের পরও জাতীয় সংস্কার যেতে চায় না —এমনই শক্ত বাঁধন প্রকৃতির। কিন্তু পুরুষের হেয়া হয়েই সে থাকবে চিরকাল, আনন্দদায়িনী হতে পারবে না?

শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।
সুধাপানে ঢল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না॥

এই রসানন্দ-যোগের তত্ত্বত কোন ভিত্তি আছে বলে তো দেখছেন না। তাঁর আত্মপ্রকৃতি আজ তাঁর বশীভূতা। কিন্তু স্পষ্ট বুঝছেন তারাপীঠে যাঁকে দেখেছিলেন, তিনি শুধুই তাঁর শক্তি বা প্রকৃতি নন। তা ছাড়াও আর কিছু।

নিজের উপরেই রাগ ধরে। সর্বনাশী এখনও ছাড়েনি তাহলে? ব্রহ্মোপলব্ধি বা আত্মদর্শনের পরও কিছু পাওয়ার বাকী থাকে নাকি? শাস্ত্রপণ্ডিত নন তিনি—জানেন না কোথায় কি হদিশ আছে। তাঁকে তাঁর সহজ বোধই ঠেলে নিয়ে চলেছে গভীর হতে গভীরতর সত্যের সন্ধানে। প্রাণ যখন বুঝছে না, এখানেই থামবেন না। আবার যাবেন সচ্চিদানন্দের কাছে। তারাপীঠের অধ্যায়টা এবার বলতে হবে তাঁকে। আচার্যের কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর একটা খাপছাড়া কথা মনে পড়ে গেল। পুষ্কর হতে যোগী গুরুর সন্ধানে বার হয়ে পড়লেন যখন, বিদায়কালে সচ্চিদানন্দ বলে বসলেন 'ওরে, যদি কখনও নির্বিকল্পে যাস তারপর একবার গিয়ে গৌরীমার সঙ্গে দেখা করবি। মা সেবার আমায় বলে দিয়েছিলেন।' অবাক লেগেছিল শুনে। তারপর ভুলেও গেছেন, এমন কোন গুরুত্ব দেননি কথাটায়। যদিই কোনদিন সে-মাহেন্দ্রক্ষণ আসে জীবনে, পূর্ণজ্ঞান আয়ত্ত হয়েছে বোঝেন—সেদিন সর্বাগ্রে আচার্য-ঋণ পরিশোধের জন্য সচ্চিদানন্দের কাছেই যেতে হবে। গৌরীমার কাছে যেতে হবে কিনা সে-মীমাংসা তখন করা যাবে এ-ই ভেবেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু গুরু ও-কথাটা বললেন কেন? গৌরীমাই-বা কেন এমন অনুরোধ করে রেখেছেন সচ্চিদানন্দের কাছে? আজ ভাবতে গিয়ে একটা রহস্যের সঙ্কেত পাচ্ছেন যেন।

আসাম ছেড়ে পশ্চিমে রওনা দিলেন কয়েকদিনের মধ্যেই।

তীর্থরাজ কাশী—অন্নপূর্ণার সোনার পুরী বারাণসীধাম। ১৩১১ সালের কোন এক সকালে পরিব্রাজক বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে নামলেন। বলতে গেলে কাশীতেই তাঁর গুরুলাভ হয়েছিল। পশ্চিমে যেতে গিয়ে একবার কাশী হয়ে না যাওয়াটা কেমন যেন কৃতঘ্নতা মনে হল। বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার উপরে ভক্তি থাক বা না থাক গুরুকৃপা বলে যে কিছু আছে সেটা তো অস্বীকার করতে পারেন না!

সাধুসন্ন্যাসী কাশীতে ঢের আছে। কাজেই নবাগত এই উদাসীনকে দেখে কাশীবাসীর কোনও চমক লাগে না। তিনি কিন্তু খানিক দূর গিয়েই চমকে উঠলেন, আরে ও কি? পথের পাশে নর্দমা। তাথেকে একটা ছেঁড়াপাতা টেনে নিয়ে কি খাচ্ছে লোকটা কে জানে! যেন ভাবভঙ্গ হল, এমনই হতচকিত ভঙ্গিতে তরুণ সন্ন্যাসী ওই কুশ্রী দৃশ্যটা খানিকক্ষণ চেয়ে দেখলেন। তারপর আবার হাঁটা ধরলেন হনহনিয়ে। দশ-পা যেতে না যেতেই আগের দৃশ্যটির পুনরাবৃত্তি। শীর্ণ প্রেতমূর্তি একেকটা মানুষ। কেউ কলার খোসা চুষছে, কেউ জঞ্জাল ঘাঁটছে দু-এক কণা খাদ্যের আশায়। কী দুর্দৈব! কাশীতে দুর্ভিক্ষ? তবে নাকি অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেউ অভুক্ত থাকে না? এখন কোথায় গেল সে-বেটী?

পাপরাশিসমাক্রান্তা যে দারিদ্র্যপরাজিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনমনা হয়ে যান পরিব্রাজক। শঙ্করের প্রভাব তাঁর জীবনে অসাধারণ। তিনি বিশ্বাস করেন, জ্ঞানাবতার শঙ্করই কলিতে জগদ্‌গুরু। এইখানেই নাকি বিশ্বেশ্বর চণ্ডালমূর্তিতে পরীক্ষা করেছিলেন আচার্যকে। বেদব্যাসের সঙ্গে সাক্ষাতও এই কাশীতে। কাশীতে এসেই তাঁর অপূর্ণতা দূর হয়েছিল, একটা প্রসিদ্ধি আছে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ তিনি বুঝেছেন। কিন্তু তাঁর আনন্দলহরীর উদ্ভব কোথায়, তা তো ধরতে পারছেন না।

'নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্যরত্নাকরী…ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী'—নাঃ, শঙ্কর যাঁর কাছে জ্ঞান-বৈরাগ্য ভিক্ষা চান তাঁকে বিনা দ্বিধায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অথচ দেবীর অপার মহিমার একবিন্দু আভাসও যে কোথাও চোখে ঠেকছে না। মায়াবাদী যাঁকে মা বলে মেনেছেন, কেমন করে অবিদ্যার বিভ্রম বলি তাঁকে? আবার তাঁর অস্তিত্বের ভিত্তিই-বা কোথায়? 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

কিন্তু বিচিত্র মহেশ্বরীর এ-নাম—অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে! মহা ব্যাহৃতির মত এ-নামও তিনলোককে কুক্ষিগত করেছে। অন্ন দেহ-প্রাণ-মনের আপ্যায়ন করে—বিশ্বমূল জড় অন্ন, আবার তা চিন্ময়ও বটে। 'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' মৃন্ময়ী হয়েও যিনি চিন্ময়ী তিনিই কি অন্নপূর্ণা?

চিন্তিতমনে কাশীর দু-একজন পাণ্ডা ও পণ্ডিতকে দেবীর মহিমা নিয়ে প্রশ্ন করেন। অন্নপূর্ণার পুরীতে দুর্ভিক্ষ কেন বাপু? শুনলেন কাশীবাসীরা অন্য সকলের মতই স্বকর্মফল ভোগে। তবে নবাগত কেউ এলে প্রথমদিনটা অভুক্ত থাকে না, মা অন্নদান করেন। পরিব্রাজক সঙ্কল্প করলেন, অন্নদাকে তাহলে একবার যাচাই করে দেখবেন আজ। তিনিও নবাগত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তাঁর শৈশবের মহাকাব্য ছিল। রামায়ণ আর মহাভারতের পাশেই ছিল ওর স্থান। স্বভাব-শৈব নলিনীকান্তের কাছে হয়তো অন্নদামঙ্গলের আকর্ষণই ছিল বেশী।

দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে একধারে আসন করে বসলেন। সম্মুখে শঙ্করমৌলী-বিহারিণীর বিমল ধারা। তার গোমুখী উৎস দেখে এসেছেন এই সেদিন। তবু যেন সব জানা হয়নি। এই যে ফিরে এলেন নির্বীজ সমাধি হতে—কে ফেরাল? কেন ফিরলেন? জানেন না। অথচ ভাবছেন আত্মসাক্ষাৎকার করেছি, ব্রহ্মোপলব্ধি হয়েছে আমার। এই কি পূর্ণজ্ঞান? তবে জীবনরহস্যের কুঞ্চিকা এখনও খুঁজে পাচ্ছেন না কেন? হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হলে সর্বসংশয় ছিন্ন হওয়ার কথা। কই, তাঁর সংশয় মেটেনি তো এখনও। শাস্ত্রোক্তি আর স্বানুভবে এ কী বিরোধ!

এমন সময় চোখে পড়ল এক বুড়ী গুটি-গুটি আসছে তাঁর দিকে, হাতে একটা ঠোঙা। এইবার অন্নপূর্ণা বুঝি কাকতালীয়বৎ প্রমাণ হয়ে যাবেন অন্নদা বলে। সকৌতুকে অন্নদামঙ্গলে ব্যাসকে জরতী-বেশে ছলনা করার কাহিনী স্মরণ করেন—

ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাদি।
হাত দিলে ধুলা ওড়ে যেন কেয়া কাঁদি॥

হলদে-হলদে দু'চারটি দাঁত, পরনে 'শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা।' বাঃ, সবই মিলে যাচ্ছে যে! নোংরা নেকড়ার গন্ধে বাতাস ভরিয়ে বুড়ী কাছে এসে হিন্দীতে বলল, 'বাবা, এ-ঠোঙাটা রাখ একটু। একটা ডুব দিয়ে আমি এখনই নিয়ে যাব।' ও হরি! বেটী নিজের কাজ গোছাতে এসেছে। লোক চেনে খুব, পাছে অন্যে ঠোঙাটা মেরে দেয় তাই দেখে-শুনে এই ছোকরা-সাধুকে পাকড়েছে। ইঙ্গিতে আসনের পাশে ঠোঙাটা রাখতে বললেন উদাসীন। কথা কইতে প্রবৃত্তি হল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পৃষ্ঠে কুঁজ-ভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি-চর্ম্ম-সার ॥

বুড়ী জনস্রোতে মিশে গেল, সাধু তলিয়ে গেলেন আপন ভাবে। উত্তরবাহিনী গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে কখন যে মন চলে গেল নিজ নিকেতনে—খেয়াল নাই। 'অভিনববিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণোর্মদন-মথন-মৌলের্মালতীপুষ্পমালা' সূর্যকরোজ্জ্বলা শৈলসুতার হাতছানিতে ভুলে কোন্ তুষারশুভ্র তুঙ্গতায় উত্তীর্ণ হল বিরাগীর চিত্ত···কোলাহলমুখরিতা বারাণসী ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল।

বাহ্যজ্ঞান যখন ফিরল, রাত্রি তখন সন্ধ্যার মুখ ছেড়ে গেছে। কই, কোথায় সে শঙ্কর-প্রাণবল্লভা? ক্ষুধার্তকে অন্নবিতরণে তুমি তো অকৃপণা নও! গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কম্বল গুটিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হাতে কি যেন ঠেকল। এ সেই বুড়ীর ঠোঙাটা নাকি? শেষ পর্যন্ত ঠোঙাটা নিতে ভুলে গেছে? দ্রুতহাতে ঠোঙা খোলেন পরিব্রাজক। অবিশ্বাস্য কাণ্ড! নাড়ুবাঁধা আটটা বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, তখনও যেন গরম এত টাটকা। কাশীতে সেসময় বাংলার নিজস্ব এসব মিষ্টি মিলত না। তবে কি সত্যই অন্নপূর্ণা ছলনা করে গেলেন? সারাদিন যখন নেয়নি তখন বুড়ী ঠোঙাটা তাঁকেই দিয়ে গেছে। নেওয়ার ইচ্ছা থাকলে পাশ থেকে তুলে নিয়ে যেত। থুড়থুড়ে বুড়ী—কে জানে ভুলেই গেল কি না! এত রাত্রে আর ফিরিয়ে নিতে আসবে না তা ঠিক। তাঁর ভোগেই লাগবে।

কিন্তু খুশী হতে গিয়েও পরিব্রাজক খুশী হতে পারেন না। সংশয়ের কোন কারণ নাই? এমনি গোলে হরিবোল দিয়ে মানতে হবে অন্নপূর্ণেশ্বরীকে? তিনি ভক্তধুরন্ধর নন যে এইটুকুতেই মায়ের কি কৃপা, একেবারে জাগ্রতা দেবী বলে নেচে-কুঁদে হাট জমাবেন। তত্ত্বান্বেষী তিনি, সহজে দেবীকে সত্যস্বরূপা বলে মানতে রাজী নন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুড়ীর গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়নি তো ? যাক, জঠরজ্বালা তো কমুক অনায়াস-লব্ধ সুখাদ্যে।

ঘাটের শেষধাপে নেমে গঙ্গাজল স্পর্শ করেন পরিব্রাজক।

ওঁ গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥

ক্ষুধার অন্ন যুগিয়ে কি পালালে রহস্যময়ী ? নিষ্ঠুর তোমার কৌতুক। যদি সত্যই থাকে তোমার অস্তিত্ব, তবে কেন এ লুকোচুরি ? দুর্গম গঙ্গোত্রী ঢুঁড়ে এলাম তোমার সন্ধানে। কিন্তু দ্যুলোকপ্লাবিনী সুরধুনীধারা হরজটাজালেই আবদ্ধ বুঝি। আজও সাক্ষাৎ পেলাম না তার।

পানাহার সেরে পায়রা-চামচিকার মলে ভরা নোংরা এক পড়ো বাড়ির দালানে রাত্রির মত পরিব্রাজক কম্বল পাতলেন। সারাদিন অনাহারে একাসনে কেটেছিল। সুতরাং শুতে-না-শুতেই ক্লান্ত দেহ নিদ্রাশ্রয় করল। যোগসিদ্ধ চিত্ত কিন্তু অভিভূত হল না তমোগুণে। সাক্ষীর মত স্থির নিশ্চল হয়ে রইল। স্বপ্নশূন্য গভীর সুষুপ্তিতে এমনি করে কতক্ষণ গেল কে জানে!

আচমকা কালাগুরুর গুরুগন্ধে স্পন্দিত হল সন্ন্যাসীর চেতনা। সুপ্তোত্থিতের মত চারিদিকে তাকালেন সাধু। সেই ঘর …পায়রার বিষ্ঠা, চামচিকার দুর্গন্ধ। তার মধ্যেই কম্বল পেতে শুয়েছেন। তবে এ কিসের সৌরভ নাসিকায় ?

স্বপ্নজাগ্রত যোগী জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকান। সম্মুখে তরল জ্যোতির আভাস ফুটছে ক্রমে। কি ও ? এ কি ? মহারাষ্ট্রী মহিলার ভঙ্গিতে বারাণসী চেল-পরিহিতা রত্নালঙ্কারভূষিতা কে এই মহিমময়ী ? 'কে আপনি ?' পরিব্রাজকের প্রশ্নে দর্পিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুর হাস্যে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন সম্মুখবর্তিনী—'আমি কাশীপুরাধীশ্বরী অন্নপূর্ণা।'

পরিব্রাজক পরে বলতেন, 'কি সুন্দর সে-মূর্তি! দেখে প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। স্পষ্ট দেখলাম নির্গুণ সগুণে-সাকারে ফুটে উঠেছেন।' *

তবু তত্ত্বার্থীর ক্ষান্তি নাই। জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হয়ে পরব্রহ্মকেই সত্য বলে মানতেন তখন। সগুণ ও সাকারকে মনে করতেন আপেক্ষিক সত্য। তাই সংশয়ভরে জানতে চান, 'কে অন্নপূর্ণা? আমি তোমায় চিনি না।' মহাদেবী করুণাভরে হাসলেন, 'আজ আমি তোমায় অন্নদান করেছি। এখন বিশ্বাস করবে তো যে নবাগত অভুক্ত থাকে না আমার পুরীতে?' পরিব্রাজক সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করেন, 'সে তুমি কেন হবে? এক বৃদ্ধা দিয়ে গেছে।' স্মেরাননা কাশীশ্বরী উত্তর দিলেন, 'সে তো আমিই। বৃদ্ধার রূপেই আমি এসেছিলাম আজ। তুমি আত্মতত্ত্ব অধিগত করেছ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছ বলে অভিমান রাখ—আর ভগবত্তত্ত্ব ধারণা করতে পার না? আজও অপূর্ণ তুমি।'

এইবার পরিব্রাজক হার মানলেন। সত্যই তো, বিন্দুরূপী পরমশিবকে দর্শন করে জানলাম ইনিই আমি, আমি সে-ই। কিন্তু এ-জানা 'জগদ্‌ব্যাপারবর্জম্'—বেদান্ত স্বীকার করেছেন। সচ্চিৎস্বরূপকে জেনেছি অথচ তাঁর আনন্দময়ী অচিন্ত্যা শক্তিকে চিনি না। শাস্ত্র বলছে ভগবান ষড়ৈশ্বর্যশালী সর্বশক্তিমান। তাঁর কথা এখন পর্যন্ত কিছুই বোঝেননি। আর তাই বুঝি এ অব্যক্ত ক্ষোভ হৃদয়ে?

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

---

*—জীবনী ও বাণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি নিজেই বুঝেছেন হৃদয় বিগলিত হয়নি তাঁর, বরং শুষ্ক জ্ঞানের সাধনায় যেন ঊষর মরুতে পরিণত হয়েছে। সংশয়ও দূর হয়নি। সুতরাং সাধনাও বাকী নিশ্চয়। আর একাধারে পরাবরতত্ত্ব যে দর্শন হয়নি, সে আজ এই মুহূর্তে বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরীর ঘন-বিগ্রহ দেখে স্পষ্ট অনুভব করলেন।

'সত্যই অপূর্ণ আমি। তোমার তত্ত্ব কিছুই জানি না। কেমন করে পূর্ণত্ব লাভ করব তবে?' উত্তর পান, 'যিনি নিরাকার তিনিই লীলা করছেন সগুণে-সাকারে। অখণ্ডমণ্ডলাকারে যিনি ব্যাপ্ত, তিনিই আবার বিশ্বরূপ সর্বশক্তিমান। তুমি ভাবের সাধনা কর, লীলারহস্য অবগত হবে।'

পরিব্রাজকের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে এক ঝলক বসন্তবাতাসের মতই পলকে মিলিয়ে গেলেন বাসন্তী।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ॥

অন্নপূর্ণার দর্শন পাওয়ার পর কোথায় তাঁর অপূর্ণতা, সেটা ধরা পরিব্রাজকের পক্ষে সহজ হল। তিনি সন্ন্যাসাশ্রমী হওয়ার পর নিত্য গীতাপাঠ করতেন। তাছাড়া হিন্দুর ছেলে হিসাবে ছোটবেলায় ভগবদ্‌ভক্তিতে দীক্ষা পেয়েছিলেন। তখন বরং ব্রহ্ম আত্মা এসবই অচেনা ছিল। কিন্তু ভগবান যে ছিলেন প্রাণের ঠাকুর! আর আজ সাধু হয়ে এমনই জ্ঞানাভিমান জন্মেছে—ভগবানকে ভুয়া মনে হয়? এই তো ভুল! গীতাপ্রবক্তাকে ভুললেন কি বলে?

না, পুরুষতত্ত্ব জানা হয়নি সম্যক্‌ভাবে। অক্ষরপুরুষকে জেনে তিনি তাদাত্ম্যভাবনায় বিভোর। কিন্তু ক্ষর এবং অক্ষর উভয়েরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞাতা আছেন একজন। পরমাত্মবোধ তত্ত্বত তাঁরই। তিনি কেবল পুরুষ নন, পুরুষোত্তম। একাধারে বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মা হয়ে এক তিনিই স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥

অহংএর ব্যাপ্তি বা বিস্ফারণ তাঁর মধ্যেই পারম্য পেয়েছে। বিরাট অহং তাঁরই।—

'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।'
'মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।'

সাংখ্যের পুরুষের মত তিনি উদাসীন নন। বিশ্বব্যাপারের উপদ্রষ্টা এবং অনুমন্তা তো বটেই, আবার ভর্তা ভোক্তাও তিনি। বেদান্তীর ঈশ্বর নন তিনি, আগমাচার্যের মহেশ্বর। এই পুরুষোত্তমের পরমা প্রকৃতিকেই এবার দর্শন করলেন বুঝি? জীবভূতা পরা-প্রকৃতি তাঁর দাসী। কিন্তু মহেশ্বরের মাহেশ্বরী-প্রকৃতি কি নাই? নতুন করে তারাপীঠের উত্তরসাধকের গভীরার্থক উপদেশ হৃদয়ে প্রতিভাত হয়—

শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

কে বলে ব্রহ্ম নিঃশক্তিক? এই তো সাক্ষাৎ বিগ্রহ দর্শন করলেন তাঁর? ও কি বিজ্ঞানভূমির সত্য নয়, মিথ্যা মায়া? কিন্তু দেখে যে তাঁকে সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী জ্ঞান হল!

সাধনার প্রথমাবস্থায় প্রবর্ত সাধক নিজের মনের ছায়াকেই হয়তো কায়া ধরতে দেখেন। জ্ঞানের পরিপাকে অনুভবের গাঢ়তায় নীরূপ আকাশের শূন্যতায় রূপ মিলিয়ে যায়। 'ধরলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় গিয়ে ওঙ্কারে।' এই বিচারে রূপের চেয়ে অরূপই সত্য। তাবলে রূপ কি একেবারেই অলীক? অরূপের যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপধারণের শক্তিই না থাকত জগতে এ-রূপের হাট এল কোথা হতে? অতএব অরূপে রূপ গুহাহিত—নাই কে বলে? কিন্তু সে-রূপ প্রাকৃতজনের দেখা রূপ হয়তো নয়। যোগীর বিজ্ঞানদৃষ্টিতে ভাবঘন বিগ্রহ মূর্ত হয়। তা অরূপেরই চিন্ময় বিগ্রহ, তত্ত্বমূর্তি তার নাম। 'তিনি নিরাকার, তিনি সাকার, আরও কত কি!' তাঁর নাম-রূপ নাই এ হল মতুয়ার বুদ্ধি।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

যোগলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে এই ভক্তিসান্দ্রতা নিয়ে গৌরীমার উদ্দেশে যাত্রা করলেন পরিব্রাজক। পুরুষোত্তমের অচিন্ত্য মহিমা তাঁর হৃদয়ে আভাসিত হচ্ছে। কিন্তু তাঁর ভজনের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না—বল্‌তে গেলে তাঁর সমস্যাটা তখন দাঁড়িয়েছে এই। আত্মতত্ত্ব নিদিধ্যাসনের ফলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেছেন, তিনি পুরুষ। এই স্ব-ভাব আশ্রয় করে ভগবানকে কি ভাবে লাভ করবেন? প্রকৃতির ধর্ম প্রেম-ভক্তি, পুরুষের জ্ঞান। জ্ঞানে ভগবানকে যতদূর জানা যায়, তা তিনি জেনেছেন। কিন্তু ভগবতীর আদেশ, ভাবের সাধনা না করলে তোমার পূর্ণতা আসবে না। পরিব্রাজক সহজ বুদ্ধিতে বুঝলেন, পুরুষোত্তমকে কেমন করে ভক্তি করতে হয় সে-শিক্ষা তাঁকে কোন শুদ্ধশীলা যোগিনীই হয়তো দিতে পারবেন। সচ্চিদানন্দকে নিশ্চয়ই গৌরীমা এইজন্য বলেছিলেন, নির্বিকল্পের পর ওকে আমার কাছে পাঠিও। আশ্চর্য, তাঁর জন্য সব যেন তৈরী হয়েই আছে। কী গুরুকৃপা তাঁর 'পরে! যাঁর ভজনারাধনা শিখতে এতদূর ছুটে এসেছেন, এ তাঁরই কৃপা ছাড়া আর কি? ঊর্জিতা ভক্তিতে জ্ঞানের কাঠিন্য গলে পড়তে চায়। ঠাকুর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তোমায় কোনদিন ভালবাসিনি, তবু তুমি এত ভালবাস আমায়!

'আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ'

—এ-গান গাইতে গিয়ে জীবনসায়াহ্নেও শ্রীনিগমানন্দের চোখ ভিজে উঠত।

গৌরীমা ছিলেন প্রেমসিদ্ধা। জ্ঞানযোগীর শেষ গ্রন্থি তিনিই বিমোচিত করলেন। হৃদয়ের আগল খুলে দিলেন নিজের হাতে।

সমস্যাটা কি? তুমি পুরুষ—এই বুদ্ধিতে তুমি পুরুষোত্তমকে গুরু ভাবতে পার, সখা ভাবতে পার, গোপাল ভাবতে পার। কিন্তু তাতে ভাবের উদ্দামতা অনুভব করছ না, এই তো! শক্তি ও শক্তিমান অভেদ—পুরুষেরই প্রকৃতি, যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা-শক্তি। পুরুষ-প্রকৃতিতে এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক যোগীর অনুভবসিদ্ধ। তাথেকে শ্রুতিসিদ্ধান্ত সহজেই ধারণা করা যায় যে পরতত্ত্ব একাধারে দুই-ই। 'নৈব স্ত্রী ন পুমানেষঃ'—এককথায় তাঁকে নারী বা পুরুষ কিছুই বলতে পার না। তিনি যে কি, কে তা বলবে? স্বরূপলক্ষণে তিনি সৎ চিৎ এবং আনন্দ, এর বেশী আর কিছুতে বিশেষিত করা চলে না তাঁকে। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে পুরুষোত্তম বলছ যাঁকে তাঁর মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতির আত্যন্তিক যুগনদ্ধতা কি নাই? তাঁকে কেবল যে পুরুষ ভেবে গুরুজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করতে পার এমন নয়। তোমার প্রিয়তমা হৃদয়েশ্বরী বলেও তো জড়িয়ে ধরতে পার! ব্রহ্ম যে দ্বিদল-চণকতুল্য এ-উপমা নিগমবিরুদ্ধ নয়—বৃহদারণ্যকে 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং এ-উপমা প্রয়োগ করেছিলেন।

তিনদিন ধরে উভয়ের বাদানুবাদ চলে। স্বানুভব এবং শাস্ত্রজ্ঞান—গৌরীমার দুটিই ছিল। বৈদিক সন্ন্যাসীকে ভক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদিক ভিত্তিটাই তিনি প্রথমে ধরিয়ে দিলেন। যে-শাণ্ডিল্য ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্তক, তিনি স্বয়ং একজন বেদাচার্য। গৌরীমা বললেন, তুমি নিজেও ব্রহ্মবিৎ—তিনিই সব হয়েছেন এ তো জান? তোমার এই অপরোক্ষানুভবকে এবার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে জাগ্রতের জগতে নামিয়ে আন না! দেখ, তিনিই মা হয়ে তোমার এতটুকু সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দিতে উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। তুমি তাঁর আদুরে ছেলে। আবার প্রণয়িনী হয়ে তিনিই তোমার মুখের দিকে চেয়ে আত্মহারা হয়ে গেছেন, তুমি একটি কটু কথা বললে চোখের জলে বুক ভেসে গেছে তাঁর। তুমি তাঁর সর্বস্ব। ভালবাসা কি পাওনি জীবনে? সে কার ভালবাসা? সেই ভালবাসা দিয়ে চিনতে পারনি তাঁকে?

অভিভূত বিস্ময়ে যোগিনীর সারগর্ভ ভাষণ শুনে যাচ্ছিলেন পরিব্রাজক। শুনতে-শুনতে যেন দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে এল জীবনের ছায়ান্ধকার। তবে এ-ই সত্য! তিনি নাস্তিক সেজে যাকে নাই বলে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রথম জীবনে, সে-ই তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা? 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম জেন নলিনে' —সন্ন্যাস পাওয়ার পূর্বাহ্ণে শাণ্ডিল্যের মহাবাক্য তাঁর হৃদ্য বোধ হয়েছিল বলে তা নিয়ে একটা গান লিখেছিলেন না পুষ্করে? সে কেবল বুলি কপ্‌চানো, হৃদয় দিয়ে তার মর্ম কই বুঝেছেন! সব যদি সেইময় হয়, তবে তাঁর বাল্যের স্বপ্ন যোগেন্দ্রমোহিনী তারুণ্যের আনন্দপ্রতিমা সুধাংশুবালা সে বই আর কে? তারাপীঠে এই কথাটি বলতেই বুঝি বধূবেশে সামনে এসেছিল?

গৌরীমা তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলেন। আর কথা না বলে স্মিতমুখে চেয়ে থাকেন শুধু। পুরুষোত্তম-যোগে তন্ময় নিগমানন্দের দৃষ্টিতে তাঁর 'বর্ত্মোদ্দেশী গুরু' গৌরীমার মূর্তি মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল নিত্যা-ষোড়শীর ললিত শ্রীবিগ্রহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারাণসীতে তিনি তত্ত্বময়ী মূর্তিতে রাজরাজেশ্বরীকে দেখেছিলেন। হিমালয়ের কোলে আবার তাঁরই ভাবঘন-বিগ্রহ দর্শন করে সেদিন প্রতি রোমকূপে ব্রহ্মসংস্পর্শ অনুভব-জনিত মহানন্দে পরিব্রাজক সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

বাহ্য জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজের উপলব্ধিকে আবারও যাচাই করে নিলেন যোগিনীর অনুভবের আলোয়। গৌরীমা নাম করলেন শৈব আগমের, বৈষ্ণব দর্শনের। সবশেষে বললেন বাঙালীর ঘরের ছেলে গোরাচাঁদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা। জ্ঞানে তাঁকে পেয়ে বুদ্ধি তৃপ্ত হয়। যোগে তাঁকে পেয়ে মন ভরে। প্রাণের হাহাকার কিন্তু তখনও যায় না। তাই ভাবে তাঁকে পাওয়া চাই—স্নেহ প্রেম প্রীতি সখ্য যা নিয়ে সংসার গড়া, তাঁকেই সেই ভাবের বিষয় করে 'সর্বভাবেন' তাঁকে আস্বাদন করা চাই। তবে বুক ভরে, তবে হয় সম্যক্ ব্রহ্মদর্শন। তার কারণ, স্বয়ং জগদীশ এই ভাবাশ্রয় করেই জগৎ গড়েছেন। দর্শনের ভাষায় পরমা প্রকৃতি তাঁর প্রণয়-বিকৃতি, হ্লাদিনী শক্তি। অনন্তকাল ধরে পুরুষ ও প্রকৃতিতে চলেছে ভাব-বিনিময়। জীব ভক্ত হয়ে ভগবানকে 'আমার আত্মীয়' বলে ভজনা করবে—এই দিব্য সম্ভাবনাই জগদ্রহস্যের মূল।

জীব গোস্বামীর প্রসিদ্ধ উপমা হল, ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান যেন আদিত্যজ্যোতি আদিত্যমণ্ডল এবং আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়, সর্বব্যাপ্ত ও নির্বিশেষ। আত্মা তাঁরই ঘনীভূত অবস্থা, সচ্চিদানন্দঘন। আর ভগবান সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। তন্ত্রে তিনিই শিব-শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহ পরতত্ত্ব। ব্রহ্মে শক্তি নিষেধিতা, তাঁর সংজ্ঞা তখন মায়া। আত্মজ্ঞানে শক্তি স্বীয়া রূপে স্বীকৃতা, তাঁকে বলা হয় প্রকৃতি। আর ভগবদ্জ্ঞানে শক্তি তাঁরই বামাঙ্গপীঠে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিতা ভগবতী, শাস্ত্রমতে তাঁর নাম যোগমায়া। তিনটিকে একসঙ্গে না জানলে জ্ঞান পূর্ণ হয় না, পরাবর ব্রহ্মকে জানা হয় না।

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনার বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥

শুনতে গিয়ে নিজের সাধনক্রমের অর্থ নিজেই ধরতে পারেন। তিনি জীবনে আর কিছু চাননি, চেয়েছিলেন ভালবাসা পেতে আর ভালবাসতে। সেইখানেই নিজের অজানতে ভগবানকে চেয়ে বসেছেন যে! সে বই আর বস্তু কি আছে জগতে? কিন্তু নলিনীকান্ত তো জানত না সে-কথা। তিনি তাই 'রাগময়ী কণা' হয়ে ধরা দিয়েছিলেন সুধাংশুবালারূপে। প্রেমের সে-উপলক্ষ্যকে তিনিই আবার সরিয়ে নিলেন। তারাপীঠে স্বয়ং এসে দাঁড়ালেন দয়িতামূর্তিতে। তত্ত্ব তো বোঝেননি তখনও। তাই মহাভাবরূপাকে পেয়েও মনে হল, এ কেমন পাওয়া? জ্ঞানযোগ ছাড়া কি প্রেম দাঁড়ায়? ভক্তি প্রথমে জ্ঞানমিশ্রা হবে—তবে না জন্মাবে কেবলা ভক্তির অধিকার?

আবার রহস্য দেখ—পাছে শুষ্কজ্ঞানে তাঁকে 'চাই না' বলে বসেন তাই প্রথমেই তারাপীঠে বামাখেপার হাতে তুলে দেওয়া। মহেশ্বরীকে অস্বীকার করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কৌলশ্রেষ্ঠ বামাচরণকে তিনি ভ্রান্ত বলবেন কি করে? কেমন করে অবিদ্যা ভাববেন তাঁর দেখিয়ে দেওয়া মহাবিদ্যাকে? এইজন্য বিচারপথ ছেড়ে যোগপথ ধরলেন। প্রকৃতিতত্ত্ব বিদ্যা আর অবিদ্যার তত্ত্ব ভাল করে জানবেন, তাঁর প্রাণ তা না হলে তৃপ্ত হবে না বেশ বুঝেছিলেন। যোগের পথে নির্বিকল্প জ্ঞান আয়ত্ত হল। কিন্তু সে-জ্ঞান যোগজ বলেই প্রকৃতিকে হেয়া জ্ঞানে বর্জন করা সম্ভব হল না। চিত্তের আকূতি রইল পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ-নির্ণয়ে। অবশেষে কাশীতে পেলেন তার সূত্র। প্রত্যক্ষ দেখলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষতত্ত্বই বিবর্তিত হলেন পরমা প্রকৃতিতে। 'নিরাকার ফুটে উঠলেন সগুণে-সাকারে।'

তাঁর ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাকে শোধিত মার্জিত করার জন্য জ্ঞান-যোগের ভূমিকা অপরিহার্য ছিল। সতীকে হারিয়ে শিব তপস্যা করেছিলেন। তবে না পেয়েছিলেন উমাকে। প্রেমসিদ্ধির জন্য বৈরাগ্য চাই, চাই মায়ার হাত এড়ানো। তা না হলে ভগবদ্-জ্ঞান পাকা হবে না। আর ঈশ্বরে পরানুরক্তিই প্রেম—ভালবাসার এছাড়া অন্য কোন সংজ্ঞা নাই।

চোখের জলে পুরুষ-অভিমান কোথায় ধুয়ে যায়। পরিব্রাজক আত্মহারা উল্লাসে অনুভব করেন প্রেমবিলাস-বিবর্ত। কখনও মনে হয় আমি নারী, প্রীতমের পায়ে ধরে ভিক্ষা করছি তাঁর একবিন্দু প্রেম। কখনও দেখেন, তিনি পুরুষ,—নির্বিকার নিশ্চল; চিদানন্দ-লতিকা তাঁর প্রেমে উন্মাদিনী।

ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি॥

তিনটি মাস ওই মধুরা-রতির উন্মাদনায় পাগলের মত কাটল তাঁর। যেদিকে চাইতেন, দেখতেন তাঁর উপাস্যা দেবীকে। ভুবন ভরে ইষ্টস্ফুর্তি হয়, পরমা-প্রকৃতি যেন বিশ্বময় ছড়িয়ে আছেন রূপে-রূপে। এতদিনে সুধাংশুবালাকে পেলেন পাওয়ার মত করে। এ-পাওয়ায় আর তো বিচ্ছেদ নাই!

শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিত্ত পরাণে পরাণ লেহা।
না জানি কি লাগি কো বিধি গঢ়ল ভিন ভিন করি দেহা॥

নিত্যার মহাভাবে উতলা ষোড়শকল সোম্য পুরুষকে তার উত্তরে বলতেই হয় —

সুন্দরি! আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়াছি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'এ-রস-সিদ্ধান্ত বেদান্তপার।' সুতরাং বলাবাহুল্য বেদান্ত-জ্ঞানের পরিপাক ছাড়া এ-রসানন্দ ধারণা হয় না। সাক্ষী চেতার নির্গুণ কৈবল্যে আত্মস্থ বৈদান্তিকই শুধু মহারাসচক্রে বিলসিত এ-লীলা দর্শনের অধিকারী। ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের শঙ্কর-পন্থায় সন্ন্যাসগ্রহণের হেতু এ-ই। আর সাক্ষী হয়ে এই নিত্যলীলা আস্বাদনই বৈষ্ণবের সখীভাবে যুগলদর্শন।

লোকালয়ে থাকা পাগলের সাজে না। পরিব্রাজক হিমালয় অঞ্চল থেকে ঘুরতে-ঘুরতে এসে আস্তানা নিলেন ময়মনসিংহের তুরা পাহাড়ে। লোকে সাধারণত ওই অঞ্চলকে গারোহিল বলে। তুরা পাহাড়ে ওয়াইডোয়াতে সুমেরদাসজীর বহুদিনের বাস।* একটা কুঠিয়া ছিল তাঁর। ওই অঞ্চলের গারো হাজংরা তাঁকে বুড়া ঠাকুর দাঁত-বাঁধা ঠাকুর (একটি দাঁত নাকি সোনা বাঁধান ছিল) বলত। কোদালধোয়া গ্রামে করৈতলী পাড়ায় লাউচাপড়া নামে এক জায়গায় মণি জোয়ারদার বলে এক গরীব গৃহস্থ থাকতেন। সুমেরদাস নাকি তাঁকে সোনা তৈরি করে দিতেন তাঁর দারিদ্র্য-মোচনের জন্য। গোপন যৌগিক প্রক্রিয়ার জন্য মাটির নীচে একটা ঘর ছিল তাঁর। এজন্য ওই অঞ্চলে সুমেরদাসের আরেক নাম ছিল গাঁথাখোলা ঠাকুর।

পরিব্রাজক সুমেরদাসের প্রিয় শিষ্য জেনে ওই অঞ্চলের আদিবাসীরাই তাঁকে যত্ন করে ধরে রাখল নিজেদের মধ্যে। সুমের-দাসজী কেন ওখানে দীর্ঘদিন ছিলেন জানি না। কিন্তু তাঁর অলৌকিক যোগবিভূতির নানা নিদর্শন চোখে দেখেছে এরকম বহু লোক ওই

* যোগানন্দজীর দিনলিপি হতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

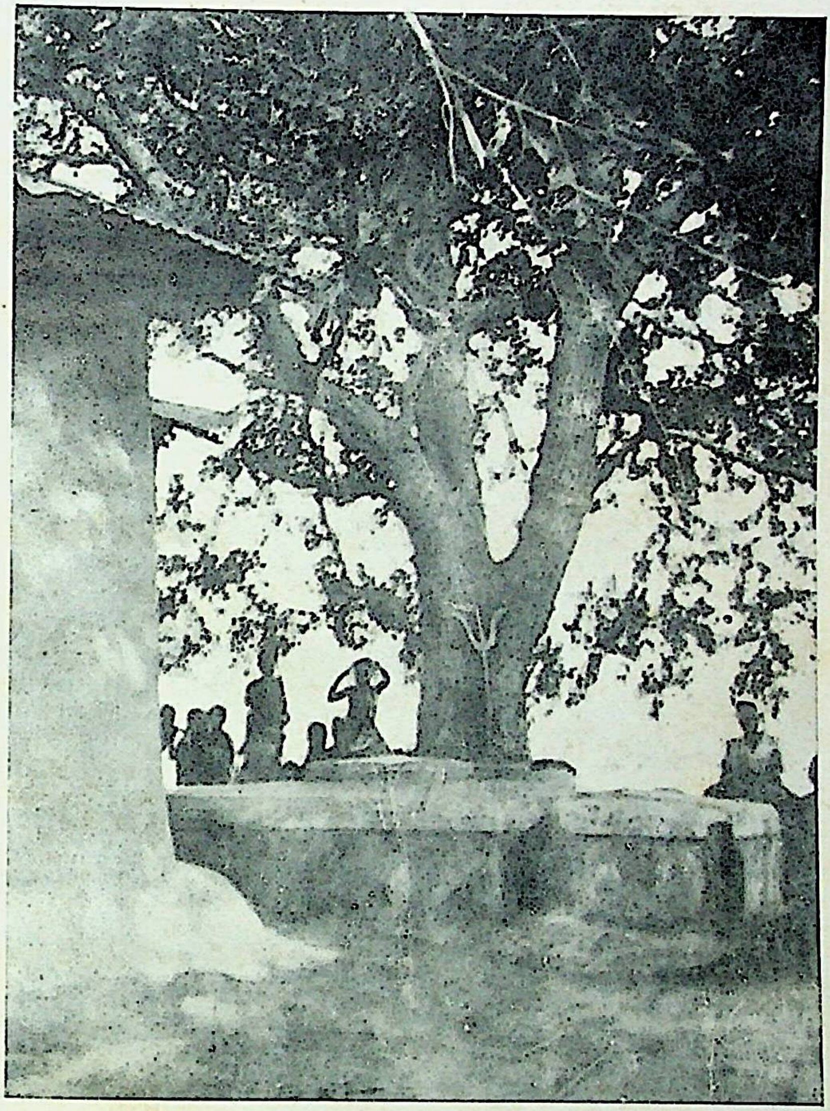

গারোহিল—বিল্ববৃক্ষমূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঞ্চলে ছিল। তাদের মধ্যে পরিব্রাজক সত্যই নিজেকে নিরাপদ মনে করলেন। ভাবের উন্মত্ততায় তিনি যা-ই করুন না কেন, ওরা দোষ ধরবে না আর খুব বেশী আশ্চর্যও হবে না। বড় জোর নাম দেবে পাগলা ঠাকুর।

ঘন অরণ্যের আড়ালে এক বিল্ববৃক্ষমূলে কুঠিয়া করে আপন মনে রইলেন পরিব্রাজক। কখনও নাচতেন কখনও হাসতেন কখনও গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতেন—কেউ দেখার ছিল না। কয়েক মাস এইভাবে নির্জনে কাটাবার পর ধীরে-ধীরে ভাবসাম্য হল। তাঁর ইষ্টদেবী অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁকে। ভাব শোধিত হল তত্ত্বসন্দর্শনের কৌশল্যে।

একদিন আশ্চর্য দর্শন হল। ইষ্টস্বরূপাকে প্রথমে দেখলেন অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকুমারী। তারপর সেই বিগ্রহ পরিবর্তিত হল ষোড়শী প্রণয়িনীমূর্তিতে—ফুটে উঠলেন কিশোরীবধূ সুধাংশুবালা। ষোড়শী ক্রমে সপ্তদশী হল, হল অষ্টাদশী যুবতী। দেখতে-না-দেখতে পরিব্রাজকের চোখের সামনে সেই যুবতী প্রকাশিতা হলেন জননী যোগেন্দ্রমোহিনীরূপে। জননী এসে মধুরে আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। পুরুষোত্তমের তুর্যাতীত ভাব হৃদয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে নিগমানন্দ সেই অবস্থাতে সমাহিত হলেন। তাঁর জীবন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দান সম্পন্ন হল সেদিন।

এর পরই ভাবের জোয়ার প্রশমিত হল। আবার তিনি শান্ত শিবাদ্বৈত বোধ ফিরে পেলেন। অমনি হৃদয়ে প্রতিফলিত হল জগদ্‌গুরুর মহাব্রতের দায়। 'তোমায় গুরুগিরি করতে হবে'—সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ পেয়ে লোকালয়ে নেমে আসতে হল। গুরুকৃপায় যা পেয়েছেন এতদিনে, এবার তা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদীশ্বর যে 'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'। পুরুষোত্তমের ভাব এবং সাধর্ম্য লাভ করেছেন যিনি, তাঁকেও তাই সর্বভূতহিতে রত হতে হয়। প্রভুর উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত না হয়ে 'ছিন্নদ্বৈধ যতাত্মা'র ছুটি নাই। তাঁর চোখে যে জগতের রূপ তখন বদলে গেছে। সবই ঠাকুরের, সবই আমার।

*

১৯০৫ সাল চলছে। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন চালু করলেন লর্ড কার্জন। যে স্বদেশী-আন্দোলন সমাজের উপরতলায় কিছু বুদ্ধিজীবী উৎসাহী তরুণ ও চিন্তাশীল শিক্ষিতদের মধ্যে পাক খাচ্ছিল, হঠাৎ তা বাঁধভাঙা ঢেউয়ের তোড়ে বাংলার সর্বত্র আছড়ে পড়ল। কী এক উন্মাদনার কালই গেছে! অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বই দুখানায় তার জীবন্ত স্মৃতিচিত্র ধরে দিয়েছেন তিনি। নেপথ্যে থেকে নিবেদিতাই বলতে গেলে এ-উদ্দীপনাকে শতগুণ প্রাণবন্ত করে তুললেন। এদিকে অরবিন্দ এসে ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষপদ নিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্র—দেশের ডাকে বাংলার সুসন্তানরা প্রত্যেকে যে যার নিজস্ব ধরনে সাড়া দিয়েছিলেন। চির আশাবাদী নিবেদিতা বললেন, 'যেসব কথা লোকের কানে ঢোকেনি ভেবেছিলাম, আজ সেসব কথা হাওয়ায় ফিরছে, কিছুই হারায়নি…।'

সব দিক বিচার করে বলতেই হয়, বাঙালীর রাষ্ট্রচেতনায় সেদিন সত্যই বিপ্লব এসেছিল। হাজার-হাজার বছরের ঘুম ভেঙে দেশের লোক দেশকে মা বলে ভাবতে শিখেছিল সেই প্রথম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র তাদের দেশসেবার দীক্ষা দিয়েছিল। সেবার বারাণসীতে কংগ্রেস অধিবেশন। নবজাগ্রত বাংলার স্বদেশানুরাগের ছোঁয়াচ সেই সূত্রে সারা ভারতবর্ষে সংক্রামিত হল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুদূর গারোহিলের বন-পাহাড়ে এক আত্মমগ্ন ভাবক তাঁর স্বদেশের এতবড় পরিবর্তনের কোন খবরই পাননি। কিন্তু তাঁর অজানতে ভারতভাগ্যবিধাতা তাঁকেও দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গেই বেঁধে দিয়েছিলেন। নিবেদিতার উক্তি সত্য হয়েছে তাঁরও জীবনে —'সাধনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবনাকে ভারত আত্মসাৎ করবে, ঘটাবে সর্বধর্ম-সমন্বয়।' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবনা বলতে যে ঠিক কি, তা নিগমানন্দ তখনও জানেন না। অথচ যুগের হাওয়া তাঁকে ওই সমন্বয়ের পথেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। 'ঝড়ের খড়কুটো'র মত আপনাকে দেবতার ইচ্ছার কাছে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছায় নিগমানন্দ যা জানলেন, দক্ষিণেশ্বরের দেবমানব তার পথিকৃৎ।

কেউ সেদিন লক্ষ্য করেনি, রাষ্ট্রীয় আর অধ্যাত্মচেতনায় এমনি করে রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দের আরব্ধ ব্রত যাঁরা দায়রূপে গ্রহণ করবেন, মা নিজের হাতে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিচ্ছেন একে-একে। নিগমানন্দ তাঁদেরই একজন বলে চিহ্নিত।

কাজের ভার চাপতেই নিগমানন্দের মনে সেবাবুদ্ধির উদয় হল। গীতায় কর্মের সনাতন আদর্শ দেওয়া আছে। কর্ম করতে হবে ভগবৎপ্রীত্যর্থে। 'তাঁর জগৎসেবার আদর্শ তোমার আদর্শ হ'ক।' সেবা কত ভাবেই করা যায়। সে-যুগেই স্বামীজি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রভাবে সেবার কথা বলে গেছেন। প্রথম বয়সের সংস্কার জোর ধরে। নিগমানন্দের কাছে সৎশিক্ষাবিস্তারের পথটিই মনে হল কর্ম। গারো হাজংদের ছেলেপুলেগুলিকে নিয়ে একটা পাঠশালা ফেঁদে বসলেন কোদালধোয়াতে। সেইসঙ্গে শুরু করলেন বই লেখা। যা পেয়েছেন নিজে, তার যুক্তিসিদ্ধ বিবরণ দিয়ে শাস্ত্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমন্বয়ের একটা প্রয়াস তাঁর বিশেষ দায় বলে মনে করলেন তিনি।

সংসারাশ্রমে তাঁর মধ্যে আদর্শ শিক্ষক আর সাহিত্যিকের বীজ ছিল। পথের শেষে এসে সেই শিক্ষক ও সাহিত্যিকই নতুন করে আত্মপ্রকাশ করল। জীবনের মূল্যবোধ অবশ্য একেবারে বদলে গেছে তখন।

'যোগী গুরু' লিখতে-লিখতেই কানে এল এলাহাবাদে কুম্ভ এবার। আচার্য-ঋণ পরিশোধের জন্য সচ্চিদানন্দের সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত দরকার। কুম্ভমেলায় তিনি নিশ্চয় আসবেন। তাহলে আর আজমীঢ় পর্যন্ত যেতে হয় না। কলকাতায় এসে বইখানা প্রেসে দিয়ে প্রয়াগের গাড়িতে চড়ে বসলেন।

কুম্ভমেলায় শঙ্করসম্প্রদায়ের এক বিরাট সম্মেলনে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে দেখা। সবার আগে তাঁকে প্রণাম করে তারপর শৃঙ্গেরী মঠাধীশ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যকে প্রণাম করতেই হট্টগোল বেধে গেল। এই ছোকরা সাধু শঙ্করাচার্যকে হতমান করে কোন্ সাহসে? তিনি জগদ্‌গুরু, সুতরাং সর্বাগ্রে প্রণম্য।

সচ্চিদানন্দের আদেশে নিগমানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, ' "মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ"। আমার গুরুকে প্রণাম করলেই তাঁকে প্রণাম করা হয়। তবু লোকব্যবহারের মর্যাদা রাখতে শঙ্করাচার্যকেও প্রণাম জানিয়েছি। গুরুর গুরু বলে শঙ্করাচার্য সর্ব্বাগ্রে প্রণম্য—এ কোন যুক্তি নয়। গুরু এক বই দুই নাই। গুরুর আবার গুরু কে? আমি যা করেছি, তাতে জগদ্‌গুরুর কোন অমর্যাদা হয়নি। হতে পারে না।'

দশনামা সন্ন্যাসীরা এই উদ্ধত ভাষণে আরও খাপ্পা হয়ে ওঠেন। কিন্তু এবার স্বয়ং শঙ্করাচার্য তাঁদের নিরস্ত করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাত তুলে বাদানুবাদ থামিয়ে স্মিতমুখে বললেন, 'ও ঠিক বলেছে। তোমরা না বুঝে বৃথা কোলাহল কর না।' সভা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শঙ্করাচার্য নিগমানন্দকে তাঁর কাছে ডেকে এনে নিজে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। তারপর সচ্চিদানন্দকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তুমি এখনও একে দণ্ড বহন করাচ্ছ? ওর তো পরমহংস অবস্থা।'

শিষ্যগর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মহারাষ্ট্রীয় বৈদান্তিকের মুখ। সাধুমণ্ডলীর অনুমতি নিয়ে শিষ্যকে সঙ্গে করে এসে দাঁড়ালেন গঙ্গাতীরে। যথাবিধি তাঁর হাত থেকে দণ্ড ছাড়িয়ে নিয়ে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলিত প্রবাহে ভাসিয়ে দিলেন। বুঝি জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের ত্রিবেণীসঙ্গমে সাধনা এতদিনে অন্বর্থ হল। মহাসাগরমুখী ধারাস্রোতে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল তাঁর শেষ উপাধি।

দণ্ড ছাড়িয়ে নিয়েই গুরু হাত পাতলেন শিষ্যের কাছে, 'এবার গুরুদক্ষিণা দাও।' চোখ ছলছল করে শিষ্যের। ভাবার্দ্রচিত্তে অনুভব করেন, সাক্ষাৎ জগদ্‌গুরু প্রার্থী তাঁর কাছে। অভিভূত প্রেমে মৃদুস্বরে বলেন, 'আমার আর কি আছে? সবই যে তোমায় উৎসর্গ করেছি ঠাকুর! তবে আর কি দক্ষিণা দেব? বল কি চাও!'

সচ্চিদানন্দ উত্তর দিলেন, 'তুমি গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। এবার আমায় ছুটি দাও। পুষ্করের আশ্রমে আমার গদি নিয়ে তুমি গুরু হও। জিজ্ঞাসুকে জ্ঞানদান কর। আমার এই গুরুদায় আজ হতে তোমাতে বর্তাল।'

তাঁর পায়ের ধুলা নিয়ে নিগমানন্দ বললেন, 'তোমার গুরুগিরির ভার আমি নিলাম ঠাকুর। কিন্তু আমি তো পশ্চিমা সাধু হতে পারব না। তোমার পুষ্করের গদি তুমি ব্রহ্মানন্দকে দাও। আমি আমার বাংলায় যাব, সেইখানে প্রতিষ্ঠা করব আমার ভাব। বাংলাই আমার স্থান।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্যের বাঙালিয়ানায় এবার কিন্তু সচ্চিদানন্দ একটুও ক্ষুণ্ণ হলেন না। সস্নেহে বললেন, 'তবে চল, বাংলায় তোমার গুরু-গিরির সূচনা করে দিয়ে আসি।'

তাঁর অনুমোদনেই প্রথম একটি বাঙালী দম্পতিকে দীক্ষা দিয়ে পরিব্রাজক নিগমানন্দ হলেন ঠাকুর নিগমানন্দ।

ভারত-ভারতীর সব ঐশ্বর্য আরও একবার দুহাত ভরে কুড়িয়ে নিল বাঙালী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়কমল চলতেছে ফুটি কত যুগ ধরি।
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কী করি॥
ফুটে ফুটে ফুটে কমল ফুটার না হয় শেষ।
এই কমলের যে এক মধু রস যে তার বিশেষ॥
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পার না যে তাই।
তাই তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি কোথাও নাই॥
রে বন্ধু মুক্তি কোথাও নাই
তুমি পার যদি যাও না ছেড়ে—ছাড়বে কী করি॥

—বাউল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্‌গুরু নিগমানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধিযোগ

'আমি এখন অধ্যাত্ম জগতে সংসারী। "সাধনা" আমার পত্নী। তাঁহার গর্ভে "জ্ঞান" নামক পুত্র ও "ভক্তি" নাম্নী কন্যা লাভ করিয়াছি। কন্যাটিকে আজীবন বুকে রাখিব।'

উৎসর্গপত্র—জ্ঞানী গুরু

সাধনার ইতি করা যায় না, আর ভক্তি সিদ্ধজীবনের নিত্য সহচরী—রূপক ভাঙলে কথাটা দাঁড়ায় এ-ই। গীতাতে এর সঙ্কেত আছে। সর্বভূতে সমদর্শী ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা পরা-ভক্তি লাভ করেন। জ্ঞানী পুরুষোত্তমের উত্তম ভক্ত। তখন কর্ম তাঁর ত্যাজ্য নয়—বরং যোগস্থ হয়ে কর্ম করাই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা। সহ-জ কর্মে আর তখন তাঁর ভয় থাকে না। তিনি বুঝতে পারেন 'ন যোৎস্যে' এও অহংকারের বুলি।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥

এ আশ্বাসে তাঁর বুক বাঁধা থাকে সর্ব্বদা।

শ্রীনিগমানন্দের সহজ কর্ম ছিল জ্ঞানদান। 'আমি গুরু' এই অভিমান নিয়ে তিনি ব্যুত্থিত হয়েছিলেন। তার ফলে কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি অসাম্প্রদায়িক ভাবে সনাতনধর্মপ্রচার তাঁর ব্রত বলে গ্রহণ করলেন।

এখানে একটা কথা বলা ভাল। 'গুরু এই অভিমান' বলায় কারও-কারও মনে খটকা লাগতে পারে। সদ্‌গুরুর আবার অভিমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি? তিনি না 'নরাকার পরব্রহ্ম'? পরব্রহ্ম, তবে কি না নরাকার—এই উক্তির মধ্যে যে একটা ব্যাসকূট রয়েছে এটা আমরা খেয়াল করি না বলেই যত গোলমাল। সে যা-ই হ'ক, 'গুরুগিরির অভিমান' কথাটা কিন্তু শ্রীনিগমানন্দেরই।

'আত্মবিস্মৃত না হলে লীলা ভাল চলে না। কিছু-না-কিছু আবরণ সকলের মাঝেই রয়েছে। আমার মাঝেও গুরুগিরির অভিমানটাই একটা আবরণ। গুরুগিরির অভিমান আছে বলেই আমি শিষ্য করছি—এ-ও লীলা।'

—জীবনী ও বাণী

'একটা কথা জানিয়া রাখ—আমি মুক্ত নহি। মুক্তের গুরু-শিষ্য বিভাগ নাই। মুক্তপুরুষ কখনও তোমাদের শিষ্য করিতেন না।'

—চিঠি ১।৯৬

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমার তিন কথায় গায়ে কাঁটা বেঁধে "গুরু" "কর্ত্তা" আর "বাবা"।' বলতেন, 'গুরু হলে শিষ্যের পাপ তাপ ল'তে হয়। আমি গুরু নই।' অথচ তিনি যে অবতার, অন্তরঙ্গদের কাছে এ তিনি অস্বীকার করতেন না। কথামৃততে তার প্রমাণ আছে।

শ্রীনিগমানন্দ আবার নিজেকে সদ্‌গুরু বলতেন বিনা দ্বিধায়। কিন্তু অবতার বলেননি কখনও।

'তোমাদের ঠাকুর অবতার নন, সদ্‌গুরু। তোমরা এমনি করে অবতার আর সদ্‌গুরুতে গুলিয়ে ফেল। আমি এর প্রতিবাদ করছি। এক হিসাবে অবতার সবাই। তোমরাও জনে-জনে অবতার। ব্রহ্ম হতে নেমে এসে কত জনে কত লীলা করছ। এর মধ্যে যিনি আত্মজ্ঞ তিনি বিশেষ অবতার। কিন্তু এ ছাড়াও অবতারতত্ত্ব আলাদা জিনিস। লীলা বা যুগ-প্রয়োজন অনুসারে জগদ্‌গুরুর ইচ্ছা যখন মূর্ত হয়ে স্থূলে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনই তাঁকে অবতার বলা যায়। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। অবতারদের বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এটা বিশেষ ইচ্ছার ক্রিয়া। অবতার যেসময়ে আসেন জগতের তখনকার ভাবধারা আমূল পরিবর্তন করে একটা নতুন ভাবপ্রবাহ বইয়ে দেন। সমষ্টিগতভাবে সমগ্র দেশ ও সমাজকে একটা নতুন কিছু দিয়ে যান।

'কিন্তু আমি সাধারণ মানুষ। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি জীবন অতিক্রম করে এই জন্মে ভগবানকে জেনেছি, সত্যলাভ করেছি, ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হওয়ায় আমার ভিতর দিয়ে জগদ্‌গুরুর ইচ্ছাই লীলায়িত হয়ে উঠেছে। আমাকে তোমরা সদ্‌গুরু বলে জেনে রাখ। আমি সাধনা দ্বারা নিজে মুক্ত হয়েছি, তোমাদেরও মুক্তির পথ দেখিয়ে দেব এই আমার কাজ।' *

শ্রীনিগমানন্দ গুরু-অভিমানী পুরুষ। তাঁর কর্মজীবনের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই তাঁর এ-পরিচয়টা দিয়ে রাখা দরকার।

*

অধ্যাত্মচেতনার বিচারে বিশ শতক হল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ। মতের গোঁড়ামি উড়িয়ে দিতেই যেন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তন্ত্র-বেদান্ত জ্ঞান-ভক্তি শাক্ত-বৈষ্ণবের অন্যোন্যবিরোধ যে আসলে ধোপে টেকে না, তাঁর জীবন এই মহাসত্যের দৃষ্টান্ত। ধর্মসমন্বয় কেবল মুখের কথা নয়। প্রাণ দিয়ে সে-সমন্বয়কে পরমহংসদেব বাস্তব করে তুলেছিলেন। কাজেই সম্যক্-দর্শন ও মতের উদারতা এ-যুগে ধর্মপ্রচারের মূল ভিত্তি হবে জানা কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার চাপরাশ পেয়েছিলেন যিনি, সেই বিবেকানন্দ এ-দেশে নতুন করে সাধনসমন্বয়ের

---

*বাণী ১২৬, ২৩৯। উপদেশামৃত ৯৬।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্তন করলেন। হাতে-কলমে সাধন-ভজন করতে গিয়ে সাধকের পক্ষে যে জ্ঞান যোগ ভক্তির কোনটিকেই একেবারে ছেঁটে বাদ দেওয়া সম্ভব হয় না, স্বামীজির বক্তৃতাগুলিতে এরই সঙ্কেত। 'জ্ঞান ভক্তি তুইটি পক্ষ, যোগ উহার পুচ্ছ।'

সব কথা গুছিয়ে বলে যাবার বা লিখবার সময় স্বামীজি পাননি। প্রিয়নাথ সিংহ বলছেন, 'প্রাণায়াম সম্বন্ধে (তাঁর মুখে) যা শুনলুম তাতে মনে হল তার অতি অল্পমাত্রই সেই পুস্তকে (রাজযোগে) লিপিবদ্ধ হয়েছে'।*

কেবল রাজযোগ নয়, জ্ঞান কর্ম বা ভক্তিযোগ সম্বন্ধেও একথা খাটে। বইগুলির সঙ্কল্পিত নাম হতেই গীতার সঙ্গে ওদের ভাবের মিল সুপরিস্ফুট। গীতাপ্রবক্তার সমন্বয়ী দৃষ্টিকে একালের উপযোগী করে প্রচার করবেন, এই ছিল বিবেকানন্দের ইচ্ছা। সে-ইচ্ছাকে রূপ দিয়ে যাওয়া স্বামীজির আয়ুতে কুলায়নি।

'এই ভাব সমস্ত লোকের ভেতর ছড়ানো চাই—কর্ম, কর্ম, অনন্ত কর্ম—তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে, আর প্রাণ-মন সেই রাঙা পায়। ...হাঁ, এই কর্মযোগ। কিন্তু সাধন-ভজন না করলে কর্মযোগও হবে না। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই। নইলে প্রাণ মন কেমন করে তাঁতে দিয়ে রাখবি ?'

চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য বলতে কি বোঝায় নিজেই আরেক জায়গায় দুকথায় তা বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বলছেন—

'অখণ্ড ব্রহ্মচর্য চাই, জ্ঞানবিচার বৈরাগ্য ভক্তি কর্ম আর সঙ্গে-সঙ্গে সাধনা এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পূজাভাব চাই।'†

এই কয় ছত্রে যা তিনি বলতে চেয়েছিলেন তাঁর মত মনীষী সে বক্তব্য সুসম্বদ্ধ আকারে উপস্থিত করলেই আধুনিক ভারতীয়

---

* স্বামীজির স্মৃতি। শতবার্ষিকী গ্রন্থমালা, ৯ম খণ্ড।
†শঃ বাঃ গ্রন্থমালা ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৫-৪১৮।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনের ছক আমরা পেয়ে যেতাম। কাজটা তিনি আরম্ভও করেছিলেন। 'দি সায়েন্স এণ্ড ফিলজফি অব রিলিজিয়ন' এবং 'ষ্টাডি অব রিলিজিয়ন' নামে তাঁর বিখ্যাত ভাষণমালা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। খৃষ্ট বৌদ্ধ ইসলাম, সেইসঙ্গে তাও এবং কনফুসিয়াসের মতের তুলনামূলক সমীক্ষা, আর সাংখ্য ও বেদান্তের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করে বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ এবং সে-ধর্মলাভের উপায় কি—তাঁর ভাষণমালার এ-ই ছিল বিষয়বস্তু। এ একটা বিরাট কাজ তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আবার বিজ্ঞান ও দর্শনের নিকষে কষলেই ধর্মের সব তত্ত্ব ধরা যাবে না। সত্য মনোবাণীর অতীত। শাস্ত্র দিয়ে তাকে বেড়ে পাওয়া যায় না এও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

'মন এমন সব তথ্য প্রত্যক্ষ করে যা অতীন্দ্রিয়, যেগুলির ধারণা সে কোনকালে করতে পারে না বা যুক্তিতে পায় না।'*

কাজেই গুহ্যবিদ্যা বা মরমীয়ার (mystic) ভাবকালিকেও তিনি নাকচ করেননি। এদেশে অধ্যাত্মচিন্তার যে বিশাল ভাণ্ডার একরকম অফলা হয়েই পড়ে আছে, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোয় তাদের মূল্য নির্ধারণ করে স্বামীজি আমাদের সামনে নতুন এক জীবনস্বপ্ন ধরে দিতে চেয়েছিলেন। ওইখানেই আধুনিক ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি পত্তন হয়েছে।

স্বামীজির সাধনসমন্বয়ের চেষ্টা মূলত বেদান্তভিত্তিক। কিন্তু এক বেদান্তেরই শৈব বৈষ্ণব ও শাক্ত ভাষ্য আছে এবং ভারতবর্ষের গণজীবনে যে শৈব বৈষ্ণব ও শাক্ত বেদান্তের অসামান্য প্রভাব তা অস্বীকার করা যায় না। বিদেশে হিন্দুধর্মের কথা বলতে গিয়ে নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদকে তুলে ধরলেও এদেশে 'যত মত তত পথ'

---

* শ. বা. গ্রন্থমালা ৩য় খণ্ড পৃঃ ১২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণের এ-ঘোষণাকে সার্থক করার জন্য ভারতবর্ষের সবগুলি দর্শন ও সাধনশাস্ত্রের কিভাবে ঐকমত্য ঘটেছে তার একটা যুক্তি-সিদ্ধ বিবরণ দেওয়া দরকার ছিল। জীবিত থাকলে স্বামীজি হয়তো একাজেও এগিয়ে আসতেন। কারণ তাঁর চিঠিপত্র ও অনেক লেখাতে শাস্ত্রসমন্বয়ের দিকেও অঙ্গুলিনির্দেশ রয়েছে। 'ধর্মের ত্রিবিধ রূপ—দার্শনিক পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক' এই বলে শাস্ত্র-সমন্বয়ের ভূমিকাই তিনি করতে চেয়েছিলেন। তবে সময়ের অভাবে কাজটা আর এগ'য়নি।

শ্রীনিগমানন্দ এই কাজেই এগিয়ে এলেন। বাংলা সন ১৩১২ সাল থেকে ১৩২০ সালের মধ্যে তাঁর 'ব্রহ্মচর্য্য-সাধন' 'যোগী গুরু' 'জ্ঞানী গুরু' 'তান্ত্রিক গুরু' ও 'প্রেমিক গুরু'—এই পাঁচখানা বই আর 'আর্য্যদর্পণ' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বাংলার শিক্ষিত সমাজে বেশ সমাদর পেয়েছিল। আর্যদর্পণকে শ্রীনিগমানন্দ সনাতন ধর্মের মুখপত্র বলতেন। প্রাচীন আর্যভাবনায় সনাতন ধর্মের কি রূপ ছিল, তাঁর পাঁচখানা বইয়ে তার একটা আদরা তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'যত মত তত পথ' আর 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুশি তাই কর' শ্রীরামকৃষ্ণের এদুটি সিদ্ধান্ত যে শাস্ত্রপ্রমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর বই-গুলিতে তিনি এই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। হিন্দুশাস্ত্রই তাঁর মূল উপজীব্য।

নিজের বই কয়খানায় শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনপন্থার একটা ছক দিয়ে শ্রীনিগমানন্দ বললেন—

'ধর্মপিপাসু ব্যক্তি প্রথমতঃ আপন আপন বর্ণাশ্রমাচারের সহিত ব্রহ্মচর্য্য-সাধন গ্রন্থোক্ত নিয়মাবলী পালন করিলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। তৎপরে মনঃস্থিরের জন্য যোগী গুরু গ্রন্থোক্ত আসন মুদ্রা প্রাণায়াম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধনাদি অভ্যাস করিবে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানী গুরু গ্রন্থোক্ত তত্ত্ব বিচার করিবে। তৎপরে জীবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরম লক্ষ্য নির্ধারিত হইলে স্থূলভাবে তান্ত্রিক গুরু গ্রন্থোক্ত কর্মানুষ্ঠান কিংবা সূক্ষ্মভাবে যোগী গুরু বা জ্ঞানী গুরু গ্রন্থোক্ত যোগসাধন করিয়া লক্ষ্য বস্তু উপলব্ধি করিবে। তৎপরে এই প্রেমিক গুরু গ্রন্থোক্ত প্রেমভক্তির অমৃতপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়া চিরদিনের জন্য লক্ষ্যবস্তুতে মগ্ন হইয়া নির্বাণমুক্তি লাভ করিবে।'

ব্রহ্মচর্যপালন যে ধর্মজীবনের আদি পাঠ আর প্রেমভক্তি শেষ কথা, এ কিছু নতুন তথ্য নয়। স্বামীজির কথোপকথনে এধরনের অনেক উক্তি তো আছেই, তাছাড়া উনিশ শতকের ধর্মসাহিত্য নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরাই জানেন সেসময় ব্রহ্মচর্য জ্ঞান যোগ এবং ভক্তির সমন্বয়ে সাধনজীবন গঠনের অনুকূলে অনেকেই অনেক-কিছু লিখে গিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে এর অন্যতম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। ধর্মতত্ত্ব অনুশীলনে তিনিই বোধহয় পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য সর্বপ্রথম এরকম সুসমঞ্জস সাধনজীবনের আদর্শ বাংলার শিক্ষিতসমাজে প্রচার করতে আরম্ভ করেন। এবং তারপর সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, অবলাকান্ত সেন, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন ইত্যাদি সামসময়িক বহু লেখক জ্ঞান যোগ তন্ত্র ব্রহ্মচর্যসাধন ইত্যাদি সম্পর্কে ভাল-ভাল বই লিখেছিলেন।* শ্রীনিগমানন্দের বই কয়খানির শুধু তথ্য ও ভাষা নিয়ে বিচার করতে গেলে বলতেই হবে, তাঁর লেখায় পূর্ববর্তীদের লেখার সঙ্কলন ছাড়া আর কিছু পেলাম না।

কথাটা কিন্তু আংশিক সত্য। তাঁর পাঁচখানা বইয়ের একটা মৌলিকত্ব আছে। প্রথমত, সঙ্কলনের মধ্যেও সঙ্কলনকর্তার

---

*সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যই এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইনি বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' সমালোচনা করে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব লিখেছিলেন। তাঁর 'রসতত্ত্ব ও শক্তিসাধনা' বইখানাতে অনেক মৌলিক কথা আছে। তিনি আবার 'আর্যশাস্ত্র প্রদীপ' বলে একখানা পত্রিকার নাম করেছেন। এই পত্রিকার পরিচালক ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দও সেকালে শাস্ত্রমহিমা পুনরুদ্ধারের জন্য কলম ধরেছিলেন। তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ থাকে। দশজনে দশ কথা বলে যেতে পারেন। কিন্তু তার মধ্য হতে আমি কি নেব আর কি বাদ দেব, এই সিদ্ধান্তে আমার মন-মেজাজ এবং জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় থাকে। আমাদের দেশে পুরাণসংহিতাগুলি একাধিক পুরাণের সারসঙ্কলন মাত্র। পুরাণসংহিতা প্রণয়নের পথিকৃৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। মহাপুরাণ ও ভাগবত যদি সঙ্কলনও হয়, তবু ব্যাসদেবের বিশাল বুদ্ধিকে অভিনন্দন না জানিয়ে আমরা পারি না। উপক্রম উপ-সংহার মিলিয়ে শ্রীনিগমানন্দও পাঁচখানা বইয়ে নিজের সত্যোপলব্ধির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর নির্দেশিত সাধনক্রমের কথা বলতে গিয়ে উপরে আমরা যে কয়ছত্র তুলে দিয়েছি তাতেই তার প্রমাণ রয়েছে। নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলে কেবল ঝুড়ি-ঝুড়ি পুথি ঘেঁটে, চিত্তশুদ্ধি মনের একাগ্রতা ও তত্ত্ববিচার এই তিনটির সহায়ে জীবনের লক্ষ্যনির্ণয় করতে হবে, দুকথায় এতবড় রায় দেওয়া সম্ভব হয় না। বেশ বোঝা যায়, সাধন-ভজনের চেয়ে জীবনের লক্ষ্য-নির্ণয়ের গুরুত্ব শ্রীনিগমানন্দের কাছে বেশী। এ পুথির কথা নয়, তাঁর জীবনের উপলব্ধি। আবার সাধন-ভজনের কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রথমেই নাম করেছেন তন্ত্রের তারপর যোগের। লক্ষ্য কি? জ্ঞান অথবা ভক্তি লাভ। শ্রীনিগমানন্দ জ্ঞান-ভক্তিকে অবিনাভূত মনে করবেন বোঝাই যায়। কারণ তিনি নিজে প্রেমের ইশারাতে ঘর ছেড়ে শেষকালে জ্ঞানযোগের পথ ধরেছিলেন। পথের শেষে তাঁর জ্ঞান গলে পড়ল পরা-ভক্তির বিলাস-বিবর্তে। এই জন্য লক্ষ্য কি তা নিয়ে বাগ্‌বিস্তার তিনি অনাবশ্যক মনে করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল, লক্ষ্য যদি স্থির হয়ে থাকে, তা জ্ঞান বা ভক্তি যা-ই হ'ক না কেন—সাধনপন্থা দুটি, তন্ত্র এবং যোগ। জ্ঞান বা প্রেমভক্তি-লাভেচ্ছু সাধক যোগসাধনায় নিজ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন এ যদি-বা মানা যায়, তন্ত্রোক্ত সাধনায় জ্ঞান বা ভক্তির মূল লক্ষ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌঁছন যাবে, তখনকার দিনে বুক ঠুকে একথা সোজাসুজি বলা কঠিন ছিল। শিক্ষিতসমাজে তন্ত্রের প্রতি তখন দারুণ অবজ্ঞা। স্বামীজির শোভাবাজার বক্তৃতায় এবং অন্যান্য বহু লেখায় তন্ত্রের কঠোর সমালোচনা আছে। কিন্তু শ্রীনিগমানন্দ এক্ষেত্রে স্ব-প্রতিষ্ঠ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন, যোগপথের সমান্তরালে চলেছে তন্ত্র। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু দ্রব্যযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞের। স্থূল উপকরণেও যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, আবার অন্তর্যাগও আছে। অধিকার-ভেদে ব্যবস্থা। এ-ধারা বৈদিক এবং শ্রীনিগমানন্দ এর পূর্ণ সমর্থক। নিজের কর্মজীবনে স্বামীজির সঙ্গে অবিরোধে চললেও তন্ত্রের সমর্থক হিসাবে সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যের সঙ্গে এইখানে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। কেবল সঙ্কলক হলে এই বিরোধী ভূমিকা নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত কি ?

আরও একটা পার্থক্য আছে। কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি সাধন-জীবনে এ তিনের সমন্বয় চাই, এ ক্ষেত্রে স্বামীজির সঙ্গে শ্রীনিগমানন্দ একমত। কিন্তু সন্ন্যাসীর 'কর্মে'র উপর স্বামীজি যেরকম জোর দিতেন শ্রীনিগমানন্দের বইগুলিতে সে দৃষ্টিভঙ্গি নাই। কর্মযোগ বলতে তিনি বুঝতেন ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা—সেবাসহায়ে গুণক্ষয় ও চিত্তশুদ্ধি। 'তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'—গীতাতে সনাতন নির্দেশ। কিন্তু সে-যুগের 'হিতবাদ' ও খৃষ্টান সাধুদের সেবাব্রতে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামীজি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের সমাজ-সেবায় নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। শ্রীনিগমানন্দের পাঁচখানা বইতে এরকম কোন আদর্শের কথা নাই।

তা বলে কর্মযোগ তাঁর কাছে উপেক্ষার বস্তু ছিল না। প্রেমিক গুরুর উত্তরস্কন্ধ জীবন্মুক্তিতে 'প্রকৃত সন্ন্যাস' নামে এক অধ্যায়ে তিনি বিস্তারিত ভাবে কর্মযোগের কথা বলেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কর্মফলত্যাগরূপ সাত্ত্বিক সন্ন্যাসেও নিত্যকর্মের কর্তব্যবুদ্ধি বর্তমান রহিয়াছে। আবার কর্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার হয় না বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে এই দুই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য এই যে, কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত না হইয়া কর্মসকল ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্বক করিয়া যাওয়ার নাম নির্গুণ ত্যাগ। * * এইরূপ ত্যাগের নামই গুণাতীত ত্যাগ—ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস।'

বিধিমতে সন্ন্যাস না নিয়েও এ-সন্ন্যাস সিদ্ধ হতে পারে। আর সেক্ষেত্রে ফললাভের বেলায় গৃহী ও সন্ন্যাসীতে কোনও পার্থক্য ঘটে না। 'জীবন্মুক্তি' অধ্যায় পড়লে বোঝা যায়, বিশ্বাত্মভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ সমদর্শী অনাসক্ত কর্মযোগীই শ্রীনিগমানন্দের বিবেচনায় জীবন্মুক্ত।…'একটি অণুও যে তাঁহার নিকট আত্মবৎ প্রীতির বস্তু এবং ভগবানের ন্যায় ভক্তির সামগ্রী। সাধারণ লোক আপনার ইষ্টদেবতা ব্যতীত অন্য বস্তুতে তুষ্ট হইতে পারে না, আর ব্রহ্মবিদের নিকট সকল বস্তুই ইষ্টদেবতার স্বরূপ।'

কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, আদর্শ হিসাবে 'এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়' হলেও স্বামী বিবেকানন্দ যেমন জনহিতকর কর্মকে গোড়া থেকেই সাধনার সঙ্গে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন, শ্রীনিগমানন্দ তাঁর পাঁচখানা বইয়ে সেভাবে কথা বলেননি। তার কারণ, স্বামীজি আর তাঁর কাজ ঠিক এক নয়। স্বামীজি জোর দিয়েছেন সাধনসমন্বয়ের উপর। ইনি জোর দিয়েছেন শাস্ত্রসিদ্ধ সমন্বয়ের প্রতি। শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রাচীন ভারতীয় সাধনার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেওয়ার প্রয়াসে শ্রীনিগমানন্দ সে-যুগে অনন্য। সুতরাং সঙ্কলকের ভূমিকা নিলেও তাঁর স্বতন্ত্রতা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে রোঁমা রোঁলা এক জায়গায় বলেছিলেন ত্রিশকোটি লোকের পাঁচহাজার বৎসরের অধ্যাত্মভাবনা হতে তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ভব। এদেশের সমস্ত শাস্ত্র ও সম্প্রদায় সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা গভীর মমতা ছিল, যাকে বলা যেতে পারে নাড়ীর যোগ। অথচ নিজে তিনি শাস্ত্রবিধির পারে চলে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন বলেই সব মত আর পথের সম্পর্কে উদার হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কতকগুলি গুহ্যসাধনা সম্পর্কে 'ওটা পায়খানার পথ' তাঁর এই উক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বগ্রাহী দৃষ্টিকে খণ্ডিত করা হয়েছে।

শ্রীনিগমানন্দ ভারতের অধ্যাত্ম ঐতিহ্য সম্পর্কে ভগবান রামকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তাঁর বাল্যজীবন তাঁর পল্লী-সমাজের অভিজ্ঞতা তাঁকে হিন্দু-ধর্ম ও শাস্ত্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল। প্রচারকের ভূমিকা নিয়ে তিনি সনাতন হিন্দু-ধর্ম ও শাস্ত্রের সারোদ্ধার করাই ব্রত বলে মনে করলেন।

'হিন্দুশাস্ত্র অনন্ত; সর্ব্বাধিকারী জনগণকে স্থান দিবার জন্য প্রবৃত্তিপথে শত শত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নিবৃত্তি-পথে স্তরে-স্তরে অনন্তদেশে উঠিয়া গিয়াছে। * * * * গুরুকৃপায় প্রকৃত জ্ঞান না হইলে শাস্ত্রপাঠ করিয়া তাহা বোঝা যায় না। * * * * শাস্ত্রসকল সত্যদর্শী ঋষিগণের রচিত। সত্য এক, সুতরাং শাস্ত্রসকল কি পরস্পর ভিন্ন ও বিসংবাদী হইতে পারে? কিন্তু অনধিকারী স্থূল বুদ্ধিতে শাস্ত্রালোচনা করিয়া পরস্পর বিভিন্ন দেখিয়া থাকে। * * * কোন শাস্ত্র মিথ্যা বা নিরর্থক নহে, কোন না কোন অধিকারীর প্রয়োজন সিদ্ধ হইবেই।'

এই দৃষ্টি নিয়েই শ্রীনিগমানন্দ তাঁর বইগুলি লেখায় হাত দিয়েছেন। শাস্ত্র বিনা বিচারে মেনে নিতে হবে? তার উত্তরে তিনি যোগবাশিষ্ঠ উদ্ধৃত করে বলছেন, শাস্ত্রকারেরা যুক্তিহীন বিচারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মহানি হয় তা জানতেন। শাস্ত্রগুলি যুক্তিপ্রমাণে প্রতিষ্ঠিত। বেদ-বেদান্ত, দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি-আদি সমাজধর্ম্মশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র—শাস্ত্রগুলিকে মোটামুটি এই কয়ভাগে ভাগ করে তন্ত্র ও পুরাণেতিহাসকে তিনি বেদেরই স্থূল ব্যাখ্যা বলছেন। এর মধ্যে মানব-ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত ব্রহ্মচর্য সত্যই সর্বজনীন সাধনা এবং সমস্ত ধর্ম্মাচরণের মূল ভিত্তি। তারপর সাধন ও সাধ্য হিসাবে যোগ এবং তন্ত্র আর জ্ঞান এবং ভক্তি এই চারটি মূল বিভাগ স্থির করে শ্রীনিগমানন্দ তাঁর চারখানা বইয়ে এ-সম্পর্কে যত শাস্ত্রীয় অনুশাসন আছে, মোটামুটি তার সব কথা আলোচনা করে অদ্বৈত মতই যে হিন্দুশাস্ত্রের চরম কথা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। লিখতে গিয়ে কিছু-কিছু অবান্তর প্রসঙ্গ এসে গেলেও অখণ্ড দৃষ্টিতে এভাবে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের মূল্যনির্ধারণের প্রয়াস অভিনন্দনার্হ নিশ্চয়ই। বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর ভাল-ভাল বই লেখা হলেও ঠিক এরকম অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে ভারত ধর্ম্মের শাস্ত্র-অবয়ব গড়ে তোলার চেষ্টা তার আগে আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

প্রথমে **যোগী গুরু**। মন্ত্র হঠ রাজ ও লয়যোগ—প্রধানত যোগ এই চাররকম। গীতাপ্রবক্তার মত যোগের অর্থ ব্যাপক ভাবে না নিয়ে শ্রীনিগমানন্দ যোগশাস্ত্রের ক্রমই অনুসরণ করেছেন। আর তা করতে গিয়ে যোগ ও তন্ত্র যে পরস্পরবিরোধী কিছু নয় বরং অন্যোন্যসম্পৃক্ত, শাস্ত্রবাক্যেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। সাধনকল্পে যোগের সহজসাধ্য উপায় হিসাবে তিনি যে-বিধান দিয়েছেন, তা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ। তাতেও বৈরাগ্য ভক্তি আসন মুদ্রা ও কুণ্ডলিনী উত্থাপন ইত্যাদি জ্ঞান ভক্তি যোগ ও তন্ত্রের সহাবস্থান। দেহ-চেষ্টা যেমন সব মিলিয়ে একটা ব্যাপার, সাধন-ভজনেও তেমনি জ্ঞান ভক্তি যোগ ও তন্ত্রের সমন্বয় অবশ্যম্ভাবী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্ব বোঝার জন্য আলাদা-আলাদা একেকটির চর্চা করা যায়। কিন্তু কাজের বেলায় যে জটিল কোনও যন্ত্রের মত ওর সবগুলিই কিছু-না-কিছু সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তা নাহলে কাজ হয় না— শ্রীনিগমানন্দের লেখা পড়লে অজানতে মনে এমনি একটা ছাপ পড়ে যায়। বলতে পারি এইটাই তাঁর কৃতিত্ব।

যোগী গুরুর শেষে স্বরশাস্ত্রসহায়ে ছোটখাট সিদ্ধাই আয়ত্ত করা থেকে চিরযৌবন দীর্ঘজীবন ও মৃত্যুলক্ষণ জানা—এও বাদ যায়নি। ঋদ্ধি সিদ্ধি ভুক্তি মুক্তি—আর্যভাবনায় দুয়েরই স্থান ছিল। শাস্ত্রানুরাগী শ্রীনিগমানন্দেরও সেই মত।

জ্ঞানী গুরুতে তাঁর মূল বক্তব্য ও সামগ্রিক দৃষ্টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একমেবাদ্বিতীয়ম্—হিন্দুধর্ম্মের পরম লক্ষ্য। গীতা এ-ধর্ম্মের সার। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার অভিমানে গীতার পাঠান্তর আর শ্রীকৃষ্ণেরও রূপান্তর ঘটানোর চেষ্টা চলেছে, এই বলে সেকালের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেও তিনি আক্রমণ করতে ছাড়েননি। নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমের গুণমুগ্ধ। কিন্তু শ্রীনিগমানন্দ তাঁর কড়া সমালোচক। বলছেন, তাঁর অনুশীলনধর্ম গীতার কর্মযোগ মাত্র। আর কর্মযোগই কি চরম ধর্ম? কর্মের পর জ্ঞান ও ভক্তি-যোগ সাধন না করলে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয় না। কর্মসন্ন্যাসের চেয়েও কর্মযোগ কঠিন। জনকের মত মহাযোগীর তাতে অধিকার জন্মায়। সাধারণের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম করাও কঠিন, এ বুঝেই বুদ্ধদেব কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে জ্ঞানযোগ প্রচার করেছিলেন। জ্ঞানাশ্রয়ী শ্রমণ স্থবিররাই নিষ্কাম কর্ম করতে পারেন।

এইখানে একটা কথা বলা ভাল। হিন্দু-শাস্ত্র ও ধর্মের অনুরাগী হলেও গোঁড়া সনাতনপন্থী বলতে আমরা যা বুঝি শ্রীনিগমানন্দ কিন্তু তা নন। যোগী গুরুতে তিনি কুলগুরুপ্রথা এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজের আচারসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য ধর্ম-কর্মের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তান্ত্রিক গুরুতে তিনি স্বীকার করেছেন তন্ত্র মাত্রেই প্রামাণিক নয়। তাঁর বক্তব্য ছিল হিন্দুধর্মের সার কথা কি তা যিনি জানেন তাঁর পক্ষে শাস্ত্রের আসল-নকল বার করা কঠিন নয়। কিন্তু সবারই এ-কাজে হাত দেওয়া বিপজ্জনক। অনুরাগ আর মোহ এক জিনিস হতে পারে না। শ্রীনিগমানন্দ তাঁর ধর্ম ও জাতিকে ভালবাসতেন, কিন্তু সে-ভালবাসা নির্মোহ। এই মোহমুক্তির মূলে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা। বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি কোনদিন তাঁর মনে দানা বাঁধেনি। শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব হল, আর্যঋষি যুক্তিতর্কের মর্যাদা জানতেন, ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র এজন্য অযৌক্তিক বা প্রমাণ-প্রয়োগ-বিবর্জিত হতে পারে না। যে-শাস্ত্র যুক্তি-প্রমাণে টেকে না তা অসচ্ছাস্ত্র নিশ্চয়ই।

গীতার প্রসঙ্গ হতে স্বাভাবিকভাবেই যোগের কথা এসেছে। এ-যোগ পারিভাষিক শব্দ নয়—বাচ্যার্থে জীবাত্মা-পরমাত্মার যোগ। যোগঃ কর্মসু কৌশলম্—সমস্ত জীবনই এক যোগধারণা—উপনিষদের ভাষায় পুরুষ-যজ্ঞ। পল্লীগীতের রসিক নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় কতকাল আগে তার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন…'আমি আহার করি মনে করি আহুতি দিই শ্যামা মারে।' আবার অদ্বৈতবাদী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হয়েও শুনলেন আচার্য স্বয়ং লিখেছেন, 'যদ্ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।' কাজেই কর্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সম্যক্ অনুশীলনে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ বা 'সেই-ময়' হয়ে যাওয়াকেই শ্রীনিগমানন্দ পুরুষার্থ বলেছেন।

জ্ঞানী গুরুতে বিশেষ করে জ্ঞানযোগের কথাই রয়েছে। কিন্তু এখানেও তাঁর দৃষ্টি কেবল নির্বিশেষ অদ্বৈততত্ত্বে নিবদ্ধ নয়। সপ্তভূমিক জ্ঞানের কথা বলে প্রথমত তিনি শাস্ত্রের একবাক্যতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়েছেন, 'যোগশাস্ত্রমতে যাহা অষ্টাঙ্গযোগ, বেদান্তমতে যাহা সাধনচতুষ্টয়, দর্শনশাস্ত্রমতে যাহা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন এবং তন্ত্রশাস্ত্রমতে যাহা তত্ত্বসাধন—তৎসমুদয়ই ওই সাতপ্রকার জ্ঞান-প্রস্ফুরণের হেতু।' তারপর বলেছেন জ্ঞানলাভ করতে হলে আত্মজ্ঞান প্রকৃতিজ্ঞান পুরুষজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান চারটিই চাই। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কেবল বেদান্ত নয় পুরাণ যোগ তন্ত্র গীতা সব-কিছু হতেই শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যাতে বোঝা যায় তাঁর জ্ঞান-যোগ নব্যবেদান্তের সীমাতেই আবদ্ধ নাই। অথচ সরস্বতী-নামা সন্ন্যাসী হিসাবে তা-ই হওয়া উচিত ছিল না কি? কিন্তু তিনি তো সম্প্রদায়বিশেষের কথা বলতে বসেননি। তাই ব্রহ্মনির্বাণ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি গীতা যোগবাশিষ্ঠ তন্ত্র সাংখ্য ও ন্যায়দর্শন এমন কি বৌদ্ধ নির্বাণের সংজ্ঞার্থ আলোচনা করে বললেন, 'মুক্তি সম্বন্ধে ভাবপক্ষে অনৈক্য থাকিলেও অভাবপক্ষে সকলেরই প্রায় ঐকমত্য আছে।'

এই সম্যক্‌দর্শনের প্রেরণা নিয়েই মায়াবাদের আলোচনা করতে গিয়ে অবিদ্যা আর বিদ্যাকে তিনি এক মহাশক্তির লীলা বলে উপস্থাপিত করেছেন। মায়া জয় করতে হলে সেই আদ্যাশক্তির কৃপা চাই। 'শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে'—তন্ত্রের এ-বচন উদ্ধৃত করে এরপর তিনি সরাসরি কুণ্ডলিনীসাধনের প্রসঙ্গ তুলেছেন। তারপর গীতাপ্রবক্তার অনুসরণে যোগ বলতে সুকৌশল কর্ম বা সাধনবিশেষ এই অর্থ ধরে নিয়ে অষ্টাঙ্গযোগ প্রকৃতি-পুরুষযোগ রসানন্দযোগ ব্রহ্মযোগ রাজযোগ (তন্ত্রোক্ত) নাদ-বিন্দুযোগ—একসঙ্গে যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত নানা উপায়ের কথা বলে গেছেন। যোগী গুরুর মত এক্ষেত্রেও বিভূতিযোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জ্ঞানী গুরুর বক্তব্য শেষ হয়েছে।

যোগশাস্ত্রের কর্মকাণ্ডই তন্ত্র। তন্ত্র সাংখ্যদর্শন ও উপনিষদের সার—শ্রীনিগমানন্দ এই বলে তাঁর তান্ত্রিক গুরুর মুখবন্ধ করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগের বই তুইখানাতেই এর সূত্রপাত করা হয়েছিল। যোগ জ্ঞান ও তন্ত্রশাস্ত্র স্বতোবিরোধী নয়। 'তন্ত্রের ব্রহ্মবাদ' ও 'ব্রহ্মসাধন' তান্ত্রিক গুরুর আদি এবং অন্তে এই তুটি অধ্যায়ে তিনি তন্ত্র যে শ্রুতিমূলা তার সেই মর্যাদা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর এ-বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে তন্ত্রের অন্য সবকিছু। দেব-দেবী দীক্ষা অভিষেক কাম্যকর্ম মানসপূজা মালাজপ যোনিমুদ্রাযোগে জপ অজপাজপ শ্মশান ও চিতাসাধন কুলাচার পঞ্চমকারে সাধনা চক্র কিছুই তিনি বাদ দেননি। ঋদ্ধি-সিদ্ধির কথা তো থাকবেই। শ্রীনিগমানন্দের মত হল, 'তন্ত্রশাস্ত্র সাধনার কল্পভাণ্ডার; যে যাহা চাহিবে তন্ত্র-শাস্ত্র তাহাকে তাহাই প্রদান করিবে। ** রোগী ভোগী বা যোগীর কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না। * * * জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া তন্ত্রের সাধনাপ্রণালী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই তন্ত্রের চরম লক্ষ্য। ভক্তি ও কর্মের সাহায্যে সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।'

শাক্ত বা বৈষ্ণব তুজনেরই মন্ত্র যন্ত্র এবং সাধনভজন তন্ত্রসম্মত। কাজেই যোগ ও তন্ত্র, সাধনপথ বলতে এই তুটি—কথাটা অমূলক নয়।

প্রেমিক গুরু তাঁর সর্বশেষ লেখা। এর ভূমিকায় তিনি অনায়াসে বলে বসেছেন, 'আমরা ভক্তসমাজের সর্বসম্প্রদায়ের মতই এক-একটি পথ ভাবিয়া তাহার সাধনরহস্য বিবৃত করিয়াছি। * * * ভাব-সাধনার শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় কিংবা বৈধ ও অবৈধ উভয় পন্থাই আলোচনা করিয়াছি।' সেসময় বাংলার গোস্বামীসম্প্রদায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কোন সাধনপন্থায় বৈষ্ণবীর প্রয়োজন হয় না' বলে যে-বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলেন, শ্রীনিগমানন্দ তার প্রতিবাদে লিখলেন, 'এ হল সত্যগোপনের চেষ্টা। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বিল্বমঙ্গলের পদ মহাপ্রভু স্বয়ং আস্বাদন করতেন। এঁরা প্রত্যেকে পরকীয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা কি এঁদের বৈষ্ণব বলবেন না? তাঁদের বরং লেখা উচিত ছিল—"উজ্জ্বলরসাত্মক সাধন অতিশয় দুষ্কর। অটলহৃদয় বীরভক্ত ব্যতিরেকে রমণীর সাহচর্যে কেহই ব্যভিচারের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং অনধিকারী হয়ে যারা সাধনার নামে ব্যভিচারস্রোত বৃদ্ধি করে তারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নয়।"

'পথ ও মতগুলি সম্প্রদায় হইতে বাদ না দিয়া শক্তি থাকে ত ভণ্ড ব্যভিচারিগণকে সম্প্রদায় হইতে তাড়াইয়া দাও'—এই মন্তব্য করে তিনি প্রেমিক গুরুতে কেবল বিধিমার্গ বা চৈতন্যোক্ত সাধনপঞ্চক নয়, সহজসাধন কিশোরীভজন শৃঙ্গারসাধন প্রতিটি পথের আলোচনা করেছেন। কিন্তু পথ যা-ই হ'ক না কেন, অদ্বৈতোপলব্ধিতেই সর্বমতের পরম পর্যবসান—তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রত্যেক সাধনাকেই অপ্রাকৃত ভূমিতে উন্নীত করেছে। বিশাল ভারত-ভূখণ্ডে হিন্দুধর্ম নামে যে সুপ্রাচীন ধর্ম কত যুগ ধরে মহামহীরুহের মত বেড়ে উঠেছে, তার প্রতিটি শাখা-প্রশাখার একটা তালিকা দেওয়াতেই শ্রীনিগমানন্দের উল্লাস। এবং সেইসঙ্গে লক্ষ্য জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়। প্রেমিক গুরুর উত্তর স্কন্ধে তাঁর এ-ভাবনা সুন্দরভাবে ফুটেছে। শুধু ভারতবর্ষের সেশ্বর ও নিরীশ্বর দর্শনগুলি নয়, পাশ্চাত্য দর্শনের কিছু খবর রাখাও তাঁর মতে দরকার। পৃথিবীর যেখানে যত দর্শনশাস্ত্র, মুক্তি বলতে তারা কি বুঝেছে এর তুলনামূলক আলোচনান্তে নির্বাণমুক্তিকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে চেয়েছেন। চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী এই নির্বাণমুক্তির সাধক। বৈদিক সন্ন্যাস ছাড়া তন্ত্রোক্ত সন্ন্যাস আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের বুকে যে অগণিত ত্যাগীসম্প্রদায়, তাদের একটা দীর্ঘ তালিকা দিয়ে শ্রীনিগমানন্দ তাদের প্রত্যেককেই মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। ত্যাগ-বৈরাগ্য সকল সম্প্রদায়ের প্রাণ, তাই সকলেই সন্ন্যাসী, সকলেই প্রণম্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসীর পরমার্থ অদ্বৈতজ্ঞান। এটি বিশ্লেষণপথ। সাধনার কিন্তু তাতেই ইতি হল না। বিশ্লেষণপথের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য শঙ্কর। আর শ্রীগৌরাঙ্গ সংশ্লেষণ বা ভক্তিপথের দিশারী। জ্ঞান বা বিশ্লেষণ পথে ব্রহ্মোপলব্ধির পর যিনি সংশ্লেষণপথে ফিরে আসেন তাঁর জীবনই পূর্ণ জীবন—প্রেমিক গুরুর চূড়ান্ত রায় এ-ই। শ্রীনিগমানন্দ নিজেও নির্বিকল্প জ্ঞান লাভের পর প্রেমবিলাস-বিবর্তে আত্ম-হারা হয়ে লীলানন্দ আস্বাদ করেছিলেন। কিন্তু নিজের কথা তিনি বলেননি। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সনাতন ধর্মের বিচিত্র বীর্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সর্বশেষে তিনি নাম করেছেন তাঁর সামসময়িক অবতার-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কেউ না হয়েও তিনিই বোধহয় সর্বপ্রথম তাঁকে **ভগবান্ রামকৃষ্ণ** বলেছিলেন। জ্ঞান-ভক্তির মিলিত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণে যুগ-যুগবাহিত সনাতন ধর্ম বাস্তবে রূপ ধরেছে। তাঁকে নিমিত্ত করে ভারতবর্ষ দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের পথে।

জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় ঘটেছে যাঁদের জীবনে, শ্রীনিগমানন্দের মতে কর্মযোগ যে সেইসব জীবন্মুক্তেরই সাধ্য—এ নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। নিজের জীবনে তিনিও ভগবৎপ্রীত্যর্থে নিরলস কর্মকেই ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পাঁচখানা বইয়ে ফুটেছে তাঁর শাস্ত্রানুসারী দৃষ্টি। কিন্তু তার বাইরেও শ্রীনিগমানন্দের স্বতন্ত্র একটা পরিচয় ছিল। সেটি কর্মজীবনকে আশ্রয় করেই ফুটেছিল। এবার তার কথা।

জগদ্‌গুরুর সেবা ও জীবসেবা তাঁর জীবনব্রতের এই দুটি বিভাগ তিনি নির্দেশ করেছিলেন (দ্র. অর্পণনামা)। সনাতন ধর্মপ্রচার সৎশিক্ষা বিস্তার দরিদ্রনারায়ণ বা আর্তপরিচর্যা—এ হল জগদ্ধিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ জীবসেবা। স্বামীজির ভাষায় যাকে ব্রাহ্মণ্যভাবে জীবসেবা বলে, সেই জ্ঞানদানকেই তিনি মুখ্য মনে করতেন। কিন্তু শূদ্রভাবে সেবাকেও তিনি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি। পারা তখন সম্ভব ছিল না। স্বামীজির প্রভাব সেসময় বাংলায় পূর্ণ বর্তমান। চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীনিগমানন্দ তা কাটিয়ে উঠতে পারেননি বা চাননি। তবে তাঁর কাছে 'এহো বাহ্য'। কর্মের আরেকটা অন্তরঙ্গ দিক ছিল তাঁর—তাকে তিনি বলছেন জগদ্‌গুরুর সেবা। 'গুরু সেই সচ্চিদানন্দ —গুরু এক বই দুই নন।' সচ্চিদানন্দ-গুরুর ইচ্ছায় কারও-কারও গুরুগিরির 'চাপরাশ' মেলে। বাচ্যার্থে এবং ব্যঙ্গার্থে তাঁর তা মিলেছিল। গুরু হওয়াই শ্রীনিগমানন্দের মতে জগদ্‌গুরুর সেবা। 'চাপরাশ' পাওয়া মানেই তো নোকরি—যাঁর চাপরাশ তাঁর গোলামি করা। নিজের গুরুগিরিকে তিনি এই চোখেই দেখতেন।

জীব এবং জগদ্‌গুরুর সেবা—তাঁর কর্মজীবনের দুটি দিক্ এখন আলদা-আলাদা ভাবে আলোচনা করা যাক। প্রথমে বহিরঙ্গের কথা।

সময়টা হল ১৩১৫ সাল। দেশে মানুষ গড়ার হাওয়া বইছে। স্বামীজির এ নিয়ে কত স্বপ্ন ছিল। স্বামি-শিষ্য-সংবাদের একুশ অধ্যায়ে তার একটা বিবরণী আছে। প্রাচীনকালের মত গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন করবে বালব্রহ্মচারীরা। ব্রহ্মচর্যান্তে কেউ গিয়ে মঠের ভাব নিয়ে আদর্শ গৃহী হবে। কেউ-বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়ে মঠের জ্ঞানদানব্রতে সহায় হবে। স্বামীজি কর্মে চিত্তশুদ্ধির আদর্শকে তাঁর মঠে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। অন্নদান বিদ্যাদান জ্ঞানদান আতুরসেবা—এই সব হবে অন্তেবাসীদের জীবনব্রত। তিনি বলেছিলেন, 'জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে "আইডিয়ালস্" বেরোবে। এই মঠভুক্ত সাধুদের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিগমানন্দ বলতে গেলে ঠিক এই আদর্শ নিয়েই মঠ গড়লেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একখানা চিঠিতে স্বামীজি মঠে বিদ্যাবিভাগ প্রচারবিভাগ ও সাধনবিভাগের কথা বলছেন। কর্মসহায়ে অদ্বৈতজ্ঞান পরিপোষণ স্বামীজির প্রিয় কল্পনা ছিল, 'বেদান্ত কেবল পড়ে কি হবে? প্র্যাকটিকাল লাইফে শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। শঙ্কর এ-অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন। আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসার ও সমাজের সর্বত্র রেখে যাব বলে এসেছি।' বলতেন, 'তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা আমি দেখে খুশী হই।' আসামের এক বিজন অরণ্যে মঠ স্থাপন করে শ্রীনিগমানন্দ তাঁর অনুবর্তীদের মনে ওই নিষ্কাম কর্মের ভাবটাই ধরিয়ে দিতে চাইলেন। উপরে যেসব কাজের তালিকা আর বিভাগের কথা বলা গেল, তাঁর মঠেও এর প্রত্যেকটি ছিল। তবে কিছু পার্থক্যও ছিল। শ্রীনিগমানন্দ দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ মিশন গড়েননি। প্রথমত তাঁর মঠকে তিনি গ্রাসাচ্ছাদন ও আর্থিক ব্যাপারে স্বয়ম্ভর এবং স্বাবলম্বী করে তুলতে চাইলেন। ভিক্ষা করে টাকা এনে মঠ চিরদিন চলবে না। পত্তনের সময় পাঁচজনের কাছ থেকে কিছু টাকা চাই নিশ্চয়। কিন্তু তারপর চাষ-বাসের ব্যবস্থা গোপালন ইত্যাদি করে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান করবেন। পত্রিকা বার হবে নিজেদের প্রেস থেকে। ঢেঁকিশালা থাকবে—ধান-ভানা ঝাড়া বাছা অন্তেবাসীরা করবেন। পারলে তাঁতশালাও চালাবেন।

এর অনেকখানিই শ্রীনিগমানন্দ তাঁর জীবদ্দশায় বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছিলেন। তার কারণ মঠের প্রাণ ছিলেন তিনি। তাঁকে ভালবেসে যারা ঘর ছাড়বে তারা তাঁর কাজ করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করবে, এই ছিল শ্রীনিগমানন্দের তাঁদের প্রতি অনুশাসন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'জ্ঞানপথে সন্ন্যাসযোগ অবলম্বন বা ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা ভিন্ন ব্রহ্মনির্বাণের আর তৃতীয় পথ নাই' (চিঠি ২।৬৫)। তিনি বলতেন, প্রথমটি অত্যন্ত কঠিন বলেই তাঁর অনুগামীদের তিনি গুরুসেবা অবলম্বনের পথ ধরিয়ে দিচ্ছেন। এর সুফল ফলল সহজেই। নিষ্কাম কর্ম করা অশুদ্ধ মনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কি করব আর কার জন্য করব, গোড়ায় এ-দুটি ঠিক না হলে কোন কর্মই হয় না। ভগবৎপ্রীত্যর্থে করছি, এই বলে যদি-বা একটা প্রশ্নের উত্তর মেলে, কি করব তার হদিশ কে দেবে? শ্রীনিগমানন্দ তাঁর সেবকদের এ-ধাঁধাঁয় রাখেননি। কি করতে হবে তিনিই বলে দিচ্ছেন। আর তাঁর জন্যই সব-কিছু! লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট থাকায় কর্মীরা একজনে দশজন হয়ে খাটতেন। শ্রীনিগমানন্দের মতে ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবাতেই এক সঙ্গে কর্ম জ্ঞান ভক্তি তিনটির অনুশীলন। একে তিনি আত্মসমর্পণের সাধনা বলতেন।

মঠায়তনের আদর্শ উদ্দেশ্য সবই কিন্তু শ্রীনিগমানন্দের বহিরঙ্গ। অন্তরে তিনি ছিলেন সহজ মানুষ। নিজে ভালবাসায় ভগবানকে পেয়েছিলেন অন্তরতমরূপে। তাই তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁদের হৃদয়টি ফুটিয়ে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি উপদেশ দিতেন, 'বৃথা চঞ্চলতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া মঙ্গলময় ভগবান যেভাবে যেখানে রাখিবেন সেইভাবে থাকিয়া তাঁহাকে ডাক তাঁহার নাম কর তাঁহার জন্য পাগল হও; তিনি আপনি সাধিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। * * * প্রাণে না পাইলে বাহিরে পাওয়া বৃথা। * * * তিনি সর্বত্র, কিন্তু ভক্তের উপযুক্ত অবস্থা না হইলে সম্মুখে আসেন না। উপযুক্ত করিবার জন্যই সংসার-হাফরে পোড়া দেওয়া—বুঝলি?' (চিঠি ১।১)

এর মধ্যে বুদ্ধির কারচুপি মনের মারপ্যাঁচ কিছুই নাই। সোজাসুজি তাঁকে প্রাণ ভরে চাওয়ার কথা কেবল। তবে কি-না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলখ নিরঞ্জনকে প্রথমেই কি আমরা ধরতে পারি? তার জন্য গুরু চাই—একটি মানুষকে ভগবান জ্ঞানে আঁকড়ে ধরা প্রাণপণে। আর এইভাবে ধরা দেওয়ার জন্যই সমাধিমান পুরুষের গুরুভাব অঙ্গীকার। অন্তত শ্রীনিগমানন্দ তা-ই বুঝতেন।

'সন্ন্যাসের সাধনায় এ-হৃদয় শূন্য আকাশবৎ হইয়াছিল। এখন সেই শূন্য হৃদয়ে একটা প্রেমের চিদ্‌ঘন জগৎ গড়িয়াছি। তোরাই আমার সেই জগতের লীলা-সহায়ক! তোরাই যে আমার পিতা-মাতা, তোরাই যে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-দাস-দাসী প্রভৃতি পার্ষদ; তোদের আবার ডাকিব কি?' (চিঠি ১।২)

'যোগী গুরু' লিখতে গিয়ে বাণী-আবাহন করে গোড়াতেই তিনি বলেছিলেন—

'আর এক কথা মাগো নিবেদি চরণে
বিরহবিধুর মম আত্মীয়-স্বজনে
দেহ দিব্যজ্ঞান দিয়া
দিব্যপথ দেখাইয়া—'

'জ্ঞানী গুরু' উৎসর্গ করেছেন বাবাকে। 'তান্ত্রিক গুরু'তে মাকে স্মরণ করেছেন, 'প্রেমিক গুরু'তে স্মরণ করেছেন ষোড়শী বধূকে। কেনই বা করবেন না?

'জননি! জগজ্জননীর কোলে বসিয়া জানিয়াছি, তোমাদের ত্রিমূর্তি তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ মাত্র; মূলে তোমরা অভিন্না।'

ভালবাসার কোন সূত্রই তিনি ছেঁড়েননি, ছিঁড়তে চাননি। তার কারণ, তিনি জেনেছিলেন—

'প্রেম অখণ্ড অথচ ভিন্ন ভিন্ন আধারে ব্যষ্টিভাবে প্রকাশিত হয়ে কোথাও পিতামাতার বাৎসল্যরূপে কোথাও বা বন্ধুতে সখ্যরূপে কোথাও বা দাসরূপে কোথাও বা মধুররূপে ফুটে রয়েছে। কিন্তু মূলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই একই জিনিস। তাই যে আধারেই প্রেম হ'ক না কেন কালে সে আধার নষ্ট হয়ে তা ভগবানের ভোগেই লাগবে।' (শ্রুতি-স্মৃতি)

কাজেই এ-মানুষ যখন মঠ গড়লেন, তা শঙ্করসম্প্রদায়ের ধাঁচে গড়া হলেও মূল কাঠামোটা হল তত্ত্বাবেচ্ছাময়ী ভক্তি ও প্রেম-সেবোত্তরা গতির। মঠের কেন্দ্রে ঠাকুর নিগমানন্দ স্বয়ং যেন ভাবলোকের ষোড়শকল সোম্য পুরুষ। নারী-পুরুষনির্বিশেষে তাঁর সব ভক্ত-শিষ্যের তিনি প্রাণারাম প্রিয়তম, তাঁরা তাঁর আত্মার আত্মীয় যেন। আগেই বলেছি ভাবসাধনার পরে তিনি সবসময়ই একটা আবেশে থাকতেন। পরতত্ত্বকে তাঁর হ্লাদিনী, তাঁর নিত্যা প্রেয়সীরূপে সর্বত্র সর্বদা প্রত্যক্ষ করে প্রেমে যেন অন্তর গলে পড়ছে তাঁর। আর বিদ্যুৎ-বিকিরণের মত সেই মধুর ভাব সঞ্চারিত হচ্ছে পরিকরমণ্ডলীতে। তাঁরা আবার সেই প্রেমভক্তি অর্পণ করছেন তাঁদের ঠাকুরকে, তাঁদের গুরুকে। গুরু-শিষ্যে এমনি একটা অন্যোন্য-হৃদয়বিনিময়ের ভাবে মঠের আবহমণ্ডল সেসময় তড়িদাবিষ্ট (charged) হয়ে থাকত।

এই আবেশবিভোর পরিমণ্ডলে শ্রীনিগমানন্দ তাঁর অন্তরঙ্গদের কাছে যা বলতেন তা তাঁর পাঁচখানা বইয়ে নাই। শাস্ত্রবিধির ওপারে গেছেন যাঁরা, সেইসব অত্যাশ্রমীর স্বোপলব্ধিতে নতুন শাস্ত্র লেখা হয়। এইখানে তাঁরা মৌলিক, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। শ্রীনিগমানন্দেরও স্বতঃপ্রমাণ কিছু বিলক্ষণ বাণী ছিল—

'নির্বিকল্প সমাধির পর জ্ঞানী আবার দেহস্থ হলে হয় ভক্তিভাব নয় ত প্রেমভাব গ্রহণ করবে অর্থাৎ সাধনাবস্থায় তার যে পথে জ্ঞানলাভ হয়েছে সেই ভাবই প্রবল থাকবে। সাংখ্যজ্ঞান যাদের প্রবল তারা কতকটা ভক্তিভাব গ্রহণ করবে ; যাদের জ্ঞান পাকা নয় তারা কতকটা দাস্যভাব নিয়ে থাকবে। আর বেদান্তজ্ঞান যাদের প্রবল, তারা প্রেমিকভাবে জগৎকে জড়িয়ে ধরবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শঙ্করাচার্য ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ রূপ জগতে প্রচার করেননি। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। সগুণকে বুঝলে তবে না পূর্ণত্ব! তখনি ব্রহ্মজ্ঞান হয়। সগুণকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান আদৌ হতে পারে না। যেখানে শত বজ্রাঘাতেও চৈতন্য হয় না এমন জড়ও ব্রহ্মের অংশ। আবার যে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা থেকে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে সেই স্বপ্রকাশ অবস্থাও ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে কিছুই বাদ যাবে না।'

'এ জগতের অণুপরমাণুও ব্রহ্ম। সুতরাং জগতের একটি পরমাণুও বাদ পড়লে ব্রহ্মজ্ঞান হবে না'—এও তাঁর কথা। এই অখণ্ড দর্শনের অধিকার পেয়েছেন যিনি, তিনি দেখেন 'রাধা-কৃষ্ণ, প্রকৃতি-পুরুষ, শিব-শক্তি এসব সম্ভোগময়ী ভেদমূর্তি অবরব্রহ্ম। এ-ই হংসতত্ত্ব। আর সোঽহং=গুরু-অবস্থা; শ্রীগৌরাঙ্গ, অর্ধনারীশ্বর এসব বিপ্রলম্ভভাব অভেদমূর্তি। এ-ই নির্গুণ বা পরব্রহ্ম। সাক্ষিভাব পরাবর, সগুণ-নির্গুণ, স্বরূপাবস্থা, ভেদাভেদ তত্ত্ব।' *

নির্বিকল্পে সত্য বা বেদান্তজ্ঞান লাভ করে জ্ঞানী যখন প্রেমিক-ভাবে জগৎকে জড়িয়ে ধরেন, শ্রীনিগমানন্দের মতে তিনিই তখন প্রকৃত বৈষ্ণব।

'সখীই বেদান্তের "সাক্ষী চেতা"। পঞ্চভাব হতেও সখী বা গোপীভাব শ্রেষ্ঠ। গোপীর নিজের কোন কামনাই নাই। রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দেই তার আনন্দ। জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলানো কিংবা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ—এই সবই রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন, এই মিলনের দ্রষ্টা হওয়াই গোপীভাব। যুগল-মিলনের সমষ্টিগত আনন্দই সাক্ষিভাবে গোপী অনুভব করে, অথচ নিজে সে নির্লিপ্ত। এই তো বেদান্তের চরম সিদ্ধি। বৈষ্ণবের ভাবের সাধনা খাঁটি বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা ভাবের সাধনায় আমির সঙ্কীর্ণ অস্তিত্ব

* শ্রুতি-স্মৃতি বা নিগমপ্রসাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোপ হয়ে ভাবের আকারে তার প্রতিষ্ঠা হয়। বেদান্তের দ্বারা বৈষ্ণবের ভাব-পথ ঠিক করে নিলেই সবচেয়ে মধুর হয়, তখন আর কোনও ভুল থাকতে পারে না।

'হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রৎ ; এর মত মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত-জ্ঞান হলেই ভাবের সম্যক্ বিকাশ সম্ভব, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

'মধুরভাব সিদ্ধাবস্থা, অদ্বৈতভাব। তাতে আপন সত্তা একেবারে লোপ হয়ে যায়। প্রতি অণু-পরমাণুতে ইষ্টস্ফূর্তি হলে মধুরভাব। আর গোপী বেদান্তের সাক্ষী—ওইভাবে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েরই ভাব আস্বাদন।'*

ভাবের কথা হতে ভাবলোকের কথা আসে। শ্রীনিগমানন্দ বললেন—

'সচ্চিদানন্দ জ্যোতির্ময় সাগর, তাতে সচ্চিদানন্দঘন একটি দ্বীপ, তাতে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ একটি পুরুষ। এই হল ভাব-লোকের ছক। এ লোক নিত্য—এতে কখনও আবরণ পড়ে না ; সর্বদাই এখানে বিকাশের পূর্ণতম অবস্থা। এরই আভাস জগতে পড়েছে বলে অনিত্য জগতেও সকলের নিত্যানন্দের বিভ্রম উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব এই আভাসকে ধরে পূর্ণে যেতে চায়।

'ভাবলোক সচ্চিদানন্দগুণময়। কিন্তু এ-গুণ জগতের বিপরীত। অর্থাৎ জগতে গুণ অর্থে আবরণ বা সঙ্কোচ, আর ভাবলোকে গুণ অর্থে বিকাশ বা আনন্দের পূর্ণতম অবস্থা।

* শ্রুতি-স্মৃতি বা নিগমপ্রসাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ভাবলোক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের পার হলে তবে ভাবলোক বোঝা যায়। জ্ঞান হলে ভাব আপনি আসবে। আবার ভাব হতে জ্ঞানও আপনি আসে। ভাব আর জ্ঞান একে অপরে প্রতিষ্ঠিত।' *

ভাব ও ভাবলোক সম্বন্ধে শ্রীনিগমানন্দের এই সিদ্ধান্তগুলি কোনও শাস্ত্রে এমন সহজ করে বলা হয়েছে কি-না জানি না। এইটি তাঁর নিজের এলাকা ছিল। এ-সম্বন্ধে নানা জায়গায় তাঁর এত কথা ছড়ানো আছে যে তার সব এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমরা সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন করছি মাত্র। ভাবলোকের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধেও তাঁর একটা মত ছিল। তা এইরকম—

'প্রথমে নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনিই গুরু। তাঁর ইচ্ছা হল লীলা করবেন। লীলা একা হয় না। তাঁর ইচ্ছা মাত্র তাঁর শরীর হতে মায়ের উদ্ভব হল। এই মা-ই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ওই মা হতে একজন পুরুষ ও একটি নারীর উৎপত্তি হল। এঁরা পুরুষ-প্রকৃতি। তাঁদের থেকেই জীব-জগৎ স্থাবর-জঙ্গমাদি। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে মহাশক্তি বা সগুণ ব্রহ্ম তিনি কিন্তু অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেও তৃপ্ত হতে পারলেন না। স্রষ্টাকে তাঁর নিজের সৃষ্টি ভোলাবে কি করে? তাঁর ভিতর যেন কিসের অভাব—কিসের অপূর্ণতা থেকে গেল। তাই তিনি সৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে তপস্যা আরম্ভ করলেন। আর তাঁর তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে নির্গুণ ব্রহ্মও (যেন) কিছুদূর নেমে এলেন। এই নির্গুণ-সগুণের সন্ধিস্থলে অপ্রাকৃত ভূমিতে মা তাঁকে নিয়ে সংসার পাতলেন। এটা হ'ল মায়ের নিজের সংসার, এইটাই ভাব বা নিত্যলোক।

---

* শ্রুতি-স্মৃতি বা নিগমপ্রসাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আর মা আপনাকে পুরুষ-প্রকৃতি দুইভাবে বিভক্ত করে যে সংসার পাতলেন সেও তাঁর সৃষ্ট সংসার, এই পুরুষও গুরু। তবে এঁর কেন্দ্র সগুণ ব্রহ্ম হতে, নির্গুণ থেকে নয়।'*

এই যে সৃষ্টিক্রম, কোন দর্শনশাস্ত্রের ধরা-বাঁধা ছকে এ-ক্রম আঁটবে কি না সন্দেহ। কিন্তু শাস্ত্রকারেরাই কি সব কথা খুলে বলেছেন? তাহলে গুহ্যতত্ত্ব বা গুহ্যবিদ্যা কথাটা তাঁদের অভিধানে থাকত না। মনে হয় অনেক জায়গাতে তারই ইশারা রেখে গেছেন প্রাচীনরা। শ্রীনিগমানন্দ চলতি ভাষায় তাকে সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। নিত্য ভাবলোকের ভাবমূর্তি সম্বন্ধে মীমাংসা করতে গিয়ে তাঁকে বলতে শুনি—

'এখানে যা বস্তু সেখানে তা ভাব। এখানে যা ভাব সেখানে তা বস্তু। সঙ্গীতের রাগিণী অমূর্ত কিন্তু ভাবলোকে তারা মূর্তিমতী। এখানে কোন রাগিণীর গান শুনলে যে আনন্দ সেখানে সেই রাগিণীকে দেখলে তাই হয়। এখানে যার মূর্তি আছে সেখানে তা অমূর্ত। আর এখানে যা অমূর্ত তা মূর্ত হয়েছে সেখানে। দাস্য সখ্য প্রভৃতি ভাব সেখানে মূর্তিমান। * * * যোগ বা অন্য কোনও তত্ত্ব দ্বারা ভাবলোক জানা যায় না। জগৎ-রহস্য আয়ত্ত হলেও ভাবলোকের সন্ধান পাওয়া যায় না—এমন কি সমাধিস্থ যোগীও সে-লোকের খবর পান না। কেবল ভাবগ্রাহী প্রেমিক-ভক্তের সে-লোকে অধিকার।' (শ্রুতি-স্মৃতি)

বলা বাহুল্য, শেষ ছত্রটির সঙ্গে আগের উক্তির সামঞ্জস্য করা চাই, 'ভাব আর জ্ঞান একে অপরে প্রতিষ্ঠিত'।

তাঁর নিত্যলোক ও নিত্যলোকের পুরুষকে ধারণা করা আমাদের মত লোকের পক্ষে কঠিন। একজন তাই প্রশ্ন করেছিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তিই কি নিত্যমূর্তি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'একথা আমি স্বীকার

* জীবনী ও বাণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি না।' প্রশ্নকর্তা ব্যগ্র হয়ে আবার জানতে চান, 'আপনি আপনার প্রেমিক গুরুতে লিখেছেন শ্রীকৃষ্ণমূর্তিই নিত্যমূর্তি।' শ্রীনিগমানন্দ বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণমূর্তি নিত্যমূর্তি একথার অর্থ কি? তোমার শ্রীকৃষ্ণ কেমন? আমার মত দাড়ি-গোঁফ নাই বোধ হয়? মাদ্রাজের কৃষ্ণ দেখলে বাঙালীর তেমন শ্রদ্ধাভক্তি হয় না। আবার বাঙালীর কৃষ্ণ পশ্চিমাদের ভাল লাগে না। তাহলে এ-শ্রীকৃষ্ণমূর্তি কি? যার-যার মনগড়া নয়? তা কি নিত্য হতে পারে? নিত্য-ধামের মূর্তি ভাবঘন এবং চিন্ময়। যেমন ধর মাতৃভাব—সে-ভাব মাতৃত্ব অর্থাৎ সন্তানবাৎসল্য কোমলতা স্নেহ সন্তানের মঙ্গলকামনা অমঙ্গলনিরাকরণের শক্তি পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি গুণের সমষ্টি। সে-মাতৃভাবকে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। জগতের সমস্ত মায়ের যে-মাতৃত্ব—যে-মাতৃত্ব বাঘিনীরও আছে—তা দিয়ে যদি একটি মূর্তি গড়া যায়, তবে সে-মূর্তি দেখে শুধু মানুষ নয় বিশ্বের সব প্রাণীরই মা বলে মনে হবে। এই হল নিত্যমূর্তি। এমনি সকল ভাব সম্বন্ধেই।' *

আরেকজায়গায় আছে তিনি বলেছিলেন, 'ভাবজগতে ভাবের পার্থক্য। তা নাহলে তত্ত্বতঃ সেখানে সকলেই এক। ঠাকুরে-কুকুরে ভাবে পার্থক্য, তা নাহলে উভয়ই চিন্ময়। তোমরা যদি ভাবজগৎটা বোঝ, তার অনুধ্যান কর, তাহলে মৃত্যুর পর সেখানে গিয়েও চিন্ময়দেহে চিন্ময় ঠাকুরের পাশে দাঁড়িয়ে, এখানে যেমন পাখার বাতাস করছ—তেমনি চিন্ময় পাখা দিয়ে বাতাস করতে পারবে। এইটাই সবচেয়ে বড় ভাব। এই ভাবের সাধনাই তোমাদের এবার দিয়ে গেলাম।'†

---

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ কথাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড

† জীবনী ও বাণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুত জ্ঞানের ভিত্তিতে ভাবসাধনাই শ্রীনিগমানন্দের হৃদ্য ছিল। সনাতন ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে যিনি প্রতিপদে শাস্ত্রগৌরব খ্যাপন করেছেন, এইখানে তাঁকে দেখি নির্দ্বিধায় প্রচলিত শাস্ত্রবাক্য খণ্ডন করে নিজমত স্থাপনে কুশলী। শ্রীকৃষ্ণমূর্তি বলতে আমরা যা বুঝি তা নিত্যমূর্তি নয়, অনায়াসে একথা বলতে তাঁর আটকায়নি। তেমনি—স্বয়ং ভগবানই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—তার প্রতিবাদে তাঁকে বলতে শুনি, 'যেমন জড়জগতের বিকাশ করতে সূর্যের আসা প্রয়োজন হয় না শুধু তাঁর কিরণ এলেই হয়, তেমনি বৃন্দাবনলীলায় তাঁর কিরণ মাত্র এসেছিল। নিত্যজগৎ শূন্য করে তাঁর ভূ-বৃন্দাবনে আসার প্রয়োজন হয় না।' (শ্রুতি-স্মৃতি)

বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়ে কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'নিত্যলোক নাকি পঞ্চদশ যোজন বিস্তৃত?' শ্রীনিগমানন্দ উত্তর করলেন, 'আমরা জানি সগুণ ও নির্গুণের সন্ধিস্থানে ভাব বা নিত্যলোক। গোলোক-সম্বন্ধে সার্ভে সেটেলমেণ্ট জরিপ জবানবন্দী খতিয়ান কেউ করেছে কি না জানি না। ও সম্বন্ধে আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। সাধক নিজ দেহকেই বৃন্দাবন ভাবতে পারে। সিদ্ধ দেখেন এই জগতেই ভাবলোক ফুটে উঠছে।'*

সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের বিচারে শ্রীকৃষ্ণ চাররকম বা তিনরকম। শ্রীনিগমানন্দ বললেন, 'পূর্ণ জীবন বলতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন। বাল্য যৌবন প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য—চারটি অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন পূর্ণত্ব লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের যে কোন অবস্থাই লক্ষ্য কর না কেন, তাতে অতিমানুষ বিভূতির পরিচয় রয়েছে। সুতরাং তিন কৃষ্ণ বা চার কৃষ্ণের অবতারণা করার প্রয়োজনটা কি? তাঁর জীবনের একাংশ দেখে যাঁরা মুগ্ধ থাকতে চান তাঁরাই অন্যান্য অংশের জন্য অন্য কৃষ্ণের অবতারণা করেন। একই কৃষ্ণের যে সব অবস্থা নয় বা

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ কথাসংগ্রহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতে পারে না এ কি করে বলা যায়? তিনি সর্বাবস্থায় অতুলনীয় বলেই ব্যাস তাঁকে স্বয়ং ভগবান্ অ্যাখ্যা দিচ্ছেন।' *

সন্ন্যাসীর মঠ গড়লেও তাঁর সারস্বত মঠে যে আসলে ভাব-রসেরই ঢেউ খেলত এ বোঝাই যায়। শ্রীনিগমানন্দ নিজে গুরুতে আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন—গুরু বা ভগবৎকৃপায় তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস। কাজেই তাঁর সন্ন্যাসী সেবকদের তিনি গুরুবাদের উপযোগিতার কথাই সবসময় বলতেন। বলতেন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা।

'ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমত গুরুমুখে তা শুনতে হয়। শুনে শুনে সংস্কারলাভ করলে পর তার উপলব্ধির জন্য ব্রহ্মবিদ্ গুরু বা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। আবার ভক্তকেও দেবতার তত্ত্ব জানতে হয়। অর্থাৎ উপাস্য দেবতার সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্বের কিরূপ মিল, আমার সঙ্গেই বা দেবতার কি সম্বন্ধ এই সমস্ত বিষয় জেনে দেবতাতে আত্মসমর্পণ করলে তবে ভক্তিলাভ হয়। সুতরাং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সকলের সাধ্য।

'গুরু-শিষ্যের মত উচ্চ সম্বন্ধ আর কোথায়ও নাই। শিষ্যই গুরুর মন। গুরুর মন শিষ্যে অধিষ্ঠিত হলেই শিষ্য গুরুর সারূপ্য লাভ করে। গুরু যেন কাচপোকা আর শিষ্য তেলাপোকা। যতদিন শিষ্য কাচপোকাতে পরিণত না হবে, ততদিন গুরু কিছুতেই তাকে ছাড়বেন না।

'ব্রহ্মবিদ্ গুরু সাক্ষাৎ বেদান্তস্বরূপ। গুরুবাক্যকেই বেদান্ত-বাক্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি।"

'যারা সদ্গুরুর সেবার অধিকার পেয়েছে, জানবে আধ্যাত্মিক জগতে তাদের প্রত্যেকের উন্নতি ধরাই রয়েছে। গুরুগৃহের কর্মে কেবল গুণক্ষয় হয়; সাধন-ভজনও তো গুণক্ষয়ের জন্য। গুরু-

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ কথাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহের কর্ম ব্যষ্টিভাবে ধরলে জগতের, আর সমষ্টিভাবে ধরলে তাঁর। সুতরাং সাধন-ভজন করলে যা হত, তাঁর সেবা করলেও ঠিক সেই ফলই পাওয়া যাবে।'

কিন্তু কর্মযোগ বা ঠিক-ঠিক নিষ্কামভাবে কর্ম করা যেমন মুখের কথা নয়, তেমনি 'সাড়ে তিন পোয়ার মধ্যে অনন্ত'—এ শুনলে কেন চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। শ্রীনিগমানন্দ তা জানতেন। বলতেন, 'উপযুক্ত অধিকারী না হলে গুরুর কাছে বাস করার বিপদ আছে। যারা কাছে থাকে তারা লক্ষ্য ভুলে গিয়ে কেবল বড় বড় বচন শেখে আর শেষে তাদের হৃদয় মরুভূমি হয়ে যায়। তখন তারা একূল ওকূল দুকূল হারায়।' (শ্রুতি-স্মৃতি)

হৃদয় শুকিয়ে গেলে শ্রীনিগমানন্দের শিষ্য হওয়া অর্থাৎ তাঁর অনুশাসনের মর্ম বোঝা যে অসম্ভব, তা বোধ হয় না বললেও চলে। কিন্তু গুরু-শিষ্যের যে-সম্বন্ধ তিনি ধরিয়ে দিতে চাইতেন, শিষ্য যদি 'সমনস্কঃ সদা শুচিঃ' হয়ে সর্বদা তা মনন করে আর গুরু যদি সত্যই সদ্‌গুরু হন, তাহলে এর চেয়ে সহজ পথ আর নাই। আগুন ও ইন্ধনের উপমা নেওয়া যাক। ইন্ধন যদি শুষ্ক হয় আর আগুন যদি জোরাল থাকে, অগ্নিস্বাত্ত হতে কতটুকু সময় লাগবে ইন্ধনের? তেমনি, প্রকৃত সত্যান্বেষী শিষ্য যদি তার গুরুকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে তাঁর সেবায় আত্মবিসর্জন করতে পারে আর 'আমার শিষ্য ঈশ্বর হ'ক ব্রহ্ম হ'ক' এছাড়া গুরুর যদি অন্য কোন কামনা না থাকে, তবে এ-পথে সিদ্ধিলাভ অনায়াসসাধ্য।

হৃদয় দিয়ে পাওয়া বা প্রাণ দিয়ে ভালবাসার উপরে শ্রীনিগমানন্দের এত বেশী আস্থা ছিল যে সাধারণ বিচারে তিনি একটু মাত্রা ছাড়িয়েই কথা বলতেন। হয় ভগবান নয় গুরুকে ভালবাসা চাই —'মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।' আর তা-ও যদি না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, সংসারে যাকে হ'ক 'আমার সর্বস্ব' মনে করে ভালবাস না! এই জন্য তাঁর নিজস্ব মতামত আলোচনা করতে গিয়ে সন্ন্যাসীদের চেয়ে শ্রীনিগমানন্দ গৃহীদের সঙ্গে বেশী মন খুলে কথা বলতেন। মঠায়তনের নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, আছে শাস্ত্রানুশাসন। যে-রসসিদ্ধান্ত বেদান্ত ছাপিয়ে গেছে বলে মনে করেন বৈষ্ণব, তা সেখানে সোজাসুজি বলা চলে না। বলতে হয় রেখে-ঢেকে। কিন্তু গৃহীরা তো সহজেই রসের সাধনা করতে পারে—

'বৈষ্ণবের ভাবসাধন জগতের স্বাভাবিক উপাদান। নিত্য যা চোখের সামনে ঘটছে তা থেকেই ভাবগুলো নেওয়া হয়েছে। তাই ভাবের সাধনে বিরুদ্ধাচরণ আদৌ নাই, স্বভাবের অনুকূলেই ভাব-সাধনা। সন্ন্যাসাদি কঠোর সাধনাতে স্বভাব-বিরুদ্ধ নিয়ম-সংযম করতে হয়। আর জগতে যত রকম ভাবের বিকাশ আছে সব নিয়েই বৈষ্ণবের একেকটি সাধন-পথ। এই স্বাভাবিক ভাবগুলি ভগবানে আরোপ করতে পারলে অর্থাৎ ভগবানের জন্য এমনি সহজভাবে সাধনা করতে পারলেই জীবন সার্থক।' (শ্রুতি-স্মৃতি)

'পুরুষরা সব নষ্ট করে ফেলে—তা নাহলে স্ত্রী নিয়ে কি মধুময় জীবনই না যাপন করা যায়!' (জীবনী ও বাণী)

'ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ'—এ-শ্রুতিবাক্য কি শ্রীনিগমানন্দের অনভিমত ছিল? তা নয়। 'প্রেমিক গুরু'তে তিনি লিখেছিলেন, বৈরাগ্য দু'রকম হতে পারে, বিবেক-জাত ও ভক্তি-জাত। প্রথমটি পুরুষের বৈরাগ্য, তার পৌরাণিক দৃষ্টান্ত শ্মশানবাসী শিব। দ্বিতীয়টি প্রকৃতির, পুরাণকার রাজনন্দিনী উমার তপস্যায় তার উদাহরণ দিয়েছেন। শিবকে ভালবেসে শিবানীর সর্বত্যাগ—প্রেমের এই আত্মবিসর্জনে কৃচ্ছ্রতা কোথায়? প্রাণের টানে ও তো আপনি হয়! শ্রীনিগমানন্দ প্রাণ দিয়ে ভগবানকে চাওয়ার কথাই বলতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি আত্মার সত্য প্রাণের আরাম মনের আনন্দ তাঁকে প্রাণ-মন দিয়ে চাইলে যে অমৃতের উৎস খুলে যাবে অন্তরে! সাধনা তখন ধস্তাধস্তি নয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের মত স্বচ্ছন্দসঞ্চারী।

সাধনার নামে স্বভাবের উপর জবরদস্তিতে তাঁর রুচি ছিল না বলে গৃহীদের বেলায় তিনি আরও একটু রাস আলগা দিতেন। 'স্ত্রী নিয়ে কি মধুময় জীবনই না যাপন করা যায়'—এ উক্তিতে তার সঙ্কেত আছে। বিবাহিতদের তিনি বৈষ্ণবের সহজভজন আশ্রয় করার উপদেশ দিতেন অনেক ক্ষেত্রে। তাঁর 'প্রেমিক গুরু'তে এর বিস্তৃত আলোচনা আছে।

সহজভজনের পরিণাম কি অপূর্ব হতে পারে, তিনি তাঁর চোখে দেখা জাতরতি ছুটি ছেলে-মেয়ের কথা বলে সেটি বোঝাতে চাইতেন—

'আমার কাছে এই রকম একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ এসেছিল। কি সুন্দর তাদের ভাব! মেয়েটির বয়স চল্লিশের মত আর ছেলেটির বয়স কুড়ি-বাইশ। মেয়েটি প্রেমে সিদ্ধা ছিল। আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম "ও তোমার কে?" বললে "ও আমার ঠাকুর।" ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম "ও তোমার কে হয়?" ছেলেটি উত্তর করলে "আমি জানি না ও যে আমার কে।" এই বলেই ছুচোখ দিয়ে দর-দর করে জল পড়তে লাগল।' (জীবনী ও বাণী)

এ-পথের কথা বলে অবশ্য তিনি সেইসঙ্গে শ্রোতাদের সাবধান করতেও ভুলতেন না—

'সহজ সাধনের পথে তুজনের মধ্যে অন্তত একজনের, হয় নারীর না হয় পুরুষের সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। নতুবা রসানন্দ ভোগ করতে গিয়ে অনন্ত নরক ভোগ হয়ে যাবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরপর কি বলতে ইচ্ছা করে না যে, 'ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে'? উনি ঠিক কি চাইছেন বুঝতে পারছি না তো! সংক্ষেপে উত্তর হবে এইরকম—

'মর্ত্যেই তোমরা অমৃত-আস্বাদনের অধিকারী হও। জীবনটা করতে হবে আনন্দময়। দুঃখে কষ্টে রোগে শোকে জন্ম-মৃত্যুতে সর্বাবস্থায় নিজের আনন্দস্বরূপত্ব বজায় রাখতে হবে।'*

'মায়ের ছেলে—ব্রহ্মময়ীর সন্তান তোদের পাপ-তাপ কি? দুর্বলতা আসিবে কেন? মাকে ভুলিও না, মা-ডাক ছাড়িও না। * * * যে-কার্য্য মন্দ বলিয়া বিবেক বুঝাইয়া দিবে সে-কার্য্য যাহাতে না করিতে হয় প্রাণপণে সে চেষ্টা করিবে। ঘটনাচক্রে হইয়া গেলে তোমার দোষ কি? বুঝিতে হইবে মায়ের ইচ্ছাতেই তাহা সম্পাদিত হইল। কেবল নিজেকে আর মাকে ভুলিও না। নিজেকে ভুলিয়াও মাকে মনে করিও। মায়ের সংসার দিয়াই মায়ের কোলে উঠিতে হইবে। সুতরাং ইহা না ভুলিয়া জীবনপথ বাহিয়া চলিয়া যাও। শুধু ভয় পাইলে চলিবে কেন?' (চিঠি ১।৭৮)

শ্রীনিগমানন্দ চাইছেন একান্ত শরণাগতি। নির্বীর্য ক্লীব শরণাগত হতে পারে না—সেজন্য বীরভক্ত হওয়া চাই। 'আমি তাঁর' তিনি সবসময় আমার হাত ধরে আছেন—এ-বিশ্বাস প্রাণে যদি বদ্ধমূল হয়, স্খলন-পতন আপদ-বিপদেও জীবন 'শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্' না হবে কেন? কোন অবস্থাতেই মন তখন মুষড়ে পড়ে না। কিন্তু এমন প্রপত্তি সাধনার শেষপর্বে মিলতে পারে। গোড়াতেই তা পাব কেমন করে? প্রবর্তকের পক্ষে এ যে অসম্ভব। শ্রীনিগমানন্দ বলতেন, সম্ভব নয় কেন?

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তোরা সব ছেড়ে কেবল আমায় একটু ভালবাসতে চেষ্টা কর। তোদের ব্যক্তিগত সাধন-ভজনের প্রয়োজনীয়তা নাই কেন জানিস? তোরা আমার কাছে আসবি বলে তোদের হয়ে যে আমিই কঠোর তপস্যা করেছি। সাধন-সমুদ্র মন্থন করে অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে এসেছি। আমায় ভালবাসলেই তোরা সব পাবি।' *

ভালবাসার ভিখারী—গুরু নিগমানন্দের এ-ই কিন্তু মুখ্য পরিচয়। তাঁর কাছে গুরু-শিষ্যের সহজ ভালবাসার চেয়ে বড় আর কিছু ছিল না। সুধাংশুবালাকে তো তিনি ভোলেননি! সমাধি-ব্যুত্থিত সিদ্ধপুরুষ হয়েও মর্ত্যে সে-ভালবাসা পাওয়ার লোভ তাঁর যায়নি। আর, যে দেবে সে-ভালবাসা, সেও শুধুহাতে ফিরবে না। শ্রীনিগমানন্দের সব ঐশ্বর্য তারই জন্য!

তিনি নিজে একটি ছেলের কথা বলতেন—

'একদিন সকালে বসে আছি, অনেকে আমার কাছে এসেছে, ও ছেলেটিও এসেছে। সকলে আমায় প্রণাম করে কথাবার্তা বলে চলে গেল। ও কিছু বলে না বা কিছু করে না, চুপ করে আছে। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কি, তুমি কি জন্য?" প্রথমে কিছু বললে না, একটু পরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আকুল হয়ে আমার পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে বললে "ঠাকুর, আপনি যোগী গুরুর উৎসর্গ-পত্রের শেষে লিখেছেন, 'আমার আরও প্রার্থনা যে, যাহারা আমাকে আমার বলিয়া জানিয়াছে তাহাদের লইয়া যেন চরমে তোমার পরমপদে লীন হইতে পারি'—বলুন আপনি আমার, 'আমার' বলে আপনি আমার হাত ধরেছেন! আমি অন্য কিছু চাই না, নিশ্চিন্তে গিয়ে তবে সংসার করিগে।"'

---

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিগমানন্দ এ-ছেলেটিকে কোনদিন ভুলতে পারেননি। বলেছিলেন, এতদিনের মধ্যে ওই একটি ছেলেকে দেখেছি। তার ভাব দেখে বড় আনন্দ পেয়েছিলেন, আশ্চর্যও হয়েছিলেন।

আরেকটি ঘটনার সাক্ষী কেবল তিনি একা নন, তাঁর অনুচরদের অনেকেই এটি জানেন।

অশ্বিনীকুমার ধর নামে তাঁর একজন শিষ্য ছিলেন। স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাকে রেখে অশ্বিনীবাবুর দেহান্ত হয়। অসহায়া ছুটি মেয়ের উপর গ্রামের কিছু অসৎ প্রকৃতির লোক নানা উৎপাত আরম্ভ করল। গৃহকর্তা একনিষ্ঠ গুরুভক্ত ছিলেন। তাঁর সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মুখে শুনেছিলেন, ঠাকুর সর্বশক্তিমান। সরল বিশ্বাসে ঠাকুরকেই তিনি আঁকড়ে ধরলেন। 'স্বামী পুত্র সর্বস্ব বলতে তুমিই আছ ঠাকুর, তুমি ছাড়া কে আমায় বাঁচাবে'—আকুল হয়ে মনে-প্রাণে ডাকেন বিধবা। আশ্চর্যভাবে শেষ পর্যন্ত তাঁর সব বিপদ কেটে গেল। এরপর আশ্রমে এসে সমবেত বহুজনের সামনে ধরপত্নী জলভরা চোখে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বলছেন যখন, তখন সকলের সামনে শ্রীনিগমানন্দ আত্ম-হারার মত ওই মেয়েটিকে কাছে টেনে নিলেন। বলে উঠলেন, 'এ-ই সত্য আর সব মিথ্যা। কি হবে তোদের মঠ আশ্রম সঙ্ঘ, যদি এই এর মত না আমায় ভালবাসতে পারিস ?'

শ্রীনিগমানন্দ কি যে চাইতেন, উপরের ছুটি ঘটনা থেকে তা বুঝতে আর বাকী থাকে না।

বাংলায় অন্তত আরেকজন সদ্‌গুরুর কথা জানি যিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন, তোমরা শুধু আমায় ধরে থাক আর সব আমি করব। আমরা গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের কথা বলছি। তাঁকে সোজাসুজি বলতে শুনি, 'তোমাদের গতি যদি তোমরাই করবে তাহলে চব্বিশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘণ্টা এভাবে আমি বসে আছি কেন? তোমরা তো রাজপুত্র—পেট ভরে খাবে বন ভরে হাগবে। তোমাদের আর চিন্তা কি?'

গুরুভাবে শ্রীনিগমানন্দও তাঁর অনুবর্তীদের এ-আশ্বাস দিয়েছেন। তবে কিনা তাঁর দাবির ধরন একটু অন্যরকম। গোঁসাইজী যেন বাৎসল্যভাবে লালন করতেন শিষ্যদের। শ্রীনিগমানন্দ মধুরা-রতির দাবিদার। ওই তাঁর বীজ-সত্তা।

কিন্তু বৈদিকরা বলতেন, আমপাত্রে সোমরস রাখা যায় না, পাত্র বিদীর্ণ হয়ে যায়। আধারশুদ্ধি না হলে সহজ ভালবাসায় একটি মানুষকে 'আমার ঠাকুর' বলে জড়িয়ে ধরা আর সেই রসাস্বাদে বিভোর হয়ে সব তুচ্ছ করে হাসিমুখে দিন কাটানো মুখের কথা নয়।

অথচ বুঝেও যেন শ্রীনিগমানন্দ তা বুঝতেন না।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও তিনি যে প্রেমের কাঙাল, রসোল্লাস আস্বাদনে একান্ত লোলুপ—এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করা তাঁর মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের পক্ষে কঠিন ছিল। তাঁদের ঠাকুর কথায়-কথায় শুদ্ধসত্ত্ব ঋষিপন্থা বৈদিক মতের (চিঠি ১।১০) মর্যাদা খ্যাপন করেন, কিন্তু আচরণে তিনি শৈব না বৈষ্ণব তা বুঝে ওঠা যায় না।

এক্ষেত্রে গৃহীরা তাঁকে একটুখানি বুঝবে, শ্রীনিগমানন্দের এই-রকম একটা প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এই অত্যাশ্রমীকে তাঁরাও সম্যক্-রূপে ধারণা করতে পারেননি। তাঁর আসল কথাটাই না গৃহী না ত্যাগী কেউ ধরতে পারতেন না: ভালবাসা খাঁটি হলে তা দেবতার পায়েই পৌঁছায়। আর সে-ভালবাসা যার জেগেছে, তার সংসার ও অরণ্যে তফাত থাকে না, পাত্রটি মেয়ে না পুরুষ সে-হিসাব ঘুচে যায়।

শ্রীনিগমানন্দ কথাটা ধরিয়ে দিতে চাইতেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মানুষকে ভগবান বলে না চেনার আগে সংসার করা বৃথা।'

গৃহীদের এ-সূত্র দেখিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসীদের আবার বলতেন, 'মানুষকে ভালবেসে যাদের এখনও সাধ মেটেনি তারা সন্ন্যাসের জন্য ঘর ছাড়ে কেন?'

আর উভয় পক্ষকেই উদ্দেশ করে বলতেন—

'স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান থাকতে প্রেম হয় না।'

কিন্তু না, এর কোনটাই শুনতে যত সহজ আসলে তত সহজ নয়। মাঝখান থেকে ভাবরসের নেশায় মশগুল হয়ে 'হারাইয়া লাভে-মূলে' ভরাডুবি করে বসি আমরা। না আসে গুরুতে ভগবদ্-বুদ্ধি, না হয় তাঁকে ভালবাসা।

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যেই শ্রীনিগমানন্দ একটা বিশেষ ঘটনায় এ-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। বুঝেছিলেন, তাঁর ভাল-বাসার সূত্রে বাঁধা পড়ে গৃহী ও ত্যাগীর সম্মেলনে যে-সঙ্ঘ গড়ে উঠবে বলে তাঁর আশা ছিল, ভিতরে-ভিতরে তার গোড়া নড়ে গেছে।

'হায়, আমার নিঃস্বার্থ হৃদয়ভরা প্রেম কেহই লইল না। আমি যাচিয়া সাধিয়া লোককে দিতেছিলাম, তাই কি এত ঘৃণা এত অনাদর করিল? করুক, কিন্তু সেই প্রেমের ঠাকুর তো অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। জগতে বুঝি এ জীবনে আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিব না।' (চিঠি ১।৪৪)

তাঁর অন্তরঙ্গ ভাবনার কথা এই পর্যন্তই। এবার আবার তাঁর ভাবনার বহিরঙ্গের কথা বলি।

বৈদিক ঋষিরা ছিলেন শ্রীমন্থী পুত্রমন্থী। পিতা-পুত্রীয়সম্প্রদানে বিদ্যার ধারা বহতা রাখাই ছিল তাঁদের আদর্শ। ব্রহ্মচারীকে আচার্য সাবধান করে দিতেন, 'প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।' অবশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ্য অধিকারীকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যপালনের অনুমতিও আচার্য দিতেন। কিন্তু 'রসে বশে' থেকে পূর্ণ জীবন যাপন করাই বৈদিক সমাজের প্রধান লক্ষ্য ছিল, তা কি অস্বীকার করা যায়? 'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ'—এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহীই তিন আশ্রমের ধারক। পাঁচবৎসর বয়স হলেই ছেলেকে গুরুগৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে পাঠানোর পিছনে যে মনোবল ও আদর্শবাদ রয়েছে, ব্রহ্মনিষ্ঠ হলেই তা দেখা দেয়। আবার ব্রহ্মচর্যপালনের মূলে রয়েছে সদ্‌গৃহস্থ হওয়ার প্রস্তুতি। 'ব্রহ্মবিহার'-অভ্যস্ত গৃহীই বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমের সুযোগ্য অধিকারী এবং ও-দুটি আশ্রমে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনের জন্যই যথাসাধ্য নিষ্ঠায় বর্ণাশ্রম-ধর্মপালন। বৈদিক আর্য-ভাবনায় এজন্য চতুরাশ্রম অন্যোন্যসম্বদ্ধ, আর গৃহাশ্রমকে শ্রেষ্ঠাশ্রম না বললেও জ্যেষ্ঠাশ্রম বলতে তাঁরা দ্বিধা করেননি। প্রাচীন সমাজসংস্থিতির পিছনে ছিল ঋষি-সঙ্ঘের অনুশাসন। তাঁরা নেতি বিচারে জগৎ ছেড়ে গিয়ে আবার যখন ভাটিয়ে আসতেন, তখন 'জগৎ মিথ্যা' এর পরিবর্তে 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এই ভাবনাই তাঁদের জীবনে রূপ ধরত। জগৎসংসারকে দিব্য করে তোলা, জীবনে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জুড়ি মেলানোই তাঁদের মতে ছিল সম্যক্-দৃষ্টি। এইজন্য আমাদের শ্রুতি-স্মৃতিতে ইতিহাস-পুরাণে সন্ন্যাসের চেয়ে অনাসক্ত গৃহাশ্রমের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশী।

'সংসারভীরু কাপুরুষের জন্য সন্ন্যাস নহে। আত্মসুখ: পরকে বিলাইয়া দিবার জন্যই সন্ন্যাস।' এ-সন্ন্যাস যাঁরা নেবেন তাঁরাও জগদ্ধিতের জন্য মোক্ষকে তুচ্ছ করবেন। তাঁদের কাছ থেকেই হাতে-কলমে নিষ্কাম কর্মযোগের শিক্ষা-দীক্ষা নেবে গৃহী। এদেশে ক্ষত্রিয় রাজা ও ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিয়োগের মধ্যে এই গৃহী-সন্ন্যাসীর অন্যোন্য-সন্নিকর্ষের আদর্শই ছিল। জ্ঞানযোগীর সংসার ছেড়ে অরণ্যবাসী হলে চলবে না। তাঁর জ্ঞান ও সুকৌশল কর্ম সমাজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্চারিত হ'ক। আর ওদিকে গৃহী তাঁর ঘরকেই আশ্রম করে তুলুন। তিনি গৃহে থেকেও অনিকেত, কর্ম করেও নৈষ্কর্ম্যে প্রতিষ্ঠিত।

বসিষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্য বেদ-উপনিষদের দুই প্রখ্যাত ঋষি এদেশে গৃহাশ্রমিরূপেই পুরাণপ্রসিদ্ধ। আবার উপনিষদে দেখা যায় প্রবাহণ জৈবলি অশ্বপতি অজাতশত্রুর মত ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছে ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছু ব্রাহ্মণরা সমিৎপাণি হয়ে এসেছেন।

প্রাচীনকালের মত আদর্শ গৃহস্থজীবন প্রতিষ্ঠা আর গৃহী ও ত্যাগীর অন্যোন্য-ভাববিনিময়ের কল্পনা, বলতে গেলে শ্রীনিগমানন্দকে যেন পেয়ে বসেছিল। তাঁর জন্মযুগ ও দেশের আবহাওয়ায় যে-পটভূমিকা পাওয়া যায়, তাতে বেশ বুঝতে পারি তখন সারা বাংলাতেই কেমন করে যেন এসব প্রাচীন আদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটছে। সে-যুগের মনীষীরা বৈদিক যুগকেই নতুন করে চোখের সামনে তুলে ধরছিলেন। আর্য শব্দটির জনপ্রিয়তা তার একটা সামান্য প্রমাণ। এসময় আর্যদর্শন আর্যধর্ম আর্যনারী কথাগুলির যেন ছড়াছড়ি পড়ে গিয়েছিল। মোক্ষমূলর আমাদের আর্য বলে মান দেওয়াতেই হয়তো এ-উদ্দীপনার উদ্ভব।*

ঘর-সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হওয়াই শেষ কথা নয়, জীবনকে সব-রকমে গুণসমৃদ্ধ করে তোলাই যে পরমাদর্শ, এককথায় এটি বোঝানোর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' বেছে নিয়েছিলেন। স্বামীজি আবার ত্যাগীর জীবনকেই বড় করে তুলে ধরলেন বটে; কিন্তু সে-জীবন ইহবিমুখ সমাজবিরাগী নয়। ব্রহ্মজ্ঞান মানে ওই দেওয়ালটার মত জড় হয়ে যাওয়া নয়। অথচ সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শনই সম্যক্ জ্ঞান—এই উপদেশ দিয়ে তিনি বৈদান্তিক আদর্শকে, কর্মসন্ন্যাসকেই মর্যাদা দিলেন বেশী। শ্রীনিগমানন্দ পুরাপুরি বৈদিক ভাবনায় ভাবিত। সন্ন্যাসীকে

* কিন্তু দয়ানন্দ সরস্বতী তার আগেই 'আর্যসমাজ' স্থাপন করেছিলেন। কাজেই কেবল প্রতীচ্যের মুখ থেকে শুনে নয়, অন্তরের প্রেরণাতেই আর্যাবর্তে তখন আর্যঋষিয় ভাবনা সঞ্জীবিত হচ্ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ছোট বলেননি। শঙ্করের প্রভাব তাঁর জীবনে অসাধারণ। অদ্বৈতমত বা সাক্ষিভাবে স্বরূপাবস্থানই জীবনের চরম লক্ষ্য, এও তিনি বারবার বলেছেন। কিন্তু কোন্ পথে তা পাওয়া যাবে, সে-হদিশ দিতে গিয়ে তিনি শঙ্করপন্থায় সন্ন্যাসের দিকে আদৌ জোর দেননি। সেবাসহায়ে চিত্তশুদ্ধি বা গুরুকে ভালবেসে হৃদয়ের দুয়ার খুললে তবেই ব্রহ্মজ্ঞান কি ভগবানকে পাওয়া সহজ—এ-ই তিনি বলতেন। সেজন্য সন্ন্যাস অপরিহার্য নয়। ঘরে বসেও তার প্রস্তুতি চলে। আগে একটি মানুষকে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে ভালবেসে তার সেবায় আত্মবিলোপের প্রয়াস—এ-ই সাধনার আদিপর্ব। অহংবিসর্জনের চেষ্টায় বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা গিয়ে চিত্ত উদার হবে। তখন গুরু বলবেন—

(১) 'ফুলকে আদর্শ কর। ফুল আপনি ফোটে আবার আপনিই ঝরে পড়ে। দেবসেবায় দিলেও আপত্তি নাই আবার নারকীয় সেবায় দিলেও আপত্তি নাই। সেবাই তার ধর্ম।'

কিন্তু এমনি করে নিজেকে নির্বিচারে বিলিয়ে দেওয়া তখনই সম্ভব, যখন জানি সব তাঁর। আমার এ-জীবনও তাঁর, বিশ্বজগৎ তিনি ছাড়া কিছু নয়। শ্রীনিগমানন্দ তাই নিষ্কাম কর্মীকে প্রবোধিত করতে শোনালেন—

(২) 'জলের নীচে কলসী ডুবিয়ে রাখলে যেমন হয়, আমরাও তেমনি ভগবানের মাঝে ডুবে আছি। বাস্তবিক আমাদের উপাদান তো ভগবান হতে ভিন্ন নয়। আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান, আমাদের নিরানন্দ কেন আসবে ? আমরা যে আনন্দের উৎস !'

(৩) 'যোগ করব কি সাধন করব এমন সঙ্কল্পও করবে না। ভগবানকে দেখতে চাওয়াও একটা কামনা। স্থূলের কামনার চেয়ে সূক্ষ্মের কামনা আরও প্রবল। আর ওসব থাকতে তাঁর কৃপা উপলব্ধি হয় না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪) 'সুখ-দুঃখ সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত সদসৎ এসবই আসবে আবার চলে যাবে; তাদের সঙ্গে নিজকে কখনও জড়িয়ে ফেল না। এ-জগতে তোমার হেয়ও কিছু নাই উপাদেয়ও কিছু নাই। জীবনে গুণের নানা স্তর আছে। কখনও দেখা যায় কিছুতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য রোধ করা যাচ্ছে না। আবার কখনও-বা সাত্ত্বিক ভাব আপনিই জাগে। এই সব বিচ্ছিন্ন স্তরে নিজকে ঠিক রাখতে হবে। কিছুতেই অশান্তি বা চিন্তা আসতে দেবে না। এমনি করে সকল অবস্থাতে নিরুদ্‌বিগ্ন থাকতে পারলে তুমি তো শঙ্কর হয়ে গেলে।'

(৫) 'ভগবানকে মাতৃভাবে ভজনা করা যায়। মাতৃভাব মানে একটি স্ত্রী-মূর্তির চিন্তা নয়। মায়ের মত স্নেহ-আবদার ভগবানে আরোপ করা। মা মা-ই। তাঁর কাছে যোগ জপ তপ কিছুই নাই। পার তো তাঁকে ভালবাস, তাঁর কাছে আবদার কর, তাঁর ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশিয়ে তাঁর উপর নির্ভর কর—এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাধনা।' *

এই উপদেশগুলি হতে শ্রীনিগমানন্দ-নির্দেশিত সাধনপদ্ধতির পরিষ্কার আদরা পাওয়া যায়। তাঁর পাঁচখানা বইয়ে তিনি শাস্ত্র-প্রমাণে যে-সাধনক্রম দিয়েছেন, এ ঠিক তা নয়।

প্রথম কথা হল, এ-সাধনায় গৃহীসন্ন্যাসীর ভেদ নাই। প্রত্যেক মানুষই সেবাসহায়ে চিত্তশুদ্ধির সাধনা করতে পারে। আগেকার দিনে সমাজে বাবা-মাকে দিয়ে এই গুরুসেবার আদর্শ ধরিয়ে দেওয়া হত। মেয়েদের ছিল পতিসেবা। অন্তেবাসীর পক্ষে গুরু বা আচার্য। লক্ষণীয়, হিন্দুসমাজে সর্বক্ষেত্রেই সেবার পাত্রে ভগবদ্‌বুদ্ধি আনতে বলা হয়েছে। এযুগে স্বামীজিই প্রথম পাত্রনির্বিশেষে সেবা-

* শ্রুতি-স্মৃতি, উপদেশামৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মের অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন। এও কিন্তু পশ্চিমের হিউম্যানিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌ নয়—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। অর্থাৎ মূল লক্ষ্য মমত্বের গণ্ডি ঘুচিয়ে দেওয়া, আমিত্বের প্রসার। সুতরাং এই সেবাধর্ম একাধারে কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়।

ভাবনা বেদনা (feeling) এবং সঙ্কল্প, চিত্তের তিনটি মৌলবৃত্তি হতেই জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম—যোগের তিনটি শাখার উদ্ভব। শ্রীনিগমানন্দ গোড়াতেই গুরু বা ভগবৎ-সেবার কথা তুলে নিত্যযুক্ত অবস্থার দিকে জোর দিতেন। এক্ষেত্রে যোগ আর বৃত্তিবিশেষের অনুশীলন নয়ঃ প্রাকৃত জীবনের আমূল রূপান্তরে আমার সারা জীবনই পুরুষোত্তম-যোগে বিধৃত। তাঁর বহু চিঠিতে এ-যোগের সঙ্কেত দিয়ে গেছেন তিনি। আমরা এখানে তার সামান্য কয়েকটা সূত্র উদ্ধৃত করেছি মাত্র।

চিত্তের ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প একসঙ্গে জড়ানো। প্রকৃতি-বিশেষে কারও-বা ভাবনানুযায়ী বেদনা ও সঙ্কল্প দেখা দেয়। কারও-বা বেদনার প্রেরণাতেই ভাবনা ও সঙ্কল্প রূপ ধরে। সঙ্কল্পানুযায়ী ভাবনা ও বেদনার অভিব্যক্তি আমাদের জীবনে কম। প্রাকৃত জীবন হয় ভাবনা নয় বেদনার বশে চলে—সঙ্কল্প কেবল ও-দুটির উপসর্গ। প্রপন্ন বা নিত্যযুক্ত জীবনের সঙ্গে এইখানে সাধারণ জীবন-যাত্রার পার্থক্য। তার গোড়াতেই থাকবে সঙ্কল্প—ভাবনা ও বেদনা তারই অনুকূলে গড়ে উঠবে।

শ্রীনিগমানন্দ তাঁর অনুগামীদের এজন্য প্রথমেই তাঁর সঙ্কল্পে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন। গুরুসেবা তারপর বিশ্বের সেবাই যেন তাদের সঙ্কল্প হয়। এ হল শাস্ত্রের ভাষায় কর্মযোগ। আর সে-কর্মের পোষক হবে এই ভাবনা যে, আমি তাঁতে ডুবে আছি। আমি যখন তাঁরই অংশ, তখন তাঁর মতই নির্লিপ্ত ঔদাস্যে সব দেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাব। জগতে আমার কাম্য কিছু নাই, আবার হেয়ও নাই কিছু। (২, ৩, ৪)

এ হল শ্রীনিগমানন্দ-নির্দেশিত জ্ঞানযোগ। এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন তিনি। পুরা এক অধ্যায়েও তা বলে শেষ করা যাবে না।

এ-ভাবনায় চিত্ত স্থির হয়ে গেলে সাধক স্বপ্রতিষ্ঠ এবং নির্ভীক হন। তখন ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো সহজ। আত্মার মহিমা উপলব্ধি না হলে কি তাঁকে আমার পরমাত্মীয় জ্ঞান হয়? তাই আগে ভাবনার বিশুদ্ধি চাই। তারপর রামপ্রসাদের মত বলা যায়, 'বৎস পাছে গাভী যেমন তেমনি পাছে-পাছে ধাবা।' ছেলেই কি কেবল মাকে চাইবে? মায়ের কি ছেলেকে দরকার নাই? আমি মায়ের ছেলে। 'আমি ভয় পাবনা চোখ রাঙালে।' ভবের হাটে ইচ্ছাসুখে খেলে বেড়াব। সময় হলে আপনি এসে ধূলা ঝেড়ে মা আমায় কোলে তুলে নেবে। (৫)

জ্ঞানের ভিত্তিতে এই নির্মল ভক্তিতে চিত্ত যখন বিগলিত, তখন অন্তরে আনন্দের নির্ঝর উছলে উঠবে। 'প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।' সেই প্রসন্ন চিত্ত নিয়ে সাধক ঠাকুরসেবা আর কুকুরসেবায় কোন পার্থক্য দেখবেন না। গুরু একদিন জোর করে যে-সঙ্কল্পে ব্রতী করেছিলেন শিষ্যকে, সেদিন তা স্বভাবের নিয়মে মজ্জাগত হয়ে যাবে।

কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সুষ্ঠু সমন্বয়ে জীবনের পূর্ণত্ব (perfection)। শ্রীনিগমানন্দ পূর্ণ-জীবন লাভের কথাই বলতেন। দেহপাতের পর কি হবে, তা নিয়ে তত মাথা ঘামাতেন না। আমিত্বের প্রসার এবং সেবাবুদ্ধিতে নিরলস কর্ম তাঁর উপদেশের সার কথা।

'যতদিন এই দুই ভাবের বিকাশ না হবে ততদিন হাজার দর্শন বা উপলব্ধি হ'ক তবু তাকে উন্নত মনে করতে পারি না। আর যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন অলৌকিক দর্শন না হয়ে এই দুটি ভাবের বিকাশ হয়েছে দেখব, তাকে উন্নত বলে গ্রহণ করব।' (শ্রুতি-স্মৃতি)

বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? ১৯০০ সালে স্বামীজি এ-প্রশ্ন তুলেছিলেন। বেদান্তীর পরিব্যাপ্ত বিশ্বচেতনা ও অদ্বৈতজ্ঞানই বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। আর ওই ব্যাপ্তিবোধ যদি হৃদয়ের দুয়ার খুলে না দেয়, তবে তা বেদান্তজ্ঞানই নয়। 'ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল'—স্বামীজির প্রাণের কথা। বেদান্তীর ব্যাপ্তিবোধ মূলে রেখে শ্রীনিগমানন্দ আবার ওই প্রেমের দিকটাকেই বড় করে তুলেছিলেন। ধর্মাচরণ বলতে জীবনটা শুকিয়ে ফেলা বুঝি বলেই ধর্মকে আমরা সরিয়ে রাখি। এইখানে শ্রীনিগমানন্দের আপত্তি। 'রসের তৃষ্ণা জীবের প্রাণে প্রাণে' এ তিনি বড় গভীর কথা মনে করতেন। তাই জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের উপদেশ দিয়ে শেষে সন্ন্যাসীদের বলে বসতেন, 'একটা কোন সংস্কারে বদ্ধ থেক' না। জীবনটা সর্বতোভাবে জানলে তবেই পূর্ণত্ব।' বলতেন, 'আগের দিনে সমাবর্তনের আগে গুরু ব্রহ্মচারীকে রতিশাস্ত্রের পাঠও দিতেন।' তাঁর মতে এজন্য 'তন্ত্রশাস্ত্র পূর্ণ শাস্ত্র—ভোগ এবং যোগের সমন্বয়ে জীবনে দেবত্ব ঈশ্বরত্ব ব্রহ্মত্বলাভই তন্ত্রের লক্ষ্য।'

বৈদান্তিকও ভাবমুখে থেকে লীলানন্দ আস্বাদ করবেন, জীবন-রসিক বলেই তাঁর কাছে এ-ই সিদ্ধির পারম্য। শাস্ত্রের ভিত্তিতে নিজের উপলব্ধ সত্যগুলি বিবৃত করে 'সিদ্ধি-যোগ' নাম দিয়ে তাঁর একখানা বই লেখার ইচ্ছা হয়েছিল শেষকালে। সে-ইচ্ছা আর পূরণ হয়নি।

সংসারের সবই থাক, কেবল তার মধ্যে ভগবানের আসন যেন পাতা থাকে হৃদয়ে। শুধু এইটুকু—তাঁর মতে এ কতই না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহজ ! কিন্তু 'সহজ সহজ সবাই কহয়ে সহজ জানয়ে কে ?' সহজ আমাদের সহ-জ নয় বলেই ঘরে-ঘরে বৃন্দাবন-কৈলাস দেখার স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্নই থেকে গেল। যদিই-বা সীমিত পরিমণ্ডলে কোথাও কয়েকটি শুদ্ধ ও মুক্ত প্রাণের সমবায়ে ক'টি বছরের জন্য বৃন্দাবন গড়েও ওঠে, কংসরাজার ভোজবাজিতে তার খেলা ভাঙতে দেরি হয় না !

একটি প্রাণকেও অগ্নিষ্বাত্ত করে তুলতে পারা—একে যদি তাঁর কর্মযোগের সাফল্য বলি তাহলে সে-সফলতা শ্রীনিগমানন্দ পেয়েছিলেন। অন্তত তুজন সন্ন্যাসী আর তুটি কি তিনটি মেয়ে তাঁর ব্রতে দীক্ষা নিয়ে উৎসর্পিণী শিখায় মহাকাশ আলো করে দিয়েছেন। লোকে হয়তো তাঁদের তেমন করে চেনেনি। কিন্তু জগদীশ্বরী জানেন তাঁরা নিগমানন্দের নিজ পরিকর—তাঁরই ভাবের উত্তরাধিকারী।

শ্রীনিগমানন্দ কিন্তু ওইটুকুতে খুশী হতে পারেননি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা সামান্য নয়। তিনি চাইতেন 'শত শত নিগমানন্দ।' কই তা হল ? বরং তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন, যা বলতে চান তাঁর অনুগামীদের অধিকাংশই তার ভাব বোঝে না।

১৩৩৮ সালে প্রকাশ্য সভায় তিনি বলেছিলেন—

'আমি যে-উদ্দেশ্য নিয়ে শঙ্কর-গৌরাঙ্গকে সম্মিলনীর সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম আমার সে-উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে দেখছি। তোমরা বলছ তোমাদের সাধনায় সিদ্ধি হয়ে গেছে। আমি দেখছি কারও সাধনাই আরম্ভ হয়নি।'

তাঁর কথা ধরেই এ-অনর্থের সূত্রপাত। তিনি তাঁর শিষ্যভক্তদের বলতেন—

'তোমরা আমায় একটু ভালবেস'...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মনে কর আমি সেই নিত্যলোকের পুরুষ'...

'গুরুতেই শঙ্কর-গৌরাঙ্গের ভাব। গুরুতে আত্মাহুতি দিলেই আপন আপন ভাব অনায়াসে ফুটে উঠে। এ-তত্ত্ব (গুরুতত্ত্ব) সার্বভৌম ও অতি মধুর।'

শিষ্য-ভক্তরাও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাশীল হয়ে বলে বসলেন, 'তুমিই তো শঙ্কর-গৌরাঙ্গের মিলিত বিগ্রহ। সরিয়ে দাও ওই ফটো। তোমায় আমাদের সভাপতির আসনে বসাব আমরা, শঙ্কর-গৌরাঙ্গকে নয়।'

এ যে নেহাৎ ভাবোচ্ছ্বাস, ভক্তির বাড়াবাড়ি কেবল, তত্ত্বজ্ঞান নয়—শ্রীনিগমানন্দের তা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু দোষ দেবেন কাকে, নিজের অদৃষ্টকে ছাড়া? তিনি যা বলেছেন তার এমন ব্যাখ্যাও সম্ভব বৈ-কি!

নিজের ভুল সংশোধন করতে গিয়ে তাঁকে বলতে হল, 'শঙ্কর-গৌরাঙ্গের আসনে বসবার যোগ্যতা আমি রাখি না, আমি তাঁদের দাসানুদাস। তোমরা যেমন ছোট, তোমাদের ঠাকুরটিও তেমনি ছোট। আমি যদি বড় হতাম তোমরাও যে সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে উঠতে। তোমরা বলছ আমার মধ্যে তোমরা শঙ্কর-গৌরাঙ্গকে দেখতে পাচ্ছ—এ তোমাদের নিছক কল্পনা।'* কিন্তু বলে নিজেই বোঝেন, বৃথা এ তাঁর 'অরণ্যে রোদন'। এরা নিগমানন্দ-ভজা হবেই। হ'ক, তাতে ভয়ের কিছু তিনি দেখেন না। তাঁর মতে, 'সত্যকে যে আশ্রয় করেছে ভুল থাকলেও ক্রমে ভুল দূর হয়ে তার সত্য লাভ হবে।' ওরা যদি দৃঢ় করে সত্যই তাঁকে ধরে থাকে, একদিন সত্যে পৌঁছাবেই। তাই শেষকালে বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। তোমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেই আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করব। কিন্তু বারবার তোমাদের স্মরণ রাখতে বলি, তোমরা

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শঙ্কর-গৌরাঙ্গের ফটো সরাতে চেয়েছিলে, আমি তোমাদের সাধনায় অসিদ্ধি হয়েছে জেনে আজ হতে এ-অনুষ্ঠানের ধারা বদলে দিলাম। এতদিন বৃথা অনুষ্ঠানের বোঝা বয়ে এসেছ তোমরা।...যে-অনুষ্ঠানে প্রাণের স্ফুরণ হয় না ভাবের বিকাশ হয় না সে-অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী আমি মোটেই নই।' *

কেবল ভাবে নয়, আনুষ্ঠানিক দিক থেকেও এমনি করে তাঁর অসাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রচারে ব্রতী সারস্বত মঠ হয়ে গেল গুরুবাদী এক সম্প্রদায়ের নিগমানন্দ মঠ। তখনও শ্রীনিগমানন্দের আশা, যদি তাঁকেও দৃঢ় করে ধরে ওরা, কালে মহাফল লাভ করবেই।

তাঁর দেহপাতের আর চারটি বছর বাকী তখন। ভাবের কথা না বলে এবার নিজেকেই দেখিয়ে দিয়েছেন বিনা দ্বিধায়, 'শঙ্কর-গৌরাঙ্গও মানুষ ছিলেন। মানুষ হয়েই মানুষের উপকার করা যায়। মানুষ হয়েই ভগবান মানুষকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করেন। পাথরের মূর্তিতে ভক্তির আবেশে যদি চৈতন্যের আবির্ভাব হয় তো মানুষ-মূর্তিতে সে-ভাব আরোপিত করলে মানুষ ঠাকুর হবে না কেন? তোরা সকলে মিলে যদি আমাকে ভগবান বলে মনে করিস তাহলে তোরা আমায় ভগবান করে তুলতে পারিস্ না কি?

'জীবন্মুক্ত, মহাপুরুষ, সদ্‌গুরু—এসব বাদ দিয়ে যদি মানুষ-ভাবেও কেউ আমায় ঠিক ঠিক ভালবাসে, তার চিত্তের উৎকর্ষ না হয়েই পারে না। কিন্তু ভালবাসা খাঁটি হওয়া চাই।

'আমাকে ভালবাসার অর্থ কি? না, আমার ব্যক্ত-অব্যক্ত ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

' "নরাকারপরব্রহ্মরূপায়াঽজ্ঞানহারিণে" এ-ধারণা খুব ভাল। তোমরা আমাকে এইভাবেই ধারণা কর। খুব বড় না ভেবে তোমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী আর যোগসিদ্ধ মনে করলেই যথেষ্ট। এই ধারণায়

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনা করে শীঘ্র ফল পাবে, কারণ তোমরা এই ধারণা শীঘ্র ধরতে পারবে।

'এই স্থূলদেহটা কেমন করে চিন্ময় হতে পারে? তোদের সামনেই এটা মরে যাবে, তোরা একে নিয়ে গাড়বি না হয় পোড়াবি। তবে এই দেহের ভিতরই আমার চিন্ময় দেহ আছে। তাই আমার এ পচাগলা দেহটার ধ্যান করলেও একদিন আমার আসল রূপ তোমাদের ভিতর ফুটে উঠবে।'*

এই কথাগুলি নিগমানন্দবাদকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছে বলা চলে। কিন্তু মুক্তমনে এসব কথা পড়তে গিয়ে সহজেই বোঝা যায়, 'আমায় মানুষ ভেবেই ভালবেস' এতবড় কথাটা যিনি বলতে পেরেছেন, তিনি আসলে নিজেকে সাধারণ মানুষ মনে করছেন না। করলে অতবড় কথাটা মুখে আনার সাহস হত না। কালো পর্দার পিছনে আলো জ্বলার মত ওই মানুষটির পিছনে রয়েছে আদিত্যবর্ণ সেই 'পুরুষ-বিশেষে'র মহাদ্যুতি। শ্রীনিগমানন্দকে যদি ঠিক-ঠিক কেউ ভালবাসে সে-আলো তার চোখে ঠেকবেই।

*

সিদ্ধপুরুষ বলতে আমরা কি বুঝি? 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—এমনি এক সব-ছাওয়া পূর্ণতার অনুভব। শ্রীনিগমানন্দের চিত্তেও এ-প্রশান্তি আর প্রসাদ ছিল। কিন্তু আরেকটা দিক ছিল সেইসঙ্গে, বুকফাটা এক হাহাকার—নিদারুণ এক ব্যর্থতার বোধ।

'আদর্শ স্বামী আদর্শ পিতার কর্তব্য পালন করিয়া আদর্শ গৃহীরূপে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হও। আমিও এই কামনা লইয়া এই গুরুগিরির অভিমান বহন করিতেছি। প্রতি শিষ্য-হৃদয়ে ভগবদ্দর্শনের

---

* জীবনী ও বাণী, শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। তোদের বাহুতে শক্তি হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ হউক—বুদ্ধি বিশুদ্ধ হউক। তোদের প্রতি ঘরে আবার শঙ্কর-গৌরাঙ্গের আবির্ভাব হউক।'

'আমি তোমাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছি, আশাও ছিল তোমার মধ্যে মায়ের দর্শন পাইয়া গুরুগিরির সার্থকতা করিব। কিন্তু আমি মায়ের আসনে এপর্যন্ত এক স্বার্থপর ক্ষুদ্র রমণীকে দেখিয়া আসিতেছি, এ দুঃখ কি কেহ বুঝিবে?'

শিষ্য-শিষ্যাদের উদ্দেশে এসব চিঠি তাঁর অপূর্ণ বাসনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। যা চেয়েছিলেন তা হওয়া কতদূর সম্ভব, সে-হিসাব তিনি কষেননি। কি করে সে-চাওয়াকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় সে-চেষ্টা ছিল; কিন্তু চাওয়ার তুলনায় চেষ্টাটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হতে বাধ্য, এ বোধ তাঁর ছিল না। 'প্রাণ উজাড় করে চেয়েছি'—তাঁর কাছে এই কথাটাই ছিল বড়। সিদ্ধপুরুষের আধারে এ-ও যেন সেই অবোধ নলিনীকান্তের আব্‌দার। কী বিরাট চাওয়া তাঁর! পাব কেমন করে তার হিসাব নাই, কেবল চেয়ে জ্বলে মরা।

শেষজীবনে যাঁরা কাছে থেকে শ্রীনিগমানন্দকে দেখেছেন, তাঁরাই গুরুভারে অবসন্ন এক মহাপ্রাণের বিপুল ক্ষোভ অন্তরে অনুভব করে পীড়িত হয়েছেন।

কি করা যায়? কি করব আমরা? কিভাবে চললে ঠাকুর একটু খুশী হবেন? প্রতিমুহূর্তে এই অমীমাংসিত প্রশ্নের কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হওয়াই তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী সেবকদের নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনে হয়, নিজ জনদের চিত্তে অশান্তির এ-দাহ জ্বালিয়ে দেওয়াই শেষ পর্যন্ত ঠাকুর নিগমানন্দের শিরোব্রত ছিল। এ-ও নতুন কিছু নয়। প্রবুদ্ধ জীবনের প্রতীক অগ্নি। জ্বলে-পুড়ে ছাই হওয়াই তো আগুনের নিয়তি। মহাজীবনের পর্যবসান ট্রাজেডিতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যেমন বনেরই ফুল বনেই ফোটে
দুদিন বনে সৌরভ ছোটে—
তেমনি বনে ফুটিলাম বনে টুটিলাম
আমার আসা যাওয়া সার হল ভুবনে...'

মশানে শ্রীমন্তকে নিয়ে গেছে। 'কমলে কামিনী' দেখে মরতে বসেছে খুল্লনার আদুরে ছেলে। শেষবারের মত মাতৃদত্ত দুর্গানাম স্মরণ করে নিজের অকৃতার্থ জীবনের দিকে ফিরে চায় সে। মুগ্ধ আবেগে নলিনীকান্ত শুনে চলে তার অনুযোগ।

যাবার বেলায় সে-গান আবার মনে পড়ত শ্রীনিগমানন্দের।

১৩৪২ সাল ১৩ই অগ্রহায়ণ।

বেলা ১টা ১৫ মিনিটে শ্রীনিগমানন্দ বিদেহী হলেন।

কথা ছিল তাঁর সমাধি দেওয়া হবে আসাম মঠে। দৈবনির্বন্ধে তা আর হয়ে উঠল না। শ্রীনিগমানন্দের মরদেহ সমাধিস্থ হল হালিসহরে। মহাবিষুবসংক্রান্তিতে অয়নবিন্দুতে ফিরে আসার মত একদিন যেখান হতে শ্রীনিগমানন্দের দিব্যজীবন-পরিক্রমা শুরু হয়েছিল, সেইখানে এসেই বুঝি তা সারা হল।

একদিকে সুধাংশুবালাকে নিত্যকালের মত তিনি পেয়ে গেছেন—মৃন্ময়ী হয়েছেন চিন্ময়ী। নিত্যা-ষোড়শী তাঁর বধূ। তিনি আপ্তকাম পূর্ণ পুরুষ। কিন্তু আরেক দিকে? অচরিতার্থ এক মহাকামনার জ্বলদর্চি উন্মাদ করেছে তাঁকে। মর্ত্যে তাঁর ঈপ্সিতাকে ফিরে পাননি তিনি, প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণাম সম্পন্ন করার সাধনায় সিদ্ধি মেলেনি। কেউ তাঁকে 'তার' মত করে ভালবাসেনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গাতীরে সতীহারা শিবকে তাই আবার যোগারূঢ় হতে দেখলাম এক শান্ত অপরাহ্নে।

বাংলার সাধনায় ইতি হয়নি। নিগমানন্দের হৃদয়দহন আজও অনির্বাণ।

*

* *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশেষ

নিগমানন্দ যা বলে গিয়েছিলেন তা কোন-একটা বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ একদল মানুষের মধ্যে ফলপ্রসূ হয়তো হয়নি। কিন্তু তার মধ্যে সত্য যা, তা তো নষ্ট হতে পারে না। ভাবের অনুবর্তন চলবেই। আমরা কথায় বলি, 'যাঃ মাটি হয়ে গেল।' ভেবে দেখি না, মাটি হওয়া মানে কি নিঃশেষ হয়ে যাওয়া? না, মাটির বুকে তা গচ্ছিত থাকে নবসৃষ্টির সম্ভাবনায়?

'সিদ্ধিযোগ' অধ্যায়ে শ্রীনিগমানন্দের কর্মজীবন ও বাণীর আমরা যে-আলোচনা করলাম, তাথেকে তাঁর উদ্ভাবিত জীবনাদর্শের একটা খসড়া করলে অরবিন্দ-দর্শনের সঙ্গে সে-আদর্শের যোগাযোগটুকু স্বচ্ছন্দে ধরা যায়। এই তুলনামূলক বিবরণীর একটা সার্থকতা আছে। ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করে বাঙালীর চিত্তে ভারতভাগ্য-বিধাতা কোন্ মহাভাবকে রূপায়িত করতে চাইছেন, এরপর তা বোঝা সহজ হবে।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিগমানন্দ ও অরবিন্দ এঁরা চারজনই অদ্বৈত বেদান্তমতকে আশ্রয় করে সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছেন।

শ্রীনিগমানন্দ বলতেন, 'যে-অবতার যত পরে আসেন তিনি তত পূর্ণ। কারণ পূর্ববর্তীদের ভাব তো তাঁর মধ্যে থাকেই, তাছাড়া নতুন কিছুও থাকে।'* এ-বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণতম অবতার।

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথাসংগ্রহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই রামকৃষ্ণ-মানসে বিশ্বতোমুখী ঋত-সত্যের যে-দীপ্তি ঝলসে উঠেছিল, তাঁর পরবর্তী ওই তিনজন আচার্য ক্রমান্বয়ে তার বাণীরূপ দিয়ে জগতে তাঁর ভাব সুপ্রচারিত এবং ভারতবর্ষে তাকে বাস্তবে কার্যকরী করার স্বপ্ন দেখে গেছেন। এর মধ্যে তন্ত্রকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে শ্রীনিগমানন্দ যে রামকৃষ্ণের সমন্বয়ী দৃষ্টিকে আরও স্ফুটতর করেছিলেন, আগেই সে-কথা হয়ে গেছে। আবার শ্রীনিগমানন্দ যা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেননি বা গুছিয়ে বলেননি, তার অনেকখানিই আমরা অরবিন্দ-দর্শনে পেয়ে যাই। এমনি করে বাঙালীর মনীষা অনাগতবিধাতা হয়ে ভাবী কালের যবনিকা উন্মোচন করে এক দিব্যজীবনকে লোকগোচর করছে, এতে বাঙালী হিসাবে আমরা উদ্দীপ্ত না হয়ে পারি না।

শাস্ত্র-সমন্বয়ের সাহায্যে সাধন-সমন্বয়ের কাজটি শ্রীঅরবিন্দই শেষ করে গেছেন। আধুনিক ভারতীয় দর্শন বলতে আমরা বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দর্শনই বুঝি। নিগমানন্দের স্থান বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের ঠিক মাঝখানে। তাঁর জীবনাদর্শ জানা থাকলে ওই দুই দর্শনের নেপথ্যবর্তী সূত্র (missing link) খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। বাংলার অধ্যাত্ম ইতিহাস রচনায় তার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে।

*

ব্রহ্ম জীব ও জগৎ—দর্শনের কারবার এই তিনটিকে নিয়ে। এ তিনের তত্ত্ব ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ই দার্শনিকের কাজ। ভারতবর্ষে প্রাচীন দার্শনিকরা আবার কেবল তত্ত্বনির্ণয় করেই ক্ষান্ত হতেন না, সে-তত্ত্বকে জীবনে সত্য করতেও চাইতেন। সাম্প্রতিক ভারতীয় দর্শনে এই কথাটা আরও জোর ধরেছে। দর্শনের সার্থক প্রয়োগ চাই—কেবল নিজের জীবনে নয়, দশের জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে। বিবেকানন্দ এ-ভাবনার উদ্গাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পশুত্ব ত্যাগে প্রথমত মনুষ্যত্বলাভ তারপর দেবত্বলাভ তারপর ঈশ্বরত্ব আর অবশেষে ব্রহ্মত্বলাভই মানবজীবনের লক্ষ্য।'

এই হল শ্রীনিগমানন্দের জীবনাদর্শের গোড়ার কথা। পশু থেকে একলাফে কেউ ব্রহ্ম হতে পারে না। ধাপে-ধাপে আমাদের উঠতে হবে। এইটি সাধনতত্ত্ব। আর ব্রহ্মত্ব সাধ্য। প্রথমে সাধ্যের পরিচয় নেওয়া যাক।

*

শ্রীনিগমানন্দের ব্রহ্ম পর ও অবর। বোঝানোর সুবিধার জন্য তিনি আবার পরব্রহ্মকে নির্গুণ ও সগুণ দুইভাগে ভাগ করতেন। তাঁর মতে সচ্চিদানন্দও ব্রহ্মের উপাধি। তারও ওপারে নির্বিশেষ তত্ত্ব —নীরূপ নির্নাম অনুপাখ্য।

'বৌদ্ধরা মহাশূন্যের কথা বলছে। এই মহাশূন্যেরও দ্রষ্টা হতে হবে। মহাশূন্যের দ্রষ্টাই আমাদের নির্গুণ ব্রহ্ম। বেদান্তের সাধনা দ্রষ্টৃত্বের সাধনা—সাক্ষিভাব তার শেষ কথা।'*

কিন্তু ব্রহ্ম শুধু নেতিপদবাচ্য নন—সৎ চিৎ এবং আনন্দ এই ত্রিবিধ লক্ষণে দর্শনের ভাষায় তিনি ইতিপদবাচ্যও। ইতি-ব্রহ্মকে যুগপৎ সচ্চিদানন্দময় সচ্চিদানন্দঘন ও সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহে দর্শন করা যায়। শ্রীনিগমানন্দ একজায়গায় বলছেন—

'তোমাদের যে ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ তোমরা ব্রহ্ম বলতে যা বোঝ আমি কিন্তু তা বুঝি না। জ্ঞানের সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞান যখন ঘনবিগ্রহ-রূপে দেখা দেবে তখনই ঠিক জ্ঞানলাভ হয়েছে বুঝবে। এরই নাম ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মকে দর্শন না করা পর্যন্ত প্রাণের হাহাকার মেটে না।'†

ভাবজগতের আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীনিগমানন্দের এই ইতি-ব্রহ্মের পরিচয় আমরা পেয়েছি। পরমহংসদেব বলতেন, ব্রহ্ম যেন

* শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত।
† জীবনী ও বাণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্ত সাগর। ভক্তিহিমে তার মধ্যে খানিকটা জমে বরফ হল। তার আবার মূর্তি হল। জ্ঞান-সূর্য উদয়ে তা গলে যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে বলতেন, 'চিন্ময় শ্যাম চিন্ময় ধাম' এ-ও আছে। শ্রীনিগমানন্দ তাঁর ওই সাগর দ্বীপ ও বিগ্রহের উপমাটি নিয়েছেন। কিন্তু সূর্যোদয়ে গলে যাবার কথা বলেননি। তাঁর ইতিব্রহ্ম চিন্ময়ধামে অধিষ্ঠিত চিন্ময় শ্যাম।

লোকোত্তরে মহাশূন্যতা নেতির তত্ত্ব। আর তারই বুকে সৎ চিৎ আনন্দের ময়-অবস্থা ঘন-অবস্থা ও ঘনবিগ্রহ-অবস্থা। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় প্রথমটি ব্রহ্ম (সদ্‌ব্রহ্ম) দ্বিতীয়টি পরমাত্মা ও তৃতীয়টি ভগবান। শ্রীনিগমানন্দ বলতেন, সৃষ্টির মহাকারণ ব্রহ্মের এই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ একাধারে পরম-পুরুষ ও পরমা-প্রকৃতির যুগনদ্ধ প্রতিমা।

'নিরাকারের তো কোন রূপ বা দেহ নাই। তাই মহাশক্তি তাঁর চিন্ময়দেহ গড়ে দেন। নির্গুণ তাতে আবিষ্ট হলেন। ইনিই নিত্যলোকের পুরুষ।'

পুরুষতত্ত্ব তাহলে স্বরূপত নির্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু সবিশেষরূপে যখন তাঁকে পাচ্ছি, তখন তিনি মহাশক্তির সঙ্গে ভেদাভেদে অন্বিত। অচিন্ত্যশক্তিতেই তিনি নিরাকার হয়েও সাকার, নির্গুণ হয়েও অশেষ কল্যাণগুণাধার।

শ্রীনিগমানন্দের উপলব্ধিতে পরব্রহ্মের চারটি বিভাবের মধ্যে দুটি কোটিই মুখ্য—একদিকে নিরুপাধিক ব্রহ্ম, অন্যদিকে তাঁর সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ। বারুণী রাত্রির অতল শূন্যতায় অবগাহন করে ফুরিয়ে না গিয়ে ওই মহানির্বাণেরও দ্রষ্টা হবেন যিনি, তাঁর সামনেই ফুটে ওঠে লীলা-জগৎ।

ব্রহ্মজ্যোতির্ময় পারাবারে সচ্চিদানন্দঘন একটি দ্বীপ, নির্গুণ ও সগুণের সন্ধিভূমি। তার বুকে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ সশক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপরিকর নিত্য বিরাজিত। গীতায় তাঁর পরিচয় পাই,

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ৮।২২

ইনিই নিগমানন্দের জীবনদেবতা। পরব্রহ্ম হয়েও ইনি অবর ব্রহ্ম। কারণ ইনি কেবল উপদ্রষ্টা নন—ভূতমহেশ্বররূপে বিশ্বের পরমাত্মা ; অহংতত্ত্ব তাঁরই বিরাট স্বরূপ।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ১০।২০

সুতরাং এঁকে জানলেই জগতের তত্ত্ব জানা যায়। শিব ও শক্তিরূপে, পুরুষোত্তম এবং যোগমায়ারূপে নিত্যকাল চলেছে তাঁর লীলাবিলাস। নিখিল বিশ্ব তাঁরই প্রতিরূপ—'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।'

এই জড়জগৎ আর জীবই ব্রহ্মের অবরার্ধ। কিন্তু সচ্চিদানন্দ পুরুষ যখন অকুণ্ঠ প্রত্যয়ে বললেন, 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্'—তখন জীব আর জগৎ তো তিনি ছাড়া অন্য-কিছু হতে পারে না। 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।'

শ্রীনিগমানন্দের মতে এমনি করে জানাই পরাবর ব্রহ্মকে জানা। আদিবেদান্তেও ব্রহ্ম পরাবর : 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' ব্রহ্ম নিরাকার আবার সাকার, নির্গুণ অথচ সগুণ—কেবল নির্বিশেষরূপে নয়, সবিশেষরূপেও জানা যাবে তাঁকে। তবে না জ্ঞানের পূর্ণতা!

এর পর শক্তির কথা। শ্রীনিগমানন্দ ব্রহ্ম ও শক্তিকে অবিনাভূত মনে করেন। শক্তিমানেরই শক্তি। অতএব ব্রহ্ম যদি সৎস্বরূপ তাঁর শক্তি সতী, চিৎস্বরূপে তাঁর শক্তি চিন্ময়ী এবং আনন্দস্বরূপে তা হ্লাদিনী। শ্রীনিগমানন্দ মায়াবাদী নন। অবিদ্যা ও বিদ্যা একই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্ত সাগর। ভক্তিহিমে তার মধ্যে খানিকটা জমে বরফ হল। তার আবার মূর্তি হল। জ্ঞান-সূর্য উদয়ে তা গলে যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে বলতেন, 'চিন্ময় শ্যাম চিন্ময় ধাম' এ-ও আছে। শ্রীনিগমানন্দ তাঁর ওই সাগর দ্বীপ ও বিগ্রহের উপমাটি নিয়েছেন। কিন্তু সূর্যোদয়ে গলে যাবার কথা বলেননি। তাঁর ইতিব্রহ্ম চিন্ময়ধামে অধিষ্ঠিত চিন্ময় শ্যাম।

লোকোত্তরে মহাশূন্যতা নেতির তত্ত্ব। আর তারই বুকে সৎ চিৎ আনন্দের ময়-অবস্থা ঘন-অবস্থা ও ঘনবিগ্রহ-অবস্থা। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় প্রথমটি ব্রহ্ম (সদ্‌ব্রহ্ম) দ্বিতীয়টি পরমাত্মা ও তৃতীয়টি ভগবান। শ্রীনিগমানন্দ বলতেন, সৃষ্টির মহাকারণ ব্রহ্মের এই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ একাধারে পরম-পুরুষ ও পরমা-প্রকৃতির যুগনদ্ধ প্রতিমা।

'নিরাকারের তো কোন রূপ বা দেহ নাই। তাই মহাশক্তি তাঁর চিন্ময়দেহ গড়ে দেন। নির্গুণ তাতে আবিষ্ট হলেন। ইনিই নিত্যলোকের পুরুষ।'

পুরুষতত্ত্ব তাহলে স্বরূপত নির্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু সবিশেষরূপে যখন তাঁকে পাচ্ছি, তখন তিনি মহাশক্তির সঙ্গে ভেদাভেদে অন্বিত। অচিন্ত্যশক্তিতেই তিনি নিরাকার হয়েও সাকার, নির্গুণ হয়েও অশেষ কল্যাণগুণাধার।

শ্রীনিগমানন্দের উপলব্ধিতে পরব্রহ্মের চারটি বিভাবের মধ্যে দুটি কোটিই মুখ্য—একদিকে নিরুপাধিক ব্রহ্ম, অন্যদিকে তাঁর সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ। বারুণী রাত্রির অতল শূন্যতায় অবগাহন করে ফুরিয়ে না গিয়ে ওই মহানির্বাণেরও দ্রষ্টা হবেন যিনি, তাঁর সামনেই ফুটে ওঠে লীলা-জগৎ।

ব্রহ্মজ্যোতির্ময় পারাবারে সচ্চিদানন্দঘন একটি দ্বীপ, নির্গুণ ও সগুণের সন্ধিভূমি। তার বুকে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ সশক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপরিকর নিত্য বিরাজিত। গীতায় তাঁর পরিচয় পাই,

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ৮।২২

ইনিই নিগমানন্দের জীবনদেবতা। পরব্রহ্ম হয়েও ইনি অবর ব্রহ্ম। কারণ ইনি কেবল উপদ্রষ্টা নন—ভূতমহেশ্বররূপে বিশ্বের পরমাত্মা ; অহংতত্ত্ব তাঁরই বিরাট স্বরূপ।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ১০।২০

সুতরাং এঁকে জানলেই জগতের তত্ত্ব জানা যায়। শিব ও শক্তিরূপে, পুরুষোত্তম এবং যোগমায়ারূপে নিত্যকাল চলেছে তাঁর লীলাবিলাস। নিখিল বিশ্ব তাঁরই প্রতিরূপ—'ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।'

এই জড়জগৎ আর জীবই ব্রহ্মের অবরার্ধ। কিন্তু সচ্চিদানন্দ পুরুষ যখন অকুণ্ঠ প্রত্যয়ে বললেন, 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্'—তখন জীব আর জগৎ তো তিনি ছাড়া অন্য-কিছু হতে পারে না। 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।'

শ্রীনিগমানন্দের মতে এমনি করে জানাই পরাবর ব্রহ্মকে জানা। আদিবেদান্তেও ব্রহ্ম পরাবর : 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' ব্রহ্ম নিরাকার আবার সাকার, নির্গুণ অথচ সগুণ—কেবল নির্বিশেষরূপে নয়, সবিশেষরূপেও জানা যাবে তাঁকে। তবে না জ্ঞানের পূর্ণতা!

এর পর শক্তির কথা। শ্রীনিগমানন্দ ব্রহ্ম ও শক্তিকে অবিনাভূত মনে করেন। শক্তিমানেরই শক্তি। অতএব ব্রহ্ম যদি সৎস্বরূপ তাঁর শক্তি সতী, চিৎস্বরূপে তাঁর শক্তি চিন্ময়ী এবং আনন্দস্বরূপে তা হ্লাদিনী। শ্রীনিগমানন্দ মায়াবাদী নন। অবিদ্যা ও বিদ্যা একই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশক্তির তরঙ্গভঙ্গ। বিদ্যারূপে তিনি ব্রহ্মের মহামায়া, ঈশ্বরের যোগমায়া। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহরূপে ব্রহ্ম 'পুরুষ কি নারী তত্ত্ব বুঝিতে নারি'। ওখানে 'যেমন ভাব তেমন লাভ'।

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী…

এবং

দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রধারণকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী…

অদ্বৈতবাদী শঙ্করের এই সদাপূর্ণ অন্নপূর্ণাই শ্রীনিগমানন্দের মতে ব্রহ্মশক্তিস্বরূপা।

'নির্গুণব্রহ্ম জগদ্‌গুরু। সগুণব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তিই মা। মা ছেলেকে কোলে করে গুরুর কাছে নিয়ে যান। তবে কিনা চাবিকাঠি গুরুর হাতে।'

অনেকসময় ব্রহ্মের পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে 'দ্বিদল চণক' স্বরূপটি বোঝাতে এধরনের কথা তিনি বলতেন। এই প্রকৃতি পরমা-প্রকৃতি। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহকে আমরা ভগবান বলি। শাক্ত-বেদান্তে তিনিই আবার ভগবতী। স্বরূপে অর্ধনারীশ্বর।

শ্মশানবাসী শঙ্করের কোলে সর্বালঙ্কারভূষিতা গৌরী—পুরাণের এই ছবিই তাঁর মতে ব্রহ্মের তত্ত্বমূর্তি, 'ব্রহ্মরূপ'। (দ্র. জ্ঞানী গুরু, সাধনকাণ্ড)।

জগৎসম্পর্কে শ্রীনিগমানন্দ পরিণামবাদী। এ-জগৎ ব্রহ্মময়, অতএব সন্মূল সদায়তন সৎপ্রতিষ্ঠ। তাঁর নিত্য ভাবলোকের ছায়ায় গড়া এ-জগৎ। এ তাঁর 'সাধের জড়জগৎ'। তিনি এর সেবক। বিশ্বরূপের বিরাট বিগ্রহ এই বিশ্বসংসার। তাই প্রকৃত অদ্বৈতবোধে 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা হরি স্ফুরে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর জীব ? নব্যবেদান্তের মতটা শ্রীনিগমানন্দ ভালই জানতেন। কিন্তু বৈষ্ণব-বেদান্তের সিদ্ধান্তও তাঁর কাছে রোচক ছিল।

বৈষ্ণবমতে জীব নিত্য। কিন্তু সে-জীব চিৎকণ। ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে চিৎকণ প্রতি জীবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। মাটির পাত্রে আলো রাখলে অন্ধকার হয়, চিনেমাটির আধারে রাখলে কিছুটা আলো হয় —পরিষ্কার চিমনির ভিতর রাখলে আলো সুন্দরভাবে বিচ্ছুরিত হয়। এ-ই চিন্ময়দেহের উপমা। দেহ ও দেহীতে তখন ভেদ থাকে না। দেহসত্ত্বের উৎকর্ষ বা চিত্তশুদ্ধির কথা এথেকেই আসে। এ-দেহকেই চিন্ময় দেহে রূপান্তরিত করা যায়। দেহ এমন হবে যে আলোকে সে বাধা দেবে না।

'নিমিত্তকারণ অপরিবর্তনীয়। চিৎকণ নিমিত্তকারণ অতএব নিত্য। এই বিচারে জীবও নিত্য। ভাবশুদ্ধিতে তার দেহও নিত্য চিন্ময়দেহ হতে পারে। স্ফটিকের চিমনি ধর, ওটি শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা। তার বাইরে ভিতরে সমান আলো।

'বৈদান্তিক চিমনিটাই স্বীকার করেন না। আলোর জ্ঞান তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। ব্যষ্টি আমি-জ্ঞান থাকলে উৎক্রান্তি হয়। বৈদান্তিকের উৎক্রান্তি হয় না। তাঁর লক্ষ্য বিম্ব (সূর্য) হওয়া। তাই জীব তাঁর কাছে চিদাভাস। আভাস যা তা কখনও মূল হতে পারে না। এ হল জ্ঞানসাধনার একটা দিক।

'কিন্তু আরেকটা দিকও আছে। সব থাকবে অথচ সবার যদি উৎকর্ষ হয় তাহলে সে অবস্থাটা কি রকম ? এই দেহেই শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা লাভ করব। এটি বাঙালী সাধকদের বিশেষ দান। নেতিমূলক ব্রহ্মজ্ঞানে শুষ্কতা আছে—কিন্তু এতে সর্বদা রস পাওয়া যায়। প্রেমিক গুরুতে আমি এই সহজ পথের প্রশংসা করেছি।'*

আরেকজায়গায় কথাটা তিনি আরও পরিষ্কার করেছেন—

---

* উপদেশামৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'দুটি ধারা। ব্রহ্ম কি করে জীব হলেন, আর জীব কি করে ব্রহ্ম হল। বেদান্তমতে প্রতি জীবই অবতার। সে সেই ব্রহ্ম বলেই আস্বাদিত ব্রহ্মত্ব পাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল। তারও আবার দুটি পথ। এক জড়-সমাধি—মন-বুদ্ধির নিরোধ। কিন্তু আরেকটি পথ চৈতন্য-সমাধি। তাতে ইন্দ্রিয়-মনকে নিরোধ করতে হয় না। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির ভিতর দিয়ে যে তাঁর বিকাশ—এটি উপলব্ধি করাই তার মূল কথা।'*

নব্যবেদান্ত জীবত্বকেই উড়িয়ে দিচ্ছেন, 'নেতি নেতি।' কিন্তু নিত্যজীব যে একটি আছেন, তা তো আদিবেদান্তের অনভিমত নয়। 'সুষম্ণঃ সূর্যরশ্মি'রূপে জীবহৃদয়ে আহিত আছেন তাঁরই 'অংশঃ সনাতনঃ'। অজপার ছন্দে সেই জীব সর্বদাই জপে চলেছেন 'সোঽহং হংসঃ।' আমার 'কাঁচা আমি'কে নয় সেই 'পাকা আমি'কে হৃদয়ে অনুভব করাই জীবের শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা। সে-অবস্থায় চোখ কান মুদে প্রত্যাহারের কি দরকার?

'জীবত্ব পরিহার করতেই হবে। বৈশিষ্ট্য জিনিসটা অন্য। বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকের থাকবেই। কিন্তু জীবত্ব বিসর্জন না দিলে সেই সেই বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু বিকাশ হয় না।' (উপদেশামৃত)

জীবত্ব বিসর্জনের জন্যই ভগবানের সঙ্গে আমার 'পাকা আমি'র কি সম্বন্ধ তা জানা দরকার। যদি বিশ্বাস করি 'আমি তাঁর', জীব-ভাবের ময়লা তো কেটে যাবেই, ক্রমে আসবে গুণাতীত অবস্থা।

'গুণাতীত হয়ে ভাবাশ্রয় করলেই অদ্বৈতবোধ পাকা হয়।

'মুক্ত অথচ জীব, এই হল জীবন্মুক্ত। একসঙ্গে যাঁর দ্রষ্টৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব রয়েছে তিনিই জীবন্মুক্ত। পুকুরে ঘটি ডোবালে তার বাইরে

* উপদেশামৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ভিতরে জল। জীবন্মুক্ত এ-দেহকে পাত্র বলে মনে করেন। এই দেহের ভিতর যিনি জীব, তিনিই ব্রহ্ম—এ-জ্ঞান এলে জীবন্মুক্তাবস্থা।'†

শ্রীনিগমানন্দ যাকে চৈতন্য-সমাধি বলছেন, তারই নামান্তর সহজ-সমাধি। তিনি বলতেন, এটাই বৈদিক পথ। * বলতেন, গৌরাঙ্গের পথে গিয়ে শঙ্করের জ্ঞানোপলব্ধিই চরম কথা। গৌরাঙ্গের পথে 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'। সেই নিত্যজীব কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া নন। চিরদিনই যে তাতে আর ব্রহ্মে পার্থক্য থাকবেই, এমন কথা নাই। উপলব্ধির চরমে বিন্দু সিন্ধুতে মিলে যায়। অনুত্তরকে ছুঁয়ে সাক্ষিসত্তায় আরূঢ় হয় এই আত্মা—অয়মাত্মা ব্রহ্ম। আবার সে-ই ভাটিয়ে এসে দেখে বিশ্বের রাসচক্রে চলেছে পুরুষ-প্রকৃতির লীলোচ্ছল প্রেমবিলাস।

অদ্বৈতবোধ সব জড়িয়ে হবে। পঞ্চদশীর অদ্বৈতজ্ঞানের আলোচনায় শ্রীনিগমানন্দকে বলতে শুনি—

'এও ব্রহ্মজ্ঞান বটে। কিন্তু তার চেয়ে বড় অদ্বৈত সব নিয়ে। * * আমি বা ব্রহ্ম জগৎকে বাদ দিয়ে নয়। জগৎ যেমন তেমনই থাকবে অথচ অদ্বৈতজ্ঞান। সুখও নাই দুঃখও নাই, এর চেয়ে সুখ-দুঃখ আছে অথচ অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকা বড় নয় কি? অদ্বৈতজ্ঞানে বোধ লোপ পেয়ে যায় না। সকলকে স্বীকার করে বোধ এক বিশাল চেতনার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।' ‡

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই উপমা 'সিঁড়ি দিয়ে ছাতে উঠে দেখলাম ছাত যে চূণ-সুরকি দিয়ে তৈরী সিঁড়িও তাই' শ্রীনিগমানন্দেরও প্রাণের কথা। প্রেমিক গুরুতে তিনি এর উল্লেখ করেছেন।

জীব ব্রহ্ম হবে। সেই ব্রহ্মত্বলাভ তাঁর মতে কি আমরা এতক্ষণে তা দেখলাম। সাধ্যের পর এবার সাধনের কথা।

---

† উপদেশামৃত, * বাণী পৃঃ ১৮৪, ‡ উপদেশামৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিগমানন্দ নিজেই বলতেন, তাঁর ওই সহজ পথের অধিকারী দুর্লভ। তবু তিনি চেষ্টা ছাড়েননি। তাঁকে যারা 'গুরু' বলে মানতেন, আজীবন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাঁদের কাছে ওই নিত্যজীব হয়ে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে অদ্বৈতোপলব্ধির কথাই তিনি বলে গেছেন। কিন্তু পথের শেষে যে-বোধ পাকা হবে, গোড়াতেই তা তো পাকা হয় না। তাই সাধনার একটা পথও বাতলিয়ে দিতে হয়। নিজের বইকয়খানায় কর্মযোগকে প্রাধান্য না দিয়ে চিরাচরিত প্রথায় কর্মকে অনেকটা গৌণ স্থান দিলেও উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি কিন্তু গৃহী ও সন্ন্যাসী দুজনকেই বলতেন নিষ্কাম কর্মের কথা। তাঁর অগণিত চিঠিপত্র হতে আমরা এর প্রমাণ উদ্ধৃত করতে পারি।

গুরু বা ভগবানে আত্মসমর্পণ করে তাঁদের জগৎসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেবাবুদ্ধিতে কর্ম করা শ্রীনিগমানন্দের অতি প্রিয় আদর্শ ছিল। কর্মে গুণক্ষয় হয়ে চিত্ত শুদ্ধ হবে। আধার-শুদ্ধি না হলে নিত্যজীবের শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা ফুটবে কি করে?

'শক্তির বিকাশ সমর্পিত আধারেই হয়। জীবন সমর্পণের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ভাগবত ইচ্ছার যন্ত্রস্বরূপ হলে তার দ্বারা নিজের ও জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। ধর্ম উপলব্ধির বস্তু। দেহ-প্রাণ-মনে উপলব্ধি হলে তবেই তা সার্থক। কিন্তু দেহ-মন-বুদ্ধির মালিন্য দূর না হলে ধর্মও বিকৃতরূপে প্রকাশ পায়।' (উপদেশামৃত)

বাল্যবন্ধু সতীশ সরকারকে তিনি একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ভাই, কোন কর্মই দোষযুক্ত নয়। কেবল জ্ঞান-অজ্ঞান ভেদে ফলের তারতম্য হয়।'

অজ্ঞানীর কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত। ফলকামনারহিত হয়ে অনাসক্ত চিত্তে গুরু বা ভগবৎপ্রীত্যর্থে কর্ম করলে জ্ঞানের স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী। সে-জ্ঞান আর কিছুই নয়, শ্রীনিগমানন্দের ভাষায় তা 'আমিত্বের প্রসার'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবাবুদ্ধিতে নিরলস হয়ে অনাসক্ত কর্ম করার ফলে আত্মপর-ভেদবুদ্ধি ঘুচে যাবে—এ হল পশুত্ব ত্যাগে মনুষ্যত্বলাভ।

মানুষকে হতে হবে দেবতা। 'বালকের স্বভাব যুবকের কর্মশক্তি বৃদ্ধের জ্ঞান—এই তিনটি এক ঠাঁই হলে জীবন পূর্ণ!'

শ্রীনিগমানন্দ বলতেন, বিশ্বের কীটপতঙ্গেও সমপ্রাণতা আসবে। আমার আমিত্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবে যাবে—এ হল খাঁটি অদ্বৈতজ্ঞান। ছোট ছেলের কিছুতেই আঁট থাকে না; এমনি সহজ সরল নির্লিপ্ততার সঙ্গে যদি ওই ব্যাপ্তিবোধ এসে যায়, মানুষ তখন দেবতা। জীব তখন নিত্যজীব হতে চলেছে। কর্ম তখনও আছে, কিন্তু ক্রমেই রূপ বদলাচ্ছে তার। কর্মী তখন নিজেকে জানছেন অকর্তা।

এ-ই শেষ নয়। নিত্যজীব ঈশ্বর হবে। পৃথিবীর বুকে নিত্যের ভাব নামিয়ে আনা জগদীশ্বরের দিব্যস্বপ্ন। তাঁর 'নিত্য দাস' ওই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার নিমিত্ত হবে। এই বিচারে সে তাঁরই দোসর।

'উপাসনার উদ্দেশ্য সারূপ্যলাভ। ভগবানের উপাসনা মানে ভগবানের মত হয়ে যাওয়া।' (শ্রুতি-স্মৃতি)

'ভগবৎসারূপ্যলাভ করিতে হইলে ভগবানের জগৎসেবার আদর্শ সাধকের লক্ষ্য হওয়া উচিত।' (চিঠি ১।৮১)

বলা বাহুল্য, সারূপ্য বলতে শ্রীনিগমানন্দ গীতার সাধর্ম্যমুক্তির কথাই বলেছেন। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত এখানে ছাপিয়ে গেছেন তিনি। নিত্যদাস কখনও ঈশ্বর হয়? তিনি এক্ষেত্রে বৈদান্তিক ঃ বলেছেন, অনুভবের শেষমুহূর্তে দ্বৈত টেকে না। অদ্বৈতই শেষ কথা। কিন্তু তা প্রলয় নয়। শুদ্ধসত্ত্ব জীবের ঈশ্বরত্ব অসম্ভব কেন?*

* 'শ্রীকৃষ্ণভজনা নয়, শ্রীকৃষ্ণ হতে হবে প্রত্যেককে'—তিনি একদা বলেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরসাধর্ম্য লাভ করলে মুক্তিই-বা কি বন্ধনই বা কোথায়? অতিমুক্ত জীব তখন ব্রহ্মস্বরূপ।

ঐশ্বরযোগে নিজেকে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দিয়ে যিনি জড় জীব ও জগৎ হয়েছেন, তিনিই আবার স্বপ্ন দেখছেন জীবে-শিবে ভক্ত-ভগবানে প্রকৃতি-পুরুষে অফুরন্ত ভাবের খেলায় রসের তরঙ্গ উঠছে জগৎ জুড়ে। নিজের এই স্বপ্নেরও তিনি দ্রষ্টা। নিরঞ্জনস্বরূপে নিত্যকাল অচলপ্রতিষ্ঠ।

নির্বিশেষ অস্তিত্বের পটভূমিকায় পুরুষোত্তমের স্বীয়া প্রকৃতি হয়ে বিশ্বের বুকে নিত্যভাব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই হল শ্রীনিগমানন্দের মতে বেদান্তীর ভাবসাধনা। কেবল নিজের মুক্তিতে তখন মন ওঠে না।

শ্রীনিগমানন্দ সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার দিকে জোর দিতেন এইজন্য। তাঁর ভাব একজনের মধ্যে সঞ্চারিত করে তাঁর প্রাণ ভরবে না জানা কথা। তাঁর ভাবে ভাবিত হয়ে আরও দশজন আসুক। সহজসমাধিতে পাকা হয়ে একেকজন টেনে আনুক আরও দশজনকে। এক হতে দশ, দশ হতে একশ—এমনি করে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক মহাভাবের তরঙ্গ। এই পৃথিবীতে ফুটে উঠুক গোলোক আর কৈলাস।

'সম্মুখে স্নিগ্ধ আলো। সে আলোতে সুপ্রশস্ত অনেক রাস্তা দেখা যাচ্ছে। প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি, আমার ও আমার বলিতে যারা আছে তাদের সম্মুখে কত কাজ! পৃথিবীব্যাপী রজোগুণের ধ্বংসে সত্ত্বগুণের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। মহাযুদ্ধের পর ধর্মরাজ্যস্থাপন প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল। সুতরাং হিন্দুগুরুর কার্যও পৃথিবী-ব্যাপী।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-চিঠিখানা বাংলা সন ১৩২১ সালে লেখা। পৃথিবী জুড়ে যোগযুক্ত মহাজীবনের প্রস্তুতি রচবার জন্য তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর ভাবে ভাবিত এক সঙ্ঘ সমষ্টিগতভাবে কাজ করবে, এই স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই শ্রীনিগমানন্দের দেহ গেছে।

*

অরবিন্দ-দর্শনের মূল সূত্র হল—

(১) সাধনা ও সিদ্ধির লক্ষ্য শুধু আত্মমুক্তি নয়, সমষ্টির মুক্তি। বিশ্বজগতে অতিমানস রূপান্তরই অধ্যাত্মসাধনার পরম সাধ্য।

(২) বিশ্বজগতে রূপান্তর ঘটানো সম্ভব কিনা এ-প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এ যে অসম্ভব নয়, প্রকৃতিপরিণামের পর্বগুলি বিচার করলেই তা ধরা পড়ে।

(৩) কাজটি সহজসাধ্য নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু এ-কাজে ব্রহ্মশক্তি সাধকের সহায় হবেন। অরবিন্দ-দর্শনে তাঁর অভিধা অতিমানস (super-mind)।

(৪) এতকাল আমাদের সাধনায় জগদ্ধিত ছিল আত্মমুক্তির উপসর্গ (by-product)। অরবিন্দ-দর্শনে জগদ্ধিতের জন্যই তপস্যা ; সে-তপস্যা পরমপুরুষ সৃষ্টির আদি হতেই করে চলেছেন। আমাকে তাঁর সে-তপস্যার শরিক হতে হবে। জীবে-জীবে এটির অনুস্মৃতি যিনি বহন করে চলেছেন তিনিই জীবের অন্তরাত্মা—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় চৈত্যপুরুষ (Psychic Being) কিন্তু চৈত্য-পুরুষের স্ফুরণেই সাধকের পরম পরিণাম সিদ্ধ হয় না। চৈত্য-পুরুষ বিজ্ঞানঘন-পুরুষে রূপান্তরিত হলে তবেই সাধনার পারম্য।

(৫) সমষ্টিগত অতিমানস-রূপান্তরের মূলে আছেন ব্যক্তি। চিরকাল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রগতি রূপ ধরেছে এক-একটি প্রবুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ের আকূতিতে। ব্যক্তিকে ধরেই বিশ্বচেতনা বিস্ফারিত হয়। বিজ্ঞানঘন-পুরুষকে আশ্রয় করে গড়ে উঠবে দিব্য সঙ্ঘ। তার মাধ্যমে ধীরে-ধীরে ব্রহ্মের অতিমানস চেতনা (supramental consciousness) বিশ্বে সংক্রামিত হবে। এ-ই মানবজীবনের ভবিষ্যপুরাণ।

এ-লক্ষ্য সামনে রেখে যে-সাধনা তা-ই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ। ব্যক্তিকে নিমিত্ত করে এ-যোগ একদিন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে—সমাজ হবে যোগীর সমাজ।

জড়ের অতিমানস রূপান্তরই এ-সাধনার লক্ষ্য বলে দেহ-প্রাণ-মন প্রত্যেকটির পরিমার্জন এবং আপ্যায়ন গোড়া হতে এ-সাধনার সার কথা। আমাদের দেহ জড়, প্রাণ বিকারগ্রস্ত, মন অবিদ্যাকবলিত। প্রাচীন রাজযোগে পুরুষ কি করে এদের থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারেন তার সঙ্কেত দেওয়া আছে। কিন্তু পূর্ণযোগী তো দেহ-প্রাণ-মনকে উপেক্ষা করতে রাজী নন। তবে উপায়? উপায় গীতাতেই ছিল—'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত'।

একান্ত শরণাগতির উপাদানে সাধনার ভিত পাকা করে নিয়ে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে দেহ-মন-প্রাণের আমূল রূপান্তর ঘটিয়ে জড় আধারকে চিন্ময়ী মহাশক্তির প্রবেগ ধারণের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। তারপর সাধকের আর করার কিছু থাকবে না। তখন 'যা করানোর মা-ই করিয়ে নেবেন।'

শরণাগতি 'আদাবন্তে চ'। গীতায় আমরা শরণাগতির শুদ্ধরূপ দেখেছি। তার মূলে কিন্তু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। যাঁর শরণ নিয়ে নির্দ্বিধায় নিজের অহংকে বলি দেব, তাঁর পরিচয় কিছুটা অন্তত জানা চাই। 'বালকের বিশ্বাস' দৈবী সম্পদ। ক'জন তা পায়? আর পেলেও মূলে জ্ঞান না থাকলে তা ধোপে টেকে না। শ্রীঅরবিন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই ব্রহ্ম জীব ও জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে সাধনাকে এক দৃঢ়মূল দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পুরুষোত্তমরূপে যিনি প্রকৃতির উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর, তিনিই পূর্ণযোগীর জীবনদেবতা। তাঁর সাধর্ম্যলাভই সাধ্যাবধি। এই পুরুষোত্তমতত্ত্বই বলতে গেলে অরবিন্দ-দর্শনের সর্বস্ব।

পুরুষোত্তম ক্ষর এবং অক্ষর উভয়েরই বিধর্তা। তাঁকে জানলেই জানি ব্রহ্ম পর ও অবর দুই-ই। বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্মবাদ সত্য— শক্তি তখন নিমেষিতা। কিন্তু শক্তির উন্মেষে পাই সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহকে।

জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। দুধের নাম শুনে মন টানে। দুধ দেখি— এ হল জ্ঞান। তারপর দুধ খেয়ে গায়ে বল করি—এ-ই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানভূমিতে সচ্চিদানন্দঘনকে বিগ্রহে পাই —সৎ চিৎ আনন্দ ও শক্তি একাধারে উপলব্ধ হয়। সাধক তখন নিজেও সেই-ময় হয়ে যান। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'—এ কিন্তু চৈতন্যপক্ষে ঐক্য। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, শুধু তা কেন? মহেশ্বরকে পেয়ে মানুষও মহেশ্বর হবে। মাহেশ্বর্যেই পূর্ণযোগের পর্যবসান।

শ্রীনিগমানন্দের জীবনাদর্শের সঙ্গে এ-দর্শনের যোগ অত্যন্ত গভীর। জীব ব্রহ্ম হবে; হবে, সে যে নিত্যজীব এই বোধের জোরে। হৃদয়ে এই নিত্যজীবের উদ্‌বোধনই শ্রীনিগমানন্দের 'চৈতন্য-সমাধি'। তাতে প্রাণ-মনের নিরোধ নিষ্প্রয়োজন। সর্বেন্দ্রিয়-আপ্যায়ন ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত আবেশে দেহ-প্রাণ-মনের স্বচ্ছন্দ রূপান্তর তার পরিণাম। আর সেই সত্ত্বতনু জীবের একমাত্র আকূতি, জীবন-দেবতার জগৎ-সংসারকে আনন্দ-বৃন্দাবনে পরিণত করা। তার 'মনের মানুষ' তার গুরু, এ-ব্রতে তার দিশারী। তাঁকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী এক সঙ্ঘ ওই দিব্যস্বপ্নের কল্পনাকে অহোরাত্র সংক্রামিত করবে বিশ্বের মর্মমূলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনিগমানন্দের জীবনাদর্শ এ ছাড়া আর কি? অরবিন্দ-দর্শন এই আদর্শের তত্ত্বনিষ্ঠ যুক্তিসিদ্ধ বিবৃতি।

অনেক কথা শ্রীনিগমানন্দ বিশদ করে বলেননি। জীবের শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা বা নিত্যজীবের কথা তিনি বলেছেন কিন্তু ব্রহ্ম কি করে জীব হলেন, এর দার্শনিক বিবরণ তিনি খুঁটিয়ে দেননি। উত্তরায়ণের পথে নিত্যজীবকে আমরা চেতনার কোন্ ভুমিতে আবিষ্কার করব, তারও স্পষ্ট নির্দেশ পাই না। হতে পারে সে তাঁর দোষ নয়। যাদের কাছে তিনি এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন তাদের এ-বিষয়ে কোন ধারণা নাই দেখে 'বেনা বনে মুক্তা ছড়াতে' তাঁর আর আগ্রহ হয়নি। এ নিয়ে একখানা বই লেখার ইচ্ছা থাকলেও শেষ বয়সে সে-ইচ্ছাকে রূপ দেওয়া তাঁর আর হয়ে ওঠেনি—এই পর্যন্তই বলা যেতে পারে।

এইখানে অরবিন্দ-দর্শন আমাদের পথপ্রদর্শক। চৈত্যপুরুষ ও বিজ্ঞানভুমির পরিচয় তিনি যেমন অনবদ্য শৈলীতে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে এ নিয়ে যত প্রশ্ন প্রায় প্রত্যেকটিরই সদুত্তর মেলে। সেই সঙ্গে পাই ইচ্ছাশক্তিরূপ ব্রহ্মসঙ্কল্পের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। চৈতন্য বা সহজ-সমাধির মূলে আছে পরমা-প্রকৃতির অবন্ধ্য আবেশ। 'তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে?' পূর্ণযোগের গোড়ার কথা এটি। শরণাগত হয়ে কায়-মনো-বাক্যে নিজেকে নিবেদন করতে হবে বিশ্বপ্রাণরূপা মহাশক্তির কাছে। তার আগে সেই ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণীর স্বরূপের পরিচয় চাই না? নিখিল বিশ্বের রূপকৃৎ এ-শক্তি অরবিন্দ-দর্শনে 'অতিমানস' বলে পরিচিত।

মানুষ মনোময় জীব। দেহ-প্রাণকে সে মন দিয়ে শাসন করে। কিন্তু মনের লাগাম তার হাতে নাই। 'আপন মনকে যে বশ করে সে-ই সবার সেরা বীর' সন্তবাণীর একথা তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতটুকু অত্যুক্তি বলে বোধ হয় না। 'তার নিগ্রহ বায়ুকে আবদ্ধ করার মতই সুদুষ্কর।' কিন্তু যদি জানি এ-মন সেই দৈব চক্ষুরূপী অতিমানসের ছায়া, মনের ভিতর দিয়েও তাঁরই অমোঘ ইচ্ছা তিলে-তিলে রূপ ধরছে, তখন মনকে আর ভয় পাই না। আগেই বলেছি দেহ-প্রাণ মনের অধীন। আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল বুদ্ধি। বুদ্ধি দিয়েই এককালে মনকে পিষে মেরে ফেলার মত নিরোধযোগ আবিষ্কৃত হয়েছিল। অধ্যাত্ম সাধনায় মন এতকাল একটা সমস্যা হয়েই ছিল। কিন্তু যজমান হয়ে এই মনই যে সেই বৃহতের মনকে ছুঁয়ে তদাকারকারিত হতে পারে এ-তত্ত্ব আমরা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি অরবিন্দ-দর্শনের মাধ্যমে। 'এ-মনের গোচর নয়, শুদ্ধ মনের গোচর' বলে শ্রীরামকৃষ্ণ এর একটা ইশারা দিয়েছিলেন। উপনিষদেও সূত্র আছে কিছু। কিন্তু সূত্রের ভাষ্য রচনার কৃতিত্ব শ্রীঅরবিন্দের।

মনের রূপান্তরে মানুষের প্রাণ ও দেহের রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। 'এই দেহেই শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা লাভ করে ভগবানকে এই দেহ-প্রাণ-মন দিয়েই তোমরা উপলব্ধি করবে'—শ্রীনিগমানন্দের এ-আশীর্বাদ এরপর আমাদের সহজবোধ্য হয়।

শ্রীনিগমানন্দকে ভাল করে বুঝতে হলে অরবিন্দ-দর্শনের চর্চা অপরিহার্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে ফিরে চেয়ে মনে হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগ হতে এই শত-বৎসরে আমরা 'সহস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম।' অকল্পনীয় আঘাত-সংঘাতের ঝঞ্ঝা বইছে ভারতের উপর দিয়ে। তার মধ্যেও বাংলার কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে উষামন্ত্র,

দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ
পোহায় রজনী জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে ॥

প্রলয়ঝড়ে দীপনির্বাণের মত বাংলা আজ হতপ্রভ। তবু তার অন্তর্জ্যোতি অমলিন, এ-বিশ্বাস ছাড়তে পারি না। সরস্বতীর ফল্গুধারা তলে-তলে ঠিক বয়ে চলেছে জানি।

আবার একবার বলি শ্রীনিগমানন্দ ছিলেন বাঙালী। সনাতন ভারতধর্মের উদ্গাতা হয়েও 'বাংলায় আমার চাঁদের হাট' এ-কথা বলতে তাঁর আটকাত না। তাই বুঝি তাঁর ভাগ্য বাংলার অদৃষ্টের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। শঙ্কা হয় তাঁকে আমরা ভুলতে বসেছি। কিন্তু সত্যই কি তা-ই?

মননশীল বলে বাঙালীর সুনাম আছে। এ-যুগে রামমোহনকে নিমিত্ত করে তার সেই জাগ্রত মন নতুন দিকে মোড় ফিরেছে। ইওরোপের মানসিকতা তার ভাবনার রাজ্যে এনেছে বিপ্লব। নতুন ছাঁচে ঢেলে পুরাতন সমাজ ও সংস্কৃতির আমূল রূপান্তর—রামমোহনের মধ্যে জাতির এই এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা রূপ ধরেছিল। এ আত্মহনন নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠারই তাগিদ। বাংলাকে তা অভূতপূর্ব মর্যাদা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথে এর অত্যুজ্জ্বল প্রকাশ দেখলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ? প্রতীচ্য-সংস্রবশূন্য অথচ অদীনসত্ত্ব ভারতবর্ষকে দেখিনি তাঁর মধ্যে? বিপ্লব কি তিনিই কম এনেছেন? স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু ব্রাহ্মণের যে-গরিমা তিনি ফুটিয়ে তুললেন, তারপর মনুর বচন একটুও অতিশয়োক্তি মনে হয় না—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥ ২।২০

বিবেকানন্দ নব-ভারতের 'পেট্রিয়ট-প্রফেট'। কিন্তু ওই 'ফাটা পা বুড়ো বামুনে'র অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যে মাথা বিকিয়ে গিয়েছিল তাঁর। জ্ঞান-বিজ্ঞানদর্পিত সুসভ্য পাশ্চাত্যকে এদেশের ব্রাহ্মণ যে এখনও কত-কিছু শেখাতে পারেন, স্বামীজিই তা বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে দিলেন। রামমোহন যেন ভারতের প্রত্যুদ্গমন আর বিবেকানন্দ তার প্রত্যাবর্তন।

এই গতায়াতে দুদেশের আত্মিক সৌহার্দ দৃঢ় হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথ ও বিবেকানন্দ—মানস এবং মানসোত্তর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা ওই মহামানবদুটির মাধ্যমে পশ্চিমের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছে। 'দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে'।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী আজও আসেননি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দের দায়াদ। ভারতীয় দর্শন তাঁর কুশলী মননে বিশ্ব-বিশ্রুত হয়ে উঠেছে। আবার পশ্চিমের যুক্তিসিদ্ধ তর্কনিষ্ঠাকে অসীম কৃতিত্বে এদেশের ন্যায়প্রস্থানে তিনি প্রয়োগ করেছেন।

সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা প্রাত্যহিকের সীমিত গণ্ডিকে অতিক্রম করে বৃহতের অখণ্ড বোধ উদ্যত রাখাই আর্যভাবনার বৈশিষ্ট্য। ভারত-পুরুষের হৃদয়ের শততন্ত্রী যে একমেবাদ্বিতীয়মের বৃহৎ সামে বাঁধা, এদেশের নানামুখী ধর্ম আসলে ব্রহ্মদর্শনের সহস্রধা ভঙ্গি ছাড়া আর কিছু নয়—আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের পরকলা দিয়ে স্বামীজি তা-ই দেখতে আর দেখাতে চাইতেন। এতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা কত উপকৃত হয়েছি, অরবিন্দ-দর্শন তার পরিণাম। অন্তত পাঁচ হাজার বছর ধরে আধ্যাত্মিক ভারত যা-কিছু ভেবেছে এবং করেছে তার বুদ্ধিগ্রাহ্য অভঙ্গ (integral) রূপ আধুনিক জগৎ ও ভারতের সামনে তুলে ধরবার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। এদেশের গ্রাম ও শহরে ভাবনার যে একটা পার্থক্য রয়েছে গোড়া থেকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। পাশ্চাত্যসংস্পর্শে বাংলায় যে-ভাব-শাবল্য দেখা দিয়েছে, নাগরিক-জীবনে তারই প্রাধান্য। কিন্তু তার ভাল-মন্দ সব সংস্কার নিয়ে চিরন্তন যে-বাংলা গ্রামে বেঁচে আছে, তাকে ওই শাবল্য কতখানি প্রভাবিত করেছে?

রামমোহনকে গ্রাম-বাংলা ভুলে গেছে। একজন লেখক দুঃখ করে বলেছিলেন, রামমোহনের বস্তুতান্ত্রিকতা, বিষয় নিয়ে মায়ের সঙ্গে মামলা, যবনীগ্রহণ—এসবের জন্য দেশের লোক তাঁকে নেয়নি। নবযুগের প্রভাত-নক্ষত্র রামমোহন দেশবাসীর মনে দাগ কাটতে পারেননি—কথাটা ভেবে দেখবার মত বৈ-কি।

বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধেও ওই এক সংশয় মনে ওঠে। শিক্ষিতসমাজে এঁদের অসামান্য প্রভাব। সামগ্রিক বিচারে জাতির ভাবলোকেও তাঁরা কিছু তাপ সঞ্চার করেছেন নিশ্চয়। তবু বলব তাঁদের নিয়ে গ্রাম-বাংলার মনে একটা 'কিন্তু' আছেই। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এ-দ্বিধা নাই। তিনি বাঙালীর 'মনের মানুষ' হয়ে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার-পুরুষ স্বামীজিই এককথায় তা মানতে পারেননি। সাধারণ লোকে আর তখনই তা বলবে কি করে? কিন্তু তিনি যে 'সাধু' এ নিয়ে প্রথম হতেই গ্রামের মানুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে কোন সংশয় ওঠেনি। কেশব সেন মান দেওয়ার অনেক আগে থেকে সাধারণ লোক 'সাধু' ভেবে তাঁর পায়ে মাথা নুইয়েছিল।

স্বামীজি না এলে বিশ্বময় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার হত কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁর মহাভাব নিঃশব্দে বাংলায় ছড়িয়ে পড়ত এবং পড়ছিলও। হাওয়ায় ভাসত তাঁর কথামৃত। হাজারো শিকড় দিয়ে মাটির রস শুষে নেওয়ার মত তিনি নিজে একদিন গ্রাম-বাংলার নামহারা অগণিত সাধু-সন্ত-বাউলের ভাবরস টেনে নিয়ে বনস্পতির মত মাথা তুলেছিলেন আকাশে। তাঁর বিপ্লবী ভাব-ধারা ভুঁইফোড় কিছু নয়। বাংলা বহুদিন থেকে অন্তরে-অন্তরে সে-বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলার মাটিরই বুকের তাপে উদ্‌ভিন্ন বোধি-দ্রুম।

স্বামীজি শহরের মানুষ, এ-যুগের ভাবশাবল্য পুরা মাত্রায় তাঁর মধ্যে বর্তমান। তাই আধুনিক চিত্ত রামকৃষ্ণ-চেতনাকে সর্বতোভাবে জীর্ণ করতে পারবে কি না এ নিয়ে একটা শঙ্কা জেগেছিল তাঁর মনে। চিঠি-পত্রে এর প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন। ফলে 'অনন্ত ভাবের আধার' তাঁর ঠাকুরের সব কথা প্রাণ খুলে তিনি বলে যেতে পারেননি।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাংলার প্রাণপুরুষ, ঠাকুর নিগমানন্দের জীবনে তার দ্বিধাহীন সাক্ষ্য মিলেছে। তাঁর ভাবনায় সনাতন হিন্দুত্বের প্রাধান্য। তিনি নিতান্তই গ্রাম-বাংলার মাটিতে মানুষ। প্রথম জীবনে তিনি রামকৃষ্ণের প্রভাবেও পড়েননি। অথচ ঋতের বিধানে তাঁর চিত্ত পরিণামে রামকৃষ্ণ-চেতনাকে একান্ত সত্য বলে চিনে নিল।

যুগসন্ধিতে স্বভাবের নিয়মে এদেশে ভাবনা-চিন্তায় স্বচ্ছন্দে যে-রূপান্তর দেখা দিয়েছিল, গ্রামে থাকায় শ্রীনিগমানন্দ কেবল তারই আঁচ পেয়েছিলেন। তার বেশী পাশ্চাত্য ভাবের একবিন্দু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোঁয়াচ লাগেনি তাঁর গায়ে। বাংলার মাটিতে তিনি আর্য-ভাবনার মহীরুহ—সিদ্ধ জীবনে এই তাঁর পরিচয়। কিন্তু 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' বাঙালী ব্রাহ্মণ থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের বিপ্লবী ভাবনাকে তিনি নবযুগের অভিনন্দন জানালেন,—

'ভগবান রামকৃষ্ণদেবের আদর্শ বর্তমান ধর্মবিপ্লবকালে নিতান্ত প্রয়োজন—এই সত্য সকলের প্রাণে-প্রাণে অঙ্কিত না হইলে আমাদের আর মঙ্গল নাই। শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের মিলনেই পূর্ণ সত্য—প্রকৃত ধর্ম্ম। * * * আমরা কাহারও হৃদয়ে একাসনে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গকে দেখিলেই বিনা পরিচয়ে তাহাকে রামকৃষ্ণভক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিব।'

প্রেমিক গুরু—জীবন্মুক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলতে এসেছিলেন, খাঁটি ভারতীয় ধরনে গণ-মানসে তিনি তা সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। শুধু তা-ই নয়। রামকৃষ্ণের উদার সমন্বয়ী ভাবনায় অনুপ্রাণিত হলে মর্ত্যে অমৃতত্বলাভের কি সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁর আদেশ এবং উপদেশে সে-সঙ্কেতও তিনি দিয়ে গেছেন। নিগমানন্দের বিরাট জীবনাদর্শ রামকৃষ্ণ-চেতনার অকৃত্রিম দেশজ ভাষ্য।

বাংলা-উড়িষ্যার মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া আর কেউ তো তাঁকে চেনে না? না-ই বা চিনল! মহাপ্রভু শুধু 'গৌড়িয়ার ঠাকুর' হয়েই আছেন। ভারতবর্ষ গুরু বেদব্যাসের মুখ দিয়ে তত্ত্বত যাঁকে 'স্বয়ং ভগবান' বলেছে, বাঙালীর দাবি শ্রীচৈতন্য সেই শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রকাশ! জিজ্ঞাসা করি ভারতবর্ষ কি আজও এ-দাবিকে স্বীকৃতি দিয়েছে? ঐতিহাসিক বলবেন—দেয়নি।

শিবসাযুজ্যস্পর্ধী মহাকৌল ব্রহ্মানন্দ গিরিকে ভারতবর্ষ তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছে কি? এরও উত্তর—না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব প্রচারে ঠাকুর নিগমানন্দের পরিচয় নয়, তাঁর পরিচয় সত্যোপলব্ধির গভীরতা ও উত্তুঙ্গতায়। আর, অবতারবরিষ্ঠ যে-রামকৃষ্ণ দেশের মাটি ও সনাতন হিন্দুধর্মের সৃষ্টি, শ্রীনিগমানন্দই তাঁর ভাবনার সমর্থ ধারক। আধিকারিকপুরুষ তিনিও।

'তোরা যে আমার কচি গোপাল, অথচ আমি রাত্রি থাকিতেই তোদের জাগাইতে আরম্ভ করিয়াছি—তাই জাগিয়াও আবার ঘুমাইয়া পড়িতেছিস্। অচিরে কালরাত্রি কাটিয়া যাইবে, জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হইবে; তোরাও চিরদিনের মত জাগিয়া উঠিবি, চিরদিনের মত ঘুমঘোর কাটিয়া যাইবে। উষার আলোকও বুঝি নিকটবর্তী!'

—চিঠি ১।১৪

উদ্ ঈর্ধ্বং জীৱ অসুর্ ন আগাদ্ অপ প্রাগাৎ তম আ জ্যোতির্ এতি।
আরৈক্ পন্থাং যাতৱে সূর্য়ায়া. গন্ম য়ত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ॥

—কুৎস আঙ্গিরস

ওঁ তৎ সৎ

হরি ওম্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋণস্বীকার

১৩১৬ সালের আর্যদর্পণে সর্বপ্রথম আমাদের ঠাকুরের জীবন-কাহিনী অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। তারপর তাঁর উল্লেখযোগ্য জীবন-চরিত 'শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-স্মৃতি' এবং 'জীবনী ও বাণী'। এছাড়া ঠাকুরের নিজের লেখায় তাঁর জীবনের বহু তথ্য ছড়িয়ে আছে। অন্যান্য অনেকেও প্রচুর উপাদান রেখে গেছেন। গুরুত্ব-অনুযায়ী আমরা তার একটা তালিকা দিয়েছি, এ-বইয়ের উপাদান-পঞ্জী হিসাবে।

কিন্তু এসব উপাদানের বেশীর ভাগ তাঁর সাধনজীবন-সম্পর্কিত। পূর্বাশ্রমের খুঁটিনাটি তাতে পাই না। স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতীর (শক্তিদা) এটা লক্ষ্য হয়েছিল। এজন্য তিনি নিজে একবার কুতবপুর-রাধাকান্তপুরে গিয়ে ঠাকুরের মাসীমা গোলাপসুন্দরী দেবী, মেজভাই শ্রদ্ধাস্পদ ৺তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা অনুপমা দেবী, ছোটভাই, পূজনীয় ৺রামানন্দ ব্রহ্মচারী এবং বাল্যবন্ধু ৺রামকৃষ্ণ তাঁতী ৺বহুবল্লভ দাস প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করেন। অনুপমা দেবী ছাড়া এঁরা সকলেই আজ গতাসু। ভট্টাচার্য ও চক্রবর্তী-পরিবারের বংশাবলী এবং আরও যেসব তথ্য সিদ্ধানন্দজী সংগ্রহ করেছিলেন এখন আর তা পাওয়ার কোন উপায় নাই। প্রসঙ্গত ভট্টাচার্যপরিবারের বংশতালিকার কথাই বলি। বাণীমন্দির সাহিত্য-সভা নামে একটি প্রতিষ্ঠান * বাংলার বহু প্রাচীন বংশাবলী উদ্ধার করেছেন জেনে আমার অনুরোধে গুরুভাই শ্রীনারায়ণদাস নন্দীমহাশয় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগস্থাপন করেন। পঁচিশ টাকা দিয়ে তিনি ওই সভার সদস্য হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাণীমন্দির কোন কাজই দেখাতে পারলেন না। বরং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আরেকখানা বংশ-তালিকা আমায় সংগ্রহ করে দেন। কিন্তু তা-ও অসম্পূর্ণ। চক্রবর্তীপরিবারের বংশাবলী তো কোথাও মিলবে না।

---

* ২৫৯, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৫।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজেই রামজীর কাছ থেকে সিদ্ধানন্দজী যে বংশতালিকা সংগ্রহ করেছিলেন সেই দুখানাই বলতে গেলে একমাত্র নির্ভরযোগ্য তালিকা।†

কুতবপুর অঞ্চলে সিদ্ধানন্দজী যখন যান, তাঁর সঙ্গে হালিসহর আশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীজিতেন ব্রহ্মচারীও ছিলেন। তিনি অধুনাদুর্লভ কিছু আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। আমরা তারই কিছু এ-বইয়ে দিয়েছি।

আরও একটা কাজ সিদ্ধানন্দজী করেছিলেন। মঠের সুপ্রাচীন সন্ন্যাসীদের অন্যতম ৺স্বামী যোগানন্দ সরস্বতীর দিনলিপিতে ঠাকুর-সম্পর্কে এমন অনেক কথা ধরা ছিল যা আর কেউ জানেন না। সিদ্ধানন্দজী সযত্নে তার সারসঙ্কলন করেছিলেন। তাঁর সংগ্রহে এর সন্ধান পেয়েই আমি যোগানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে যাই।

প্রধানত যোগানন্দজী ও সিদ্ধানন্দজীর সমর্থনেই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে ঠাকুরের জন্মসন নির্ভুলভাবে কেউ জানেন না। বৃহস্পতিবার ও শ্রাবণ মাস —একখানা চিঠিতে ঠাকুর নিজে এদুটির উল্লেখ করেছিলেন। সাল ও তিথি জানা না থাকলে শুধু ওই দুটি দিয়ে কিছুই নির্ণয় হয় না। তিথিটি ঝুলন-পূর্ণিমা ধরে নিলে সন ১২৮৭ সালের বৃহস্পতিবারেই তা মেলে। ভৃগুবিচার ও মাসফলেও নাকি ১২৮৭ সালই সমর্থিত হয়।*

এলাহাবাদ না উজ্জয়িনী কুম্ভে ঠাকুর দণ্ডত্যাগ করেছিলেন—এর মীমাসাংও যোগানন্দজীই করে দেন। তাঁর দিনলিপিতে রয়েছে 'যোগী গুরু' প্রেসে দিয়ে ঠাকুর এলাহাবাদ কুম্ভে গিয়েছিলেন। ওখানে সচ্চিদানন্দজীর নির্দেশে দণ্ডত্যাগ করে ফিরে এসে তিনি তাঁর সন্ন্যাসনামের সঙ্গে 'পরমহংস' কথাটি যোগ করেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যোগী গুরুর প্রথম সংস্করণ আমি দেখেছি। তাতে ভক্ত-পদারবিন্দভিক্ষু শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় উপনাম স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস পরিব্রাজক, এ-ই আছে।

---

† দুঃখের বিষয় তালিকাটি ব্লক করার সময় আমার অসাবধানতায় ৺রামতনু ভট্টাচার্যের বংশধর ৺পরেশনাথের নামটি বাদ পড়েছে।

* ১২৮৬ '৮৭ ও '৮৮ সালের ঝুলনপূর্ণিমা কি মাসে ও কোন্ বারে পড়েছিল এ-তথ্য নির্ণয়ে শ্রীনারায়ণদাস নন্দী আমায় সাহায্য করেছেন। পরে পণ্ডিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী সপ্ততীর্থকে দিয়ে তা আবার যাচাই করে নিই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর যাঁর বাড়িতে থেকে যোগসাধনা করেছিলেন তিনি মেদিনীপুরের সারদা মজুমদার না পাবনার সারদাপ্রসন্ন সিংহ রায়? যোগানন্দজী জোর দিয়ে বললেন তিনি পাবনার জমিদার সারদা বাবু, যোগী গুরুর ভূমিকায় তাঁর নাম ঠাকুর উল্লেখ করেছেন।

গারোহিল যোগাশ্রম যে সুমেরদাসজীর গদির কাছাকাছি ছিল যোগানন্দজী ছাড়া এ-সংবাদ অন্য কেউ দিতে পারতেন না। তাছাড়া ঠাকুরের মায়ের কথা এবং প্রথম জীবন ও সাধনজীবন-সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া।

ঠাকুরের একমাত্র জীবিত বাল্যবন্ধু শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং জ্ঞাতিভগ্নী শ্রীবিজলী দেবী অনেক পারিবারিক সংবাদ জানিয়েছেন। আত্মীয়-বন্ধু ছাড়া সেসব অন্য কারও জানার কথা নয়।

আজ যোগানন্দজী ও সতীশচন্দ্র সরকার দুজনেই লোকান্তরিত। এ-বই তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারলাম না।

শ্রীসুধাংশুবালা দেবীর পিত্রালয় সম্পর্কে একটু গোলযোগ আছে। সিদ্ধানন্দজী হালিসহরের বারুইপাড়া অঞ্চলে ৺বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভদ্রাসনবাটি আছে বলে সংবাদ পেয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দু-তিনজন প্রাচীন ব্যক্তির মুখেও শুনেছিলেন এক সময় ওখানে ৺বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর মেয়ের বিয়ে ওখান থেকেই হয় ইত্যাদি।

কিন্তু শ্রীনারায়ণদাস নন্দী বলছেন ঠাকুর একবার তাঁকে বলেন তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল হালিসহরের খাসবাটিতে। নারানদার কাছেই শুনলাম ৭।২। ইউ জামির লেন-নিবাসী শ্রীনরেন্দ্রকিশোর মুখোপাধ্যায় ১৩৩৯ সালে মেহ্‌রা স্পেশালে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি খাসবাটির মুখুজ্জে শুনে ঠাকুর নাকি বলেছিলেন 'ওই বংশেই আমার বিয়ে হয়েছিল'। এরপর আমি নিজে মুখোপাধ্যায়মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমার দুর্ভাগ্য, গিয়ে শুনলাম কয়েকদিন হল তিনি দেহ রেখেছেন। তবে তাঁর পুত্রবধূর সৌজন্যে আমি তাঁর পুরাতন ডায়েরি দেখে নিঃসংশয় হলাম যে ১৩৩৯ সালে তিনি সত্যই মেহ্‌রা স্পেশালে গিয়েছিলেন। ঠাকুরও যে ওই স্পেশালের একজন যাত্রী ছিলেন এ আমরা সবাই জানি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাসবাটির মুখোপাধ্যায়বংশ বাংলার প্রখ্যাত কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্যতম। চৈতন্যপার্ষদ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দৌহিত্রবংশ তাঁরা। আজও খাসবাটিতে এঁদের বংশধর বর্তমান। বাণীমন্দিরে এঁদের সম্পূর্ণ বংশাবলী পাওয়া যাবে শুনে সেখানে গিয়ে তালিকায় দুজন ৺বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে পেলাম। একজনের পুত্রসন্তানাদি ছিল। অন্যজনের বংশ তাঁর সঙ্গেই শেষ হয়েছে দেখলাম। অর্থাৎ এঁর শুধু মেয়ে ছিল—বংশতালিকায় কেবল পুত্রপরম্পরাই দেখানো হয়েছে। এই শেষোক্ত বৈদ্যনাথের সঙ্গে শ্রীসুধাংশু দেবীর সময়ও মেলে—কারণ সাল হিসাবে দেখা যায় ইনি উনিশ শতকের মাঝামাঝি জন্মেছিলেন। আমরা বোধহয় এঁকেই সুধাংশুবালার জনক বলে ধরে নিতে পারি।

১৩২০ সালে বারবৎসর পরে জন্মভূমি দেখতে গিয়ে ঠাকুর যোগানন্দজীকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন 'আমার খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছিল।' সব দিক মিলিয়ে আমাদের ধারণা খাসবাটির মুখোপাধ্যায়বংশেই শ্রীসুধাংশুবালার জন্ম। উপার্জনক্ষম হয়ে ৺বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কোন কারণে খাসবাটি অঞ্চল ছেড়ে বাঁরুইপাড়ায় বাস করতে শুরু করেছিলেন এমনও হতে পারে। যাই হ'ক, সুধাংশু দেবীর কোন ভাই ছিল বলে কোথাও শুনিনি। এজন্য আমরা খাসবাটির অপুত্রক ৺বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশপঞ্জীটিই তাঁর পিতৃকুল অনুমানে তুলে দিয়েছি।

আর একটা কথা বলা দরকার। ঠাকুরের ছোট মাসীমা গোলাপসুন্দরী দেবী একবার নীলাচল কুটিরে এসে কিছুদিন বাস করেছিলেন। তাঁদের তিন বোনের যে একটি করে পোষাকী নাম ছিল এটা তাঁর কাছ থেকেই মায়েরা শুনেছিলেন। যোগেন্দ্রমোহিনী কৃষ্ণমোহিনী ইত্যাদি নাম আর কেউ কোথাও উল্লেখ করেননি। তাঁদের যে বড় বোনটি মারা যান রামজীর দেওয়া চক্রবর্তীকুলপঞ্জীতে তাঁর কৃষ্ণময়ী নাম দেখে মনে হয় মাণিকসুন্দরীদেরও পোষাকী নাম থাকাই সম্ভব। কৃষ্ণময়ী অল্প বয়সেই মারা যাওয়ায় তাঁর ডাক-নামটি হারিয়ে গেছে। অন্য তিন বোনের ডাকনামগুলিই চলতি হয়েছে—পোষাকী নাম বিস্মৃতির অতলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋণস্বীকার

সেকালের সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় পেতে হলে যেসব বই দরকার শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তা যুগিয়ে দিয়েছেন। এ-বইয়ের প্রকাশকও তিনি। কাজেই ছুটি মুখের কথায় তাঁর ঋণ শোধ হবে না।

রবিদাকে আবার অনুপ্রাণিত করেছেন স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী। সত্যি কথা বলতে গেলে এ-বইয়ের পিছনে তাঁর ইচ্ছা ও আগ্রহের প্রেরণাই সক্রিয় রয়েছে। আমি ঠাকুরের জীবনচরিত লিখব কি? আমার এতে হাত দেওয়ার কোন অভিসন্ধিই ছিল না। বাংলায় ঠাকুরের এখনও কত প্রবীণ শিষ্য-ভক্ত আছেন—এ কাজ তাঁদের। স্বয়ং সত্যদাই রয়েছেন—শক্তিদা আছেন। দুজনেই প্রথিতযশা লেখক। বললে কি হবে? অবিরাম উৎসাহ-দানে সত্যদা শেষপর্যন্ত কিছুতেই আমাকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দিলেন না।

তথ্যের অপ্রতুলতা নাই জানি। কিন্তু তথ্যের স্তূপ হতে সত্যনির্ণয় বড় সহজ নয়। শিবস্বপ্নে আমার শৈশব যিনি আলো করে দিয়েছিলেন, তাঁর সত্যমূর্তি আমি কি ফোটাতে পারব? এই দুরূহ প্রয়াসে আমার একমাত্র সহায় শ্রীঅনির্বাণের স্বচ্ছ দৃষ্টি। যোগানন্দজীর মত তিনিও প্রথম জীবনে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সে-যোগ যে কত গভীর ছিল সারস্বত সঙ্ঘের প্রত্যেকে তা জানেন। তাঁর কাছ থেকে ঠাকুরকে আমি নতুন করে চিনেছি। পরমহংস নিগমানন্দের সাধনা সিদ্ধি ও জীবনের তাৎপর্য তিনি যেমন বুঝেছেন আর কেউ তেমন করে বুঝেছেন বলে আমার মনে হয় না। তিনি সস্নেহে তাঁর দৃষ্টি আমায় দিতে চেয়েছেন। কতটুকু নিতে পেরেছি জানি না। যিনি দিচ্ছেন তিনি উজাড় করে দিলেও গ্রহীতার তা আত্মসাৎ করার সামর্থ্য থাকা চাই তো!

তাছাড়া তাঁর সময়ের একান্ত অভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি একবার আদ্যন্ত প্রুফটি দেখে দেওয়ার গুরুশ্রম স্বীকার করেছেন। প্রয়োজন হলেই তাঁর নির্দেশ চেয়েছি, পেয়েওছি।

সবশেষে আবার শক্তিদার কথা বলি। প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে এ-বইয়ের ছাপা-বাঁধাই ইত্যাদি যা কিছু, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনিই সম্পন্ন করেছেন। তাঁর নির্দেশমতই শ্রীনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশেষ যত্নে বংশতালিকাগুলি ও মানচিত্রটি ব্লকের উপযোগী করে তৈরী করে দিয়েছেন।

দেখছি এই জীবনচরিতখানির উপলক্ষ্যে ঠাকুরকে যাঁরা ভাল বাসেন গৃহী-সন্ন্যাসীনির্বিশেষে তাঁরা প্রত্যেকে আমার সহায়তা করেছেন। ঠাকুর চলে গেছেন বত্রিশ বছর। এতদিন পরেও এই যে তাঁর নামে সাড়া দেওয়া, এই ভালবাসাতেই সারস্বত সঙ্ঘ আজও সত্য হয়ে আছে।

এর মধ্যে আমার কৃতি কতটুকু? রবীন্দ্রনাথের ভিক্ষুণী সুপ্রিয়াকে মনে পড়ে বারবার—

'আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে
তাই তোমাদের পাব দয়া
প্রভু আজ্ঞা হইবে বিজয়া॥'

সারস্বত সঙ্ঘপীঠে আমার বিনম্র প্রণাম।

নীলাচল কুটির
ঝুলনপূর্ণিমা
শকাব্দ ১৮৮৯

স্নেহনন্দিতা
নারায়ণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাদান-পঞ্জী

১। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বরচিত গ্রন্থাবলী ও চিঠি। *

২। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছিন্নপ্রায় গানের খাতা।

৩। 'সুধাংশুবালা' উপন্যাসের জীর্ণাবশেষ পাণ্ডুলিপি।

৪। মহামায়ার কৃপা (আখ্যান), আর্যদর্পণ—আশ্বিন, ১৩১৬।

৫। শ্রীশ্রীঠাকুরমাহাত্ম্য—শ্রীবিহারী শর্ম্মা (১৩৩৭)।

৬। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ কথাসংগ্রহ ১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীশিশিরকুমার বসু (১৩৩৫ ও ১৩৬১)

৭। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ স্মৃতি ঐ (১৩৬২)

৮। শ্রুতি-স্মৃতি—(আর্যদর্পণ ১৩৩৩-৩৪) বা নিগম-প্রসাদ (১৩৫৯)।

৯। পুরাতন স্মৃতি—(আর্যদর্পণ ১৩৬৭) শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী।

১০। সারস্বত মঠ ও স্বামী স্বরূপানন্দ—শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ।

১১। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথামৃত ১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড—ঐ (১৩৫৮, ৬৪, ৬৫)

১২। ঠাকুরের প্রথম জন্মভূমি দর্শন ইত্যাদি তিনটি প্রবন্ধ (আর্যদর্পণ কার্তিক—পৌষ ১৩৪৮)—শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ।

১৩। শ্রুতি-স্মৃতি—শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (১৩৫৭)

১৪। জীবনী ও বাণী—শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ ও সিদ্ধানন্দ (১৩৬৮)।

১৫। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত—স্বামী সত্যানন্দ ও সিদ্ধানন্দ।(১৩৫৬)

১৬। ভক্তজীবনী—(খড়কুশমা আর্যদর্পণ ১৩৬২-৬৫) শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

১৭। নীলাচল বাণী—শ্রীদুর্গাচরণ মহান্তি (১৯৪৮)।

১৮। সদ্গুরু নিগমানন্দ—শ্রীললিতমোহন রায়চৌধুরী (১৩৪৮)

১৯। শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রসঙ্গ—(আর্যদর্পণ ১৩৫৪-৫৫) শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

২০। আচার্যপ্রসঙ্গ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত (১৩৫৩)

২১। শ্রীশ্রীঠাকুরদর্শনে, কর্মক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর (খড়কুশমা আর্যদর্পণ ১৩৬১) —শ্রীমৎ স্বামী চিদানন্দ।

---

* যথাক্রমে ১৩৩৪, ৩৫ ও ৩৬ সালে প্রকাশিত সংস্করণ। চিঠি ১ম খণ্ড ১৩৩৩ দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩৯ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৩৪৫।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২। পথের গুরু—(খড়কুশমা আর্যদর্পণ ১৩৬৫) শ্রীশুকদেব সেন।
২৩। গুরুগৃহের স্মৃতি—ঐ আর্যদর্পণ ১৩৬২) শ্রীপ্রবোধকুমার কুণ্ডু।
২৪। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা—(আর্যদর্পণ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮) শ্রীযোগেশ্বর গাঙ্গুলী।
২৫। জীবন-প্রভাত—(আর্যদর্পণ ভাদ্র ১৩৫২) শ্রীফণীভূষণ মিত্র।
২৬। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ লীলাকথামৃত—(আর্যদর্পণ ১৩৫৫) শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়।
২৭। দীক্ষারহস্য ইত্যাদি প্রবন্ধ—(আর্যদর্পণ ১৩৬৩, ১৩৬৪) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও।

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।
২। পল্লীবৈচিত্র্য—শ্রীদীনেন্দ্রনাথ রায় (১৩১২)।*
৩। নদীয়া-কাহিনী—শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক (১৩১৮)।
৪। শতাব্দীর শিশুসাহিত্য—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।
৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। প্রাচীন কবি—শ্রীঈশ্বর গুপ্ত (সংবাদ প্রভাকর)।
৭। উনবিংশশতকের কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য—শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী।
৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীসুকুমার সেন।
৯। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।
১০। রামমোহন-গ্রন্থাবলী।
১১। বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভার।
১২। আলালের ঘরের দুলাল।
১৩। হুতোম প্যাঁচার নকশা।
১৪। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—শ্রীবিনয় ঘোষ।
১৫। মাইকেল-রচনাসম্ভার।
১৬। বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী—বসুমতী সংস্করণ (১৩১৮)।
১৭। সঙ্গীতকোষ, সাধকসঙ্গীত, বাঙালীর গান, শাক্তপদাবলী ইত্যাদি।
১৮। ক্যালকাটা গেজেট—(১৮৮৮)।
১৯। বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাপস্—(১৮৬৯ ও '৮১)।

* শ্রীমতী কল্যাণী দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ ও সিদ্ধানন্দ সরস্বতী-সম্পাদিত

শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী

রায়বাহাদুর **দীনেশচন্দ্র** সেন, ডি, লিট্ (অন) কবিশেখর মহোদয় লিখিয়াছেন :—

বহু গল্প, বহু উপন্যাস, বহু প্রবন্ধ আজকাল সপ্তাহে সপ্তাহে বঙ্গভাষার পাঠাগার অলঙ্কৃত করিতেছে; কিন্তু একখানি নিগমানন্দের "জীবনী ও বাণী" পুস্তকে যে আনন্দ, যে উপদেশ, যে উপন্যাসের ন্যায় ঘটনাবৈচিত্র্য ও সারগর্ভ কথা পাইলাম, তাহা পূর্ব্বোক্ত শত শত রত্নমালার মধ্যে মধ্যমণি-স্বরূপ। এই পুস্তকে যে সাধুকে দর্শন করিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া সত্যই ঠাকুরদর্শনের পুণ্যলাভ হইল। যে সাধনা দেশ হইতে লুপ্তপ্রায়, এই পুস্তকে সেই সাধনার অমৃতপথ দেখিতে পাইলাম। নিগমানন্দের বাণী দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের বাণীর মতই সরল, মর্ম্মস্পর্শী ও জীবন-পথ চিনাইবার পক্ষে আলোকবর্ত্তিকাস্বরূপ। * * * এই বইখানি বাঙ্গালী গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে সযত্নে রাখার সামগ্রী। ইহা দেবমাল্যের মতই পবিত্র, উৎকৃষ্ট কাব্যের মত রসোদ্দীপক এবং মধুচক্রের ন্যায় মধুর। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহস্থ যদি পুত্র-কন্যাগণ লইয়া সশ্রদ্ধভাবে ইহার দুই এক অধ্যায় পাঠ করেন, তবে তাঁহার গৃহের বায়ু নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইবে।

চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য ৩·৫০ প. মাত্র।

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী-বিরচিত

আধিকারিক পুরুষ শ্রীনিগমানন্দ

ইহার পরিচায়িকায় মহামনীষী অনির্বাণ লিখিয়াছেন :

"আধিকারিক পুরুষ শ্রীনিগমানন্দ" অভিনব পদ্ধতিতে লেখা একখানি চরিত্রগ্রন্থ। গ্রন্থকার তথ্যের সঙ্কলনের চাইতে তত্ত্বের বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়েছেন। এটি বীতরাগবিষয়চিত্তের অনুধ্যানের অনুকূল হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্তমান যুগের সম্প্রদায়প্রবর্তক মহাপুরুষদের মধ্যে এদেশে শ্রীনিগমানন্দই সর্বপ্রথম তাঁর দর্শনকে একটি সুশৃঙ্খল এবং বিধিবদ্ধ রূপ দিয়ে আমাদের কাছ থেকে হৃদয়োচ্ছ্বাসের চাইতে বুদ্ধির উদ্দীপনাই দাবি করেছেন বেশী—এটি তাঁর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার আধিকারিক পুরুষের জীবন-দর্শনকে বুদ্ধির দীপ্তিতে আলোকিত করে তাঁর সে দাবিকে পূরণ করেছেন দেখে সুখী হয়েছি। তাঁর বহুমুখী আলোচনায় প্রায় সব কথা তিনি বেশ গুছিয়েই বলেছেন।'

দক্ষিণা : তিন টাকা মাত্র।

: প্রাপ্তিস্থান :—

(১)

দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম

হালিসহর : ২৪ পরগণা

(২)

মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার)

কলিকাতা-১২

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS